Banglapdf.net

লস্ট সিটি

ক্লাইভ কাসলার

অনুবাদ : রিয়াদ আহমেদ

SUVOM

ফ্রেঞ্চ আল্পসের জমাট বাধা বরফ থেকে পাওয়া গেল একটা লাশ। লাশের কাছে একটা পুরাতন প্লেন। ব্যাপারটা ধামাচাপা দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে এক অদৃশ্য শক্তি। একেরপর এক বিজ্ঞানীরা প্রাণ হারাচ্ছে রহস্যময়ভাবে। সাগরের নিচ থেকে হাইজ্যাক হয়ে গেল একটা সাবমেরিন। পুরো ব্যাপারটার সাথে জড়িয়ে পড়ল কার্টি অস্টিন ও জো জাভালা। একের পর এক উদঘাটন ঘটতে লাগল রহস্যের।

প্রচ্ছদ : আককাস খান

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শু
ভ
ম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

লস্ট সিটি

লস্ট সিটি

মূলঃ ক্লাইভ কাসলার

অনুবাদঃ রিয়াদ আহমেদ

কৃতজ্ঞতা

MOUSUMI

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

WEBSITE:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

HTTPS://WWW.FB.COM/GROUPS/BANGLAPDF.NET

লস্ট সিটি

মূল ক্লাইভ কাস্‌লার

অনুবাদ রিয়াদ আহমেদ

ঝিনুক প্রকাশনী

লস্ট সিটি
মূল : ক্লাইভ কাস্‌লার
অনুবাদ : রিয়াদ আহমেদ

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১২

প্রকাশক
মোঃ নূরুল ইসলাম
ঝিনুক প্রকাশনী
৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
সেল : ০১৭১২-৫৬৭৬১৫

প্রচ্ছদ
আব্বাস খান

কম্পোজ
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
সানসিক প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস
৫২/২ টয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২৮০.০০

Lost City. by : Clive Cussler. Translated dy Riyad Ahmed
First Published : December 2012, by Md. Nurul Islam
Jhinuk Prokashoni, 38/2ka, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 280.00

ISBN-984-70112-0232-3

আগস্ট ১৯১৪, ফ্রেঞ্চ আল্পস

বরফে আচ্ছন্ন পর্বতমালার ওপর জীবন-মরণ লড়াইয়ে লিপ্ত জুলস ফচার্ড। কিছুক্ষণ আগে বাতাসের এক অদৃশ্য দেয়ালে আচমকা ধাক্কা খেয়েছে তার বিমান। ভয়ে তার গলা শুকিয়ে গেছে, মাথা করছে ঝনঝন। ঘুড়ি যেমন সুতা বাঁধা অবস্থায় ছুটতে থাকে ঠিক সেভাবে ঝুলছে প্লেনটা। ফচার্ড লড়াই করে যাচ্ছে ফ্রেঞ্চ ইন্সট্রাক্টরের কাছে শেখা নিয়মকানুন অনুযায়ী। তারপর ঝামেলা থেকে নিজেকে মুক্ত করে ছুটে গেল সে মসৃণ আকাশে। নিজের অজান্তে করে ফেলল ভুল।

প্লেনটা স্থির হবার পর মানুষের স্বভাবসুলভ কাজ করে বসল, বন্ধ করে ফেলল দুই চোখ। তার মন চলে গেল অন্য জগতে, চিবুক গিয়ে পড়ল বুকে, কন্ট্রোল স্টিকের অপর নিয়ন্ত্রণ হয়ে পড়ল দুর্বল।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল প্লেনটা, ফ্রেঞ্চ পাইলটরা যাকে বলে পারতে দে ভিতেসে বা নিয়ন্ত্রণহীন। সৌভাগ্যবশত ফচার্ড অনুভব করতে পারল ব্যাপারটা। মাথা সোজা করে ফেলল, কাটাতে চেষ্টা করল ঘোর। তার কয়েক সেকেন্ড-এর ঘোরে প্লেন নেমে গেছে কয়েকশ ফুট। মাথার রক্ত টগবগ করছে। মনে হচ্ছে যেকোন মুহূর্তে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে বের হয়ে আসবে।

ফ্রেঞ্চ ফ্লাইং স্কুলগুলোতে ছাত্রদের অনেকটা পিয়ানোবাদকদের পিয়ানো বাজাবার মতো করে প্লেন শেখানো হয় আর ফচার্ডের করা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ড্রিল আজ কাজে লাগছে।

আর্কটিক ঠাণ্ডা এসে বিধছে তার বুকে। পূর্ণ চেতনা ফিরে আসার পর এ দুঃসাহসিক মিশনের ব্যাপারে চিন্তা করল সে। ঠাণ্ডায় ঠোঁট জমে গেলেও মাথার মধ্যে আওড়াচ্ছিল কথাগুলো।

ব্যর্থতা আর লক্ষ্য মানুষের মৃত্যু।

ফচার্ড চোয়াল শক্ত করে ফেলল, সৃষ্টি হল নতুন উদ্যোমের। ঘোলা হয়ে যাওয়া গগলসের গ্লাস সাফ করে সামনে তাকাল সে। মেঘ বা কুয়াশা নেই

কোথাও। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সবকিছু, বরফাচ্ছাদিত উঁচু-নিচু পর্বতশৃংগ, পাহাড়ি উপত্যকার মাঝে ছোট ছোট গ্রাম। প্রকৃতির এ অপরূপ শোভা সে উপভোগ করতে লাগল দুচোখ ভরে, কান পাতল ইঞ্জিনের একজস্টের আওয়াজ শোনার জন্য। মরেন সুলেনার এন এয়ারক্রাফটের আশি হর্স পাওয়ারের চার স্ট্রোক নোম রোটারি ইঞ্জিনটা ঠিকমত কাজ করছে। তার প্রায় ঘুমের আগে ইঞ্জিনটা সমস্যা করছিল। ফচার্ড নিশ্চিত হলেও তার মনের জোর কমে গেছে অনেকখানি। সে অবাক হয়ে লক্ষ্য করছে এক নতুন অভিজ্ঞতার, ভয়, যার সাথে সে ছিল অপরিচিত। অবশ্য তা মৃত্যুর নয় ব্যর্থতার। ইস্পাত কঠিন মনোবলের অধিকারী হলেও সে যে একজন রক্ত-মাংসের মানুষ।

প্লেনের ককপীটটা আকারে ছোট হওয়ার নড়াচড়ার সুযোগ কম। তার ওপর গায়ে উলের সোয়েটার, টার্টলনেক, লম্বা আন্ডারওয়ার, গলায় উলের স্কার্ফ, মাথায় চামড়ার হেলমেট, চোখে গগলস, দুহাতে গ্লভস, পায়ে ক্লাইম্বার বুট। পোলার কন্ডিশনের জন্য এ পোশাক উপযুক্ত হলেও ঠাণ্ডা এর মধ্যেও হামলা চালাচ্ছে। ব্যাপারটা বিপজ্জনক। মোরে সোলোনের চালানোটা বেশ ঝামেলা ও দরকার একনিষ্ঠ একাগ্রতা।

ক্লান্তি সত্ত্বেও শুধুমাত্র গুয়ার্তুমি ও একরোখা স্বভাবের জন্য চালিয়ে যাচ্ছে সে। এ একরোখা স্বভাবের জন্য সে পরিণত হয়েছে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সফল শিল্পপতির একজন। যা ফুটে ওঠে তার ধুসর চোখজোড়া ও উন্নত চিবুক আর তীক্ষ্ণ নাকে। ফচার্ডের চেহারার সাথে মিল পাওয়া যায় ঈগলের যা তাদের পারিবারিক প্রতীক। আঁকা রয়েছে বিমানের টেইলে।

বিড়বিড় করে বলে উঠল সে-ব্যর্থতা আর লক্ষ্য মানুষের মৃত্যু। যে কণ্ঠ ইউরোপীয় হলগুলোতে সৃষ্টি করে আতংকের তার সাথে এ কণ্ঠের মিল নেই। সে সিদ্ধান্ত নিল নিজেকে পুরস্কৃত করবার। সে বুট থেকে একটা রূপার ফ্লাস্ক বের করল। মুখ খুলতে সমস্যা হল কেননা হাতে গ্লভস। ফ্লাস্ক থেকে সে কয়েক ঢোক গিলে নিল। হাই অক্টেন স্ক্যানন্স, তার নিজের বাগানের আঙ্গুরের রস থেকে তৈরি, প্রায় খাঁটি আলকোহল। সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল উষ্ণতা।

নড়েচড়ে উঠল সে। মনে হতে লাগল গরম সুইস চকোলেট আর সদ্য বেক হওয়া রুটির ওপর গলা পনির-অপেক্ষা করছে পর্বতের ওপাশে, মুখে ফুটে উঠল তার তাচ্ছিল্যের হাসি। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ধনী মানুষদের একজন হয়ে তার সাধারণ মানুষের খাবারের চিন্তা। হোক।

ফচার্ড নিজেকে অভিনন্দন জানালো। তার পালাবার পরিকল্পনা কাজে লেগেছে। কাউন্সিলের সামনে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করার পর থেকে নজনবন্দি হয়ে পড়ে সে। কিন্তু কাউন্সিল যখন সিদ্ধান্ত নিতে অনড় তখন সে তাদের চোখে ধূলো দিতে সক্ষম হয়।

অতিরিক্ত মদ খাওয়ার অভিনয় করে সে তার বাটলার যে তার পরিবারের অনুগত বলে যে সে বিছানায় শুতে যাচ্ছে। যখন সব চুপচাপ তখন সে তার শ্যাতো থেকে পালিয়ে যায় জংগলে লুকানো সাইকেলের কাছে। ব্যাকপ্যাকে রাখে জিনিসপত্র। জংগলের মধ্যে দিয়ে চলে যায় এয়ারফিল্ডে যেখানে তার প্লেন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল আগে থেকেই। ভোরের আলো ছড়াবার সাথে সাথে টেকঅফ করে সে। দু-বার প্লেনটা থামে ফুয়েল নেবার জন্য তার বিশ্বস্ত লোকের কাছে।

সে ফ্লাস্কে চুমুক দিতে দিতে ঘড়ি ও কম্পাসের দিকে তাকাল। সঠিক কোর্সে এগুচ্ছে সে, শিডিউল থেকে কয়েক মিনিট পিছিয়ে। সামনের উঁচু পাহাড়গুলো দেখে সে উপলব্ধি করল তার লম্বা সফরের শেষ প্রান্তে চলে এসেছে সে। খুব শিগগিরই জুরিখের দিকে ফাইনাল আপ্রোচ করবে।

পোপের প্রতিনিধির সাথে কি নিয়ে কথা বলবে তা নিয়ে ভাবতে শুরু করে সে, ঠিক তখন স্টারবোর্ডের উইং থেকে একটা আওয়াজ আসল। পাখি আঘাত করেছে ভেবে তাকিয়ে দেখল এয়ারফয়েল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, ডানার গায়ে গর্ত। তার মানে গুলি।

ইন্সটিংটের বশে একবার ডানে ও আরেকবার বায়ে চড়ুইয়ের মত ঘুরতে লাগল সে। তাকিয়ে দেখল ছয়টা বাইপ্লেন ভি ফর্মেশনে অবস্থান করছে। ঠাণ্ডা মাথায় সে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল যেন আন পাওয়ার্ড ল্যান্ডিংয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

মেরিন সলিনের পাথরের মত খসে পড়ল আকাশ থেকে।

স্বাভাবিক দৃষ্টিতে এটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত কেননা এতে শত্রু তাকে খুব সহজে নাগালে পেয়ে যাবে কিন্তু সে হামলাকারী প্লেনগুলোকে চিনতে পেরেছে, এভিয়াটাক। ফ্রেঞ্চ ডিজাইনে তৈরি মার্সিটিজ ইঞ্জিনে চালিত জার্মান বিমানগুলো ব্যবহার হয় গোয়েন্দাগিরির জন্য। একটা মেশিনগান ফিট করা থাকলেও তা শুধু ওপরের দিকে গুলি করতে পারে। কয়েকশ ফুট নিচে নেমে গেলো সে, অবস্থান নিলো ফর্মেশনের পেছনে।

সবচেয়ে কাছের এভিয়াটাকটাকে টার্গেট করে চাপ দিল ট্রিগার। হচসিস গানের ট্রেসার বুলেট এভিয়াটাকের লেজে আঘাত হানল, মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল প্লেনটা।

ঘননাটা এত দ্রুত ঘটে যে বাকি এভিয়াটাকগুলো টেরই পায় না। ভেঙ্গে যায় তাদের ফর্মেশন।

ফচার্ড তাদের হামলা ব্যর্থ করে দিয়েছে। এলিমেণ্ট অব সারপ্রাইজের এই হল সুবিধা। সে তার প্লেন নিয়ে খাড়াভাবে উঠে গেল হাজার ফুট, হারিয়ে গেল মেঘের আড়ালে।

মেঘের আড়ালে গিয়ে ফচার্ড ক্ষয়ক্ষতি নিরুপন করল। কাপড় ছিঁড়ে গেছে, বেরিয়ে গেছে কাঠের কাঠামো। সে এভিয়াটাককে গতিতে হারাবার চিন্তা করলেও বুঝতে পারল আঘাতপ্রাপ্ত ডানার পক্ষে তা সম্ভব না। তাকে লড়াই করতে হবে।

শত্রু সংখ্যায় বেশি, অস্ত্রেও। কিন্তু সে যুগের সেরা বিমান চালাচ্ছিল। রেসিং কার থেকে ডেভেলপ করা এ বিমান হালকা ছোয়াতেই চালানো যায়। যেখানে সে যুগের বেশিরভাগ প্লেনে কমপক্ষে দুটি পাখা থাকে তার পাখা একটি। মেরিন সলিনের একটা ফিক্স উইং মনোপ্লেন। বুলেটাকৃতির প্লেনটা দৈর্ঘে মাত্র বাইশ ফুট, ফলে সহজে নড়াচড়া করতে পারে। নাকটার মাথায় লাগনো আছে একটা প্রপেলার, পেছনে মেশিনগান।

সিনক্রোনাইজড মেকানিজমের কল্যাণে উড়ন্ত অবস্থায় প্রপেলার ব্লেডের ফাঁক দিয়ে সহজে গুলি চালানো যায়। ব্লেডগুলো মেটাল ডিফ্লেক্টরে মোড়া, বুলেটের আঘাতে কিছু হয় না।

নিজেকে লড়াইয়ের জন্য মনে মনে প্রস্তুত করে ফচার্ড সীটের তলে থাকা একটা ঠাণ্ডা লোহার বাক্স হাত দিল। তার পাশে বেগুনি রঙয়ের মখমলের থলে। হাঁটু দিয়ে স্টিয়ারিং ধরে সে থলে থেকে একটা প্রাচীন ডিজাইনের স্টিল হেলমেট বের করে আনল। জিনিসটা বরফ শীতল হলেও এটার স্পর্শে তার শরীর যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

সে পরল হেলমেটটা। লেদার কভারিংয়ের ওপর জিনিসটা বসে গেল সহজে। ভাইসরটা মানুষের মুখের মত যার নাক ও মোচ তার চেহারার সাথে মিলে যায়। ভাইসরটা পরায় দেখতে সমস্যা হচ্ছিল বলে সে তা ভ্রুর ওপর ঠিক করে নিল।

মেঘের আবরণ পাতলা হয়ে গেল। ফাঁক দিয়ে বের হচ্ছে সূর্যরশ্মি। এভিয়াটাকগুলো নিচে এমনভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে যেভাবে ডুবন্ত জাহাজ ঘিরে হাংগর ঘোরে।

একটু বাঁক নিয়ে প্লেনটাকে স্থির করল সে। সামনের এভিয়াটাকটা ফচার্ডের প্লেনকে ফায়ারিং রেঞ্জের মধ্যে আনার চেষ্টা করছে। সীটবেল্ট শক্ত করে বেঁধে কন্ট্রোল স্টিক টেনে নিল ফচার্ড। প্লেনের নাকটা প্রথমে নেমে গেল, নিল এক অসাধারণ ব্যাকওয়ার্ড লুপ।

নিজের ফ্রেঞ্চ ইন্সট্রাক্টরকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাল ফচার্ড। লুপ শেষ করে অবস্থান নিলো এভিয়াটাকগুলোর পেছনে। ওপেন ফায়ার করল সবচেয়ে কাছের প্লেনটাকে কিন্তু সেটা খাড়াভাবে নেমে গেল নিচে।

ফচার্ড লেগে গেল প্লেনটার লেজের সাথে। শিকার থেকে শিকারি বনে যাওয়ার রোমাঞ্চে রোমাঞ্চিত সে। এভিয়াটাকটা পড়ে গেল এক চওড়া উপত্যকার মাঝে, সরাসরি আঘাত হানল উপত্যকার গায়ে।

গুলির স্বল্পতার কারণে হিসেব করে গুলি চালাতে লাগল ফচার্ড। এভিয়াটাকটা বামে ডানে ঘুরল, ট্রেসারও ঘুরল তার পেছনে। নিচ দিয়ে চলতে শুরু করল সে যেন ফচার্ডের হাত থেকে বাঁচা যায়। আবারো গুলি চালাল সে, নিচু হয়ে আসল এভিয়াটাক।

প্লেন দুটো ঘণ্টায় একশ মাইল বেগে মাটি থেকে পঞ্চাশ ফুট উচ্চতায় উড়ছে, আতংকে পালাচ্ছে গরুর দল। এভিয়াটাক ফচার্ডের দৃষ্টিসীমার বাইরে অবস্থান করছে, মাটির আঁকাবাঁকা পথের কারণে গুলি চালাতে সমস্যা হচ্ছিল।

এভিয়াটাকটা একটা আঁকাবাঁকা নদী ধরে যাচ্ছিল। সে এত নিচু হয়ে যাচ্ছিল যে তার চাকাগুলো নদীর পানি প্রায় ছুঁয়ে ফেলে। নদী পার হয়ে তারা উপস্থিত হল একটা শহরের ওপর।

ফচার্ডের আংগুল ট্রিগারের ওপর শক্ত হতে তার মনোযোগ নষ্ট হয় একটা ছায়া দেখতে পেয়ে। তার পঞ্চাশ ফুটেরও কম ওপরে আরেকটা এভিয়াটাক। নিচে নামতে শুরু করল প্লেনটা। ফচার্ড সামনের এভিয়াটাকটার দিকে তাকাল। ব্রিজের সাথে আঘাত এড়াতে ওপরে উঠতে শুরু করেছে।

পথচারীরা তিন বিমানের লড়াই দেখে পালাতে শুরু করে। এভিয়াটাক ব্রিজের ওপর থাকা একটা ওয়াগনের ড্রাইভারের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়।

ওপরের প্লেনটা নিচে নেমে ফচার্ডকে বাধ্য করে ব্রিজের ওপর আসতে কিন্তু সে শেষ মুহূর্তে প্লেনটা ওপরে তুলে ব্রিজ ও এভিয়াটাকের মাঝ দিয়ে চলে যায়। এভিয়াটাকটা আঘাত হানে ওয়াগনের ওপর, হয়ে যায় বিধ্বস্ত। ফচার্ড তার প্লেনটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, অপর এভিয়াটাকেরও একই পরিণতি হয়। আছড়ে পড়ে ব্রিজের ওপর, হয়ে পড়ে বিধ্বস্ত। সামনের এভিয়াটাকটার পেটের সাথে চার্চের দণ্ডের সংঘাত ঘটে, চিরে যায় তার পেট। "ঈশ্বরের সাথে থাকো। চেচিয়ে ওঠে ফচার্ড। উপত্যকা দিয়ে বের হয়ে যেতে লাগল সে। আরো দুটো প্লেন আবির্ভূত হল। এভিয়াটাক স্কোয়াডনের বাকি অংশ।

ফচার্ড তার প্লেনটাকে সরাসরি তাদের দিকে তাক করল। মুখে ফুটে উঠল হাসি। সে তার পরিবারকে উচিত শিক্ষা দিতে চাচ্ছিল। সে সামনের ককপীটের অবজার্ভারকে দেখতে পাচ্ছিল। ঠিক তখন এক আলোর ঝলকানি নজরে পড়ল তার। হালকা একটা শব্দ শুনতে পায় সে। নিজের পাঁজরের হাড়ে তীক্ষ্ণ ফণার মতো কিছু একটা অনুভব করল। সে বুঝতে পারল এভিয়াটাক থেকে টার্বাইন দিয়ে তাকে গুলি করা হয়েছে।

পা শক্ত হয়ে পড়ে, হাত হয়ে পড়ে অবশ। নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকে প্লেন। সীট ভেসে যায় রক্তে। মুখ তিতা হয়ে আসে সে তার গ্লভস ও সীটবেল্ট খুলে ফেলে। সীটের নিচ থেকে লোহার স্ট্রং বক্সটা বের করে। কোলের ওপর রেখে হ্যান্ডেলের সাথে থাকা ভি-স্ট্রাপটা কোমরের সাথে বাঁধে।

দেহে থাকা অবশিষ্ট শক্তি নিয়ে ককপীট থেকে বেরিয়ে আসে সে। শূন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় টেনে ফেলে রিপকর্ড, খুলে যায় সিল্কের প্যারাশূট। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে তার, নজরে পড়ে লেক ও বরফ খণ্ড। যন্ত্রণার সাথে যোগ হয় ব্যর্থতার বেদনা।

লক্ষ লক্ষ লোক মারা পড়বে।

কাশির সাথে একদলা রক্ত বের হয়ে আসে। সে বুঝে নেয় তার সময় শেষ। তার প্যারাস্যুটের উদ্দেশে এভিয়াটাকগুলো চালাতে লাগে গুলি। সে অনুভব করল একটা বুলেট তার হেলমেট ভেদ করে খুলিতে আঘাত হানে।

সূর্যের আলোকে ঝলমল করতে লাগল তার হেলমেট.। পিছলে যেতে যেতে পাহাড়ের কোলে মিশে গেল তার দেহ।

স্কটিশ অর্কনিজ, বর্তমান কাল

রাগে ফুসছে জোডি মিশেলসন। সেদিন সন্ধ্যায় আউটকাস্ট টিভি শোর অবশিষ্ট তিন প্রতিযোগীকে ভারি বুট পরা পুরু দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটতে হয়েছে। স্টান্টটার নাম ভাইকিং ট্রেইল বাই ফায়ার। ব্যাপারটাতে নাটকীয়তা আনার জন্য দড়িব দু,পাশে আগুন লাগানো ছিল। ক্যামেরা ধরা হয়েছিল নিচ থেকে যেন পুরো ব্যাপারটা নাটকীয় মনে হয়।

আউটকাস্ট সাভাইভার ও ফিয়ার ফ্যাক্টের সফলতা দেখে ব্যাঙের ছাতার মত গড়ে ওঠা রিয়েলিটি শোর একটি। ফরম্যাট একেবারে সোজা। দশজন প্রতিযোগীকে তিন সপ্তাহের কঠিন পরীক্ষায় নামতে হবে। যারা ব্যর্থ হবে বা ভোটে হেরে যাবে তাদের এ দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে হবে। বিজয়ী পুরস্কার হিসাবে পাবে এক মিলিয়ন ডলার সাথে বোনাস পয়েন্ট যা কে কতটা নোংরামিতে মেতে উঠতে পারে তার ওপর নির্ভর করে।

এ শো পূর্বসুরিদের তুলনায় আরো বেশি রুক্ষ। বাকি শোগুলো যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সেখানে এ শো ভর্তি মল্লযুদ্ধে।

যেখানে অন্য সারভাইভাল শোগুলো নীরক্ষীয় দ্বীপপুঞ্জে যা স্বচ্ছ নীল পানি আর পাম গাছে ভরা থাকে সেখানে এ শো হচ্ছে স্কটিশ অর্কনিজ এলাকায়। প্রতিযোগিরা ল্যান্ড করেছে একটা ভাইকিং শীপের রেপ্লিকায় যেখানে দর্শক বলতে কেবল সামদ্রিক পাখি। দ্বীপটা দুই মাইল লম্বা ও এক

মাইল চওড়া। বেশিরভাগ এলাকাই পাথুরে, সামান্য কিছু গাছ আছে। রয়েছে বালুকাময় এক বীচ যেখানে সব দৃশ্যগুলো চিত্রায়িত হচ্ছে। আবহাওয়া সহনশীল, শুধু রাত বাদে।

পাথুরে এ দ্বীপ স্থানীয় লোকদের কাছে পরিচিত 'উইই আইল্যান্ড' নামে যা প্রযোজক সি প্যারিস ও সহকারী রান্ডি আন্ডলম্যানের মধ্যে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে।

প্যারিস বিরক্ত হয়ে বলে, 'আমরা এমন কোন জায়গায় কোন শো শ্যুট করতে পারি না যার নাম উইই আইল্যান্ড। এটার অন্য নাম দিতে হবে। তার মাথায় একটা নাম আসল। আমরা এ দ্বীপকে ডাকব স্কাল আইল্যান্ড নামে।'

'এ দ্বীপকে দেখেতো খুলির মত মনে হচ্ছে না, বলল আন্ডলম্যান। দেখে মনে হয় ভাজা ডিম।

যাই হোক,, বলল প্যারিস।

জোডি তখন বলে ওঠে 'স্কাল বলতে একজন বেকুব টিভি প্রোযোজকের খুলিকে বোঝাচ্ছে। 'রান্ডি আন্ডলম্যানের মুখে হাসি ফুটে ওঠে।'

টেস্টগুলো একেবারে বৈচিত্র্যহীন, যেমন জ্যান্ত কাঁকড়া ভেঙ্গে খাওয়া, ঈল মাছ ভর্তি চৌবাচ্চায় ডুব দেয়া। দর্শকদের যতটা গা গুলানো যায় আর কি। কিছু প্রতিযোগীকে নেয়াই হয়েছে আক্রমণাত্মক আচরণ ও নিচতার জন্য। ক্লাইমেক্সে শেষ দুই প্রতিযোগী সারারাত নাইটস্কোপ ও পেইন্টবল গানের সাহায্যে একে অপরকে শিকার করবে যা দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস গেম, নামে এক ছোট গল্পের অবলম্বনে করা হয়েছে। বিজয়ী পাবে এক মিলিয়ন ডলার। জোডি ক্যালিফোর্নিয়ার অরেঞ্জ কাউন্টি নিবাসী এক ফিটনেস টিচার। বিকিনির জন্য তার ফিগার ভালো তবে তা বেশিরভাগ সময় কাপড়ের নিচেই লুকিয়ে থাকে, এ শোর প্রতিটি প্রতিযোগীকে একটি করে চরিত্রে অভিনয় করতে হচ্ছে। তবে জোডি প্রযোজকের দেয়া বুদ্ধিহীনা রূপসীর চরিত্রে মোটেও আগ্রহী নয়।

শেষ কুইজে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কঞ্চ গাড়ি না মাছ। শোর স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী তার বলতে হয়েছে গাড়ি। সে জীবনে এত বিব্রত হয়নি কখনও।

কুইজের ঘটনার পর প্রযোজক তাকে ইংগিত দিয়েছিল শো থেকে বের হবার ব্যাপারে। সে ইচ্ছাকৃতভাবে ফায়ারওয়ার্কে ব্যর্থ হয় যেন তাকে শো থেকে বের করে দেয়া হয়। কিন্তু সি প্যারিস নাটকীয়ভাবে তাকে 'ভ্যালহ্যালা, তে পাঠায়।

ভ্যালহ্যালা মূলত একটা বিশাল হাউস ট্রেইলার যেখানে প্রডাকসন ক্রুরা অবস্থান করছে। যেখানে প্রতিযোগীরা তাবুতে বসবাস করছে আর পোকামাকড় খাচ্ছে সেখানে ক্রুরা আরামদায়ক পরিবেশে কালাতিপাত করে যাচ্ছে। একজন প্রতিযোগী শো থেকে বের হলে সে একরাত ট্রেইলারে থাকার সুযোগ পায়।

'ব্যাড লাক, বলল আন্ডলম্যান দরজায় দেখা হবার পর। লোকটা ভালো, বসের একেবারে বিপরীত।

'হ্যাঁ খারাপই বটে। হট শাওয়ার, গরম খাবার, মোবাইল ফোন।'

'সবই আছে। তোমার ব্যাংক ওখানে।' বলল সে। বার থেকে ইচ্ছা করলে ড্রিঙ্ক নিতে পার। আমি সি র সাথে দেখা করে আসি। পরে কথা হবে।

'ধন্যবাদ। আমি নেব।'

সে বার থেকে একটা বিফ ইটার মার্টিন নিল। কিছুক্ষণ মদ্যপান করে ঘুমিয়ে পড়ল সে। তার ঘুম ভাংগল অদ্ভুত আওয়াজে। তীব্র আর্তনাদ, চেচামেচি আসে তার কানে।

আজব।

সে উঠে দরজার কাছে আসে। সে ভেবেছিল সি ও বাকি ক্রুরা উদ্বাহু নৃত্যে মেতেছে। সে বীচে যাওয়ার পথ ধরে এগুতে লাগল। আওয়াজটা আরো জোরালো হয়ে উঠল।

কোন একটা ঝামেলা হয়েছে। এ আওয়াজ যন্ত্রণার, উল্লাসের নয়। সে ভ্যালহ্যালার গেট অতিক্রম করে যা দেখল তা স্রেফ নরকের সাথেই তুলনীয়।

প্রতিযোগী ও ক্রুদের ওপর এক ধরনের প্রাণী হামলা করেছে যাদের দেখে অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক পশু মনে হয়। এ উন্মুক্ত পশুরা প্রতিযোগী ও ক্রুদের থাবা ও দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলছে।

সে সিকে মরতে দেখল, তারপর রান্ডি। বেশ কয়েকজনের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখল সে বীচে, ছিন্নভিন্ন অবস্থায়। আগুনের আলোতে জোডি প্রাণীগুলোকে দেখতে পেল। লম্বা, সারা গা ভর্তি লোম ও ভয়াবহ চেহারা।

আর সহ্য করতে পারল না জোডি, মুখ দিয়ে আর্তনাদ বের হয়ে আসল... সাথে সাথে থেমে গেল প্রাণীগুলোর নারকীয় ভোজ। রক্তচক্ষু দিয়ে তাকালো জোডির দিকে।

প্রাণীগুলো তার দিকেই ছুটে আসতে শুরু করল। বমি আসছিল তার কিন্তু প্রাণ বাঁচাতে পালাতে হবে তাকে। সে প্রথমে ট্রেইলারের কথা ভাবল কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারল সেখানে গেলে সে ফাঁদে পড়ে যাবে।

সে পাথুরে এলাকার দিকে ছুটে গেল। প্রাণীগুলো ছুটল তার পেছনে পেছনে ঠিক ব্লাডহাউন্ডের মতো শুকতে শুকতে। অন্ধকারে তার পা পিছলে গেলে সে পাহাড়ের এক কোটরে পড়ে যায়। এ দুর্ঘটনাই বাঁচিয়ে দেয় তাকে।

পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারায় সে। জ্ঞান ফিরলে সে কিছু কর্কশ কণ্ঠস্বর আর গুলির আওয়াজ শুনতে পায়। আবারও জ্ঞান হারায় সে।

পরদিন সকালে শিডিউলমত হেলিকপ্টার আসে জোডিকে নেয়ার জন্য। তারা সারা দ্বীপ তন্নতন্ন করে খোঁজাখুঁজির পর জোডিকে খুঁজে পায়।

বাকি সবাই উধাও।

মনেম্বাসিয়া, গ্রিক পেলোপিনিস

ঘুমের মধ্যে নিজেকে শিকারি বাঘের হাতে শিকার হতে দেখে আগনাস ম্যাকলিন। ঘুম ভাঙ্গার পর সে দেখতে পায় সারা শরীর ঘামে ভেজা, নিশ্বাস নিচ্ছে সে জোরে জোরে।

ম্যাক্লিন বিছানা থেকে উঠে জানালা খুলে দেয়।

গ্রিক সূর্যালোক সাদা চুনকাম করা দেয়ালের উপর এসে পড়ছে।

সে শর্টস ও টি-শার্ট গায়ে দিয়ে বাইরে বের হয়। বুকের ধুপপানি কমে আসতে থাকে।

জোরে নিশ্বাস নিয়ে সে দোতলা স্টুকো মনেস্ট্রির বাগানে লাগানো বুনো ফুলের ঘ্রান গ্রহণ করে সে।

হাত কাঁপা থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। তারপর রওনা দিল মনিং হাইকে যা তার অস্থির মনের জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম ওষুধ। মনেস্ট্রিটা একটা বিশাল প্রস্তরখণ্ডের ছায়ায় নির্মিত। প্রস্তুরখণ্ডটা কয়েকশ ফুট উঁচু যা ট্যুর বুকগুলোতে পরিচিত 'গ্রিসের জিব্রাল্টার, নামে। চূড়ায় উঠতে একটা প্রাচীন দেয়াল বেয়ে ওঠা লাগে। শতশত বছর আগে নিচের শহরগুলোকে এ দেয়াল রক্ষা করত। ওপর থেকে একটা ভগ্নপ্রায় বাইজেন্টাইন চার্চ দেখা যায়। ম্যাকলিন চূড়ায় দাঁড়িয়ে অনেক মাছ ধরার নৌকা দেখতে পেল। চারপাশ একেবারে নিশ্চুপ, শান্ত। তবে শান্তি নেই ম্যাকলিনের মনে। যারা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা তাকে খুন করেই ক্ষান্ত হবে।

সে ধ্বংসাবশেষের ওপর উদ্ভ্রান্তের মতো চলাফেরা করে মনোস্ট্রির ডাইনিং হলে চলে আসে। পঞ্চদশ শতকের এ মনেস্ট্রিটা গেস্ট হাউস হিসেবে ব্যবহার করছে।

কিচেন পরিষ্কার করতে থাকা এক তরুণ তাকে দেখে বলে ওঠে, 'কালি মেম ড. ম্যাকলিন।

'কানি মেরা আঞ্জেলো, জবাব দিল সে। তার মাথার ওপর তর্জনী রেখে বলল 'তুমি কি কিছু ভুলে গেছ?'

'ও হ্যাঁ আমি দুঃখিত ড.ম্যাকলিন।'

'আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই।' বলল ম্যাকলিন স্কটিশ টানে। আঞ্জেলো তার জন্য বাটি ভর্তি তাজা স্ট্রবেরি, হানিডিউ মেলন, স্থানীয় মধু মিশ্রিত গ্রিক

দই ও এক কাপ ব্ল্যাক কফি নিয়ে এল। আঞ্জেলো একজন পুরোহিত, বয়স ত্রিশের কোটায়। কালো ঝাকড়া চুল, দেখতে সুদর্শন। সে একাধারে কমিনিয়াগ্রি, কেয়ারটেকার ও হোস্ট।

ম্যাকলিনের সাথে গত দুই সপ্তাহে তার বেশ ভাল বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। প্রতিদিন সকালে নাশতা শেষ করে তারা বাইজেন্টাইন সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করে।

ম্যাকলিনের নিজ পেশা রিসার্চ কেমিস্ট থেকে ইতিহাসের দিয়ে ঝোঁকার কারণ হল বহুদিন আগে কর্মসূত্রে বাইজেন্টাইন সভ্যতার কেন্দ্রস্থল মাইসারাতে যাওয়া। সেখানকার সরু গলি আর গোলকধাঁধায় ভরা রাস্তার প্রেমে পড়ে যায় সে। সিদ্ধান্ত নেয় এখানে আবার ফিরে আসার। ভাবতে পারেনি এভাবে ফিরতে হবে।

প্রথমদিকে প্রজেক্টটা সাধারণই মনে হচ্ছিল। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করার সময়ে তাকে রিসার্চের কাজের অফার দেয়া হয়। সে ছুটি নিয়ে যোগ দেয় কাজে। সে কর্মরত কয়েকটি দলের একটিকে নেতৃত্ব দিচ্ছিল যারা এনজাইম ও কমপ্লেক্স প্রোটিন যা দ্বারা বায়োলজিক্যাল রিয়াকশন হয় তা নিয়ে গবেষণা করছিল।

প্রজেক্টের কর্মরত বিজ্ঞানীরা ফ্রেঞ্চ কান্ট্রিসাইডে আরামদায়ক ডর্মেটরিতে বাস করতেন। বাইরের পৃথিবীর সাথে পারতপক্ষে তাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। অনেকে মজা করে একে 'ম্যানহাটন প্রজেক্ট' বলত। বিচ্ছিন্ন থাকাটা ম্যাকলিনের জন্য তেমন কঠিন কিছু ছিলো না কেননা সে ব্যাচেলর এবং তার তেমন কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। তার কয়েকজন কলিগ অভিযোগ তুললেও মোটা টাকার বেতন ও সুন্দর কাজের পরিবেশ হওয়ায় সে উচ্চবাচ্য করেনি।

তারপর প্রজেক্টে লেগে গেল গণ্ডগোল। যখন সে ও বাকিরা প্রজেক্ট নিয়ে প্রশ্ন তোলা শুরু করল তাদের সবাইকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হল, বলা হল, অপেক্ষা করতে।

ম্যাকলিন প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখতে চলে যায় তুরস্কে। কয়েক সপ্তাহ পর স্কটল্যান্ডে ফিরে আন্সারিং মেশিনে তার এক সাবেক কলিগের কাছ থেকে এব অদ্ভূত ম্যাসেজ শুনতে পায়। লোকটা তাকে জিজ্ঞাসা করে সে খবরের কাগজ পড়েছে কিনা এবং তাকে তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করে। যোগাযোগ করতে গিয়ে সে জানতে পারে কয়েকদিন আগে সে গাড়ির তলে পড়ে মারা গেছে।

এরপর চিঠিপত্রের মধ্যে আরেক কলিগের পাঠানো একটা খাম পায় সে। সেখানে বেশকিছু নিউজপেপার ক্লিপিং পায় সে। ক্লিপিংগুলো পড়ে শিউরে ওঠে

সে কেন না প্রতিটা ক্লিপিংয়ে তাদের প্রজেক্টে কর্মরত সাবেক কলিগদের দুর্ঘটনাজনিত খবর। প্যাকেটে আরো ছিল একটা সতর্কবাণী, 'পালাও, নয়ত মরবে,

ম্যাকলিন নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে সব ঘটনাই কাকতালীয়। কিন্তু যখন একটা ট্রাক তাকে চাপা দেয়ার চেষ্টা করল এবং সে ট্রাকের ড্রাইভারকে তার ল্যাবের গার্ড বলে চিনতে পারল চখন আর তার বুঝতে বাকি রইল না পুরো ঘটনা। পালাতে হবে। কিন্তু কোথায়, তখন তার মনে পড়ল মনেন্তাসিয়ার কথা। মূলভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন এ দ্বীপে সচরাচর পর্যটকেরা দিনে এসে দিনে ফিরে যায়।

আঞ্জেলো তার জন্য ইন্টারন্যাশনাল হ্যারল্ড ট্রিবিউনের একটা কপি নিয়ে আসল। পত্রিকা খুললে একটা খবর দৃষ্টি কাড়ল তারঃ দানবের হাতে নিহত টিভি কাস্ট ও ক্রু। দাবি বেঁচে যাওয়া ব্যক্তির'

ওহ ইশ্বর, ভাবল সে। খুব খারাপ কিছু ঘটেছে। সে খবরের কাগজ ভাঁজ করে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। সিদ্ধান্ত নিল বাড়ি ফেরার, এ আশায় যে, কেউ না কেউ তার কাহিনী বিশ্বাস করবে।

ম্যাকলিন ট্যাক্সিতে চেপে ফেরি অফিসে গেল। সেখান থেকে এথেন্সে যাওয়ার জন্য পরের দিনের একটা টিকিট কিনল। তারপর নিজ রুমে ফিরে সবকিছু গুছিয়ে নিল। তারপর ক্যাফেতে বসে অর্ডার দিল লেমোনেডের। সে খবরের কাগজে মনোযোগ দিতেই লক্ষ্য করল কেউ একজন তার উদ্দেশ্যে কিছু একটা বলে উঠল।

মাথা তুলে তাকালে সে একজন ধুসর চুলের অধিকারিণী মহিলাকে দেখতে পেল। পরনে তার ফুলতোলা পলিস্টার স্ল্যাক্স এবং হাতে ক্যামেরা।

'মাফ করবেন, মিষ্টি হেসে বলে উঠল সে। যদি কিছু মনে না করেন আমার স্বামীর সাথে'-পর্যটকেরা প্রায়শই ম্যাকলিনকে তাদের ছবি তুলে দেবার জন্য অনুরোধ জানায়। কাছের টেবিলে বসে একজন লোক তার দিকে তাকিয়ে হাসছিল। ম্যাকলিন ক্যামেরাটা নিয়ে তাদের কয়েকটা ছবি তুলে ক্যামেরাটা ফেরত দিল।

'ধন্যবাদ। বলে উঠল মহিলাটা উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে। 'আপনি জানেন না এ ছবিগুলো আমাদের ট্রাভেল আলবামের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

'আমেরিকান?' বলল ম্যাকলিন। বহুদিন ইংরেজি না বলতে পারায় মনটা খচখচ করছিল।

হাসল মহিলা। 'দেখে বোঝা যায়? আমরা স্থানীয়দের সাথে মিশে যাওয়ার বহু চেষ্টা করেছি।'

হলুদ ও গোলাপি পলিস্টার আর যাই হোক গ্রীক ফ্যাশন হতে পারে না। মহিলার স্বামী কলার বিহীন সাদা কটন শার্ট ও কালো ক্যাপ্টেনস হ্যাট পরে আছে যা ট্যুরিস্টদের জন্য বিক্রি করা হয়।

'আপনি ইংরেজ? প্রশ্ন করল লোকটা।'

ম্যাকলিন আতংকিত ভঙ্গিতে জবাব দিল, না স্কটিশ।'

'আমি টেক্সান। হয়ত ভাবছেন আমরা ওকলাহোমা থেকে এসেছি।'

'আমি কখনো ভাবিনি আপনি ওকলাহোমা নিবাসী। বলল ম্যাকলিন।'

'আশা করি ছুটিটা ভালোই কাটছে আপনার।' সে চলে যেতে লাগলে মহিলা তাকে জিজ্ঞাসা করল সে তাদের সাথে পোজ দেবে কিনা। রাজি হয়ে গেল ম্যাকলিন। কিছুক্ষণ পর সে জানতে পারল গাস ও এমা হ্যারিস হিউস্টন নিবাসী। গাস তেলের ব্যবসার সাথে জড়িত ও এমা স্কুল শিক্ষিকা, তার সভ্যতার জন্মস্থান দেখার স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে।

সে তাদের সাথে হাত মিলিয়ে ফিরে আসল মনেস্ট্রিতে। ফিরেই দরজা বন্ধ করে দিল ঘুম। বিকালে হাত-মুখ ধুয়ে বের হল হাওয়া খেতে। বের হয়েই দেখতে পেল হ্যারিস দম্পতিকে মনেস্ট্রি কোর্ট ইয়ার্ডে চুনকাম করা দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে। তারা মনেস্ট্রির ছবি তুলছে। তাকে দেখে তারা হাত নাড়ল। ম্যাকলিন তাদের মনেস্ট্রি ঘুরিয়ে দেখাল। তারা কালো কাঠের প্যানেলিং বানাবার দক্ষতা দেখে আবির্ভূত হল। তারা বের হয়ে বিল্ডিংয়ের পেছনে উঁচু পাহাড় থেকে নিচে তাকাল।

'ওপর থেকে নিশ্চই খুব সুন্দর লাগে দেখতে।' বলল ইমা। 'ওপরে হাইকিং করা যেতে পারে।'

'আপনি কি আমাদের চড়ার রাস্তাটা দেখিয়ে দেবেন? বলল এমা ম্যাকলিনকে।'

'দুঃখিত। আমি আগামীকাল চলে যাচ্ছি।' ম্যাকলিন তাদের জানাল সম্ভবত তাদের একাই চড়তে হবে।

'আপনি আসলেই ভালো।' গাস ম্যাকলিনের গালে আলতো করে চাপড় দিল। কিছুক্ষণ পর চলে গেল তারা। তারা যখন যাচ্ছিল আঞ্জেলো তখন মনেস্ট্রিতে প্রবেশ করল। দম্পতিদের দেখে সে বলল" আপনার সাথে টেক্সাস থেকে আসা আমেরিকানদের সাথে দেখা হয়েছে?

ম্যাকলিন ভ্রু কোচকাল। 'তুমি জানলে কি করে?'

'তারা কাল সকালে এসেছে। আপনি তখন হাঁটতে গিয়েছিলেন।'

'অদ্ভুত। তারা এমনভাবে কথা বলছিল যেন এ দ্বীপে এটা তাদের প্রথম দিন।'

শ্রাগ করল আঞ্জেলো। 'হয়ত বয়স হয়ে গেলে আমরাও ভুলতে শুরু করব।'

পেটে মোচড় দিয়ে উঠল ম্যাকলিনের। ব্যাপারটা কতো সহজেও হয়ে যেত। পাহাড়ের ওপর থেকে ধাক্কা আর সব শেষ।

আরেকটা দুর্ঘটনা। আরেক বিজ্ঞানীর মৃত্যু।

সে খাম থেকে নিউজক্লিপিংগুলো বের করে পড়তে লাগল।

বিজ্ঞানীর সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু।

বিজ্ঞানী গাড়ি চাপায় মৃত্যু।

স্ত্রীকে হত্যা করে বিজ্ঞানীর আত্মহত্যা।

স্কি দুর্ঘটনায় বিজ্ঞানীরা মৃত্যু।

প্রত্যেকে সেই প্রজেক্টে কাজ করেছে। সে নোটটা আবার পড়ল 'পালাও, নয়ত মরবে,

সে হ্যারল্ড ট্রিবিউনের ক্লিপিংটা বাকিগুলোর সাথে রেখে চলে গেল মনেস্ট্রির রিসিপশন ডেস্কে। আঞ্জেলো সেখানে দাঁড়িয়ে।

'আমাকে যেতে হবে, বলল ম্যাকলিন।

আঞ্জেলো রীতিমত আকাশ থেকে পড়ল। 'কখন?'

'আজ রাতে।'

'অসম্ভব। কাল পর্যন্ত কোন বাস বা ফেরি নেই।'

'যাই হোক আমাকে যেতেই হবে এবং আমি তোমার সাহায্য চাচ্ছি। এর জন্য আমি চড়া দাম দিতে রাজি আছি।'

পুরোহিতের মুখটা কালো হয়ে গেল। 'কাজটা আমি বন্ধুত্বের জন্য করব, টাকার জন্য নয়।'

'আমি দুঃখিত, বলল ম্যাকলিন। 'আমি আসলে আপসেট।'

আঞ্জেলো মোটেও বোকা ছিল না।

'আমেরিকানদের জন্য?'

'কিছু খারাপ লোক আমার পেছনে লেগেছে, তারা ওদের পাঠিয়েছে আমাকে ধরার জন্য। আমি তাদের বোকার মতো বলে দিয়েছি আগামীকাল ফেরিতে যাচ্ছি। হয়ত তাদের লোক এখনো আমার ওপর নজর রাখছে।'

আঞ্জেলো মাথা নাড়ল। 'আমি নৌকায় করে আপনাকে মূল ভূখণ্ডে পৌঁছে দিতে পারি। আপনার একটা গাড়ির প্রয়োজন হবে।'

'আমি ভাবছিলাম তুমি যদি সেটা জোগাড় করে দিতে, বলল ম্যাকলিন। সে একটা ক্রেডিট কার্ড বের করল, এতদিন সে ব্যবহার করেনি ধরা পড়ার ভয়ে।

আঞ্জেলো মূল ভূখণ্ডে গাড়ি ভাড়া করার জন্য অফিসে ফোন করল, কিছুক্ষণ কথা বলে রেখে দিল সে।

'সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তারা গাড়িতে চাবি রেখে যাবে।'

'আঞ্জেলো জানি না এ ঋণ আমি কিভাবে শোধ করব?

'পরেরবার চার্চের জন্য ভালো গিফট দিলেই হবে।'

ম্যাকলিন একটা রেস্টুরেন্টে হালকা খাবার খেয়ে নিয়ে মনেস্ট্রিতে ফিরে অপেক্ষা করতে লাগল। এমন সময় টোকা পড়ল দরজায়। আঞ্জেলো তার ব্যাগটা নিয়ে তাকে সমুদ্রের তীরে নিয়ে গেল। ম্যাকলিন টর্চের আনতে একটা মোটরবোট দেখতে পেল।

'মধ্যরাতে নৌভ্রমণ? আচমকা একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে। কণ্ঠটা এমা হ্যারিসের।'

'বিদায় না নিয়ে যাওয়াতো ঠিক নয়।' বলে উঠল তার স্বামী।

প্রাথমিক ধাক্কাটা খাওয়ার পর নিজেকে সামলে নিল ম্যাকলিন। 'টেক্সাসের খবর কি মি, হ্যারিস?'

'ওহ হ্যাঁ। খুব একটা সত্যবচন নয় স্বীকার করি।'

'আহ বাদ দাওতো। ড. ম্যাকলিনকে বোকা বানাবার জন্য যথেষ্ট। আমরা আপনার ছবি তুলে ফাইল ফটোর সাথে মিলিয়ে দেখেছি। আসলে এসব কাজে সাবধানতা বজায় রাখতে হয়।'

'আপনারা কোম্পানির তরফ থেকে এসেছেন? ম্যাকলিন বলল।

'তারা খুব ধুর্ত,, বলল গাস। 'তারা জানত আপনি এমন লোকের থেকে সাবধান থাকবেন যাকে দেখে গুণ্ডার মতো মনে হয়।'

'এ ভুলটা অবশ্য অনেকেই করে। 'এমার কণ্ঠে কৃত্রিম দুঃখ। 'অবশ্য এ কারণেই এ অবস্থায় টিকে আছি আমরা। তাই না গাস? যাই হোক গ্রিসে ভ্রমণটা ভালোই কাটল। কিন্তু সব ভালো জিনিসের শেষ আছে।' আঞ্জেলো তাদের কথাবার্তা বুঝতে পারছিলো না।

'আমাদের ক্ষমা করবেন, বলে উঠল সে। 'আমাদের রওনা দিতে হবে।'

এটাই ছিল তার মুখ থেকে বের হওয়া শেষ বাক্য।

সাইলেন্সারের কল্যাণে গুলির আওয়াজ শুনতে পেল না কেউ। আঞ্জেলো বুকে হাত দিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

'একজন পুরোহিতকে হত্যা করা দুঃখজনক,, বলল গাস তার স্ত্রীকে।

'আসুন আপনার জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছে আপনাকে কোম্পানি প্লেনে নিয়ে যাবার জন্য।'

আপনারা আমাকে হত্যা করবেন না?

'না,, বলল এমা নিরীহ কণ্ঠে, আপনার জন্য আলাদা প্ল্যান আছে আমাদের।'

'বুঝলাম না।'

'বুঝবেন আপনি, বুঝবেন।'

দ্য ফ্রেঞ্চ আল্পস

একটা আরোস্প্যাশিয়াল আলিউট লাইট ইউটিলিটি হেলিকপ্টার উপত্যকা আর গিরিখাদের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে। বিশাল পর্বতশৃঙ্গর মাঝে হেলিকপ্টারটাকে ছোট্ট বিন্দুর মত লাগছে। হেলিকপ্টারটা একটা পর্বতশৃঙ্গের কাছে পৌছাতে প্যাসেঞ্জার সীটে বসা হ্যাংক থার্সটন আঙ্গুলের ইশারায় পাহাড়টাকে দেখাল,

'ওটা লা ডর্মেয়ার,, বলল সে। 'মানে ঘুমন্ত মানুষ। দেখে মনে হয় কেউ ঘুমাচ্ছে।'

আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির গ্লেসিওলজি ডিপার্টমেন্টের ফুল প্রফেসর থার্সটন। বয়স চল্লিশের কোঠায় হলেও তারুণ্যে ভরপুর। আইওয়াতে থাকাকালীন চুল-দাড়ি কেটে ফিটফাট থাকলেও এখানে কিছুদিন কাটানোতে তার চেহারা হয়ে গেছে বুশ পাইলটের মতো। মুখ ভরা খোঁচাখোঁচা দাড়ি, লম্বা চুল, চোখে এভিয়েটর সানগ্লাস।

পাহাড়টা ভালো করে দেখল হেলিকপ্টারের দ্বিতীয় যাত্রী ডেরেক রলিন্স। 'ভ্রু, নাক আর থুতনি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এটাকে ঘুমন্ত বলার কোন কারণ নেই।'

আউটসাইড নামে একটা ম্যাগজিনে কাজ করে সে। বয়স বিশের কোঠার শেষ মাথায়। বালি রঙের চুল ও দাড়ি দেখে কলেজ প্রফেসর মনে হয়।

হেলিকপ্টারের বাইরে আল্পসের সুনির্মল বাতাস সৃষ্টি করে এক ধরনের দৃষ্টিবিভ্রাটের। পাহাড়গুলোকে দেখে মনে হয় যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। প্রকৃতির এ প্রতারণায় প্রভাবিত না হয়ে হেলিকপ্টার পাইলট তার কোর্স অনুযায়ী পার হল পর্বতশৃঙ্গ।

একটা বিশাল মাউন্টেন বেসিন চোখে পড়ল রলিন্সের,তলে একটা বৃত্তাকার লেক। সময়টা গ্রীষ্মকাল হলেও পানিতে ভাসছে একটা ভক্সওয়াগন আকৃতির বরফের চাই।

'লক দ্য ডর্মেয়ার বা ডর্মেয়ার হ্রদ,, বলল প্রফেসর।' বরফ যুগে গ্লেসিয়ার ক্ষয়ে এর সৃষ্টি। তখন থেকে এতে ভরে আছে হিমবাহ।'

'আমার দেখা সবচেয়ে বড় মার্টিনি অন দ্য রকস।' বলে ওঠে রলিন্স।

'তবে নিচে কোন জলপাই নেই, গ্লেসিয়ারের অপরপ্রান্তে থাকা বড় স্থাপনাটা একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট। সবচেয়ে কাছের শহরটা মাউন্টেন রেঞ্জের ওপরে।'

লেকের ওপরে স্থির হয়ে থাকা একটা বড় জাহাজের ওপর দিয়ে উড়ে গেল হেলিকপ্টার। জাহাজের ডেকে ক্রেন, বুম ও উইঞ্চ জড়ো করে রাখা। রলিন্স এসব দেখে বলল,, কি হচ্ছে এসব?

'একটা আর্কিওলজিক্যাল প্রজেক্ট, বলল সে।' বোটটা সম্ভবত ঐ নদী দিয়ে এসেছে।'

'পরে দেখে যাব। এ সুযোগে সম্পাদকের কাছ থেকে বাড়তি কিছু পাওয়া যাবে।'

হ্রদের একপ্রান্তে বিশাল এক জমাট বরফের চাই দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান রুদ্ধ করে রেখেছে।

'ওয়াও! এটা নিশ্চয়ই আমাদের গ্লেসিয়ার।'

'হ্যাঁ। ইন ল্যাং দ্য ডরমেয়ার...মানে ঘুমন্ত মানুষের জিহ্বা। বরফের ওপর দিয়ে চক্কর দিল হেলিকপ্টার। বোঝা গেল তা পুরো উপত্যকাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। গ্লেসিয়ারের বরফের রঙ অবশ্য পুরো সাদা নয়, কালের আবহে নীলচে হয়ে গেছে।

'জিবের রং বদলে গেছে।' বলল রলিন্স। 'ডাক্তার দেখাতে হবে।'

'পোয়েটিক লাইসেন্স,, বলল থার্সটন। 'হোল্ড অন, ল্যান্ড করছি।

বাঁক নিয়ে গ্লেসিয়ার থেকে সরে এল হেলিকপ্টার। লেকের পাড় থেকে দুইশ গজ দূরে একটা সমতল জায়গায় এসে ল্যান্ড করল। হেলিকপ্টারের পেছন থেকে পাইলট মালামাল নামাতে শুরু করল। তাকে সাহায্য করল থার্সটন। সে রলিন্সকে হাঁটাহাঁটি করে পায়ের আড়ষ্টতা কাটাবার পরামর্শ দিল।

লেকের পানির কাছে চলে গেল রিপোর্টার। লেকের পানি স্থির হয়ে আছে, ঢেউ নেই। পায়ের কাছ থেকে একটা নুড়িপাথর ছুঁড়ে মারল রলিন্স। বুঝতে পারল বরফ জমে নেই।

রলিন্সের চোখ আটকে গেল তীর থেকে কোয়ার্টার মাইল দূরে থাকা বোটটার ওপর। সে বোটটার বিশেষভাবে রঙ করা ফিরোজা রঙ দেখে বুঝা গেল এটা ন্যাশনাল আন্ডারওয়ার্টার এন্ড মেরিন এজেন্সির। এমনকি বড় বড় করে লেখা নুমা পড়ার দরকার হল না। সে বুঝতে পারল না সমুদ্র থেকে এতদূরে এ দুর্গম এলাকায় নুমার জাহাজ কি করছে। নিশ্চই কোন স্টোরি আছে কিন্তু আপাতত অপেক্ষা করতে হবে।

থার্সটন ডাকল তাকে। একটা সিয়েত্রো 2 C তাদের নিয়ে যাবার জন্য ল্যান্ডিং প্যাডের দিকে এগিয়ে আসছে। সিয়েত্রো থেকে বের হল এক মোটাসোটা লোক। দেখে মনে হল ডিম থেকে বের হওয়া এক অদ্ভুত প্রাণী। লোকটা মধ্যবয়সী, শ্যামলা গায়ের রং, লম্বা চুল আর মুখভর্তি দাড়ি।

'ওয়েলকাম ব্যাক মসিয়ো, থার্সটনের সাথে করমর্দন করলেন তিনি। 'ইনি নিশ্চই মসিয়ো রলিন্স? হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি।'

'আমি বার্নাড লে ব্লু।'

'ধন্যবাদ লে ব্লু।' হাত মিলিয়ে বলল রলিন্স। 'আপনার কথা অনেক শুনেছি। আপনার কাজ দেখার জন্য আমি অত্যন্ত আগ্রহী।'

'আসুন তাহলে, প্রায় জোর করেই রলিন্সের হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে নিল লে ব্লু। 'ফিলি অপেক্ষা করছে।'

'ফিফি?

'বার্নির গাড়ির নাম, বলল থার্সটন।

'গাড়ির মেয়েলি নাম কেন? বলল সে।

'কারণ সে বিশ্বস্ত, পরিশ্রমী ও সুন্দরী।'

'আমার জন্য যথেষ্ট।'

হেলিকপ্টারে করে আনা মালপত্র সিয়েত্রোর ছাদে ওঠানো হল। সামনে লে ব্লুর সাথে বসল থার্সটন, পেছনে রলিন্স। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে রওনা দিল প্রফেসর।

'আমাদের সাবগ্লেসিয়ার অবজারভেটরির ব্যাপারে কিছু জানেন মসিয়ো রলিন্স? প্রশ্ন লে ব্লুর।

'আমাকে ডেক বলুন, বলল রলিন্স। 'পড়েছি। এটুকু জানি নওয়ের সাভারটিসেন গ্লেসিয়ারের মতো সেটআপ আপনাদের।'

'ঠিক, বলল থার্সটন। 'ষাবারটিসেন ল্যাব বরফের সাতশ ফুট নিচে আর আমাদেরটা আটশ। গ্লেসিয়ার ওয়াটার বা হিমবাহ থেকে নির্গত পানিকে টারবাইনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত করিয়ে হাইড্রো ইলেক্ট্রিসিটি তৈরি করা হচ্ছে। যখন ইঞ্জিনিয়াররা ওয়াটার কন্ডাক্ট খুড়ছিল তখন তারা আমাদের গবেষণার জন্য আরেকটা টানেল তৈরি করে।'

পাইনের জংগলে ঢুকে পড়ল গাড়ি। লে ব্লু সরু রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

'মনে হয় ফিফির বয়স হয়ে গেছে, বলল থার্সটন।

'হৃদয়টা বেশি জরুরি বলল লে ব্লু।

অবশেষে শেষ হল রাস্তা। গাড়ি থেকে বের হয়ে সবাইকে একটা করে শোল্ডার হার্নেস দিল থার্সটন, নিজে তুলে নিল একটা। সাপ্লাই কার্টনগুলো তুলে নিল সে।

ক্ষমা চাইল থার্সটন। 'শেরপা হিসেবে কাজ করাচ্ছি বলে দুঃখিত। আসলে এ সাপ্লাইয়ৌ তিন সপ্তাহ কেটে যায়। তাই এ সুযোগে নতুন সাপ্লাই নিয়ে আসলাম।'

'সমস্যা নেই', বলল রলিন্স। 'আমি নিউ হ্যাম্পশায়ারের হোয়াইট মাউন্টেনে জিনিস আনা নেয়ার কাজ করেছি।' লে ব্ল তাদের পথ দেখিয়ে দিল। পাইন বনের মধ্যে দিয়ে এগুতে লাগল তারা। সমতল পেরিয়ে ঢালু পথ বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। হাঁফাতে শুরু করল রিপোর্টার। জিনিসপত্রের ভার সহ্য হচ্ছে না তার। তারা একটা পাহাড়ি শেলফে এসে পৌঁছালে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। তারা লেকের সারফেস থেকে দুই হাজার ফুট ওপরে উঠে এসেছে। হিমবাহটা সেখান থেকে দেখা না গেলেও থার্সটন হাত বাড়িয়ে কংক্রিট নির্মিত বৃত্তাকার প্রবেশপথের দিকে ইংগিত করে বলল, ওয়েলকাম টু আওয়ার আইস প্যালেস।'

'দেখে তো ড্রেনেজ কালভার্ট মনে হচ্ছে।'

হাসল থার্সটন। মাথা নিচু করে প্রবেশ করল ট্যানেলে। রলিন্স অবাক হয়ে আশপাশে তাকাল। 'এরমধ্যে তো রীতিমত ট্রাক ঢোকানো যাবে।'

'টানেল পঞ্চাশ ফুট লম্বা ও ত্রিশ ফুট চওড়া।'

'পাওয়ার প্লান্টের পাশে আরেকটা ওপেনিং আছে যেটা দিয়ে অনায়াসে আসা যায় কিন্তু বার্নির ভয় টানেলের ভেতর দিয়ে ড্রাইভ করলে ফিফির ক্ষতি হবে।'

'ও বড় নাজুক, বলল লে ব্ল। টানেলের দেয়ালে ফিট করা প্লাস্টিকের লকার খুলে রাবারের বুট ও মাইনিং হেলমেট বের করে নিল লে ব্ল।

কয়েক মিনিট পর হাঁটতে শুরু করল তারা। প্রতিধ্বনিত হতে লাগল বুটের আওয়াজ।

'আলো নেই কেন? প্রশ্ন রলিন্সের।

'টানেল খোঁড়ার সময় ইঞ্জিনিয়ারদের লাগানো বাল্ব ফিউজ হয়ে গেছে। আর লাগানো হয়নি।'

'তোমাকে হয়ত এ প্রশ্ন আগেও করা হয়েছে। গ্লেসিওলেজিতে আগ্রহী হলে কেন?

'এ প্রশ্ন প্রথম শুনলাম না। লোকজন ব্যাপারটাকে একটু অন্যরকম মনে করে। আমরা লক্ষ-কোটি বছরের পুরনো বরফ নিয়ে গবেষণা করি। একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের জন্য এটা মানানসই নয়। তাই না বার্নি?'

'হয়ত না, কিন্তু ইউকেনে এক এস্কিমো মেয়ের সাথে দেখা হয়েছিল আমার।'

'সত্যিকারের গ্লেসিওলেজিস্টের মতো কথা। 'বলল থার্সটন। 'আমরা প্রকৃতিকে ভালোবাসি। বাইরে থাকতে। আমাদের অনেকে আইসফিল্ডের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পড়ি।' সে টানেলের দিকে ইংগিত করল।

'বরফের তলায় গাধার মতো বাস করতে হয় আমাদের। দিনের পর দিন সূর্যের আলো পাই না আমরা।'

'দেখুন কি অবস্থা হয়েছে আমার 'বলে উঠল লে ব্ল। ৩৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা আর ১০০% আর্দ্রতায় থাকতে থাকতে ছিলাম লম্বা-চওড়া স্বর্ণকেশি হয়ে গেছি বেটে পশু।'

'আপনাকেতো সবসম্য এমনই দেখেছি, বলল থার্সটন। 'আমরা একটানা তিন সপ্তাহ কাটাই এখানে, বার্নির ভাষায় বলতে গেলে গাধার মতো। তবে এটাও ঠিক আমরা অন্যান্য গ্লেসিওলেজিস্টের চেয়ে ভাগ্যবান কারণ তারা আইসফিল্ড কেবল ওপর থেকে দেখতে পারে।'।

'আপাদের প্রজেক্টটা আসলে কিসের?

'গ্লেসিয়েরের মুভমেন্ট ও এর প্রতিক্রিয়া নিয়ে তিন বছরের একটা গবেষণা চালাচ্ছি আমরা। তেমন আকর্ষণীয় কিছু নয়। আশা করি আর্টিকেলে আপনি আকর্ষণীয় করে তুলবেন।'

'তেমন কঠিন হবে না। গ্লোবাল ওয়ামিং সারা বিশ্বেই আলোচিত বিষয়। গ্লেসিওলেজি নিয়ে অনেকেই আগ্রহ দেখাচ্ছে।'

'আমি তাই শুনেছি। এটা আসলে আরো আগেই হওয়া উচিত ছিল। কতো ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়লে গ্লেসিয়েরের কত গলা শুরু করবে আর আবহাওয়ার ওপর কেমন প্রভাব পড়বে... আহ এসে গেছি, ক্লাব ডর্মেয়ার।'

চারটা বড় বিল্ডিং দেখতে ট্রেইলার হোমের মতো। দেয়ালে গর্ত খুঁড়ে বসানো হয়েছে। প্রথম বিল্ডিংয়ের দরজা খুলল থার্সটন।

'বাসার সব সুবিধা। চারটা বেডরুম, আটজন থাকতে পারে। কিচেন, বাথরুম ও লিভিং রুম। শুধু নেই টিভি।'

কাঁধ থেকে মালপত্র নামিয়ে ওয়ালফোনের রিসিভার কানে ঠেকাল থার্সটন। ডায়াল করে কথা বলতে শুরু করল। মুহূর্তে বদলে গেল মুখের ভাব।

'কি বললে? বলে উঠল সে। 'আবার বল! ঠিক আছে আমি এক্ষুণি আসছি।'

'কোন সমস্যা প্রফেসর?'

ভ্রু কুচকে গেল থার্সটনের। 'আমি আমার রিসার্চ টিমের সাথে কথা বললাম। অবিশ্বাস্য!

'কুইস-সি কুয়ে সিস্‌ত, বলল লে ব্লু।

থার্সটন বিস্ময়ভরা মুখ নিয়ে বলল, সে জানাল বরফের নিচে জমাট বাধা একটা লাশ পাওয়া গেছে।'

পাঁচ

ডরমেয়ার লেকের দুইশ ফুট গভীরে চরম শীতল পানিতে যেকোন সাধারণ মানুষের পক্ষে টেকা সম্ভব না। তবে স্ফটিকাকৃতির স্বচ্ছ আক্রেলিক ককপিটে বসে থাকা দুই নরনারীকে দেখে মনে হচ্ছে তারা কোন লাউঞ্জে বসে আছে। লোকটা পেশিবহুল দেহের অধিকারী, চওড়া কাঁধ, রোদে পোড়া দেহ। কার্ট অস্টিনের চেহারা যেনব রোমান ভিক্টোরি কলামে খোদাইকৃত মূর্তি। তবে এ রুক্ষ চেহারার মানুষটা একজোড়া স্বচ্ছ নীল চোখ আর নির্মল হাসির অধিকারী।

অস্টিন নুমার স্পেশাল টিমের নেতৃত্বে রয়েছে যা নুমার সাবেক ডিরেক্টর আডমিরাল জেমস স্যান্ডেকাল সৃষ্টি করেছেন যিনি এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। অস্টিন নুমাতে এসেছে সিআই এ থেকে। সেখানে সে আন্ডার ওয়াটার ইন্টেলিজেন্স গ্যাদারিংয়ের সাথে জড়িত ছিল।

নুমাতে আসার পর সে তার দলে কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে নেয়া যথা জো জাভালা, একজন সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার যে আন্ডারওয়াটার ভেহিকেলে সুদক্ষ। পল ট্রাউট, ডিট ওশেন জিওলোজিস্ট ট্রাউটের স্ত্রী গ্যামি মরগান ট্রাউট। একজন সুদ্দক্ষ ড্রাইভার, নচিক্যাল আর্কিওলোজিতে বিশেষজ্ঞ এবং মেরিন বায়োলোজিতে ডক্টরেট ডিগ্রিধারী। দু-জন মিলে সমুদ্রের নিচের অজানা রহস্য উন্মোচনে নিয়োজিত।

যদিও অল্প কয়েকদিন পরিচয় তবুও স্কাই লেবেলের সাথে সে বেশ ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছে। জলপট্টি রঙ-এর ত্বক, বেগুনি নীল চোখ, কালচে বাদামি চুল আর টসটসে ঠোঁট। সুন্দর ফিগারের অধিকারী সে। অস্টিনের তাকে দেখে ল্যুভরে দেখা এক কাউন্টেসের পেইন্টিংয়ের কথা মনে পড়ে যায়।

'পুনর্জন্মে বিশ্বাস কর? প্রশ্ন অস্টিনের।

অবাক হয়ে তাকাল স্কাই। সোসাল জিওলোজি নিয়ে কথা বলছিল তারা।

'কি জানি? এ প্রশ্ন কেন? ইংরেজি উচ্চারনে ফরাসি টান।

'এমনিতেই।' বলল অস্টিন।'আরেকটা প্রশ্ন ছিল, ব্যক্তিগত।

'আমার নাম নিয়ে?

আমি কখনো কারো নাম স্কাই শুনি নি।

'আমার পাগলাটে বাবা-মা। 'বলল সে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। 'আমার বাবাকে আমেরিকায় রাষ্ট্রদুত করে পাঠানো হয়েছিল। একদিন তিনি আলুবুর্কাক হট এয়ারবেলুন ফেস্টিভালে যাওয়ার পর থেকে তিনি এরোনটের ভক্ত হয়ে যান। তিনি আমার নাম তাই স্কাই (আকাশ) নামে ডাকেন। অবশ্য আমার নামটা ভালোই লাগে।

'তুমিও কম সুন্দর নও।'

'মাসি। আর ধন্যবাদ এ সবকিছুর জন্য।' সে অবাক দৃষ্টিতে বাবলের মধ্যে থেকে আশপাশে দেখতে লাগল। হাততালি দিয়ে উঠল বাচ্চাদের মতো। 'অসাধারণ। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি আর্কিওলজির কল্যাণে স্বচ্ছ একটা বাবলে চড়ে পানির তলে ঘুরে বেড়াব।'

'মিউজিয়ামে মধ্যযুগীয় বর্ম নিয়ে ঘাটাঘাটি করার চেয়ে বেশি আকর্ষণীয়।'

হাসল স্কাই। 'মিউজিয়ামে আজকাল আমি খুব কম সময় কাটাই। প্রদর্শনী আয়োজন করা বাদে। রিসার্চ ওয়ার্কের খরচ মেটাতে আমাকে কর্পোরেট জব করতে হয়।'

ভ্রু কোচকাল অস্টিন। 'মাইক্রোসফট আর জেনারেল মোটরের একজন অস্ত্র বিশেষজ্ঞের কি দরকার?

'ব্যাপারটা ভেবে দেখ, টিকে থাকার জন্যা একটা কর্পোরেশনকে প্রতিদ্বন্দ্বীদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হয়।'

'তো এক্সিকিউটিভদের তুমি কি করে যুদ্ধ করতে শেখাও?

'তারা এমনিতেই যুদ্ধবাজ। আমি তাদের নিজেদের অস্ত্র ব্যবসায়ী ভাবতে বলি। প্রাচীন অস্ত্র প্রস্তুতকারীদের অনেকেই লৌহকর্মকার বা ইঞ্জিনিয়ার ছিল, অনেকে ছিল শিল্পী যেমন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। অস্ত্র ও স্ট্রাটেজি প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে তাই অস্ত্র ব্যবসায়ীদের নতুন পরিস্থিতির সাথে বদলাতে হয়।'

'তাদের কাস্টমারদের জীবন অনেকটা তাদের ওপর নির্ভরশীল।'

'তুমি জানো বেশিরভাগ এক্সিকিউটিভই পুরুষ।'

'পুরষ আর তার খেলনা। সাফল্যের চাবিকাঠি'

'আমার ক্লায়েন্টদের কিছুটা শিশুসুলভ আচরণ আছে বটে তবে এর কল্যাণে আমি আমার প্রজেক্টগুলো চালিয়ে যেতে পারছি।'

'প্রাচীন আমলের ট্রেডরুট প্রজেক্ট?' মাথা ঝাঁকাল সে। বিশাল একটা আবিষ্কার হবে যদি প্রমাণ করা যায় এক সময় এ পথ ধরে পণ্য আদানপ্রদান হত। এ পথটা আস্বার রুট নামে পরিচিত যা আল্পসের গিরিখাত ও উপত্যকার মধ্যে দিয়ে আড্রিয়াটিক সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। সেখান থেকে ফিনিশিয় ও মিনোয়ান জাহাজে করে মালপত্র ভূ-মধ্য সাগরের পূর্বতীরে নেয়া হত। আমার ধারণা বাণিজ্য দু'দিকেই হত।'

'তোমার ট্রেডরুটটা তো বেশ জটিল।'

'তুমি একটা জিনিয়াস। আমারও তাই মনে হয়।'

'প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ, আমি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি স্থলপথে মাল আনা-নেয়া করা খুব কঠিন।'

'তাহলে তো বুঝছ ব্যাপারটা কতো জটিল। রুটটা সেল্টিক ও ইৎত্রস্ক্যান এলাকার মধ্যে দিয়ে গেছে। বাণিজ্য পরিচালনার জন্য তাদের সাথে নিশ্চই চুক্তি হয়েছিল। তার মানে প্রাচীন ইতিহাস শুধু যুদ্ধ আর ধ্বংসের নয় পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও বাণিজ্যেরও বটে। তারা নাফটা বা ইউর বহু আগে পারস্পরিক সংগতির সুফল অনুধাবন করতে পেরেছিল। আমি সেটাই প্রমাণ করতে চাচ্ছি।'

'প্রাচীন গ্লোবালিজেশন? উচ্চাকাঙ্ক্ষী চিন্তা। শুভকামনা রইল।'

'সেটারও প্রয়োজন আছে। আর যদি সফল হই তাহলে নুমাকে ধন্যবাদ জানাতে হবে। তোমার এজেন্সি রিসার্চ ভেসেল আর ইক্যুইপমেন্ট দিয়ে সাহায্য করেছে।'

'আসলে আমাদেরও কাজ হয়েছে। নুমা এ সুযোগে আমাদের ভেসেল ইনল্যান্ড ওয়াটারে কেমন কাজ করে তা দেখে নিচ্ছিল।'

'দৃশ্যগুলো অসাধারণ। শ্যাম্পেন ও ফোয়ে গ্রাস থাকলে ভালো হত।'

অস্টিন প্লাস্টিকের কুলার খুলা দেখল। 'স্যরি, এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারছি না। আজবন এতো ফ্রান্টেস স্যান্ডুইচ আছে, চলবে?

'হ্যাম ও চীজ হল সেকেন্ড চয়েস। 'সে কুলার থেকে স্যান্ডুইচ বের করে অস্টিন কে দিল, নিজেও খেল। অস্টিন সাবমারিসিবলটা থামাল। লাঞ্চ করতে করতে লেকের একটা চার্ট দেখতে লাগল।

'আমার এখানে, ন্যাচারাল শেলফটার পাশে। তীরের সাথে সমান্তরালভাবে এগিয়ে গেছে। সম্ভবত শতশত বছর আগে পানির ওপর ছিল।'

'আর ফাইন্ডিংসও তাই বলে। আম্বার রুটের একটা অংশ ডর্মেয়ার লেকের পাশ ঘেঁষে গেছে। পানি বেড়ে গেলে ব্যবসায়ীরা বিকল্প পথ খুঁজে নেয়। এখানে অনেক পুরাতন নিদর্শন থাকার কথা।'

'কি ধরনের নিদর্শন?

'দেখলে বলতে পারব।'

'আচ্ছা।'

'ঠিক আছে বলছি, প্রাচীন কাফেলাগুলো নিশ্চই রাতে থামত। আমার ধারণা যদি সত্য হয় তাহলে ট্রেডরুটের স্টপেজে যে ধরনের বসতি থাকে সেটার অবাশিষ্টাংশ দেখতে পাব।'

ইভিওন ওয়াটার দিয়ে তারা লাঞ্চ শেষ করল। সাবমার্সিবল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল অস্টিন। ব্যাটারি চালিত ইলেট্রিক মোটর গর্জে উঠল। চালু হল গোলকের তলায় লাগানো টুইন ল্যাটারাল থার্স্টার। এগিয়ে চলল সাবমার্সিবল।

সি মজিন সি মোবাইলটা লম্বায় আট ফুট, চওড়ায় সাত ফুট। দু,জন যাত্রী বহন করতে পারে। নামতে পারে সাত হাজার ফুট গভীরতা পর্যন্ত। রেঞ্জ বারো নটিক্যাল মাইল। সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ২.৫ নট। নিয়ন্ত্রণ করা সোজা, নৌকা চালাবার মতই চালানো যায়। সি মোবাইলটা দেখে মনে হয় জিনিসটা সাবমার্জ ল্যাব থেকে নেয়া স্পেয়ার পার্টস নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। ক্রিস্টাল বল ককপীটটা চুয়ান্ন ইঞ্চি চওড়া ও দুটি ফ্লোটেশন সিলিন্ডারযুক্ত।

নেভেগেশনের জন্য আকুস্টিক ডপলার ইক্যুইপমেন্ট ব্যবহার করে অস্টিন যানটাকে একটা চওড়া শেলফের দিকে নিয়ে গেল যা ধীরে ধীরে নিচের দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। বেসিক সার্চ প্যাটার্ন ফলো করে সে প্যারালাল লাইন ধরে সামনে-পেছনে এগুতে লাগল। সাবের হ্যালোজেন লাইট নিচের অংশ আলোকিত করে রেখেছে। ঘণ্টা দুয়েক এভাবে ঘোরার পর কিছু একটা দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠল স্কাই। ওই যে।'

অস্টিন যানের স্পিড কমিয়ে দেখল একটা আবছা আকৃতি দেখা যাচ্ছে। বিশাল একটা প্রস্তুর খণ্ড, লম্বায় বারো ফুট, চওড়ায় ছয়। বাটালির দাগ দেখে বোঝা যাচ্ছে মানুষের হাতের ছোঁয়া রয়েছে।

আরো পাথর পড়ে আছে আশপাশে। কোনোটা বড়, কোনোটা ছোট। কিছু সাজানো রয়েছে আর্চওয়ের মতো।

'মনে হচ্ছে স্টোনহেঞ্জে চলে এসেছি, বলল অস্টিন।

'ওগুলো সমাধিফলক। আর্চওয়েটা সমাধিতে প্রবেশের রাস্তা'

থ্রাস্টারের পাওয়ার বাড়াল অস্টিন, ছুটতে শুরু করল সী মোবাইল। ত্রিশ ফুটের ব্যবধানে ছটা আর্চওয়ে পার হল। তারপর উঁচু হতে শুরু করল জমি। দু,পাশের পাহাড়ি ঢাল কেটে সমান করে ফেলা হয়েছে। উপত্যকার শেষপ্রান্তে একটা খাড়া দেয়াল দেখা গেল। মাঝে তিনটা দরজা রয়েছে। দরজার ওপরে একটা পাথরের ছাউনি। ছাউনির ওপর তিনকোণা ফুটো।

'অসাধারণ! বলে উঠল স্কাই।' এতো দেখছি একটা থোলোস।'

'তুমি আগে দেখেছ?

'গণসমাধি। একসাথে অনেককে কবর দেয়া হয়েছে। মাইসেনিতে এমন একটা দেখেছিলাম, নাম দ্য ট্রেজারি অব অট্রিওস।'

'মাইসেনি, বলল অস্টিন। 'সে তো গ্রীসে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু সে সমাধির ডিজাইন গ্রিক সভ্যতার চেয়েও পুরানো। খৃষ্টপূর্ব ২২০০ তে ক্রীট দ্বীপ ও ঈজিওনের অধিবাসীরা এভাবে মৃতদেহ একসাথে কবরস্থ করত, অস্টিনের দিকে তাকাল স্কাই, তার মানে প্রাচীনযুগে ইজিওন ও ইউরোপের মধ্যে বানিজ্যিক সম্পর্ক ছিল সেটা প্রমাণ করতে পারব আমরা।'

'ভেতরটা দেখার জন্য আমি যেকোন কিছু করতে রাজি।'

'আমার আন্ডারওয়াটার টোম্ব ট্যুরের মূল্য হল একটা ডিনারের আমন্ত্রণ।'

'তুমি আমাকে ওখানে নিয়ে যেতে পারবে?'

'কেন নয়? যদি ধীরেধীরে যাওয়া যায় তাহলে সম্ভব।'

'কিসের ধীরে! দিপেশ তোই! ভিতে, ভিতেল! হাসল অস্টিন। অন্ধকার প্রবেশদ্বারের দিকে এগুলো সাবমার্সিবল। সেও স্কাইয়ের মতো আগ্রহী ছিল। আলোতে আলোকিত হয়ে উঠল, যানের রেডিও রিসিভারে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে উঠল।

'কার্ট দিস ইক সাপোর্ট। কাম ইন প্লিজ।'

পানির মধ্যে দিয়ে কথাগুলো মেটালিক ভিবার্টো দিয়ে সঞ্চালিত হচ্ছিল। অস্টিন কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারল, নুমার বোট ক্যাপ্টেনের।

'দিস ইজ সি মোবাইল। শুনতে পাচ্ছ?

'তোমার কণ্ঠ একটু অস্পষ্ট কিন্তু শোনা যাচ্ছে। মিস লেবেলেকে বল যে ফ্রাসোয়া তার সাথে কথা বলতে চান।'

ফ্রাসোয়া বালজাক একজন ফ্রেঞ্চ পর্যবেক্ষক, নুমার আমন্ত্রণে ফ্রেঞ্চ সরকারে পক্ষ থেকে এসেছেন, মধ্য বয়সী আমলা। অষ্টিন স্কাইকে মাইকটা তুলে দিল।

ফ্রেঞ্চ ভাষায় কিছুক্ষণ উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের পর স্কাই মাইক্রোফোনটা নামিয়ে রাখল।

'মারদে! ভ্রু কুচকে বলে উঠল সে। 'আমাকে ওপরে যেতে হবে।'

'কেন?'

'ফ্রেঞ্চ সরকারের এক বড় কর্তার কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছে ফ্রাসোয়া। আমাকে এখনই আর্টিফেক্ট চিহ্নিত করতে যেতে হবে।'

'শুনে তো তেমন আর্জেন্ট বলে মনে হচ্ছে না, থেকে যেতে পার না?

'আমি যদ্দুর জানি নেপোলিয়ানের নির্বাসন থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায়। বলল সে হতাশ কণ্ঠে। কিন্তু সরকার আমার রিসার্চে ভর্তুকি প্রদান করেছে, আমাকে যেতেই হবে, দুঃখিত।

অস্টিন সরুচোখে প্রবেশপথের দিকে তাকাল। 'এ সমাধি লোকচক্ষুর অন্তরালে হাজার হাজার বছর ধরে পড়ে আছে। এটা কোথাও যাচ্ছে না।'

মাথা ঝাঁকাল স্কাই যদিও তার মন মানছে না।

তারা আবারো প্রবেশদ্বারের দিকে তাকাল। অস্টিন সাবমার্সিবলটা ইউ-টার্ন নিয়ে ওপরে নিয়ে আসল।

ফ্রাসোয়া তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আপনার কাজে বিঘ্ন ঘটাবার জন্য দুঃখিত মাদমোয়াজেল স্কাই। আমার আসলে কিছু করার ছিলো না।

'ইটস ওকে ফ্রাসোয়া। আপনার দোষ না। কি করতে হবে বলুন।'

পাহাড় সারি দেখাল ফ্রাসোয়া। 'তারা আপনাকে ওখানে যেতে বলেছে।'

'গ্লেসিয়ারে? বলল স্কাই। 'আপনি নিশ্চিত?'

মাথা ঝাঁকাল ফ্রাসোয়া। 'আমিও জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বরফের মধ্যে কি যেন পাওয়া গেছে। আমি এর বেশিকিছু জানি না। বোট অপেক্ষাা করছে। এক্ষুণি রওনা দিন।'

অস্টিনের দিকে তাকাল স্কাই।' নিশ্চিন্তে চলে যাও। তুমি না ফেরা পর্যন্ত সমাধিতে ঢুকছি না। এখানেই অপেক্ষা করব।'

'মাসি, কার্ট। সে তার দিকে তাকিয়ে হাসল। বাম কিনারে একটা ভালো রেস্তোরা আছে, আবারো হেসে উঠল। এটা বল না যে তুমি ডিনারের আমন্ত্রণটা ভুলে গেছ। আমি গ্রহণ করেছি।

অস্টিন জবাব দেয়ার আগে স্কাই ল্যাডার বেয়ে চড়ে বসল পাওয়ার বোটে, রওনা দিল তীরের উদ্দেশে।

সে বোটটার দিকে তাকিয়ে থাকল, বুঝতে পারল না কি এমন গুরুত্বপূর্ণ আর্টিফেক্ট পাওয়া গেছে। তার আফসোস হচ্ছিল যদি স্কাইয়ের সাথে থাকতে পারত।

কয়েক ঘণ্টা পর সে ইশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে থাকবে যে সে তার সাথে যায়নি।

লে ব্লর সাথে স্কাইয়ের লেকের তীরে দেখা হল। স্কাইয়ের মেজাজ খারাপ থাকলেও এ ফ্রেঞ্চের আন্তরিক আচরণ ও তীব্র রসবোধ মন ভালো করে দেয় তার।

স্কাই সিয়েরোকে আইস্ফিল্ডের অন্যদিকে যেতে দেখে বলে 'আমি তো ভেবেছিলাম আমরা গ্লেসিয়ারে যাচ্ছি।'

'ঠিক গ্লেসিয়ারে নয়, তার নিচে। আমি ও আমার কলিগরা লেক ডরমেয়ারের আট'শ ফুট নিচে বরফের গতি পথ নিয়ে গবেষণা করছি।'

'আমার কোন ধারণাই ছিল না, বলল স্কাই। 'আরো বলুন।'

লে ব্ল তাকে অবজারভেটরিতে তাদের কাজের ব্যাপারে বিস্তারিত জানাল। স্কাই তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল।

'লেকে আপনারা কি করছিলেন? প্রশ্ন লেব্লর। 'আমি একদিন গুহা থেকে বের হয়ে দেখি সাবমার্সিবলটা ভোজবাজির মতো উদয় হয়েছে।

'আমি সরবোনের একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ। নুমা আমাকে তাদের একটা জলযান দিয়েছে। আমরা ওই নদী দিয়ে লক দ্য ডরমেয়ারে প্রবেশ করেছি। আমরা লেকের নিচে প্রাচীন আম্বার রুটের খোঁজ করছি।

'কিছু পেলেন?

'হ্যাঁ। সে জন্যই সাইটে তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া দরকার। দয়া করে বলবেন আমাকে কেন ডাকা হয়েছে?'

'বরফের মধ্যে আমরা একটা লাশ পেয়েছি।'

'লাশ? ভ্রু কোচকাল স্কাই।'

'আমাদের ধারণা লাশটা একটা পুরুষের।'

'আইসম্যানের মতো? বলল সে। তার মনে পড়ল এ আল্পসেই জমাটবাধা অবস্থায় নিওলিথিক যুগের এক শিকারির দেহাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল।

'আমাদের ধারণা বেচারা সাম্প্রতিককালের। পাহাড় চড়তে গিয়ে বরফের ফাটলের মধ্যে পড়ে মারা গেছে।

'মত বদলালো কেন?'

'সেটা আপনাকে নিজে দেখতে হবে।'

'দয়া করে কথা ঘুরাবেন না মসিয়ো লে ব্ল। আমি প্রাচীন অস্ত্রের বিশেষজ্ঞ, লাশের নই।'

'মাফ করবেন মাদমোয়াজেল। এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না, মসিয়ো রেনার্ড আমাকে কিছু বলতে মানা করেছেন।'

'রেনার্ড? স্টেট আর্কিওলোজিক্যাল বোর্ডের রেনার্ড?'

'জ্বী। আবিষ্কারের খবরটা কর্তৃপক্ষকে জানাবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তিনি এসে সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আপনি কি তাকে চেনেন?

'হ্যাঁ চিনি। সরবোনে আন্থপলোজির শিক্ষক ছিল অগাস্টাস রেনার্ড। শিক্ষকতার চেয়ে রাজনীতির ব্যাপারেই ছিল তার আগ্রহ, স্টেট আর্কিওলোজিক্যাল বোর্ডের ক্ষমতার অপব্যবহার করে যাচ্ছে সে। তার বেশ কয়েকটা প্রজেক্ট আটকে দিয়ে আকার-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছে তার সাথে শুলে সব কাজ হয়ে যাবে। জবাবে স্কাই বলেছে সে একটা তেলাপোকার সাথে শুতে রাজি আছে তার সাথে নয়। সেই থেকে দুজনের সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে।

লে ব্ল গাড়ি পার্ক করে স্কাইকে প্রবেশ পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। ভেতরে ধোঁকার আগে তারা শক্ত হেলমেট ও হ্যাট পরে নিল। তারপর শুরু হল হাঁটা।

তারা যখন টানেলের মধ্যে দিয়ে হাঁটছিল তাদের হাঁটার শব্দ প্রতিধ্বনি হচ্ছিল। ভেতরে আর্দ্র আবহাওয়া দেখে স্কাই মন্তব্য করল

'মনে হচ্ছে ভেজা বুটের মধ্যে আছি।'

'এটা ঠিক শ্যাম্পস-এলিসিজ নয়, স্বীকার করছি। তবে ট্রাফিক প্যারিসের মতো অত খারাপ না।

স্কাই পাহাড় ও বরফের মধ্যে তৈরি করা এ টনেলের নির্মাণশৈলীতে মুগ্ধ। কিছুদূর যেতেই টানেলের দেয়ালে একটা লোহার দরজার সামনে আসল তারা।

'এ দরজা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়? জানতে চাইল সে। 'আরেকটা টানেলে যা হাইড্রোলিক সিস্টেমকে যুক্ত করে। বছরের শুরুতে যাখন পানির প্রবাহ দুর্বল থাকে তখন সে সিস্টেমের মাধ্যমে পাম্প করে বাড়তি পানি টানেলের মধ্যে ঢোকান হয়। এখন অবশ্য পানির প্রবাহ দুর্বল তাই দরজা বন্ধ রাখা হয়েছে। খুললে টানেল তলিয়ে যাবে।

'এটা দিয়ে কি পাওয়ার প্লান্টে যাওয়া যায়?

'টানেলগুলো সবগুলো পাহাড় ও আইসক্যাপের মধ্যে দিয়ে গেছে। শুধু শুকনো টানেলগুলো পায়ে হেঁটে যাওয়া সম্ভব। বাকিগুলো দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়। গ্লেসিয়ারের তলা দিয়ে একটা নদী চলে গেছে, স্রোত খুব জোরালো। সচরাচর এ সময়টাতে আমরা কাজ করি না। তবে এবারের মৌসুমে নানা কারণে বেশি সময় ধরে কাজ করতে হয়েছে।

'এখানে বাতাস আসে কি করে?

'ল্যাব থেকে এক কিলোমিটার দূরে একটা বড় ওপেনিং রয়েছে, গ্লেসিয়ারের অপরপ্রান্তে। সেটা মাইন এন্ট্রেন্সের মতো ব্যবহার করা হয়। বাতাস ঐদিক দিয়ে আসে।

'আপনার প্রশংসা না করে পারছি না, এমন পরিবেশে কাজ করা বেশ কঠিন।

জোরে হাসল লে ব্লু। 'তা ঠিক বলেছেন। জঘন্য পরিবেশ, যখন ভেতরে থাকি তখন বেশিরভাগ সময় ল্যাবেই কাটাই। ওখানে কম্পিউটার আছে, সেডিমেন্ট ফিল্টারিংয়ের জন্য আছে ভ্যাকিউম পাম্প। আছে ওয়াক ইন ফ্রিজার যেখানে না গলিয়ে আইস স্যাম্পল দিয়ে কাজ করা যায়। আমরা প্রতিদিন আঠারো ঘন্টা কাজ করি। সন্দেহ নেই বিরক্তিকর জীবন।'

লিভিং কোয়ার্টারের মতো ল্যাব ট্রেইলারগুলো দেয়ালে গা কেটে বসানো হয়েছে। রেনার্ডকে দেখতে পেয়ে স্কাইয়ের গা জ্বলে গেল। তাকে দেখে ছারপোকার মতো লাগছিল স্কাইয়ের। তেকোনা মুখ, ছুচালো নাক আর চওড়া

কপাল। মাথায় লালচা পাতলা চুল। রেনার্ড হাত মেলাল স্কাইয়ের সাথে। সুপ্রভাত মাদমোয়াজেল লেবেল। কষ্ট করে এ অন্ধকার ভেজা গুহায় আসার জন্য ধন্যবাদ।'

'ইউ আর ওয়েলকাম প্রফেসর রেনার্ড। দেখতে পাচ্ছি পরিবেশটা আপনার আবাস হিসেবে মানানসই।'

সে অগ্রাহ্য করল খোঁচাটা। স্কাইকে চোখ দিয়ে যেন গিলে খাচ্ছিল সে। 'তুমি সাথে থাকলে সব পরিবেশই সমান।'

চরম বিতৃষ্ণা জমে উঠল স্কাইয়ের চেহারায়। 'কেন আমাকে ডেকে এনেছেন?'

'অবশ্যই! বলল রেনার্ড। হাত ধরার চেষ্টা করল সে, ছাড়িয়ে নিল স্কাই। ড. লে ব্লর কনুইয়ের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, 'পথ দেখান।' জিওলজিস্ট অবাক হয়ে তাদের তর্কযুদ্ধ দেখছিল। দেখে মুখে হাসি ফুটে ওঠে তার। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তারা ওপরে উঠতে লাগল। সিঁড়ি থেকে তারা একটা বারো ফুট উচ্চতার টানেলে প্রবেশ করল। প্রবেশপথ থেকে বিশ কদম সামনে টানেলটা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। ডানদিকে ঢুকল তারা। মেঝেতে একটা নালা দেখতে পেল তারা যা দিয়ে পানি বের হচ্ছে। দেয়াল কেটে চার ফুট ব্যাসের একটা রাবার হোস বসানো হয়েছে। 'ওয়াটার জেট, বলল লে ব্ল। 'আমরা ড্রেনেজের পানি সংগ্রহ করে গরম করে সে পানি বরফের ওপর স্প্রে করে তা গলাই। আমরা নিয়মিত বরফ গলিয়ে থাকি। না হলে দিনে দুইশ ফুট পর্যন্ত বরফ জমে উঠতে পারে।

'বেশ দ্রুত।'

দশ ফুট লম্বা একটা বরফ ঢালের কাছে গিয়ে টানেলটা শেষ হল। মই বেয়ে বরফে ঢাকা একটা গুহায় উঠে এল তারা। জায়গাটাতে এক ডজনেরও বেশি লোক আটবে। দেয়াল ও ছাদে জমে আছে নীলচে বরফ ও নানা ধরনের ময়লা।

'আমরা গ্লেসিয়ারের একেবারে তলায় আছি। বললেন, লে ব্ল। 'মাথার ওপরে আটশ ফুট কেবল বরফ ছাড়া কিছুই নেই। এটা আইস ফ্লোরের সবচেয়ে নোংরা অংশ। তবে ড্রিল করলে পরিষ্কার বরফ পাওয়া যাবে। আমাকে এখন যেতে হবে মসিয়ো রেনার্ডের জন্য ব্যবস্থা করার জন্য।'

'নিশ্চই। প্লিজ যান।'

স্কাই তাকে ধন্যবাদ জানাল। সে গুহার একপ্রান্তের দেয়ালে আগ্রহী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। রেইনকোট পরা এক লোক হোসের সাহায্যে গরম পানি দিয়ে বরফ গলাচ্ছে। তাকে সাহায্য করছে আরো দুইজন লোক।

'আমাদের এ অবজারভেটরিতে আপনাকে স্বাগত মাদমোয়াকেল লে ব্লু। আশা করি আসার পথে কষ্ট হয়নি। আমি প্রফেসর হ্যাঙ্ক থার্সটন, ড.। লে ব্লুর কলিগ। ইনি ক্রেগ রসি, উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহকারী। আর ডেরেক কলিন্স, আউপসাইড ম্যাগাজিন থেকে এসেছেন আমাদের প্রজেক্টের ওপর ফিচার করতে।'

সবার সাথে হ্যান্ডশেক করল স্কাই। তাদের পাশ কাটিয়ে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল রেনার্ড। সেখানে বরফের মধ্যে একজন মানুষ আটকে আছে।

'মনে হচ্ছে বেশ কিছু সময় ধরে জমে আছে লাশটা।' বলে উঠল সে।

'হ্যাঁ আমার পরিচিত একটা মেয়ের মতো।' রেনার্ডের রসিকতায় কেউ হাসল না।

'গুহাটা বড় করতে গিয়ে লাশটা খুঁজে পেয়েছি আমরা, বলল থার্সটন। 'বরফের চাপে লাশটা একেবারে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে যেমনটা উইন্ডশিল্ডে পোকা চাপে ভর্তা হয়ে যায়।' বলল স্কাই,

থার্সটন বলল, 'মানুষ বলে যে বোঝা যাচ্ছে এই অনেক। গ্লেসিয়ারের তলায় লাখ লাখ টন প্রেশার কাজ করে।'

স্কাই লাশটাকে মনোযোগ দিয়ে দেখল। 'আপনার কি মনে হয় লাশটা গ্লেসিয়ারের ওপরে ছিল?'

'অবশ্যই, বলল থার্সটন। 'লে ডর্মেয়ার বা আল্পসের অন্যান্য উপত্যকায় প্রচুর তুষারপাত হয়।'

'কতদিন লাগতে পারে?

'মোটামুটি একশ বছরের মতো।'

'সে তো একজন পর্বতারোহী হতে পারে যে পড়ে গেছে?

'আমরাও তাই ভেবেছিলাম। তারপর লাশটা ভালো করে দেখি।'

স্কাই লাশটা পর্যবেক্ষণ করল। গাঢ় রঙের চামড়ার পোশাক, মাথায় ক্যাপ। জ্যাকেটের পশমী লাইনিং এদিক ওদকি চলে গেছে। কোমরে হোলস্টার, সেখানে একটা পিস্তল। বরফে অস্পষ্ট হলেও বোঝা যাচ্ছিল রোদে পোড়া চামড়া। চোখে গগলস্

'অবিশ্বাস! ফিসফিস করে বলে উঠল স্কাই।

রেনার্ড হেসে একটা প্লাস্টিক স্টোরেজ কন্টেনার থেকে একটা স্টিলের হেলমেট বের করল। লোকটার কাছ থেকে এটা পাওয়া গেছে।

হেলমেটটা তুলে নিল স্কাই, ডিজাইনটা পর্যবেক্ষণ করল। ভাইজরটা দেখতে মানুষের চেহারার মতো, নাক ও মোচ খোদাই করা। ফুল ও লতাপাতার সাথে তিন মাথার ইগল।

'আমরা প্রথমে হেলমেটটা পাই, বলল থার্সটন। 'সাথে সাথে পাম্প বন্ধ করে দেই। সৌভাগ্যবশত লাশের কোন ক্ষতি হয়নি।

'বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছেন, বলল রেনার্ড। 'আর্কি ওলোজিক্যাল সাইট সবসময় দূষণের হুমকিতে থাকে। অনেকটা ক্রাইম সিনের মতো।'

হেলমেটের ডানপাশে একটা ফুটোর মধ্যে আঙ্গুল ঢুকাল স্কাই। 'মনে হচ্ছে বুলেটের আঘাত, বলে ওঠে সে।

'বুলেট? বলে ওঠে রেনার্ড। 'বল্লম বা তীর হওয়াটা কি বেশি যৌক্তিক না?

'ফুটোটা ফায়ার আর্মের জন্যই হয়েছে, বলল স্কাই। 'ফুটোটা অস্বাভাবিক পরিষ্কার। বরফের চাপে দু.একটা দাগ ছাড়া তেমন কিছু হয়নি। আপনারা কি ফরেন্সিক এক্সপার্ট ডেকেছেন?

'কাল পৌঁছাবে, বলল রেনার্ড। এটা যে মানুষের লাশ এটা নিশ্চিত করতে ফরেন্সিক এক্সপার্ট দরকার নেই। যাই হোক হেলমেটটা সম্পর্কে কিক বলতে পারি?

বুঝতে পারছি না, বলল সে মাথা নেড়ে। 'আকৃতিটা পরিচিত মনে হচ্ছে কিন্তু মার্কিংটা অপরিচিত। আমাকে ডেটাবেস চেক করতে হবে।' সে মৃতদেহের দিকে তাকাল। 'লাশ দেখে মনে হচ্ছে বিংশ শতকের। সম্ভবত বৈমানিক। কিন্তু এ প্রাচীন হেলমেটটা নিয়ে সে কি করছিল?

'বেশ ইন্টারেস্টিং মাদমোয়াজেল লেবেল। আপনার কাছ থেকে আরো কিছু আশা করছিলাম।' সে হেলমেটটা রেখে একটা ছোট স্ট্রং বক্স তুলে ধরল। 'এটা লাশের কাছে ছিল। এর ভেতরে জিনিসপত্র থেকে লোকটার পরিচয় জানা যাবে। ততক্ষণে, সে থার্সটনের দিকে তাকাল। 'আপনারা বরফ গলাতে থাকুন যদি কিছু পাওয়া যায়। এর পুরো দায়িত্ব আমি নিলাম।'

থার্সটন বলল, এটা আপনার দেশ। সে গরম পানি ঢালতে লাগল। কিছুক্ষণ পর তারা ল্যাবে ফিরে এল বিশ্রামের জন্য। বিশ্রামের পর সবাই কাজে গেলেও গেল না রেনার্ড। অবশ্য কেউ এ নিয়ে প্রতিবাদ করল না।

থার্সটন কাজ করতে শুরু করলে রেনার্ড এসে হাততালি দিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'কাজ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখতে হবে। কয়েকজন অতিথি এসেছেন।'

উত্তেজিত কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হল। কিছুক্ষণ পর তিনজন লোক হাতে ভিডিও স্টিল ক্যামেরা এবং নোটবুক নিয়ে গুহায় প্রবেশ করল, শুধু একজন ব্যক্তি বাদে সে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকল।

'এখানে রিপোর্টারেরা কি করছে?'

'আমিই এদের ডেকেছি, বলল রেনার্ড।'এ বিশাল আবিষ্কারের কথা প্রচারের জন্য তাদের আনা হয়েছে।

'কি আবিষ্কার হয়েছে সেটাইতো জানেন না। একটু আগে না কন্টামিনেশন নিয়ে কথা বলছিলেন।'

'পৃথিবীবাসীকে এ ব্যাপারে জানানোটা খুব জরুরি।'

রেনার্ড রিপোর্টারদের উদ্দেশে বলল 'আমি আপনাদের এ মমি সম্পর্কে সব প্রশ্নের উত্তর দেব, সমাধি থেকে বের হবার পরে। স্কাই রেগে উঠল।

'ওহ ইশ্বর।' বলে উঠল রলিন্স। 'মমি! সমাধি! তার কথা শুনে মনে হচ্ছে সে তুতেনখামেনের সমাধি আবিষ্কার করে ফেলেছে। দুই সাংবাদিক দ্রুত ছবি তুলে গুহা থেকে বের হয়ে আসলেও তৃতীয়জন বের হল না। লোকটা বেশ লম্বা, সাড়ে ছয় ফুট দানবীয় দেহ, ফ্যাকাশে চাহরা। সে এক দৃষ্টিতে জমাট বাধা লাশটার দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপর সেও বের হয়ে গেল।

'কন্টামিনেশন নিয়ে কথা বলছিলেন, বলল থার্সটন। 'আসলেই কি সে সম্ভবনা আছে?'

'অবশ্যই! বলে উঠল স্কাই।' আর্কিওলজিক্যাল সাইন মানেই নাজুক জায়গা। খুব সাবধানে কাজ করতে হয়।'

'গুহাটা খুব তাড়াতাড়ি বরফে ভরে যাবে। তাহলে হয়ত জায়গাটা বেঁচে যাবে।'

'চলুন দেখি বেকুবটা কি করছে।'

মই বেয়ে মূল টানেলে ফিরে এল তারা। রেনার্ড সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছে, লাশের পাশে পাওয়া জিনিসগুলো নিয়ে এসেছে সে। স্ট্রং বক্সটা উঁচু করে দেখাচ্ছে সবাইকে।

'কি আছে এর ভেতরে? জানতে চাইল এক সাংবাদিক।'

'আমরা তা এখনো জানি না। এটা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে খোলা হবে, না হলে ভেতরের জিনিস নষ্ট হয়ে যাবে।'অন্যরা ছবি তুলতে শুরু করলেও বিশালদেহী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। বাকিদের ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে গেল সে সামনে। বাক্সটা আমাকে দাও। হাত বাড়িয়ে বলল সে।

থমকে গেল রেনার্ড। পরক্ষণেই ভাবল রসিকতা করছে লোকটা। বাক্সটা জড়িয়ে ধরে বলল 'জীবন থাকতে দেব না।'

'দেবে না?' জ্যাকেটের ভেতর থেকে একটা পিস্তল বের করে তার বাট দিয়ে রেনার্ডের মুঠির ওপর আঘাত করল সে। আনন্দ ভরা মুখ পরিণত হল যন্ত্রণায়, আঙ্গুল থেতলে গেছে তার, বাক্সটা ছুটে গেল হাত থেকে। মেঝেতে পড়ার আগে ধরে ফেলল হুমড়ি বিশালদেহী। তারপর পিস্তল দিয়ে ইশারা

করল সাংবাদিকদের সরে যেতে। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে একে অপরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল তারা, টানেলের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল সে।

'থামাও ওকে! বলে উঠল রেনার্ড।

'টেলিফোন! টেলিফোন করুন! বলে ওঠে এক সাংবাদিক। দেয়াল থেকে ফোন তুলে নিল থার্সটন। ফিরে এল একটু পরে। ভ্রু কুচকে বলল 'লাইন ডেড। নিশ্চই কেটে দেয়া হয়েছে। লিভিং কোয়ার্টারে কেউ নেই। সাহায্যের জন্য প্রবেশপথে যেতে হবে।'

দাঁড়াতে সাহায্য করল থার্সটন ও লে ব্লু। ব্যাগ থেকে ফার্স্ট এইড নিয়ে আসল স্কাই, ভাঙ্গা আংগুলের ওপর ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। সাংবাদিকেরা লোকটার পরিচয় নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে। দু,জনের কেউই তাকে চেনে না। তাদের সাথেই ফ্লোটপ্লেনে করে এসেছে। পথে তাদের সাথে কোন কথা হয়নি। লে ব্লু তাদের লেকের পাড় থেকে নিয়ে যায়।

লে ব্লু ও স্কাই থার্সটনের সাথে যেতে চাইল। সাংবাদিকেরা সেখানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কেননা থার্সটন তাদের বলেছিল যে সেই বন্দুকধারী টানেলের কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারে। তারা হাঁটতে লাগল ধীরে ধীরে, মাথায় হেডল্যাম্প জ্বলছে। তাদের আংশকা ছিল যেকোন মুহূর্তে লোকটা হামলে বসতে পারে। হঠাৎ টানেলের মধ্যে থেকে একটা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। কেঁপে উঠল চারপাশ। প্রায় সাথে সাথে একটা গরম হাওয়ার হলকা এসে লাগল তাদের গায়ে। সাথে সাথে নিচু হয়ে গেল তারা।

সবকিছু ঠিকঠাক হবার পর ধীরেধীরে মাথা তুলল তারা। গান বাজছিল ফলে তাদের জোরে জোরে কথা বলতে হচ্ছিল।

'ওটা কি ছিল? বলল লে ব্লু।

'চল দেখি।' থার্সটন সামনে এগিয়ে যেতে লাগল।

'থামুন! বলল স্কাই।

'কি হয়েছে? বলল থার্সটন।

'পায়ের দিকে তাকান।'

তারা হেডল্যাম্পের আলো দিকে মেঝেটা দেখার চেষ্টা করল।

'পানি! চেচিয়ে উঠল থার্সটন।

পানির স্রোত ছুটে আসছে তাদের দিকে,

তারা টানেলের আরো ভেতরে ছুটতে লাগল। পানির স্রোত তাদের পায়ে এসে লাগছিল।

ছয়

ক্যাপ্টেন জ্যাক ফর্টিয়ের জন্মগতভাবে ফ্রেঞ্চ কানডিয়ান হলেও নুমাতে কাজ করার জন্য মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। ফ্রেঞ্চ জানার কারণে তাকে এ মিশনে নেয়া হয়েছিল কিন্তু কুইবেকেকীয় টানের কারণে তার কথা স্থানীয় মানুষেরা বুঝতে পারছিল না। অস্টিন তাকে চিন্তিত দেখে অবাক হল।

'স্কাইয়ের কি হয়েছে?' প্রশ্ন অস্টিনের। সরাসরি কাজের কথায় আসল সে।

'পাওয়ার প্লান্টের সুপারভাইজারের সাথে ফোনে কথা হল। তিনি জানালেন একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

অস্টিনের মেরুদণ্ড দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। 'কি ধরনের দুর্ঘটনা?'

'স্কাই ও কিছু লোক গ্লেসিয়ারের নিচে একটা টানেলে ছিল।'

'সে ওখানে কি করছিল?

'বরফের নিচে একটা অবজারভেটরি আছে যেখানে বিজ্ঞানীরা হিমবাহের গতিবেগ নিয়ে গবেষণা করে, কিছু একটা ঘটার কারণে সেখানে পানিতে ভরে গেছে।

'পাওয়ার প্লান্ট কি অবজারভেটরির সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছে?'

'টেলিফোন লাইন নষ্ট।'

'তাহলে কেউই জানে না তারা বেঁচে আছে না মারা গেছে?'

'সম্ভবত না।' বলল ফর্টিয়ের ফিসফিস করে।

খবরটা শুনে হতবাক হয়ে পড়ল অস্টিন। জোরে নিশ্বাস নিল সে।

'প্লান্ট সুপারভাইজারকে বল আমি কথা বলতে চাই। তাকে টানেল সিস্টেমের ডিটেল প্ল্যান রেডি করতে বলুন। আর তীরে যাওয়ার জন্য একটা বোটেরও ব্যবস্থা করুণ।'

অস্টিন উপলব্ধি করল সে ক্যাপ্টেনকে রীতিমত হুকুম করছে। 'আসলে আমি আপনাকে ঠিক হুকুম করছি না। এটা আপনার জাহাজ। আমি স্রেফ পরামর্শ দিচ্ছিলাম।

'পরামর্শ গ্রহণ করা হল, জবাব দিল ক্যাপ্টেন মিষ্টি হেসে।

'চিন্তা করবেন না। আসলে আমি নিজেও বুঝে উঠতে পারছিলাম না কি করব। এখন থেকে এ জাহাজ ও ক্রুর দায়িত্ব আপনার। ক্যাপ্টেন ফর্টিয়ের মাইক তুলে ফরাসী ভাষায় কথা বলতে লাগল। অস্টিনের মনে পড়ল শিপ থেকে যাওয়ার সময় স্কাইয়ের মুখে ফুটে ওঠা হতাশা। সে জানত পরিবেশ তার প্রতিকূলে কিন্তু সে তার নিষ্পাপ হাসিটা আরেকবার দেখতে চাচ্ছিল। তীরে অস্টিনের জন্য একটা ট্রাক অপেক্ষা করছিল। ড্রাইভার উর্ধ্বশ্বাসে

প্লান্টের দিকে রওনা দিল, কয়েক মিনিটের মধ্যে তারা একটা ধুসর ব্লক আকৃতির বিল্ডিংয়ের সামনে পৌঁছে গেল। ট্রাক থেকে নামার পর এক লোক অস্টিনের জন্য দরজা খুলে দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল,

'পারলেজ-ভয়েজ ফ্রানগালিস, মসিয়ো অস্টিন?

'এপারলে এ লিতল, জবাব অস্টিনের।

'ড. আকদ। ওকে। বলল সে মুচকি হেসে। 'আমি ইংরেজিটা ভালোই পারি। আমার নাম গাই লেসার্দ, এখানকার প্লান্ট ম্যানেজার। পরিস্থিতি খুবই গুরুতর।

'তাহলে বুঝতে পারছেন সময়ের মূল্য। লেসার্দ ছোটখাট সাইজের একজন মানুষ, সুন্দর করে মোচ ছাঁটা।

'পারছি। ভেতরে আসুন। সে তাকে নিয়ে গেল দরজার মধ্যে দিয়ে।

অস্টিন ছোট লবিটার আশপাশে পর্যবেক্ষণ করে দেখল।

'আমি আরেকটু বড় আশা করেছিলাম।'

'বাইরের অংশটা দেখে বিভ্রান্ত হবেন না, বলল লেসার্দ।' এটা পোর্টাল বিল্ডিং, অফিস স্পেস ও লিভিং কোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার হয়, মূল পাওয়ার প্ল্যান্ট পর্বতের অনেক ভেতর পর্যন্ত বিস্তৃত, আসুন।'

বিল্ডিংয়ে ঢুকল তারা। চওড়া একটা দরজা পার হল। আরেকটা দরজা খুলল সুপারভাইজার। একটা বিশাল গুহা দেখা গেল, আলোকিত।

'টানেল নেটওয়ার্ক তৈরির সময় আমরা চেষ্টা করেছি যতটুকু সম্ভব প্রাকৃতির গুহার সুবিধা নেয়া যায়। তা সত্ত্বেও পাহাড় ও গ্লেসিয়ারের নিচে প্রায় আট কিলোমিটার পথ খুঁড়তে হয়েছে।'

অস্টিন শিস বাজাল। 'আমেরিকার অনেক হাইওয়ে এর চেয়ে ছোট।'

'জ্যা নিঃসন্দেহে এটা একটা বড় অর্জন। ইঞ্জিনিয়াররা বিশাল একটা টানেল বোরিং মেশিন নিয়ে এসেছিল যার ডায়ামিটার তিরিশ ফুটের কাছাকাছি। সেটা দিয়ে সহজে টানেল খোড়া গেছে।

গুহা পার হয়ে তারা একটা টানেলের প্রবেশপথের কাছে গিয়ে পৌঁছল। জায়গাটা থেকে মৌমাছির গুঞ্জনের আওয়াজ হচ্ছে।

'এটা নিশ্চয়ই জেনারেটরের আওয়াজ? প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ। আপাতত একটা টার্বাইন দিয়ে আমরা কাজ চালাচ্ছি। আরেকটা বসাবার পরিকল্পনা আছে। টানেলের ভেতরে একটা দরজার সামনে দাঁড়াল তারা। 'এটা আমাদের কন্ট্রোল রুম। ভেতরে আসুন।'

প্লান্টের নার্ভ সেন্টার হচ্ছে এক বিশাল শ্লট মেশিন। বর্গাকার কামরার একেকটা দেয়াল উচ্চতায় পঞ্চাশ ফুট। তিনটা দেয়াল ভরে আছে নানা ধরনের

জ্বলন্ত বাতি, ইলেট্রিক্যাল ডায়াল আর স্যুইচ। ঠিক মাঝখানে আছে একটা ঘোড়ার নালের মত কন্সোল। চেয়ার টেনে পেছনে বসল লে ব্লু। পাশে বসল অস্টিন।

'প্লান্টে আমরা কি করি সেটা কি জানেন? প্রশ্ন করল সে,

'সামান্য। আমাকে বলা হয়েছে আপনারা বরফগলা পানি ব্যবহার করে হাইড্রো ইলেক্ট্রিসিটি তৈরি করেন।

মাথা ঝাকাল লেসার্দ। 'হ্যাঁ। পদ্ধতিটা তুলনামূলকভাবে সোজা, আকাশ থেকে পড়া তুষার জমা হয় এ গ্লসিয়ারে। উষ্ণ ঋতুতে সেই বরফ গলে তৈরি হয় আইস প্যাকেট ও নদী। টানেল সিস্টেমের সাহায্যে যে পানি আমরা টার্বাইন পর্যন্ত আনি। পানির স্রোতে ঘোরে টার্বাইন আর তা থেকে তৈরি হয় জল বিদ্যুৎ। নিজের গর্ব লুকাতে পারল না সে।

'বলা সোজা কিন্তু করা কঠিন।' বলল অস্টিন। 'ক,জন লোক আছে আপনাদের?'

'মাত্র তিনজন, জবাব লেসার্দের। 'প্রতি শিফটে একজন করে ডিউটি করি আমরা। পুরো প্লান্টটা অটোমেটেড, কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমরা শুধু মনিটর করি।'

'সিস্টেমের ডায়াগ্রামটা দেখাতে পারেন আমাকে?

কিবোর্ডের ওপর নেচে উঠল লেসার্দের আঙ্গুল, কিছুক্ষণ পর স্ক্রীনে একটা ডায়াগ্রাম ভেসে উঠল যা দেখে অস্টিনের লন্ডন আন্ডারগ্রাউণ্ডের কথা মনে পড়ে গেল।

'নীল রঙের লাইনগুলো হল পানিতে ভরা টানেল। লালগুলো ড্রাই কনড্রইট। টার্বাইনটা এখানে।' লাইনগুলো পর্যবেক্ষণ করল অস্টিন। স্ক্রিনের ওপর হাত রাখল লেসার্দ। এটা অবসারভেটরির প্রধান প্রবেশপথ।'

'পানি বন্ধ করার কোন উপায় আছে?

'সে চেষ্টা করা হয়েছে। আসলে ওয়াটার টানেল ও রিসার্চ টানেলের মাঝের দেয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে। অন্যান্য টানেলে পানি প্রবাহ ডাইভার্ট করে আমরা নতুন পানি ঢোকা বন্ধ করেছি কিন্তু তার আগেই রিসার্চ টানেল পানিতে ভরে গেছে।'

'দেয়ালে কি জন্য ফাটল দেখা দিয়েছে?

'দুই টানেলের মাঝামাঝি দেয়ালে একটা দরজা রয়েছে। বছরের এ সময়ে আমরা সেটা বন্ধ করে রাখি পানির প্রবাহ বেশি হবার কারণে। পানির চাপে সেটা ভাঙ্গার কথা নয়।

'রিসার্চ টানেলের পানি বের করার উপায় কি?

'আশপাশের কয়েকটা টানেল সীল করে পাম্পের সাহায্যে পানি বের করা যায় কিন্তু তাতে কয়েকদিন সময় লাগবে।

'এতবড় নেটওয়ার্ক সত্ত্বেও আপনারা পানিটাকে অন্য টানেলে নিয়ে যেতে পারবেন না?

'আসুন দেখাচ্ছি সমস্যা কোথায়।' কন্ট্রোল রুম থেকে বের হয়ে আসল লেসার্দ। পাশে একটা টানেল দিয়ে অস্টিনকে নিয়ে চলল সে। জেনারেটরের আওয়াজ ছাপিয়ে কানে নতুন আওয়াজ আসছে। যেন ঝড়ো বাতাস বইছে। প্রতি মুহূর্তে জোরালো হয়ে উঠছে শব্দটা।

লোহার মই বেয়ে মাঝারি অবজারভেশন প্ল্যাটফর্মে উঠল তারা দুইজন। জায়গাটা ওয়াটার টাইট প্লাস্টিক আর মেটাল ফ্রেমের ক্যানোপিতে ঘেরা।

আওয়াজটা রূপ নিল গর্জনে। দেয়ালে লাগানো একটা সুইচ টিপল লেসার্দ। ফ্যাড লাইটের আলোতে আলোকিত হয়ে উঠল চারপাশ। বড় একটা টানেল দেখতে পেল অস্টিন। সেখান থেকে প্রবল বেগে বইছে ফেনায়িত পানি।

'বছরের এ সময়ে বড় বড় আইস পকেট গলে এদিক থেকে পানি বের হয়ে আসে। জোরে বলে উঠল লেসার্দ। 'স্বাভাবিক প্রবাহের সাথে যুক্ত হয় এটা। অনেকটা বসন্তকালে বরফ গলে পানির স্রোত বেড়ে গেলে বন্যা হবার মতো।' লেসার্দ তার সরু মুখ কালো করে ফেলল। 'আমি দুঃখিত। ভেতরের লোকদের সাহায্য করা সম্ভব নয়।'

'দুঃখিত হবার কিছু নেই, আপনি যথেষ্ট করেছেন। চলুন আমাকে রিসার্চ টানেলের ডিটেইল ডায়াগ্রাম দেখান।'

'নিশ্চই,আসুন। কন্ট্রোল রুমের দিকে এগিয়ে গেল লেসার্দ। আমেরিকানটাকে তার পছন্দ হয়েছে, বিপদের মধ্যেও সে মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে সে।

নার্ভ সেন্টারে তারা দু-জন ফিরে এল। দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল অস্টিন, ঘড়ির কাঁটা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। লেসার্দ মেটাল কেবিনেট থেকে বেশ কয়েকটা ব্লপ্রিন্ট বের করল। 'এটা রিসার্চ টানেলের প্রধান প্রবেশ পথ। ল্যাবটা এর থেকে মাইলখানেক দূরে। সাইডভিউতে দেখুন ল্যাবের ছাদ পর্যন্ত একটা সিঁড়ি আছে যেটা দিয়ে আরেকটা লেভেলে যাওয়া যায়। সে লেভেল থেকে সাব স্পেশাল আবজারভিটরিতে যাবার জন্য আলাদা প্যাসেজ রয়েছে।

'কতজন আটকা রয়েছে বলতে পারেন?'

'সায়েন্টেফিক টিমের তিনজন, আপনার শিপ থেকে আসা ঐ মহিলা। এছাড়া দুর্ঘটনার আগে একটা ফ্লোটপ্লেনে চড়ে কয়েকজন অতিথি এসেছিলেন কিন্তু কতজন তা ঠিক জানি না। প্লেনটা একটু আগে চলে গেছে।'

ভালো করে ডায়াগ্রামটা দেখল অস্টিন। 'যদি গ্লেসিয়ারের নিচে থাকা লোকজন আবজারভেটরি পর্যন্ত চলে আসতে পারে তাহলে প্যাসেজওয়েতে আটকে থাকা বাতাস পানিকে আবজারভেটরি থেকে দূরে রাখবে।'

'সত্যি, বলে উঠল লেসার্দ। 'যদি বাতাস থাকে তাহলে হয়ত তারা এখনো বেঁচে আছে।'

'তা ঠিক কিন্তু বাতাসের পরিমাণ সীমিত। এতক্ষণে মারা যেতে পারে।'

অস্টিন স্কাইয়ের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ভাবতেও চাচ্ছে না। তারা যদি পানি থেকে বেঁচেও যায় অক্সিজেনের অভাবে ঠিকই মারা পড়বে, সে ডায়াগ্রামে লক্ষ্য করল মেইন টানেলটা অবজারভেটরি পার হয়ে কিছুদূর এগিয়েছে।

'কোথায় গেছে এটা?

'দেড় কিলোমিটার দূরে, প্রবেশপথে গিয়ে উঁচু হয়ে গেছে।'

'আরেকটা কার্লভাট?

'না। মাইন এন্ট্রেন্সের মত। মুখটা পাহাড়ের অপরপাশে।

'ওর আমি দেখতে চাই। বলল অস্টিন, মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে তার। আন্দাজের ওপর করলেও ভাগ্য সহায়তা করলে সফল হওয়া সম্ভব।

'জায়গাটা গ্লেসিয়ারের অপর পাশে। সেখানে শুধু প্লেনে যাওয়া সম্ভব, তবে আমি আপনাকে জায়গাটা এখান থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে তারা পাওয়ার প্ল্যান্টের ছাদের ওপর গিয়ে পৌছল। লেসার্দ গ্লেসিয়ারের অপরপাশে একটা গিরিখাত দেখতে পেল। 'ঐ ছোট উপত্যকার কাছে।'

অস্টিন সেদিকে তাকাতেই আকাশের দিকে তার নজর গেল। একটা বিশাল হেলিকপ্টটার পাওয়ার প্ল্যান্টের দিকে এগিয়ে আসছে।

'থ্যাংক গড, বলল লেসার্দ। 'অবশেষে কেউ একজন সাহায্যের জন্য আসছে।'

তাড়াহুড়া করে নিচে নেমে আসল দুইজন। তারা রেসকিউ পার্টির সদস্য নয়। তিনজনই কালো স্যুট পরা, দেখেই বোঝা যায় মিড লেভেল ম্যানেজমেন্টের লোক এরা।

'ইনি আমার বস মসিয়ে ড্রয়েট। ইনিতো কখনো আসেন না।'

ড্রয়েটের মোচটা অনেকটা এরকুল পোয়ারোর মত, সে বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলে উঠল। 'কি হচ্ছে এখানে লেসার্দ? পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে শুরু করল প্ল্যান্ট সুপারভাইজার, অস্টিন তাকাল হাতঘড়ির দিকে, সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে,

'এ ঘটনায় প্রডাকশনের ওপর কেমন প্রভাব পড়েছে?

অস্টিনের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। 'আপনার ভেতরে আটকে থাকা লোকেদের ব্যাপারে বেশি চিন্তা করা উচিত।

'আপনি কে? বলে উঠল সে।

লেসার্দ মাঝখানে আসল। 'ইনি মি. অস্টিন, আমেরিকান সরকারের পক্ষ থেকে এসেছেন।'

'আমেরিকান? নাক শিটকাল লোকটা। 'এখানে আপনার কোন কাজ নেই।

'ভুল। এখানেই আমার কাজ। অস্টিনের কণ্ঠে রাগ। 'আমার বন্ধু টানেলে আছে।

ড্রয়েট নড়ল না। 'আমাদের ওপরের মহলের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, আপনার প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি রইল। তাদের নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে উদ্ধার কাজ শুরু করে দেব।'

'তাতে অনেক সময় লাগবে। বলল অস্টিন। 'আমাদের এখনই কিছু করতে হবে।'

'আপাতত এটুকুই করতে পারি আমরা। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন।

সে ও বাকি স্যুট পরা লোকগুলো পাওয়ার প্ল্যান্টে ঢুকে গেল। লেসাদ তার দিকে তাকিয়ে দুঃখের সাথে মাথা নাড়িয়ে তাদের অনুসরণ করল।

অস্টিনের ইচ্ছা করছিল আমলাটাকে কলার ধরে বের করে আনতে ঠিক তখন সে ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেল। তাকিয়ে দেখল আকাশে একটা বিন্দু। বিন্দুটা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হল হেলিকপ্টারে। এসে থামল পাওয়ার প্ল্যান্টের কাছে, রোটরটর থামার আগেই একজন হালকাপাতলা তামাটে বর্ণের লোক হাত নাড়তে লাগল তার উদ্দেশে। জো জাভালা। পেশিবহুল কাঁধের অধিকারী সে, বক্সিংয়ের ফসল। আকর্ষণীয় মৃদুভাষী জাভালাকে আডমিরাল সান্ডেকার নিউইয়র্ক মরিটাইম কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করার পরই রিক্রুট করে। যোগ দেবার পর থেকে সে স্পেশাল আসাইনমেন্ট টিমের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। সে কারিগরি বিষয়ে দক্ষ, একজন সুদক্ষ পাইলট, রয়েছে হাজার হাজার ঘণ্টা হেলিকপ্টার চালাবার অভিজ্ঞতা, কয়েকদিন আগে সে ও অস্টিন একসাথে ফ্রান্স এসেছিল। অস্টিন আল্পসে চলে গেলেও সে থেকে যায় প্যারিসে। অস্টিন তাকে মোবাইলে এ দুর্ঘটনার কথা বলে। 'তোমার প্যারিস ভ্রমণ বাগড়া দেবার জন্য দুঃখিত, বলল সে।

'তুমি অনেক কিছুতেই বাগড়া দিয়েছ। আমি ন্যাশনাল এসেম্বলির এক সদস্যের সাথে পরিচিত হই। তার সাথে আমার প্যারিসে ঘোরার কথা ছিল।'

'কি নাম?'

'ডেনিস। প্যারিস ট্যুর শেষ করে আমাদের এক সাথে পাহাড়ে যাবার কথা ছিল। সেখানে ম্যাডামের একটা শ্যাতো আছে। অস্টিন আর এ সুন্দর মুহূর্তটা নষ্ট করে দেবার জন্য ক্ষমা চাইল। হাসি ফুটল জাভালার মুখে।

'সমস্যা নেই বন্ধু। ডেনিস নিজেও একজন পাবলিক সার্ভেন্ট। সে বোঝে ডিউটার মাহাত্ম্য।' সে হেলিকপ্টারের দিকে তাকাল।

'আমার আসার ব্যবস্থা ওই করে দিয়েছে।'

'ভদ্রমহিলা আমার কাছ থেকে এক বোতল শ্যাম্পেন ও কিছু ফুল পেতেই পারেন।

'যাই হোক ঘটনা বল।'

সে হেলিকপ্টারের দিকে এগুল। 'যাওয়ার পথে বলব।'

কিছুক্ষণ পর উড়তে লাগল তারাম গিয়ে পৌঁছল গ্লেসিয়ারের ওপর। অস্টিন জাভালাকে পুরো ঘটনা সংক্ষেপে বোঝাল।

'জঘন্য অবস্থা, বলল জাভালা সবকিছু শুনে। 'তোমার বান্ধবীর জন্য দুঃখিত, স্কাই নামটা শুনে তার সাথে দেখা করতে ইচ্ছা করছে।'

আশা করি সে সৌভাগ্য হবে তোমার, বলল অস্টিন, যদিও সে জানে ধীরে ধীরে সে সম্ভবনা কমে আসছে।

গ্লেসিয়ারের পার করে অস্টিনের দেয়া নির্দেশমত পাওয়ার প্লান্টের ছাদের ওপর হেলিকপ্টার ল্যান্ড করল। তারা হেলিকপ্টারের ইমার্জেন্সি কিট থেকে একটা ইলেকট্রিক টর্চ নিয়ে ঢাল বেয়ে হাঁটতে শুরু করল। ঠাণ্ডা ভারি কাপড় ভেদ করে তাদের শরীরে আঘাত করছে।

টানেলের সামনে একটা কংক্রীটের কাস্টিং ফ্রেম করা। তারা প্লান্টের পেছনে দেখা টানেলের প্রবেশপথের মতো একটা পথ ধরে ভেতরে প্রবেশ করল। 'এটা আর যাই হোক লাভ টানেল তো না।'

'রিভার স্টিক্স এমনও হবে।' অস্টিন কালো পানির দিকে তাকিয়ে থাকল। হঠাৎ তার শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল।

'পাওয়ার প্লান্টে ফিরে চল।'

ড্রয়েট ও তার সাথীরা প্লান্ট বিল্ডিং থেকে বের হয়ে ছুটে গেল অস্টিনের কাছে,

'আমাদের আচরণের জন্য আমরা দুঃখিত, আসলে আমরা জানতাম না পরিস্থিতি এতটা গুরুতর। বলল সে, আমি আমার উর্ধ্বতনদের সাথে কথা বলেছি। আমেরিকান দূতাবাসের সাথেও আলাপ হয়েছে আমার। তারা নুমা ও আপনার সম্পর্কে সবকিছু বলেছে। আমি জানতাম না সেখানে ফ্রেঞ্চ নাগরিক আটকে আছে।

'জাতীয়তা কি এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ?'

'না মোটেও না। আপনি জেনে খুশি হবেন যে আমি সাহায্যের জন্য আবেদন করেছি। একটা রেসকিউ টিম আসছে।'

'ভালো। কতক্ষণ লাগবে তাদের পৌঁছতে?'

'এক ঘণ্টা।'

'ততক্ষণে ভেতরে সবাই মারা পড়বে। এটা নিশ্চয়ই আপনি জানেন মি. ড্রয়েট।'

কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'অন্তত লাশগুলো উদ্ধার করা যাবে।'

না, আমি তাদের জীবিত উদ্ধার করে আনব। সে জন্য আপনার সাহায্য দরকার।

'কি বলছেন? ওরা রফের আটশ ফুট নিচে আটকা পড়ে আছে... বলতে গিয়ে থেমে গেল সে।' অস্টিনের মুখে দৃঢ়তার ছাপ দেখে কোনো কথা বলল না। হার মানার ভঙ্গিতে সে বলল, 'বেশ, চেষ্টা করে দেখা যাক। বলুন কি চাই আপনার? অস্টিন অবাক হল। 'ধন্যবাদ। আপনার হেলিকপ্টার ও পাইলটকে প্রয়োজন।

'অবশ্যই। কিন্তু আপনার বন্ধুরও তো হেলিকপ্টার আছে।'

'আরো বড় হেলিকপ্টার প্রয়োজন আমাদের।'

'ঠিক বুঝলাম না। মানুষগুলো বরফে আটকা পড়ে আছে, আকাশে না।'

'যাই হোক, অস্টিন ড্রয়েটের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন সে বুঝে যায় সে সময় নষ্ট করছে। মাথা ঝাঁকাল সে। 'ঠিক আছে। আপনি আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন।'

যখন ড্রয়েট তার পাইলটের সাথে কথা বলছিল তখন অস্টিন হ্যান্ড রেডিওতে নুমার ভেসেল ক্যাপ্টেনের সাথে তার প্ল্যান নিয়ে কয়েক মিনিট আলোচনা করল। ক্যাপ্টেন মনযোগ দিয়ে শুনল।

'ঠিক আছে, আমি সেভাবেই করব, বলল সে, অস্টিন তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাকাল গ্লেসিয়ারের দিকে। সে জানত তার প্ল্যান ভুল হতে পারে কিন্তু সে এটাও জানত যে ভাগ্য সহায় হলে সফল হওয়া সম্ভব। কিন্তু সে জানত না স্কাই আদৌ বেঁচে আছে কিনা।

সাত

ভালোভাবেই বেঁচে আছে স্কাই। শুধুই তাই নয় রাগে ফুসছিল সে, কোনোরকমে নিজেকে সামলাচ্ছিল। কিন্তু রেনার্ডের একটা মন্তব্যে নিজেকে আর সামলাতে পারল না সে। রাগে চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছিল তার।

জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। সে রেনার্ডের কথার জবাবে একটাই শব্দ বলল ইউওট, রেনার্ড সহানুভূতি গ্রহণের চেষ্টা করল। 'তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না আমি আহত? সে তার আঘাতপ্রপ্ত হাতের দিকে ইঙ্গিত করল।

'আপনার নিজের দোষে, শীতল কণ্ঠে বলল সে। 'আপনি কি করে একজন বন্দুকধারীকে ঢুকতে দিলেন?

'আমি ভেবেছি সে রিপোর্টার।

'আপনার মাথায় এমিবার মতো বুদ্ধি, এমিবার চিন্তা করার ক্ষমতা নেই ,ক্ষমতা আছে নড়াচড়া করার।

'মাদমোয়াজেল প্লিজ! বলে উঠল লে ব্ল। 'আমাদের সামান্য কিছু অক্সিজেন আছে। শক্তি সঞ্চিত রাখুন।

'কিসের জন্য রাখব, সিলিংয়ের দিকে ইংগিত করল সে। 'আপনাদের হয়ত মনে নেই আমরা এক বিশাল গ্লেসিয়ারের নিচে আটকা পড়ে আছি।

লে ব্ল ঠোঁটে আঙ্গুল রাখল, স্কাই চারপাশে তাকিয়ে সবার আতংকে ভরা চেহারা দেখতে পেল। সে উপলব্ধি করল রেনার্ডের প্রতি তার এ আচরণ পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে করে ফেলছে। সে লে ব্লর কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বিড়বিড় করে বলল, 'সে একটা ইডিয়ট।

সে ম্যাগাজিন লেখক রলিন্সের কাছে গেল। লোকটা দেয়ালে হেলান দিয়ে নোটবুকে লেখালখি করছে, মেঝেতে সে একটা প্লাস্টিকের তার্পুন বিছিয়ে রেখেছে যেন ভেজা মেঝেতে গা না লাগে। স্কাই এ গা ঘেঁষে বসল উত্তাপের আশায়।

'ঘনিষ্ট হবার জন্য ক্ষমা করবেন, আমি আসলে ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি।'

অবাক হয়ে চোখ ঝাপ্টাল রলিন্স। নোটবুকটা পাশে রেখে একহাতে জড়িয়ে ধরল স্কাইকে। 'কিছুক্ষণ আগেতো বেশ গরম ছিলেন।

'মেজাজ দেখাবার জন্য দুঃখিত।' বিড়বিড় করে বলল স্কাই।

'আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। এর পজিটিভ দিকটা ভেবে দখুন। আমাদের কাছে অন্তত আলোতে আছে।'

পানি ওয়্যারের ওপর চলে আসেনি বলে এখনো আলো টিকে আছে। ঠাণ্ডা ও ভেজা অবস্থায় জীবিত ব্যক্তিরা টানেলের মধ্যে জমা হয়ে আছে।

ইতিবাচক চিন্তা করলেও রলিন্স ঠিকই বুঝতে পাছিল সময় আর বেশি নেই। তাদের সবার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। প্রসঙ্গ পাল্টাবার চেষ্টা করল সে।

'কি যেন একটা আবিষ্কারের কথা বলছিলেন?' প্রশ্ন করল সে স্কাইকে।

'আমি লেকের তলায় একটা প্রাচীন সমাধি খুঁজে পেয়েছি। আমার ধারণা ইউরোপ ভূ-মধ্যসাগরের ব্যবসায়িক পথ বা আম্বার রুটের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে সম্ভবত মিনোয়ান...।' চোখের মধ্যে একটা ঘোর চলে আসল স্কাইয়ের।

হঠাৎ গুঙ্গিয়ে উঠল রলিন্স।

'আপনি ঠিক আছেন? প্রশ্ন স্কাইয়ের।

'হ্যাঁ ঠিক আছি, আসলে নেই। এখানে আমার আসার কারণ শুধু সাবগ্লেসিয়াল অজারভেটরি নিয়ে একটা ফিচার করা। এর সাথে যোগ হল বরফে জমে থাকা মমি। তারপর এক গুণ্ডা এসে হামলা চালাল আপনার বন্ধুকে...ওফ! কত ঘটনা, পাবলিশাররা আমার কাহিনীর জন্য দরজায় লাইন দেবে, যাই হোক মিনোয়ানের ব্যাপারে যেন কি বলছিলেন?

'আমি জানি না সেটা মিনোয়ান কি না, বলল স্কাই। 'আমার ভুলও হতে পারে।'

টিভি রিপোর্টর যে তাদের কথা শুনছিল এবার সে মুখ খুলল, 'মন খারাপ করবেন না। আমার অবস্থাটা বুঝুন। আমিতো মৃতুদেহ ও সেই হামলার ভিডিওটা নিয়ে বসে আছি।'

রলিন্স ফায়ারহোসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটা ওয়াটার জেট থাকলে আমরা টানেল খুঁড়ে বের হতে পারতাম।.

'তাতে সময় লাগত তিন মাস, বলে উঠল থার্সটন, 'সে হিসাব আগেই করেছি।'

'হিসাবটা কি উইকেন্ড ছাড়া? প্রশ্ন রলিন্সের।

হেসে উঠল সবাই, শুধু রেনার্ড বাদে।

রলিন্সের রসিকতায় স্কাইয়ের মনে পড়ে গেল অস্টিনের কথা, সে কতক্ষণ আগে শিপ ছেড়ে গিয়েছে? ঘড়ি দেখ বুঝল কয়েক ঘণ্টা। সে তাদের ডেটের ব্যাপারে খুবই উৎসুক। সে তার ব্যক্তিত্বে বেশ আকর্ষিত। বেশ ইন্টারেস্টিং। অস্টিনের রসবোধ অসাধারণ। সে ভদ্র ও দয়ালু কিন্তু তার নীল চোখজোড়ার মধ্যে স্কাই হীরার মতো কাঠিন্য খুঁজে পেয়েছে। আর অবশ্যই তার চওড়া কাঁধ। স্কাই মোটেও অবাক হবে না যদি অস্টিন সমুদ্রের তলে হাঁটতে পারে।

রেনার্ডকে দেখল স্কাই। মোটেও আকর্ষণীয় নয় লোকটা, দেখলে মনে পড়ে যায় পোকামাকড়ের কথা। এ লোকটাই যত ঝামেলার কারণ। সে টানেলের অপরপ্রান্তে বসে নিজের আঘাতপ্রাপ্ত হাতের যত্ন নিয়ে যাচ্ছে। ভ্রু কোচকাল স্কাই। সে উঠে সিঁড়ি বেয়ে মূল টানেলের দিকে যেতে লাগল। সিঁড়ি পানিতে ভরে থাকার কারণে এগুতে পারল না সে। মেজাজ আরো খারাপ হয়ে গেল। বরফের গুহার মধ্যে মই বেয়ে উঠতে লাগল সে।

গ্লেসিয়ার ইতিমধ্যে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে শুরু করেছে। বরফ জমাট বাঁধছে। মৃতদেহটাও আবার জমে গেছে বরফে। তার হেলমেটটা তখনো কন্টেনারে ছিল। সে তুলে আলোর সামনে রাখল। অত্যন্ত সুন্দরভাবে গড়ে তোলা। দক্ষ হাতের কাজ। ডিজাইনটার মধ্যে একটা ছন্দ খুঁজে পেল সে, যেন লোকানো আছে এক গোপন কাহিনী। লোহার মধ্যে যেন সৃষ্টি হয়েছে জীবন। অক্সিজেনের অভাবে তার মাথায় নানা ধরনের উদ্ভট চিন্তা আসাছিল। যদি সময় থাকত তাহলে ভেবে দেখত সে। ওহ রেনার্ড।

সে হেলমেটটা টানেল নিয়ে গেল। বাতাসের অভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। বাকিরা কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। সে হেলমেটটা একপাশে রেখে বসে পড়ল। দম বন্ধ হয়ে আসছিল তার। বাকিদেরও একই অবস্থা, ঠিক যেন পানি থেকে মাছ তোলা হয়েছে।

ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

কিছুক্ষণ পর ঘুম ভাঙলে সে দেখতে পেল আলো নেই একেবারে। মনে মনে নিজেকে জানাল এ অন্ধকারেই মৃত্যু হতে যাচ্ছে তার। বাকিদের ডাকতে চাইলেও গলা থেকে আওয়াজ বেরুলো না। আবার ঘুমিয়ে পড়ল সে। অস্টিন সী মোবাইলের পেছনের ডেকে শেষ ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগটা বেঁধে পুরো জিনিসটা একবার দেখল। যানটাকে হাইটেক সাবমারসিবলের বদলে মালবাহী গাধা মনে হচ্ছে। অবশ্য করার কিছু নেই, বরফের নিচে ঠিক কতজন আটকে পড়ে আছে জানা নেই তার তাই যতগুলো স্কুবা ইক্যুইপমেন্ট জোগাড় করতে পেরেছে তার স সাথে নিয়ে যাচ্ছে। সাবমারসিবলের ভেতরে জায়গা না হওয়ায় বাইরে বেঁধে নিয়ে যেতে হচ্ছে। আশা করছে যেন সব ঠিক থাকে। বাড়তি ওজনে সী মোবাইলের চলাচলে কোন সমস্যা হবে কিনা না পানিতে না নামলে বোঝা যাচ্ছে না।

ফ্রাসোয়াকে ওকে সাইন দেখাল অস্টিন। একটা হ্যান্ড হেল্ড রেডিও নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, শীপ ও হেলিকপ্টারের মধ্যে লিয়াজোঁ ও দোভাষী হিসাবে কাজ করছে সে। অস্টিনের ইশারা পেয়ে রেডিওতে কথা বলল সে, একটু পরে হেলিকপ্টারটা তীর থেকে টেকঅফ করল। ঘূর্নায়মান রোটরের কারণে মাথা নিচু করে এগুল অস্টিন, কেবলের প্রান্তে লাগানো হুক আঁকড়ে তার সাথে চার পয়েন্টের হার্নেস সিস্টেম লাগাল। সে ও তার ক্রুরা ট্রেইলার ও সাবমারসিবলের লোডটা যেন একবারে নেয়া যায় সে ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

পাইলটকে থাম্পস আপ দেখিয়ে ওঠার ইশারা করল সে। হেলিকপ্টার শুরু করল উঠতে। আনেক চেষ্টার পর ডেক থেকে ট্রেইলার ও সাবমারসিবল নড়ল সামান্যই। ট্রেইলার ও সাবমারসিবলের ওজন হেলিকপ্টারের ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি।

অস্টিন হেলিকপ্টারের দিকে ইশারা করে ফ্রসোয়ার কানে কানে বলল, 'যেমনটা আছে তেমনই থাকুক।' ফ্রসোয়া যখন পাইলটকে ব্যাপারটা বোঝাচ্ছিল তখন অস্টিন জাভালার সাথে রেড়িওতে যোগাযোগ করল। সে তার হেলিকপ্টার নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে ঘোরাফেরা করছে।

'একটা সমস্যা হয়েছে, বলল অস্টিন।

'আমিও সেটাই দেখছি। যদি চপারটা স্কাইক্রেন হত, বলল জাভালা।

'সম্ভবত তার প্রয়োজন হবে না, বলল অস্টিন, ব্যাখ্যা করল তার প্ল্যান। শুনে হেসে ফেলল জাভালা। 'তোমার সাথে দেখা হবার আগে জীবনটা খুব বিরক্তিকর ছিল।'

'পারবে?

'কঠিন, বলল জাভালা। 'বিপজ্জনক। তবে সম্ভব।

অস্টিনের তার পার্টনারের ফ্লাইং স্কিলের ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। জাভালা আকাশযান চালাবার কয়েক হাজার ঘণ্টার অভিজ্ঞতা আছে। তবে অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ কোত্থেকে আসে তা কেউ বলতে পারে না। বাতাসের সামান্য ধাক্কা, মনোযোগে বিচ্যুতি কিংবা যান্ত্রিক গোলোযোগে ঘটতে পারে ভয়াবহ দুর্ঘটনা।

সে ফ্রসোয়াকে ডেকে বুঝিয়ে দিল ফ্রেঞ্চ পাইলটকে কি করতে হবে। সেটা অনুবাদ করে দিল ফ্রাসোয়া। ফ্রেঞ্চ হেলিকপ্টারটা নরতে শুরু করল, হার্নেসে বাঁধা কেবলটা আসল কোণাকোণি হয়ে। জায়গা পেয়ে এগিয়ে আসল জাভালার চপার, নামাল আরেকটা কেবল। চপারগুলোর দিকে তাকিয়ে সে নিশ্চিত হয়ে নিল যে জায়গা যথেষ্ট আছে। ট্রেইলারের হার্নেসে লাগিয়ে দেয়া হল কেবল। দু'টো কেবলের সাহায্যে তোলা হবে ওজন।

অস্টিন আবার তোমায় ইশারা দিল। এ দফা ট্রেইলার ও সাবমারসিবল নড়ে উঠল। এক ফুট। দুই ফুট। এক গজ। দুই গজ। পাইলটেরা এ বিষয়ে অবগত ছিল যে হেলিকপ্টারগুলো অসমান।

জাভালা তার পজিশন নিয়ে ধারাভাষ্য দিয়ে চলেছে রেডিওতে। কয়েকবার তাকে থামতে হল পজিশন সঠিক করবার জন্য। পনের মিনিট পর সে ঘোষণা দিল 'ইগল হ্যাজ ল্যান্ডেড! হাঁফ ছেড়ে বাঁচল অস্টিন। অস্টিনও কয়েকজন ক্রু একটা ছোট বোটে চেপে বসে হেলিকপ্টারগুলো ফেরার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। পাশাপাশি উড়ে আসা হেলিকপ্টারগুলো তীরে এসে ল্যান্ড করল। অস্টিন জাভালার ও ক্রুরা ফ্রেঞ্চ পাইলটের হেলিকপ্টারে চেপে বসল। কয়েক মিনিট পর তারা উজ্জল হলুদ সী মোবাইলের সামনে ল্যান্ড করল। সী মোবাইলটা টানেলের প্রবেশপথের সামনে তার ট্রেইলারের ওপর অবস্থান করছে।

অস্টিনের দেয় নির্দেশ অনুযায়ী সাবমারসিবলের লোড ঠিক করল তারা। তারপর ট্রেইলারটা পানির কিনারা থেকে ধালু টানেলে নিয়ে আসা হল। অস্টিনের অনুরোধে প্ল্যান্ট সুপারভাইজার আরেকটা ব্লপ্রিন্ট নিয়ে আসে।

'এগুলো হল ইন্টারনাল আলুমিনিয়াম সাপোর্ট যার ব্যাপারে আপনাকে বলেছিলাম। টানেলের ভেতরে কয়েক ফুট গেলেই দেখতে পাবেন। মোট বারোটা সেট রয়েছে, প্রতি সেটের মাঝে দশ ফুট দূরত্ব।'

'আমাদের সাবমারসিবলতো মাত্র আট ফুট চওড়া, বলল অস্টিন। 'আমাকে শুধু প্রতি সেটের কলাম কাটতে হবে।'

'আমি পরামর্শ দেব প্রতি সেটের একই কলাম পজিশনে কাটতে যাবেন না। ডায়াগ্রামে দেখুন এখানকার সিলিংটা সবচেয়ে দুর্বল।.

'সেটা আমি হিসাবে নিয়েছি।

লেসার্দ অস্টিনের দিকে তাকাল। 'আপনার প্ল্যান শোনার পর আমি প্যারিসে স্টেট পাওয়ার কোম্পানিতে কর্মরত আমার এক বন্ধুর সাথে কথা বলেছি। সে জানায় টানেলের এ অংশটা ল্যাব ট্রেইলালগুলোকে আনার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। ছাদ ধসে যাওয়ার আশংকা থাকায় এ দিক দিয়ে ঢোকা পারতপক্ষে নিষিদ্ধ। কলামগুলো ভেন্টিলেটিং এয়ারশ্যাফট হিসাবে খোলা রাখার জন্য বসানো হয়েছিল। এ ব্যাপারটা আমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। বলল সে ব্লপিন্টে টনেলের ওপরের ইঙ্গিত করে। এখানে কিছু পানি আটকে আছে। যদি সাপোর্ট সিস্টেমে কোন দুর্বলতা দেখা দেয় তাহলে পুরো সিলিংটাই ভেঙ্গে পড়বে।'

'এটুকি ঝুঁকি নেয়াই যায়, বলল অস্টিন।

'যাদের জন্য ঝুঁকি নিচ্ছেল তারা হয়ত ইতিমধ্যে মারা গেছেন।'

জবাবে হাসল অস্টিন। 'না দেখে নিশ্চিত হই কিরে।'

মনে মনে অস্টিনের প্রশংসা করল লেসার্দ, 'আপনি নিশ্চয়ই ওনাকে খুব ভালবাসেন।'

'তার সাথে আমার কয়েকদিনের পরিচয়।তাকে প্যারিসে ডিনার ডেটের একটা কথা দিয়েছি। সেটা রাখতে হবে।'

ঘাড় কোচকাল লের্সাদ। সাহসিকতা এমন এক জিনিস যা ফ্রেঞ্চরা প্রশংসা না করে পারে না। একজন নারী ও পুরুষের পরিচয়ের প্রথম কয়েকটা সপ্তাহ দু'জনের মধ্যে আকর্ষণ থাকে সবচেয়ে বেশি। যাই হোক, আপনার বন্ধুর আপনাকে প্রয়োজন।

অস্টিন লেসা'দকে পরামর্শর জন্য ধন্যবাদ দিয়ে জাভালার কাছে গেল। সে তখন টানেলের স্বামনে অপেক্ষা করছে।

'আমি সাবের কন্ট্রোল সিস্টেমটা, দেখলাম বেশ সোজা।' বলল জাভালা।

'জানতাম তোমার কোনো সমস্যা হবে না, বলল অস্টিন।

ড্রাই স্যুট পরে নিল অস্টিন, সাথে হেলমেট যার সাথে আন্ডারওয়াটার এক্যুয়াটিক ট্রান্সিভার। জাভালা তাকে পরিয়ে দিল এয়ার ট্যাংক আর ওয়েস্ট বেল্ট। তারপর সাবমারসিবলে বসতে সাহায্য করল।

সে বাবলের পেছনে ওয়াটারপ্রুফ স্টাফ ব্যাগগুলোকে সীট হিসেবে ব্যবহার করে বসে পড়ল,পরে নিল ফিন। একজন ক্রুমান তাদের হাতে আন্ডারওয়াটার কাটিং টর্চ ও অক্সিজেন ট্যাংক তুলে দিল।

'রেডি টু রোল?' প্রশ্ন অস্টিনের।

'নিশ্চয়ই, কিন্তু নিজেকে বাবল বয় মনে হচ্ছে।'

হাসল সে। পুরোপুরি প্রস্তুত।

লঞ্চ ক্রু ট্রেইলারের ঢাকন খুললে ধীরে ধীরে তা পানিতে গড়িয়ে পড়ে। যানটা ভাসতে শুরু করলে তা ঠেলে দিল। সী মোবাইল ট্রেইলার থেকে মুক্ত হল। চালু হল ইঞ্জিন। জাভালা যানটাকে সামনের দিকে ঠেলে দিল যতক্ষণ না পানির গভীরতায় পৌঁছে। যানের সামনের হ্যালোজেন লাইট কমলা দেয়াল ও সিলিংয়ের ওপর প্রতিফলিত হচ্ছে, পানিকে দিচ্ছে বাদামি রূপ।

জাভালার যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে উঠল অস্টিনের এয়ারফোনে।

'মনে হচ্ছে বালতি ভর্তি চকোলেট মোল সসে ড্রাইভ দিচ্ছি।'

'এরপর যখন কোন মেক্সিক্যান রেস্টুরেন্টে যাব তখন কথাটা মনে পড়বে। অবশ্য আমি আরেকটু কাব্যিক ও দান্তীয় ঢংয়ে ভেবেছিলাম, বলল অস্টিন।

'অতি নরম। যাই হোক প্রথম সাপোর্ট কলামটা কই?

অস্টিন ককপীটের ওপর থেকে উঁকি দিয়ে দেখল। অন্ধকারের মাঝে আকৃতির প্রটেক্টিভ বার নজরে পড়ল তার যা কেবিনের সাথে যুক্ত।

'মনে হয় দেখতে পেয়েছি।

জাভালা কলামের প্রথম সেটের কয়েকগজ দূরে এর্সে থামল। প্রতিটা কলামের একে অপরের থেকে দুরত্ব ছয় ইঞ্চি করে। টর্চ ও ট্যাংক সাথে নিয়ে অস্টিন মাঝের কলামের গোড়ায় চলে গেল। টর্চ জ্বালিয়ে শুরু করল কাজ। নীল আভার প্রভাবে কেটে গেল লোহা। কলামের মাথায় আরেকবার কাটল সে। জাভালাকে অনুসরণ করতে বলল সে। একজন এয়ারপোর্ট ওয়ার্কার যেভাবে প্লেনকে গাইড করে ঠিক সেভাবে নিয়ে এল তাকে।'

কাজ বেশ ভালোভাবে এগুতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে টানেলের মেঝেতে চারটা কলাম গড়াগড়ি খেতে লাগল। অস্টিন সীটে ফিরে এসে

জাভালাকে ২.৫ নটের গতিতে এগুতে বলল। লেসার্দের কথা মনে পড়ল তার। হয়ত সে ঠিকই বলেছে, টানেলের মধ্যে আসলে সবাই মৃত।

আট

স্বপ্নে স্কাই তখন দেখতে পাচ্ছে সে আইফেল টাওয়ারের কাছে এক বিয়েস্ত্রোতে বসে অস্টিনের সাথে ডিনার করছে। এমন সময় অস্টিন এসে বলল, 'জেগে ওঠ স্কাই!'

আমি কি ঘুমাচ্ছি নাকি?' কোনরকম বিরক্তি ছাড়া জবার দিল স্কাই।

'জাগো স্কাই.। আবারো অস্টিন। তারপর হাত বাড়িয়ে গালে চাপড় দিল। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল তার।' থামো, মুখ খুলল সে।

'দ্যাটস বেটার।' বলল অস্টিন।

তার চোখজোড়া বিস্ফোরিত হল। টর্চের আলোতে ধাঁধিয়ে গেল চোখ। লাইটটা সরেও যেতে অস্টিনকে দেখতে পেল যে, তাকে খুব বিস্মিত দেখাচ্ছে। পরনে কমলা ড্রাই স্যুট ও অদ্ভুত হেডগিয়ার। সে তার মুখে নিজের রেগুলেটর পুরে দিল।

'একটু জেগে থাকতে পারবে? প্রশ্ন করল সে।

জাবাবে মাথা ঝাঁকাল সে।

'কোথাও যেও না। আমি এক্ষুণি আসছি।'

তারপর সে উঠে সিঁড়ির দিকে যেতে লাগল। টর্চের আলোতে বাকিদের দেখতে পেল। কিছুক্ষণ পর সিঁড়ির ওপর পড়ে থাকা পানির ওপর আলোচ্ছটা দেখতে পেল সে। পানির মধ্যে থেকে বের হয়ে আসল অস্টিন। হাতে ধরা একটা প্লাস্টিক ব্যাগ যার সাথে একটা দড়ি লাগানো। দড়ির সাথে আরো প্লাস্টিক ব্যাগ লাগানো যা পানির ওপর মাছের মত ভাসছে। অস্টিন ব্যাগগুলো খুলে ভেতর থেকে এয়ার ট্যাংক বের করেও সবাইকে বিতরণ করল। মুখ থেকে মাউথপিস সরিয়ে বলে উঠল স্কাই, তুমি এখানে কি করে এলে অস্টিন?

সে স্কাইয়ে কপালে চুমু খেয়ে বলল, 'কেউ যেন বলতে না পারে সামান্য পানির জন্য ডিনার ডেট মিস করেছি।

'ডিনার? কিন্তু....

অস্টিন তার মুখে রেগুলেটর পুরে নিল। 'কথা বলার সময় নেই।

প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে ড্রাইস্যুট ও হেলমেট বের করে সবার হাতে তুলে দিল অস্টিন, থার্সটন ও রলিন্স অভিজ্ঞ ডাইভার হওয়ায় সাহায্য লাগল না তাদের। বাকিদের পরতে সাহায্য করল সে। কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই পরে ফেলল।

'ঘরে ফেরার জন্য প্রস্তুত?'

জবাব এল ক্ষীণ কণ্ঠে।

'ওকে, বলল সে। 'ফলো মি।'

অস্টিনের নেতৃত্বে সবাই সিঁড়ি বেয়ে পানিভর্তি টানেলে গিয়ে পৌছল। জাভালাকে সাবমারসিবলের মধ্যে দেখতে পেয়ে অনেকেই অবাক হল।

অস্টিন বুঝতে পারল তার যাত্রীদের যাওয়ার সময় কিছু একটা ধরে যেতে হবে। সে ক্রুদের সাহায্যে গুহার মাটিতে আটকে থাকা লোকদের তিনভাগে ভাগ করল।

সে রেনার্ডকে প্রথম সারিতে রিপোর্টারদের মাঝে রাখল। স্কাই রলিন্স ও থার্সটনের মাঝে থাকল। সে নিজে অবস্থান নিল লে ব্লু ও রসিক মধ্যে।

'সবাই সারিবদ্ধভাবে বসে পড়েছে। অস্টিন বলে উঠল। 'এবার রওনা দেয়া যেতে পারে।'

ইলেট্রিক মোটর আওয়াজ তুলে সী মোবাইল শুরু করল তাদের যাত্রা, তবে ধীরগতিতে। অস্টিন খুব ভালো করেই জানত তার যাত্রীরা এখনো শংকিত। তাদের ধৈর্য্য ধরতে বললেও যানের ধীরগতি তার নিজেরই ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে যাচ্ছিল। সাবমারসিবলটা ধীরগতিতে টানেলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। এমন সময় জাভালা হঠাৎ করে ঘোষণা দিল,

'কার্ট, আমি একেবারে সামনে কলাম দেখতে পাচ্ছি।'

অস্টিন মাথা উঁচু করল।'থামো। আমি যেভাবে বলছি সেভাবে কর।'

সী মোবাইল বন্ধ হয়ে গেল। অস্টিন সাঁতার কেটে সাপোর্ট কলামের কাছে গেল যেখানে সে কলামগুলো কেটেছিল। তারপর জাভালাকে ট্রাফিক পুলিশের মতো ডানে বামে যাওয়ার নির্দেশনা দিয়ে গেল। সাবমারসিবলটা প্রথম ওপেনিংটা ঝামেলা ছাড়াই পার করল। জাভালা দ্বিতীয় ওপেনিংয়ে ঢুকতেই শুরু হল ঝামেলা। অতিরিক্ত ওজনের ভারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একদিকে বেঁকে গেল ।

যানটা ওপেনিং অতিক্রম করতে একটা কলামের সাথে লেগে গেল সংঘর্ষ।

সাথে সাথে জাভালা ব্রেক কষে থামিয়ে দিল সাবমারসিবল। অস্টিন সাঁতরে কেবিনে গেল।

'তোমার ড্রাইভিংয়ের উন্নতির প্রয়োজন। জাভালাকে বলল অস্টিন।

'দুঃখিত, বলল জাভালা। 'ওজন বেশি হবার কারণে বাম্পার বোটের মতো আচরণ করছিল।'

'ভুলে যেও না তুমি কর্ভেট চালাচ্ছ না।'

হাসল জাভালা। 'যদি চালাতাম।'

যাত্রীদের দিকে নজর দিল অস্টিন। তারা জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। সে চলে গেল সাবমারসিবলের সামনে। নিশ্বাস নিয়ে অপেক্ষায় থাকল সে। কোন ধরনের ঝামেলা ছাড়াই পার হয়ে গেল কলামগুলো। অস্টিন হিসাব করে দেখল তিনটা বাকি।

পরের কলাম সেটটার দিকে এগুতে অসংগতি খুঁজে পায় অস্টিন। সে আবারো ভালোভাবে দেখল। মাঝের কলামটা কেটেছিল তার ফলে দু,পাশের কলামগুলো বেঁকে বসেছে।

অস্টিন বুঝতে পরল। ঝামেলাটা সিলিংয়ের ওজন কলামগুলোর তুলনায় অত্যন্ত বেশি। যেকোন মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে ছাদ আর বন্ধ হয়ে পড়তে পারে টানেলটা চিরতরে।

'জো একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, কণ্ঠস্বরটা যথাসম্ভব স্বাভাবিক করে রাখল সে।

'দেখতে পাচ্ছি, সামনের দিকে ঝুঁকে বলে উঠল সে। 'কলামগুলোতে কাউবয়দের পায়ের মতো লাগছে। এ ইঁদুরের ফাঁদ থেকে কি করে মুক্তি পাব?

অস্টিন সাত্রে ফাঁকা জায়গাটার মধ্যে দিয়ে গিয়ে পেছনে ঘুরে তীব্র আলো থেকে বাঁচার জন্য চোখ ঢেকে জাভালাকে সামনে আসার ইশারা করল। সাবধানে এগুল সে। সিলিংয়ের দুর্বল অংশটা পার হয়ে গেল সে ধীরেধীরে। বিপত্তিটা ঘটল এক অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে। সাবমারসিবলের পেছনের অংশে লেগে থাকা জাল কলামের কাটা অংশে লেগে যায়। জাভালা কিছু বুঝতে না পেরে জোর লাগিয়ে এগিয়ে গেল। ফলাফল হল ভয়াবহ। জালটা ছিঁড়ে গেলেও সাবমারসিবলটা আছড়ে পড়ল পরের কলামে।

জাভালা সামলাবার চেষ্টা করলেও ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। কলামটা পড়ে গেল।

অস্টিন দেখল ছাদটা হুড়মুড় করে ধসে পড়তে।

'সরে যাও, চিৎকার করে উঠল অস্টিন। 'ছাদ ধসে পড়ছে'

জাভালা পূর্ণগতিতে এগিয়ে গেল। অস্টিনের একেবারে কাছ ঘেষে চলে গেল সী মোবাইলটা। নিখুঁত টাইমিংয়ে আঁকড়ে ধরল সে জালটা ঠিক যেভাবে হলিউডের স্ট্যান্টম্যান ছুটন্ত স্টেজকোচ ধরে ফেলে।

জাভালা বেহুশের মত চালাতে লাগল। এক পর্যায়ে একটা কলামের সাথে ঘটল সংঘর্ষ। বেঁকে গেল কলামটা। অস্টিন কোনরকমে বসে পড়ল ডেকের ওপর। সামনে আরেকটা ওপেনিং। সাবমারসিবলটা কলামকে কোনোরকম স্পর্শ না করে বের হয়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে।

পুরো ছাদ ধসে পড়ায় হুড়মুড় করে গ্লেসিয়ারের পানি চলে আসতে শুরু করেছে। হাজার হাজার টন পানি দ্বারা ভরে গেল টানেল।

পানির প্রবল স্রোতে সী মোবাইলটা ভেসে যেতে লাগল।

স্রোত যানটাকে প্রবেশপথের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল। ভেতরে কি ঘটেছে সে ব্যাপারে কোনো ধারণাই ছিল না সাপোর্ট ক্রুদের। একজন ছাড়া সবাই হেলিকপ্টারে অবস্থান করছিল। টানেল থেকে একটু বের হবার পরই তারা শুনতে পায় স্রোতের আওয়াজ। স্রোতের আওয়াজ শুনে তার মস্তিষ্কের চেয়ে তার পা বেশি দ্রুত চলে। সে একপাশে সরে একটা পাথরের চাইয়ের আড়ালে অবস্থান নেয়। পানির তোড়ে যানটা বের হয়ে আসে খোলা আকাশের নিচে।

জাভালা যা থেকে বের হয়ে আসল। বের হয়ে এসে সে দেখতে পেল আরেকটা স্রোতে অস্টিন এসে পড়েছে। ফেস মাস্কটা ভেঙ্গে গেছে তার। হেলমেটটা খুলে গেছে মাথা থেকে।

জাভালা তার কাছে ছুটে গেল। সাহায্য করল উঠে দাঁড়াতে।

অস্টিনের মুখ থেকে পানি বের হয়ে আসল। হঠাৎ মুখ খুলল সে।

'যেমনটা আমি বলেছিলাম জো, ড্রাইভিংয়ের ব্যাপারে নজর দিতে হবে তোমাকে।

একঘণ্টা পর ফ্রেঞ্চ উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়।

তাদের লোকজন হেলিকপ্টার থেকে নামার আগেই ছয়জন মাউন্টের ক্লাইম্বার নেমে পড়ল। তারা ভেবেছিল পাহাড়ের অপরে লোকজন আটকা পড়েছে, নিচে নয়। যখন তারা বুঝতে পারল এখানে তাদের কোনো প্রয়োজন নেই তখন তারা কথা না বাড়িয়ে চলে গেল।

অস্টিন ও জাভালা চলে আসল পাওয়ার প্লান্টে। উদ্ধার পাওয়া লোকজন প্লান্টের রিক্রিয়েশন রুমে জড়ো হয়ে তাদের কাহিনী শোনাচ্ছে। রিপোর্টারেরা তাদের ভিডিও অডিও টেপ বাজিয়ে শোনাল। আলো কম থাকায় বন্দুকধারীর চেহারা বোঝা গেল সামান্যই।

অস্টিন তার আঘাতের ওপর শুশ্রুষা করতে করতে পাওয়ার প্লান্টের ভেতর থেকে একটা অস্ট্রিয়ান বিয়ারের বোতল নিল।

'ব্যাপারটা পুলিশের, বলল ড্রয়েট সবার কাছ থেকে খবর শুনে। 'যথাযথ কতৃপক্ষকে যত দ্রুত সম্ভব ব্যাপরটা জানাতে হবে।'

অস্টিন কোনো কথা বলল না, যতক্ষণে পুলিশ আসবে ততক্ষণে গুহার ভেতরটা তার বিয়ারের চেয়েও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

রেনার্ড যাওয়ার জন্য উতলা হয়ে গেছে যেন তার হাতের আঘাত খুব গুরুতর। রলিন্স ও রিপোর্টাররা তাদের কাহিনী প্রকাশের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। তারা চার্টাড প্লেনে চেপে চলে গেল।

প্লেনের পাইলট আরেকটা রহস্যের খোলাসা করল। সে জানাল বিশালদেহী লোকটা প্লেনে উঠে তাকে জানায় সে বাকি সাংবাদিকেরা সেখানে রাতে থাকবে এবং তাকে ওখান থেকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

স্কাই ফ্লোটপ্লেনটাকে টেকঅফ করতে দেখে হাসতে হাসতে বলল, 'রেনার্ডের কাণ্ড দেখেছ? ভাঙ্গা হাতের অজুহাতে কি সুন্দর সবার আগে চলে গেল।'

'তোমার গলা শুনে মনে হচ্ছে তার চলে যাওয়াতে তুমি খুব একটা অসন্তুষ্ট নও।'

সে হাত সাফ করার ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।'

লেসার্দ স্কাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে প্লেনের দিকে। 'মসিয়ো অস্টিন, আমাকে কাজে ফিরতে হবে।' দুঃখভরা কণ্ঠে বলে উঠল সে। 'এখানকার একঘেয়ে জীবনে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা নিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ।' অস্টিন লেসার্দের সাথে হাত মেলাল আন্তরিক ভঙ্গিতে। 'মনে হয় না বেশি সময় একা থাকতে পারবেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রিপোর্টারেরা ছেঁকে ধরবে আপনাকে। পুলিশ শুরু করবে তল্লাশি।'

'আপনার কি তাই মনে হয়? হাসল সে, কথাটা শুনে আনন্দিত মনে হল তাকে। 'আমি একটু আসছি। অফিসটা অতিথিদের জন্য রেডি করতে হবে, যদি চান লেকের পাড়ে পৌঁছবার জন্য ট্রাক পাঠিয়ে দেই।'

'আমি আপনাদের সাথে যাচ্ছি, বলল স্কাই, 'প্লান্ট থেকে আমার কিছু জিনিসপত্র নিতে হবে।'

জাভালার সাথে দেখা হল অস্টিনের, কাঁধে হাত রাখল সে। 'তুমি নিশ্চয়ই শামোনিতে তোমার ফরাসি পেস্ট্রির কাছে ফেরত যেতে চাইছ না,

জাভালা স্কাইয়ের দিকে তাকাল। 'যেন ফরাসি খাদ্যের স্বাদ আমি একাই নিচ্ছি।'

'তুমি আমার চেয়ে অনেক এগিয়ে আছ। তার সাথে আমি এখনও ডেটে যাই নি।' হেলিকপ্টারে উঠতে এগিয়ে এল জাভালা। 'আমিও না, বলল সে। 'প্যারিসে দেখা হবে।'

নয়

ট্রাফিক জ্যামটা বেশ বিরক্তিকর ছিল, এমনকি ওয়াশিংটনের জন্যও। পল ট্রাউট তার হামভির স্টিয়ারিংয়ের পেছনে বসে আছে। পেন্সেলেভনিয়া এভিনিউতে জড়ো হয়ে থাকা গাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে সে। এমন সময় গ্যামির দিকে সে তাকিয়ে বলল,

'আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

গ্যামি তার দিকে তাকাল। ব্যাপারটা যে ঘটবে তা সে ভালো করেই জানত। পলের পরিবার রসিকতা করে বলেছিল বাড়ি থেকে বেশিদিন দূরে থাকলে তার অবস্থা পানিবিহীন মাছের মত হয়ে যায়। সে তার মোবাইল থেকে এয়ারলাইনে ফোন করে রিজারভেশন ও নুমা অফিসে ফোন করে জানাল সে কয়েকদিনের ছুটিতে যাচ্ছে।

প্লেনে চেপে তারা দুই ঘণ্টার মধ্যে কেপ কডের উডস হোল গ্রামে চলে যায়। এ গ্রামেই শৈশব কেটেছে পলের। গ্রামে বেশ কয়েকটা দালান রয়েছে যা মেরিন ও এনভায়েরমেন্টাল সায়েন্সের গবেষণার জন্য ব্যবহার হয়।

এদের মধ্যে সবচে পরিচিত হল উডসহোল ওশেনোগ্রাফিক ইন্সটিটিউশন। তার কাছেই রয়েছে মেরিন বায়োলজিক্যাল যার রিসার্চ প্রোগ্রাম ও দু লক্ষ ভলিউম সমৃদ্ধ লাইব্রেরি সারা পৃথিবীর বিশেষজ্ঞদের কাছে আকর্ষণীয়।

এলিজাবেথ দ্বীপের দিক থেকে বাতাস বইছিল। ট্রাউট জোরে নিশ্বাস নিল। তার মনে হল পানিবিহীন মাছের ব্যাপারটা আসলেই সত্য, এ পরিবেশ ছাড়া সে বাঁচতে পারবে না।

সে ইন্সটিটিউটের ডিপ সাবমার্জ ল্যাবে ঘুরতে গেল। সেখানে তার পরাতন এক কলিগের সাথে দেখা হল। তারা দুজন কথা বলতে লাগল এমন সময় বেজে উঠল ফোন। 'তোমার, বলল সে কলিগ। ট্রাউটের হাতে তুলে দিল ফোন। 'হ্যালো পল, স্যাম অসবোর্ন বলছি। পোস্ট অফিস থেকে জানতে পারলাম তুমি এসেছ। কেমন আছ? তোমার স্ত্রী কেমন আছে?'

অসবোর্ন একজন সাইকোলোজিস্ট, আলজিওলোজি বা শৈবাল বিজ্ঞানের ওপর বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীদের একজন।

'ভালো আছি। ফোন করার জন্য ধন্যবাদ ড, অসবোর্ন। গলা খাকানি দিল অসবোর্ন। 'আসলে আমি তোমার স্ত্রীর সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম।

হাসল পল। 'আপনাকে দোষ দেব না। গ্যামি আমার চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয়া।'

সে ফোনটা তার স্ত্রীর হাতে তুলে দিল। গ্যামি মরগান ট্রাউট লাস্যময়ী না হলেও বেশ আকর্ষণীয়া। বেশ লম্বা সে, পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি। চুলের রঙ গাঢ় লাল। গ্যামি ফোনে কিছুক্ষণ কথা শুনে বলে উঠল, 'আমি আসছি।

ফোন রেখে সে বলল, 'ড, অসবোর্ন এমবিএল এ আসতে বলেছেন। তিনি বললেন ব্যাপারটা জরুরি।'

'তার কাছে তো সবকিছুই জরুরি।' বলল পল।

সে কলিগদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা দিল। কিচ্ছুক্ষণের মধ্যে তারা পৌঁছে গেল লিলি রিসাচ বিল্ডিংয়ে।

ড. অসবোর্ন তাদেরই জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি পল ও গ্যামিকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাল। গ্যামি ক্যালিফোর্নিয়ার ইন্সটিটিউট অব ওশেনোগ্রাফিতে মেরিন বায়োলজি পড়ার সময় ড, অসবোর্ন তার শিক্ষক ছিলেন। ড. অসবোর্নের বয়স পঞ্চাশের মাঝামাঝি, মাথা ভর্তি সাদা কোকড়ানো চুল, পেটা শরীর। দেখে মনে হয় না সামদ্রিক উদ্ভিদ নিয়ে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ।

'আসার জন্য ধন্যবাদ, বলল সে। 'আশা করি কোনো সমস্যা হয়নি।'

'নাহ' বলল গ্যামি মিষ্টি স্বরে। 'আপনার কাছে আসাটা সব সময়ই আনন্দের।'

'যা বলতে যাচ্ছি তা শুনলে হয়ত সে আনন্দ আর থাকবে না। ড, অসবোর্নর মুখে রহস্যময় হাসি।

কথা না বাড়িয়ে সে তাদেরকে তার অফিসের দিকে নিয়ে গেল। এমবিএল সারা পৃথিবীতে তার রিসার্চ ফ্যাসিলিটি আর লাইব্রেরির কারণে সমাদ্রিত হলেও তার বিল্ডিং ল্যাবটা একেবারে সাদামাটা, সিলিংয়ের পাইপগুলো খোলা, দরজা কালো কাঠের আর সস্তা গ্লাস প্যানেল।

ড. অসবোর্ন অফিসে ঢুকলেন। পেছনে পেছন ট্রাউট দম্পতি। গ্যামির মনে পড়ল শিক্ষক থাকাকালীন ড, অসবোন রীতিমত সূচিবায়ুগ্রস্ত ছিলেন। এখনো তার পরিবর্তন হয়নি। ঘরে বিলাসদ্রব্য বলতে একটা জাপানি টি-মেকার।

তিন কাপ চা বানাল সে। 'সরাসরি কাজের কথায় আসার জন্য দুঃখিত। সে চেয়ারের দিকে ঝুঁকল, তাকাল গ্যামির দিকে। 'মেরিন বায়োলজিস্ট হিসেবে তোমারতো কলেরপা টাক্সি ফোলিয়ের সম্পর্কে জানার কথা।

গ্যামি ইউনির্ভাসিটি অব নর্থ ক্যারোলিনা থেকে মেরিন আর্কিওলজির ওপর ডিগ্রি নেবার আগে মেরিন বায়োলজির ওপর ডক্টরেট করেছিল।

'কলেরপা এক ধরনের শৈবাল যা শুধুমাত্র নীরক্ষীয় অঞ্চলে জন্মে, অবশ্য বাড়ির আকুরিয়ামে দেখা যায়।'

'কারেক্ট, তুমি কি এটা জানো এ শৈবাল বেশ কিছু উপকূলীয় এলাকায় সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' না সূচক মাথা নাড়াল গ্যামি। 'কিলার সী

উইড। ভূ-মধ্যসাগরের তীরের বেশকিছু এলাকা ধ্বংস করে এখন বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। সচরাচর এগুলো ঠাণ্ডায় টিকতে পারে না কিন্তু এরা টিকে আছে কোনভাবে। এখন এরা বিশ্বের যেকোন জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে পারে।' অসবোর্ন পলের দিকে তাকালেন। 'যে সী উইডের কথা বলছি তা ১৯৮৪ সালে মোনাকোর ওশেনোগ্রাফি মিউজিয়াম থেকে ভুলবশত পানিতে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর থেকে সেটা আজ পর্যন্ত ত্রিশ হাজার হেক্টর কোস্টাল ফ্লোরে অস্ট্রেলিয়া থেকে সান দিয়েগো পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে, ঠিক দাবানলের মতো। সমস্যা শুধু গতি নিয়ে নয়। ঘন সবুজ কার্পেটের মতো এ শৈবাল সাগরের তল ছেয়ে ফেলে একেবারে। ফলে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীদের অক্সিজেন বাধাগ্রস্ত হয়। এতে করে সামুদ্রিক খাদ্যচক্র তথা সমগ্র ইকো সিস্টেমের ওপর পড়ে ভয়াবহ প্রভাব।'

'সান ডিয়োগোতে আমরা শৈবালের বিস্তারকে তার্পুলিন দিয়ে ঘিরে কিছুটা সফলতা পেয়েছি। এছাড়া সীবেডের মাটিতে ক্লোরিন প্রয়োগে মাটির উর্বরতা নষ্ট করা হয়েছে, তবে বড় ধরনের বিস্তারে এগুলো তেমন কার্যকর নয়। একেবারে গোড়া থেকে সমাধানের চেষ্টা হচ্ছে। আকুরিয়াম ব্যবসায়ীদের এ শৈবাল বিক্রি না করতে বলা হচ্ছে।'

'কোন প্রাকৃতিক শত্রু? প্রশ্ন পলের।

'এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা অস্বাভাবিক রকমের জটিল। এর বীজে টক্সিন রয়েছে যা হার্বিভোরকে প্রতিহত করে। শীতকালেও এ শৈবাল মরে না।'

'শুনেতো মনে হচ্ছে এটা একটা দানব।' বলল পল।

'হ্যাঁ সেটাই। এক টুকরোই একটা গোটা কলোনির জন্ম দিতে পারে। এর দুর্বলতা হল মিলনের মাধ্যমে এর জন্ম দেবার ক্ষমতা নেই। সেটা পারলে এতদিনে এর রেণু বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ত।'

'আর থামানো যেন না হয়।' বলল গ্যামি।

অসবোর্ন পলের দিকে তাকাল। 'তুমিতো ওশেন জিওলোজিস্ট। লস্ট সিটি সম্পর্কে কিছু জানো?

আলোচনা মেরিন বায়োলজি ছেড়ে তার বিষয়ে আসল দেখে খুশি হল পল।

'আটলান্টিক ম্যাসিফের মধ্যে একটা বিশেষ এলাকা যে হাইড্রোথার্মাল ভেন্টে পরিপূর্ণ। পরিণত হয়েছে মিনারেলের লম্বা অট্টালিকায়, এ জন্য এ নাম দেয়া হয়েছে। ব্যাপারটা পড়েছি। কখনো সুযোগ পেলে সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা আছে।

'সুযোগটা বোধহয় তাড়াতাড়ি পেয়ে যাচ্ছ।'

একে অপরের দিকে তাকাল পল ও গ্যামি।

হাসল অসবোর্ন। 'আমার সাথে এসো।' তারা অফিস থেকে বের হয়ে একটু ছোট ল্যাবরেটরিতে আসল। অসবোর্ন একটা লোহার ক্যাবিনেট খুলে তা থেকে একটা কাচের পাত্র বের করলেন। পাত্রটা লম্বায় বারো ইঞ্চি ও চওড়া আট ইঞ্চি। পাত্রের ভেতরের অংশ সিল করা। ভেতরে ধুসর রঙের গাঢ় পদার্থ।

পাত্রের দিকে তাকিয়ে গ্যামি বলল, 'এটা কি জিনিস?

'জবাব দেবার আগে কিছু বলি, বললেন অসবোর্ন। 'কয়েক মাস আগে এমবএল উডসহোল ওশেনোগ্রাফিক ইন্সটিটিউটের সাথে লস্ট সিটিতে এক যৌথ অভিযানে অংশ নেয়। জায়গাটা অস্বাভাবিক মাইক্রোব আর সাবস্টেন্সে পরিপূর্ণ।'

'ওখানকার উত্তাপ ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাথে পৃথিবীর প্রথম যুগের পরিবেশের মিল পাওয়া যায়।'

মাথা ঝাকলেন অসবোর্ন। 'সেই অভিযানে আমাদের সাবমারসিবল আলিভন কিছু শৈবালের স্যাম্পল তুলে আনে। এ পাত্রের মধ্যে সেটাই রাখা আছে।

'পাতা ও স্টেম কলেরপার মতো হলেও কিছুটা অন্যরকম।' বলল গ্যামি।

'হ্যাঁ ঠিক ধরেছ। কলেরপার সত্তরটার চেয়ে বেশি প্রজাতি রয়েছে যার অনেকগুলোই দোকানে পাওয়া যায়। তবে এটা একেবারেই অপরিচিত। আমি এটার নাম দিয়েছি কলেরপা গর্গনোসা।'

'গর্গন উইড। চমৎকার নাম।'

'খুব বেশি ভালো লাগবে না। এটা কলেরপার এটা বিকৃত রূপ। মিলনের মাধ্যমে বংশবিস্তার করতে পারে এটা।'

'যদি এটা হয়ে থাকে তাহলে এর রেণু পানির স্রোতে দূরদূরান্ত ছড়িয়ে যেতে পারে। ব্যাপারটা আসলেই গুরুতর।'

'ইতিমধ্যে ঘটছে, এ গর্গন উইড কলেরপা ট্যাক্সিফেলিয়া তার বীজ ছড়াচ্ছে। আজারোসে দেখা গেছে এটা, ছড়িয়ে পড়েছে স্প্যানিশ উপকূলে। এর বংশবৃদ্ধির গতি অবিশ্বাস্য। আটলান্টিকে ভেসে বেড়াচ্ছে এগুলো। খুব দ্রুত তারা একত্রিত হবে।' পল শিস বাজাল।' এ গতিতে তো তারা পুরো সমুদ্রকে দখল করে ফেলবে।'

'এটাই শেষ নয়। ট্যাক্সিফেলিয়া শৈবালের একটা কার্পেট তৈরি করে ফেলবে। যার ফলে সমুদ্রের ওপর সৃষ্টি হবে পুরু স্তর। গ্যামির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। 'তার মানে আপনি বলতে চান সারা বিশ্বের সমুদ্র কঠিন পদার্থে রূপ নেবে?'

'সবচেয়ে খারাপ কি হতে পারে সেটাতো বলি নি। কিছুদিনের মধ্যে পৃথিবীর সমগ্র সমুদ্র উপকূল দখল হয়ে যাবে। ধ্বংস হয়ে যাবে ইকো সিস্টেম। বদলে যাবে আবহাওয়া, দেখা দেবে দুর্ভিক্ষ। বন্ধ হয়ে যাবে নৌ-বাণিজ্য।'

'এ ব্যাপারে আর কে জানে? প্রশ্ন পলের।

'জাহাজের মালিকেরা ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। এ ঘরের বাইরে অল্প কয়েকজনই ব্যাপারটা জানে।'

'লোকজনের কি এ ব্যাপারে জানা উচিত না? তাহলে তারা একত্রিত হয়ে এ সমস্যার সমাধান করতে পারবে।' বলল গ্যামি।

'অবশ্যই। আমি গবেষণা শেষ হবার আগেই আতংক সৃষ্টি করতে চাচ্ছি না। রিপোর্ট শেষ করে আগামী সপ্তাহে নুমাও জাতিসংঘের কাছে জমা দিতে যাচ্ছি।

'নুমা কি করে সাহায্য করতে পারে? প্রশ্ন গ্যামির।

'লস্ট সিটিতে আরেকটা এক্সপিডিশন হচ্ছে। তারা সমুদ্রের যেসব অংশে বিকৃত হয়েছে সেসব অংশে গবেষণা করে দেখেছে সে এর প্রতিষেধক পাওয়া সম্ভব। আমি ভাবছিলাম এখানকার কাজ ফেলে কি করে ওখানে যাব। তখন তোমাদের আসার কথা শুনলাম। আমি ভাবছি তোমরা যদি এ অভিযানে অংশ নাও তাহলে খুব উপকার হয়। কয়েকদিনের কাজ।'

'অবশ্যই। নুমা থেকে অনুমতি নিতে হবে তবে সেটা কোনো ব্যাপার না।'

'স্যাম্পলটা হাতে আসলেই আমি রিপোর্ট বের করতে পারব।'

'আটলান্টিক এখন কোথায়? প্রশ্ন পলের।'

'অন্য একটা অভিযান শেষ করে ফিরে এসেছে। আগামীকাল আজারোসে রিফুয়েলিংয়ের জন্য থামবে। তোমরা সেখান থেকে উঠতে পার।'

'তাহলে আজ রাতে আমাদের ওয়াশিংটন ফিরে যেতে হবে। কাল সকালে সেখান থেকে ফ্লাইট ধরব।'

'গর্গন উইড? বলল অস্টিন। 'নতুন ঝামেলা। সত্যি কি এটা এত ভয়ংকর?'

'হতে পারে, বলল গ্যামি। 'ড। অসবোর্ন ব্যাপারটা নিয়ে খুব চিন্তিত।'

'তোমার কি মনে হয়?'

'চিন্তার বিষয়। লস্ট সিটি থেকে স্যাম্পল না এনে কিছু বলা যাচ্ছে না।'

গ্যামি অস্টিনকে ফোন করে তাদের অভিযানের ব্যাপারে জানাল। লস্ট সিটিতে যাওয়ার আগে অস্টিনকে সে সবকিছু জানিয়ে রাখতে চায়।

'আডমিরাল স্যান্ডেকার ও ডার্ককে জানিয়েছ? নুমার ডিরেক্টর ও তার ডেপুটি ডার্ক পিটের কথা বলল সে।

'অবশ্যই পল তাদের দু-জনের সাথে কথা বলেছে। নুমা ইতিমধ্যে এ সমস্যা নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে।'

হাসল অস্টিন। 'ডার্ক যে আমাদের চেয়ে এক কদম আগে তাতে কি অবাক হব?'

'আধ কদম। শৈবালের সাথে লস্ট সিটির যোগসূত্রের ব্যাপারটা জানত না সে। আমাদের রিপোর্টের অপেক্ষায় থাকবে।'

'আমিও থাকব। গুডলাক। কি ঘটে জানাবে।'

অস্টিন ফোনটা রেখে ভাবতে লাগল নানা কথা। সে সী মোবাইলটা চেক করে দেখল। সব ঠিক আছে। দু'টো কফির মগ নিয়ে স্কাইয়ের রুমের দরজায় নক করল সে। স্কাই সাথে সাথে দরজা খুলল। হেসে উঠল অস্টিনকে দেখে।

'গুড মর্নিং, বলল সে। স্কাইয়ের চোখের নিচে কালি দেখতে পেল সে। 'ঠিকমত ঘুম হয়নি?'

'না। বারবার দুঃস্বপ্ন দেখি বরফের তলে চাপা পড়ে মরতে যাচ্ছি।'

'দুঃস্বপ্নর চিকিৎসা জানি আমি। ডুবো সমাধিতে বেড়াতে যাব আমরা।'

মুখ উজ্জল হয়ে উঠল স্কাইয়ের। এমন প্রস্তাব কে ফেরাতে পারে?

'তাহলে এসো। আমাদের বাহন অপেক্ষা করছে।'

অস্টিন ও স্কাই সাবমারসিবলে চেপে বসল। সাপোর্ট ভেসেল থেকে মুক্ত হবার পর ডুব দিল সী মোবাইল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ডুবো সমাধিতে পৌঁছে গেল তারা। অস্টিন প্রবেশপথের সামনে কিছু সময়ের জন্য থামল। চেক করে নিল ক্যামেরা ঠিকমত চলছে কি না। এক সেকেন্ড পরেই তারা ঢুকে গেল প্রাচীন সমাধির মধ্যে।

সী মোবাইল ঢুকে গেল চেম্বারে। আলোতে তারা দেখতে পেল অসামান্য শিল্পকর্ম। দক্ষ হাতে গড়ে তোলা পালতোলা নৌকা, ঘরবাড়ি, প্রাকৃতিক দৃশ্য, পাম গাছ, ফুল নর্তক আর সংগীত শিল্পী।

স্কাই প্লাস্টিকের বাবলের সাথে ছোট বাচ্চার মতো মুখ লাগিয়ে রয়েছে।

ছবিগুলো অস্টিনের কাছে পরিচিত মনে হল। 'এ জিনিস আমি আগে দেখেছি।'

'কোথায়? এ সমাধিতে?'

'না। এমন ড্রইং আমি ফ্যারো আইল্যান্ডের এক গুহায় দেখেছি। স্টাইল ও বিষয়বস্তু একই মনে হচ্ছে। তোমার কি মনে হয়?

'এখন মন্তব্য করা ঠিক হচ্ছে না তবে আমার কাছে ড্রইংগুলো মিনোয়ান মনে হচ্ছে। স্যান্টেরিনি বা ক্রিট দ্বীপের আক্রোটিরিতে যেসব খোদাই পাওয়া গেছে তার সাথে প্রচুর মিল আছে। মিনোয়ান সভ্যতার সূচনা খৃস্টপূর্ব '১৫০০ তে।

ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারছে সে। 'তুমি বুঝতে পারছ এর মানে কি? উত্তেজিত কণ্ঠে সে বলে উঠল।'

'আমরা যা জানি তার চেয়েও বেশি এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল মিনোয়ানরা।'

'তাহলে এটাই তোমার ট্রেডলিংক থিওরির মিসিং লিংক?

'ঠিক ধরেছ, বলল স্কাই, 'এ সমাধির দ্বারা প্রমাণ হয় কজেক হাজার বছর আগেও পূর্ব পশ্চিমে বাণিজ্য চালু ছিল। হাততালি দিয়ে উঠল সে। 'প্যারিসে আমার কলিগদের এ ভিডিও দেখাতে উন্মুখ হয়ে আছি আমি।'

সাবমারসিবলটা বর্গাকার চেম্বারের অপরপাশে চলে আসল। সে অংশে ডর্মেয়ার লেক ও গ্লেসিয়ারের ছবি আঁকা হয়েছে। লেকের তীরে বাড়িঘর ও বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে।

'লেকের ধারে জনবসতির ব্যাপারে তোমার ধারণা ঠিক ছিল।' বলল অস্টিন।

'অসাধারণ। এ ছবিটার সাহায্যে আমরা ধ্বংসাবশেষটা খুঁজে বের করতে পারব।'

তারা পুরো চেম্বারটা খুঁজে দেখল কিন্তু কোনো মার্কার বা কফিন জাতীয় কিছুই পেল না।

'আমরা এ জায়গাটা সম্পর্কে ভুল করেছি, বলল সে। 'এটা কোনো সমাধি না, মন্দির।

লাশ যখন নেই তাহলে সেটাই ধরে নিতে হবে। যদি এখানকার কাজ শেষ হয় তাহলে আরেকটা রহস্য উদ্ঘাটন করতে চাই।'

সে সাথে নিয়ে আসা সোনারের প্রিন্ট আউটটা বের করল। 'দেখেতো প্লেন মনে হচ্ছে, বলল স্কাই। 'এখানে প্লেন এল কোত্থেকে? দাঁড়াও! বরফে লাশটা?

রহস্যময় হাসি হাসল অস্টিন। সাবমারসিবলের নাক ঘুরিয়ে মন্দিরের দরজা দিয়ে বের হয়ে লেকের ভেতরে ফিরে আসল। হঠাৎ সাবের গতি কমিয়ে দিল সে। সিগার আকৃতির একটা বস্তু ভেসে উঠল দৃষ্টিসীমায়।

আরেকটু কাছে যেতেই সিলিন্ডার আকৃতির ফ্রেমওয়ার্ক দেখতে পেল তারা। বিভিন্ন জায়গায় লাল রঙের কাপড় ছিঁড়ে গেছে। নাকের অংশটা হয়ে পড়েছে বিচ্ছিন্ন। আলোয় ইঞ্জিনের অংশগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পানি ঠাণ্ডা

হবার কারণে জলজ প্রাণী বা শ্যাওলা জন্মেনি। প্রপেলার নেই, সম্ভবত ক্রাশ হবার সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। পঞ্চাশ গজ দূরে একয়াতা ডানা পড়ে আছে। স্কাই লেজের ওপর আঁকা প্রতীকটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'হেলমেটটার ওপরেও ঠিক একই মানে তিন মাথার ঈগলের চিহ্ন রয়েছে।'

'দুঃখের বিষয় হেলমেটটা সাথে নেই।'

'আছে। আমি সাথে নিয়ে এসেছি। জাহাজে আছে।'

অস্টিনের মনে পড়ল স্কাই একটা ব্যাগ নিয়ে সী মোবাইলে ঢুকেছিল।

'এখন বুঝলাম আইসম্যান কোত্থেকে এসেছে।' বলল অস্টিন।

স্কাইয়ের মুখে ফুটে উঠল শয়তানি হাসি। 'আমি রেনার্ডের কথা ভাবছি। সে বলেছিল লোকটা নিশ্চয়ই আকাশ থেকে পড়েনি। তার ধারণা ভুল।'

কয়েকবার চক্কর দিল তারা প্লেনটার। অস্টিন ভিডিও ও ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে প্রচুর ছবি তুলল।

আধঘণ্টা পর তারা ককপীট থেকে ডেকে আসল। স্কাই তার আবিষ্কারের ব্যাপারে খুবই উত্তেজিত কিন্তু গ্লেসিয়ারের দিকে তাকাতে চুপ হয়ে গেল।

'তুমি ঠিক আছো?'

'পানির ভেতরে কত শান্ত, আর ওপরে...এ গ্লেসিয়ারের নিচে আমি চাপা পড়ে মরতে বসেছিলাম।'

অস্টিন স্কাইয়ের সুন্দর চোখজোড়ার মধ্যে আশংকার ছাপ খুঁজে পেল। 'আমি এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নই কিন্তু মনের ভয়কে কাটাতে জানি।' বলল্ সে। 'চলো নৌভ্রমণে যাওয়া যাক।'

'তুমি সিরিয়াস?'

'মেস থেকে ব্যাগেল আর কফি নিয়ে এসো। আমি কিনারে অপেক্ষা করছি।'

মেস থেকে ব্যাগেল আর কফি নিয়ে আসল। অস্টিন বোট নিয়ে প্রস্তুত। তারা সে বোটে চেপে রওনা দিল।

গ্লেসিয়ারের কাছে নৌকা ভেড়াল অস্টিন। পানির কিনার ধরে কিছুদূর এগুতে বরফের এবড়োথেবড়ো প্রাচীর। যেন অপার্থিব এক নীল এক আলোকছটা বের হচ্ছে বরফ থেকে।

'এই যে তোমার ভয়, বলল অস্টিন। 'যাও ছুঁয়ে দেখ।'

হাসল স্কাই ফ্যাকাশে মুখে। গ্লভস খুলে দু'হাত ঠেকাল সে বরফের গায়ে। 'ঠাণ্ডা।'

'হ্যাঁ, কারণ এটা স্রেফ বরফের খণ্ড। এটা তোমার কিছুই করতে পারবে না। তুমি এটা স্পর্শ করার পরও বেঁচে আছ।' সে সাথে সাথে ব্যাগটা তুলে নিল। 'কন্সাল্টেশন শেষ কাজ শুরু।'

লেকের কোণায় পাথরের চাইকে চেয়ার বানিয়ে বসল তারা। বিগল খেতেখেতে স্কাই বলে উঠল, 'ভয় তাড়াবার জন্য ধন্যবাদ। ভয়কে কাটাতে পার তুমি।'

'অভিজ্ঞতা আছে আমার।'

ভ্রু কোচকাল সে। 'আমি খেয়াল করেছি তুমি ভয় পাও না,

'এটা ভুল। তোমার জন্য আমি ভয় পেয়েছিলাম।'

'তোমাকে দেখে মনে হয় তোমার কোনো ভয়ডর নেই।'

'রহস্যটা জানতে চাও?'

মাথা ঝাঁকাল সে।

'আমি খুব ভালো অভিনয় করি। ব্যাগেলটা কেমন ছিল?

'ভালো। আমার মাথা ঘুরছে।' অস্টিন নুমার বোটের দিকে এগিয়ে গেল।

'পুরো ব্যাপারটা শুরু থেকে আলোচনা করি, কফিতে চুমুক দিল সে। 'বিজ্ঞানীরা গ্লেসিয়ারে কাজ করতে গিয়ে একটা বরফে জমাট লাশ খুঁজে পেল। লাশের কাছে একটা হেলমেট ও স্ট্রংবক্স। সাংবাদিকেরা এলো, তাদের সাথে এলো এক রহস্যময় ব্যক্তি। পিস্তল দেখিয়ে সে স্ট্রংবক্সটা ছিনিয়ে নিল। টানেলে সৃষ্টি করল বন্যার। যদ্দুর মনে হয় হেলমেটটার ব্যাপারে সে কিছুই জানত না।'

'সেটা আমিও বুঝতে পারছি না। সে আমাদের খুন করতে চাইল কেন? আমরা তো তার কোনো ক্ষতি করছিলাম না।'

'সম্ভবত সে কোন প্রমাণ রাখতে চাচ্ছিল না।'

'হতে পারে, বিগলে কামড় বসাতে বসাতে বলল স্কাই।

ধুলা উড়তে দেখল তারা। ফিফি। গাড়িটা থামার পর তা থেকে লের, থার্সটন ও রলিন্স নামল।

'আপনাকে পেয়ে ভালো লাগল, বলল লে ব্র। 'পাওয়ার প্লান্টের জাহাজে ফোন করে জানতে পারলাম আপনি এখানে।'

'আপনারা যাচ্ছেন? বলল স্কাই।

'হ্যাঁ, জবাব জিওলজিস্টের। 'অবজারভেটরি পানির তলে চলে যাওয়ার এখানে থাকার আর কোন যৌক্তিকতা নেই। আমরা প্যারিসে ফিরে যাচ্ছি। একটা হেলিকপ্টার আমাদের এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবে।'

'প্যারিসে?' বলল স্কাই। 'আমার জন্য জায়গা হবে?'

'নিশ্চয়ই, বলল লে ব্র। অস্টিনের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, আমাদের জীবন বাঁচাবার জন্য আরেকবার ধন্যবাদ মসিয়ো অস্টিন।'

'এভাবে চলে যাওয়ার জন্য দুঃখিত। আসলে এখানে আর করার কিছুই নেই। তাছাড়া আমাকে গবেষণার জন্য ডেটাগুলো জড়ো করতে হবে।'

'বুঝতে পেরেছি। আমার প্রজেক্টও শেষের পথে। জাহাজে গিয়ে রিপোর্টটা লিখে ফেলব। তারপর সবচেয়ে কাছের স্টেশন থেকে ট্রেনে চেপে যাব প্যারিসে একটা ডিনার ডেটের জন্য।

'বিয়েন। তবে বিলটা আমি দেব।'

'এমন অফার কে ফেরাতে পারে।'

অস্টিন সীপে ফিরে এসে স্কাইয়ের জিনিসপত্র নিয়ে হেলিকপ্টারের কাছে আসল। স্কাই তার দুই গাল ও ঠোঁটে চুমু খেল। সে তার কাছ থেকে কথা নিল প্যারিসে ফিরে ফোন করবে তাকে। হেলিকপ্টারে উঠে হাত নেড়ে বিদায় জানাল অস্টিনকে। জাহাজে ফিরে অস্টিন ভিডিও ক্যাসেট ও ডিজিটাল ডিস্কগুলো খুলল। কম্পিউটারে ডিজিটাল ইমেজগুলো ঢুকাল। তারপর ছবি ও ভিডিওগুলো পর্যবেক্ষণ করল খুটিয়ে খুটিয়ে। প্লেনের ফিউজালাজের ডিজাইনটা বোঝার চেষ্টা করল সে। তারপর প্লেনের ইঞ্জিনের ওপর জুম করায় প্লেনটার প্রস্তুতকারকের নামে একটা সিরিয়াল নম্বর পেয়ে গেল। তারপর একটা নম্বরে ফোন করল সে।

'অরভিল এন্ড উইলবার,স ফ্লাইং বাইক শপ, বলে উঠল একটা কণ্ঠস্বর। হাসি ফুটে উঠল অস্টিনের মুখে।

'ফালতু কথা বলবে না ইয়ান। আমিতো শুনেছি রাইট ভ্রাতৃদ্বয় তাদের দোকান অনেক আগেই বন্ধ করে দিয়েছে।'

'ওহ কার্ট, আমার কি দোষ? উপায় নেই বলেই এসব বলতে হয়।'

সামুদ্রিক ইতিহাস সম্পর্কে ইয়ান ম্যাকডোয়েলের অগাধ জ্ঞান। তাছাড়া বিমান ও বিমানের ইতিহাস সম্পর্কে সে এক জীবন্ত বিশ্বকোষ।

'যাই হোক একটা কাজ ছিল। অল্প কথায় বলে শেষ করছি। আমি এখন ফ্রান্সে এবং আল্পসের জমাট বাধা একটা লেকের নিচে পাওয়া একটা পেনের সম্পর্কে আমার তথ্য প্রয়োজন।'

'তোমার কাছ থেকে যে চ্যালেঞ্জিং কিছু পাব এটাই আশা করছিলাম, বলল ম্যাকডোয়েল। তার কথায় তাকে বেশ উৎফুল্ল মনে হয়। 'তো প্লেনটার ব্যাপারে বল।'

'কম্পিউটার অন কর, আমি ই-মেইলে ছবি পাঠাচ্ছি,

অস্টিন ইতিমধ্যে ছবি মেইল করে দিয়েছে। অপরপ্রান্তে ম্যাকডোয়েলে কাছ থেকে কোনো জবার পাওয়া যাচ্ছিল না।

'তো, বলে উঠল অস্টিন।

'আমার যদ্দুর মনে হয় এটা মোরেন সোলনিয়ের। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত মোনোউইংড ফাইটার প্লেন। সে যুগের সেরা বিমান। গান ও প্রপেলারের সিক্রোনাইজেশন সিস্টেমের কারণে প্লেনটা তার যুগের চেয়ে অনেক বেশি আধুনিক ছিল। এমন একটা প্লেন ক্রাশ হবার পর ফকাররা এর একটা নকল বানায়।'

'হুমম। এ প্লেন কি কখনো লেকের তলায় ক্রাশ করেছিল?'

'হতে পারে। আমি একজনকে চিনি যে তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। তার বাড়ি থেকে ঘণ্টা দুয়েকের রাস্তা।'

'ধন্যবাদ।'

অস্টিন তার কাছ থেকে লোকটার নম্বর নিয়ে লাইন কেটে সে নম্বরে ফোন করল।

দশ

পুরু রেফারেন্স বুকটার কভার বন্ধ করে ডেস্কের ওপর রাখল স্কাই। কোমর ব্যথা হয়ে গেছে তার, আড়মোড়া ভাংগল সে। তাকাল হেলমেটটার দিকে। সে যুদ্ধাস্ত্রকে শুধু লড়াইয়ের ব্যবহৃত বস্তু মনে করলেও এ জিনিসটা তার মন জয় করে ফেলেছে। আক্সাসাইজ করা কালো সারফেসটা দেখে রীতিমত মুগ্ধ সে।

প্যারিসে ফেরার পর থেকে সে সরবোনো তার অফিসে হেলমেটটা নিয়ে যায়। তার ধারণা ছিল সেখানে থাকা রেফারেন্স বুকের সাহায্যে এর পরিচয় বের করা সম্ভব। সে হেলমেটটার ছবি তুলে কম্পিউটারে ঢুকায়। ফ্রান্স, ইতালি আর জার্মানির আর্কাইভ খুঁজে দেখে সে। সেখানে ব্যর্থ হয়ে দেখে সারা ইউরোপের, সেখান থেকে এশিয়া। সেখান থেকে চলে যায় তাম্র যুগে। কম্পিউটারে খোঁজা শেষ করে সে চলে যায় রেফারেন্স বুকে। পুরাতন প্রিন্ট, ম্যানুস্ক্রিপ্ট সব জায়গায় খুঁজে দেখে। কিন্তু লাভ হল না কোনোটাতেই।

হেলমেটটা একেবারে অদ্ভুত। শৈল্পিক দিক থেকে অসাধারণ, দেখে কোনোভাবেই মনে হয় না এটা যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য বানানো হয়েছে। ডিজাইনে মনে হচ্ছে একাদশ শতকের, ওজনও সেরকম। কিন্তু অন্যান্য বিষয় দেখে মনে হয় ষোড়শ শতকের পরবর্তী সময়ের। ভাইজরটাও অন্যরকম যা পরলে ঠিকমত দেখা যায় না। মধ্যযুগের যোদ্ধারা কখনো এ ধরনের হেলমেট ব্যবহার করত না।

হেলমেটের সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যবহার হল এতে ব্যবহার করা ধাতু। যদিও খৃস্টপূর্ব অস্টম শতক থেকে ইস্পাত ব্যবহার হয়ে আসছে, তা উন্নত পর্যায়ে

আসতে সময় লেগেছে শতশত বছর। হেলমেটে যা কাজ করছে সে যে এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কারিগরের কোনো নাম বা চিহ্ন নেই।

ভাইজরটার চেহারা ষোড়শ শতকের ইতালিয় বর্ম বলে মনে হয়। ব্যবহৃত ইস্পাতটা একবারেই অন্য রকম। সে হেলমেটের ওপর আঘাত করে দেখল তা বেলের মতো বেজে উঠছে। সে সিদ্ধান্ত নিল একজন মেটালোজিস্ট বা ধাতু বিশেষজ্ঞের সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করবে।

রিসিভার তুলে নম্বর ডায়াল করল সে। একজন ভরাট কণ্ঠের অধিকারী ব্যক্তি ফোন তুলে বলে উঠল, 'অই ডার্নি অন্টিক্স।'

'চালর্স? স্কাই বলছি।'

'আহ স্কাই! উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলে উঠল সে। 'তোমার কাজ কেমন চলছে, শুনলাম তুমিও ঘটনার সময় আল্পসে ছিলে।'

'হ্যাঁ। সেজন্যই তোমার সাথে যোগাযোগ করছি। একটা হেলমেট পাওয়া গেছে। কোনো ক্লু পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি কি একটু দেখবে?

'তোমার প্রিয় কম্পিউটারের কি হল?' কণ্ঠে ব্যাঙ্গের সুর ডার্নির। তার মতে প্রত্নতাত্ত্বিক কাজের জন্য হাতেকলমে কাজ করা উচিত, কম্পিউটার নয়। কিন্তু স্কাই মনে করে সময় বাঁচাবার জন্য কম্পিউটারই উত্তম। 'কম্পিউটারের দোষ নেই, কণ্ঠে কৃত্রিম বিরক্তি স্কাইয়ের। 'লাইব্রেরির সব বই ঘেটে দেখেছি কিন্তু মেলাতে পারলাম না।'

'অবাক হলাম।' স্কাইয়ের রেফারেন্স বুক কালেকশন সম্পর্ক ভালো করেই অবগত আছে ডার্নি, তার দেখা সেরা কালেকশনের মধ্যে একটা।

'ঠিক আছে, আমি দেখতে আগ্রহী। পারলে চলে এসো।'

'বিয়েন। আমি এখনই আসছি।'

সে বালিশের কভারে হেলমেটটা ঢুকিয়ে একটা শপিং ব্যাগে উঠাল। তারপর গেল সবচেয়ে কাছের মেট্রো স্টেশনে। ডার্নির দোকানটা নদীর ডান দিকে অবস্থিত। বেশ সাদামাটা দোকান। সাধারণ একটা সাইনবোর্ড ঝোলানো। ডিসপ্লেতে ধুলায় ভর্তি পাওয়ার হর্ন, ফ্লিন্টলক পিস্তল আর তলোয়ার ঝোলানো। এমন সাজসজ্জা যা কাউকে একেবারেই আকর্ষণ করে না এবং সত্য কথা বলতে সেটাই চায় সে। স্কাই দোকানে ঢুকে একজন কালো পোশাকধারীকে দেখতে পেল। লোকটা তাকে দেখে রীতিমত তোড়জোড় করে পালিয়ে গেল। উচ্চতায় খাটো, বয়স সত্তরের কোঠায়, দেখতে কিছুটা অভিনেতা ক্লদ রেইন্সের মতো। পরনে নীল স্যুট ও নীল টাই, চোখে ঝিলিক, মোচ ও চুলে পাক ধরেছে।

'বেশ তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছ দেখছি। নিশ্চয়ই হেলমেটটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'সেটা তুমি বলতে পারবে। ঐ লোকটা কে ছিল?

"আমার এক হমম...সাপ্লায়ার।'

'দেখে তো ছিচকে চোরের মতো লাগল।'

হাসল সে। 'সে চোরই।'

ডার্নি দরজায় চিহ্ন টাঙ্গিয়ে দিল। তারপর পর্দা সরিয়ে স্কাইকে নিয়ে গেল ব্যক্তিগত কামরায়। শোরুমের তুলনায় কামরাটা বেশ ফিটফাট। ওয়ার্কশপের মতো গড়ে তোলা হয়েছে ঘরটাকে। বেশ প্রসস্ত এবং প্রচুর আলো-বাতাসের ব্যবস্থা। আশপাশে নানা ধরনের প্রত্নত্ত্বাত্বিক নিদর্শন সাজানো।

আর্কিওলজিকাল কাজে সে কম্পিউটার ব্যবহার করা পছন্দ করলেও তার বেশিরভাগ ব্যবসা চলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে।

ই-মেইলের মাধ্যমে সে তার ক্রেতাদের সাথে যোগাযোগ করে থাকে।

স্কাইয়ের সাথে তার পরিচয় কয়েক বছর আগে একটা জাল আর্টিফেক্ট শনাক্ত করতে গিয়ে। স্কাই কিছুদিনের মধ্যে উপলব্ধি করল প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র ও বর্মের বিষয়ে তার জ্ঞান বহু স্কলার ও আকাডেমিকের চেয়েও বেশি। তারা খুব ভালো বন্ধুতে পরিণত হয় যদিও স্কাই খুব ভালো করেই জানে সে আর্টিফেক্টের অবৈধ ব্যবসার সাথে জড়িত, অপরাধী হলেও অগাধ জ্ঞানের অধিকারী।

'দেখাও তোমার জিনিস, সে একটা আলোকিত টেবিলের ওপর ইঙ্গিত করল। টেবিলটা ক্যাটালগের ছবি তুলতে ব্যবহার করা হয়।

স্কাই হেলমেটটা বের করে টেবিলের উপর রাখল।

হেলমেটটা মনোযোগ দিয়ে দেখল ডার্নি। তারপর টেবিলের চারপাশ ঘুরতে লাগল সে। টানতে লাগল সিগারেট। হেলমেটটা তুলে নিয়ে ওজন পরীক্ষা করল। তারপর পরল নিজের মাথায়। হেলমেট পরে সে চলে গেল একটা কেবিনেটের কাছে। সেখান থেকে একটা গ্রান্ড মেরিনারের বোতল বের করল।

'ব্যান্ডি?' বলল সে।

স্কাই তার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে মাথা ঝাঁকাল। 'তো কি মনে হয়?'

'অসাধারণ।' হেলমেটটা খুলে ফেলল সে। রাখল টেবিলের উপর।'

'কোত্থেকে পেয়েছ এটাকে? ব্রান্ডি খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করল সে।'

'লেক ডরমেয়ারের গ্লেসিয়ারে জমে ছিল।'

'গ্লেসিয়ার? তাহলে তো আরো অদ্ভুত।'

'পুরো কাহিনীতো এখনো বলিনি। জিনিসটা একটা জমাটবাধা লাশের পাশে পাওয়া গেছে। লাশটা খুব বেশি হলে একশ বছরের পুরাতন। লোকটা সম্ভবত প্লেন থেকে প্যারাস্যুট দিয়ে নামছিল। প্লেনের ধ্বংসাবশেষের কাছে একটা লেকে পাওয়া গেছে। ডার্নি হেলমেটের গায়ের ছিদ্রের মধ্যে আংগুল ঢুকাল।

'এটা?'

'সম্ভবত গুলির আঘাত।'

ডার্নিকে তেমন চিন্তিত মনে হল না।

'তো এ আইসম্যান সম্ভবত এ হেলমেট পরে ছিল।'

'সম্ভবত।'

'এটা বানানোর সময় ভুলক্রমেও হতে পারে।'

'মনে হয় না। দেখ ইস্পাতটা কত শক্ত। পুরাতন আমলের মাস্কেটবল দিয়ে এ ছিদ্র করা যাবে না। বুলেটটা আধুনিক বন্দুক থেকে ছোঁড়া হয়েছে।

'তো তুমি বলতে চাচ্ছ একটা প্রাচীন হেলমেট পরে একজেন ব্যক্তি গ্লেসিয়ারের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল আর তার ওপর গুলি চালানো হয়েছে আধুনিক যুগের আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে।'

'আপাতদৃষ্টিতে সে রকমই মনে হচ্ছে।'

'অদ্ভুত, কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও যৌক্তিক নয়।'

'পুরো ব্যাপারটাই অযৌক্তিক।'

সে চেয়ারে বসে ডার্নিকে রেনার্ডের কাহিনী থেকে শুরু করে পুরো ঘটনা বলল।

'বড় বাঁচা বেঁচে গেছ! এ কার্ট অস্টিন আসলেই দুঃসাহসী। দেখতে মনে হয় বেশ সুন্দর।' লজ্জায় মুখ লাল হয়ে গেল স্কাইয়ের। 'হ্যাঁ,

'আমি ভদ্রলোকের কাছে কৃতজ্ঞ। তোমাকে আমি নিজের মেয়ের মতো দেখি। তোমার কিছু হলে খুব কষ্ট পেতাম।'

'যাক কিছু হয়নি।'

সে হেলমেটের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'তো,

'আমার মনে হয় যতটা মনে হচ্ছে এটা তার চেয়েও পুরাতন। ইস্পাতটা একেবারে প্রথম শ্রেণীর। এধরনের জিনিস আমি আগে কখনো দেখিনি। যেহেতু কোন রেফারেন্স খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে ধরে নেয়া যেতে পারে এটা প্রোটোটাইপ।'

'যদি এটা এতই ভালো হয় তাহলে আর বানানো হল না কেন?'

'আসলে ভালো জিনিসের মর্ম সবসময় মানুষ বুঝতে পারে না। পোলিশরা জার্মান পাঞ্জার ডিভিশনের বিরুদ্ধে লড়তে অশ্বারোহী বাহিনী নামিয়েছিল। বিলি মিশেলকে সেনাবাহিনীর হাইকমান্ডকে এরিয়াল বোম্বার্টমেন্টর গুরুত্বও বোঝাতে হিমশিম খেতে হয়েছিল রীতিমত। হয়ত সে সময় কেউ বলেছিল নতুনের দরকার কি পুরাতনই ভাল।'

'আর ঈগলের প্রতীকটা যা প্লেনের গায়ে আঁকা দেখলাম সেটার কোনো ব্যাখ্যা আছে?

'আছে তবে তা বিজ্ঞানসম্মত নয়।'

'সেটাই শোনাও। আমি আরেকটা ব্রান্ডি আনছি।

ডার্নি গ্লাসে আরেকটু ব্রান্ডি ঢেলেও নিল। 'আমার মনে হয় ঈগলগুলো কোনো জোটের চিহ্ন। তিনটা পক্ষ অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে জোটবদ্ধ হয়েছে। থাবায় যেহেতু অস্ত্র ধরা আছে সেহেতু ধরে নেয়া যায় এ জোটের সাথে যুদ্ধবিষয়ক ব্যাপার জড়িত থাকার সম্ভবনা বেশি।'

'ব্যাখ্যাটা অবৈজ্ঞানিক হলেও খারাপ হয়নি।'

হাসল সে। 'যদি জানা যেত এ বরফমানব কেমন দেখতে, সে তার হাতঘড়ির দিকে তাকাল। 'কিছু মনে করো না স্কাই, লন্ডনে এক ডিলার ও আমেরিকার এক ক্রেতার সাথে-ই কনফারেন্সে বসতে হবে। তুমি চাইলে হেলমেটটা রেখে যেতে পার। আমি পরে ভালো করে জিনিসটা দেখতে পারব।'

'অবশ্যই। কাজ হলে আমাকে জানিয়ে দিও। আমি হয় অফিস কিংবা বাসায় থাকব।'

ভ্রু কোচকাল সে। 'মেয়ে আমার, ব্যাপারটা আমার কাছে খুব সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। কেউ একজন এ জিনিসের জন্য খুন পর্যন্ত করতে প্রস্তুত। সম্ভবত জিনিসটা অত্যন্ত মূল্যবান। আমাদের সাবধানে থাকতে হবে। এটা যে তোমার কাছে আছে সেটা আর কেউ জানে?'

'কার্ট অস্টিন, সেই নুমার লোকটা। তার ওপর ভরসা করা যায়। গুহাতে যারা ছিল তারা হয়ত জানতে পারে। আর রেনার্ড।'

'আহ রেনার্ড। সে মোটেও সুবিধার লোক নয়। সে ঠিকই ফেরত চাইতে পারে।'

তার চোখ ভরে গেল রাগে। 'নিতে হলে আমার লাশের ওপর দিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ডার্নির ফোন বেজে উঠল। 'আমার ফোন, পরে কথা হবে।'

দোকান থেকে বের হয়ে সে অফিসের বদলে ফিরে গেল তার এপার্টমেন্টে। সে আন্সারিং মেশিনটা চেক করতে আগ্রহী ছিল। তার আশা ছিল অস্টিন তাকে ফোন করেছে। এপার্টমেন্টে ফিরে ম্যাসেজ প্লে করল সে, অস্টিনের কোনো ফোনকল নেই।

স্কাই যদি জানত অগাস্টিন রেনার্ড কি করছে তাহলে তার ঘুম হারাম হয়ে যেত।

সে তার অফিসে বসে রাগে গজরাচ্ছিল। স্কাইয়ের বিরুদ্ধে সে সাজাচ্ছে সে একরে পর এক ফাইল। হাতের ক্ষত সারলেও সারেনি তার মনেও ক্ষত । সে তার প্রভাব প্রতিপত্তি খাটিয়ে তাকে ধুলায় মিশিয়ে দিতে চায়, ধ্বংস করে দিতে চায় তার ক্যারিয়ার। সে সবার সামনে তাকে অপমান করেছে। এমনকি তার নির্দেশ অমান্য করে হেলমেটটা ফেরত আনছে না। সে তাকে সরবোন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়, বাধ্য করতে চায় তাকে তার সামনে মাথা নোয়াতে।

এমন সময় ডেস্কের ওপরের চেয়ারটা উঠল কেঁপে। সে ভাবল তার সহকারী এসেছে। মাথা না উঁচু করে বলল, 'ইয়েস?

কেউই জবাব না দেয়ায় মাথা উঁচু করে যা দেখল তাতে উড়ে গেল তার আন্তরাত্মা। চেয়ারে বসে আছে সেই বিশালদেহী যে তাদের ওপর গ্লেসিয়ারে হামলা চালিয়েছিল।

রেনার্ড এমনভাব করল যেন সে তাকে চেনে না। গলা খাকারি নিয়ে বলল, 'আমি কি করতে পারি আপনার জন্য? বলল সে।

'আমাকে আপনি চিনতে পারছেন না?

'মনে হয় না। ভার্সিটির সাথে আপনার কোনো কাজ আছে?'

'না, আপনার সাথে।'

রেনার্ড আতংকিত হয়ে পড়ল।

'আপনার নিশ্চয়ই কোনো ভুল হচ্ছে।'

'টিভিতে তো আপনিই ছিলেন।'

প্যারিসে ফেরার আগে একটা টিভি রিপোর্টারকে ডেকে সে একটা সাক্ষাতকার দিয়েছিল। সাক্ষাতকারে আইসম্যানকে খুঁজে বের করার সব কৃতিত্ব সে একাই নেয়।

'হ্যাঁ। আপনি সাক্ষাতকারটা দেখেছেন?'

'আপনি রিপোর্টারকে বলেছেন গ্লেসিয়ারে কিছু জিনিস পাওয়া গেছে। একটা হল বাক্সটা। আরেকটা?'

'শুধু একটা হেলমেট। বেশ পুরাতন।'

'সেটা এখন কোথায়?'

'আমি ভেবেছিলাম সেটা গুহার মধ্যেই পড়ে আছে। কিন্তু পরে জানলাম একজন মহিলা সেটা সাথে নিয়ে গেছে।'

'কে?'

রেনর্ডের মুখে ফুটে উঠল হিংস্রতা। সে চাচ্ছে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে।

'তার নাম স্কাই লেবেল। সে একজন আর্কিওলজিস্ট। নম্বর লাগবে?' সে ফ্যাকাল্টি ডিরেস্টরি বের করল।

'এ ফ্লোরের নিচে তার অফিস। নম্বর ২১৬। আপনি তার সাথে যা খুশি তাই করতে পারেন।' বহু কষ্টে নিজের উচ্ছ্বাস আটকে রাখল সে। লোকটাকে দেখতে পেলে স্কাইয়ের কি অবস্থা হবে তা ভাবতেই মনটা তার আনন্দে ভরে গেল।

লোকটা আস্তে করে উঠে দাঁড়ল। ভাল। সে চলে যাচ্ছে।

'আর কিছু?' বলল রেনার্ড।

সে তার কোটের ভেতর থেকে একটা, ২২ ক্যালিবার পিস্তল বের করল, সাথে সাইলেন্সার যুক্ত।

'হ্যাঁ, বলল সে। 'আমি আপনাকে খুন করতে চাই।'

পিস্তলটা শুধু একবার কেপে উঠল। রেনার্ডের কপালে সৃষ্টি হল একটা গোলাকার ছিদ্রের। লুটিয়ে পড়ল সে। হারিয়ে গেল মুখের হাসি।

লোকটা ডিরেক্টরিটা তুলে পকেটে ভরে নিল। প্রাণহীন দেহটার দিকে না তাকিয়ে বের হয়ে আসল সে ঘর থেকে।

এগারো

অস্টিনের মাথার ওপর দিয়ে একটা আন্টিক প্লেন ঘুরপাক খাচ্ছে। পদার্থ বিদ্যা আর মাধ্যাকর্ষণকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে আকাশে নেচে চলেছে ঠিক যেন ব্যালেরিনার মতো। দক্ষিণ প্যারিসের একটা ঘাসে ভরা মাঠে দাঁড়িয়ে অবাক দৃষ্টিতে সে দেখছে এই দৃশ্যটা। প্লেনটা প্রথমে এরিয়াল স্পাইরাল ও তারপর হাফ আপওয়ার্ড লুপ এবং সবশেষে একটা হাফ রোল। বিপরীত দিক থেকে পারফেক্ট ইমেলম্যান করল সে।

অস্টিন শংকিত চোখে দেখল প্লেনটা মাঠের ওপর দিয়ে। প্লেনটা দ্রুত গতিতে একেবারে গাইডেড মিসাইলের মতো ছুটে আসছিল। কয়েক সেকেন্ড পর প্লেনটার বাইসাইকেল ল্যান্ডিং গিয়ার মাটিতে স্পর্শ করল। কয়েকটা বাউন্স খাবার পর গতি কমিয়ে হ্যাঙ্গারের সামনে এসে প্লেনটা থেমে গেল।

টু ব্লেডেড উডেন প্রপেলারের ঘোরা শেষ হতেই একজন মাঝবয়সী লোক সরু ককপিট থেকে নেমে এল। গগলস খুলে এগিয়ে আসল অস্টিনের দিকে।

'প্লেনটায় একটা সীট বলে দুঃখিত মসিয়ো অস্টিন। আপনাকে ঘুরিয়ে আনতে পারলে ভালো হত।'

ছোট্ট প্লেনটার দিকে তাকাল অস্টিন। দেখল বুলেটাকৃতির ইঞ্জিন কাভার তিনকোণা ফিন, কাঠ ও কাপড়ের ফিউজলাজ আর লেজের ওপর আঁকা খুলি ও হাড়। মেটাল স্ট্রিংগার যা পাখাগুলোকে সাপোর্ট করে রেখেছে ইংরেজি A-এর মতো।

'মসিয়ো গ্রয়েট, কিছু মনে করবেন না, তবে আপনার প্লেনকে দেখে মনে হয় না এটা একজনের বেশি লোক বহন করতে পারবে।'

মুখে হাসি ফুটল ফরাসির। 'আমি আপনাকে দোষ দেব না., মসিয়ো অস্টিন। মোরন সুলিনেরকে দেখে মনে হবে কোনো স্কুলছাত্র তার বাড়ির বেসমেন্টে বসে এর ডিজাইন করেছে। মাত্র বাইশ ফুট লম্বা, ডানার দৈর্ঘ সাতাশ ফুট, কিন্তু এ ছোট প্লেন ছিল সেযুগের সবচেয়ে শক্তিশালী বিমান। ঘন্টায় একশ মাইল বেগে ছুটতে পারত, ঘুরতে পারত দ্রুত। দক্ষ পাইলটের হাতে পড়লে এটা হয়ে উঠত এক ধ্বংসের হাতিয়ার।'

অস্টিন এগিয়ে গিয়ে ফিউজালাষের ওপর হাত বোলাল।

'আমি এক ফিউজালাজ আর সিঙ্গেল উইং ডিজাইন দেখে অবাক হয়েছি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথা বললেই সবার মনে পড়বে নাক বোঁচা বাই প্লেনের।'

সেটাই স্বাভাবিক। সে যুদ্ধে ব্যবহৃত বেশিরভাগ প্লেনে জোড়া ডানা থাকত। মনো প্লেন তৈরির ক্ষেত্রে ফ্রেঞ্চরা অন্যান্য দেশের তুলনায় এগিয়ে ছিল। মোরন সোলোনের এক সময়ে এরাডাইনামিক্যালি সবচেয়ে উন্নত ছিল। বাইপ্লেনের তুলনায় এটা অনেক দ্রুত উঠতে পারে, তবে পরবর্তীতে সোপউইথ ও নিওপোর্ট আসার পরে সে সুবিধাটা আর থাকে না।'

'আপনার ইমেলম্যানটা অসাধারণ হয়েছে।'

'ধন্যবাদ, কুর্নিশ করল গ্রসেট। 'ব্যাপারটা অতটা সোজা না। এ ছোট্ট প্লেনটার ওজন হাজার পাউণ্ডের চেয়ে কিছু কম, কেবল একশ ষোল হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিনের মাধ্যমে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা বেশ মুশকিল।'

হাসল সে। 'এক পাইলট বলেছিল, এটা ওড়াবার চেয়ে ল্যান্ডিং করাটা বেশি বিপজ্জনক। আপনি হয়ত লক্ষ্য করেছেন ল্যান্ডিংয়ের সময় আমার স্পিড অনেক বেশি ছিল।'

'আমিতো ভেবেছিলাম মাটিতে গর্ত না হয়ে যায়।'

'এমন ঘটনা অবশ্য প্রথমবারের মতো ঘটত না, বলল গ্রসেট হাসিমুখে।' পুরাতন আমলের পাইলটদের তুলনায় আমার জন্য কাজটা তেমন কঠিন ছিল না। একবার ভেবে দেখুন গুলির আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া প্লেনগুলোর কথা।'

অস্টিন গ্রসেটের কণ্ঠে নস্টালজিয়ার আভাস পেল। এ মাঝারি গড়নের পাতলা গোঁফের অধিকারী লোকটা লোকটা জার্মান ট্রেঞ্চ ও এন্টি এয়ারক্রাফট গানের ওপর দিয়ে প্লেন উড়িয়েছেন। অস্টিন ম্যাগডায়োলের কাছ থেকে তার সন্ধান পায়। সে তাকে ছবিগুলো দেখার প্রস্তাব দেয়।

'আপনার এ ছবিতে প্লেনটা একেবারে ছিন্নভিন্ন, বলল সে, 'কিন্তু আমি মসিয়ো ইয়ানের সাথে একমত যে এটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মোরন সোলেনের-এন।'

'আমি দুঃখিত, শুরুর দিকের বিমানের ব্যাপারে আমার ধারণা কম, জবাব অস্টিনের। 'এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানা সম্ভব কি?'

'তারচেয়েও বেশি, বলল গ্রসেট, 'আপনাকে দেখাতে পারি। আমাদের মিউজিয়ামে এমন একটা আছে।'

'আমি বেশ অবাক হলাম এ ধ্বংসস্তুপের মধ্যে থেকেও আপনি প্লেনটা ঠিকই চিহ্নিত করতে পারলেন।'

'আমি নিজেও তেমন নিশ্চিত ছিলাম না। প্রথম দেখার পর আমারো মনে হয়েছিল এটার পরিচয় জানা যাবে না। তারপর মেশিনগানের দিকে তাকিয়ে দেখলাম এটা হচসিস কিন্তু সমস্যা হল সে সময়কার প্রায় সব জঙ্গি বিমানে এ মেশিনগান ব্যবহার হত। ইঞ্জিন হাউজিংয়ের আকৃতিটা চোঙ্গার মতো হওয়ায় আরো নিশ্চিত হলাম তবে আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করলাম আমি।'

সে অস্টিনকে ম্যাগ্নেফাইং গ্লাস তুলে দিয়ে ডেস্কের ওপর ছবিটা রাখল। 'এটা ভালো কবরে দেখি।'

অস্টিন একটা গোলাকার কাঠের আকৃতি দেখতে পেল। 'দেখেতো প্রপেলার ব্লেড বলে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ কিন্তু এটা প্রপেলার ব্লেড নয়। এটা দেখুন, জিনিসটা কাঠের হলেও তার সাথে একটা মেটাল প্লেট সংযুক্ত। রেমন্ড সোলেনের ১৯১৪ সালে একটা যুগান্তকারী সিনক্রোনাইজিং গিয়ার আবিস্কার করেন। জিনিসটার সাহায্যে ঘূর্ণায়মান প্রপেলারের মাঝখান দিয়েও হচসিস মেশিনগান চালানো সম্ভব হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে গুলি চালানো বন্ধ করতে হত বলে তারা প্রপেলার ব্লেডে মেটাল ডিফ্লেটর বসায়।'

'আমি শুনেছি। একটা জটিল সমস্যার সহজ সমাধান।'

'লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার বুলেটে কয়েকজন টেস্ট পাইলট প্রাণ হারালে প্লানটা সাময়িককালের জন্য বাতিল হয়ে যায়। তারপর রোলা গারো নামে এক ফ্রেঞ্চ দেখা করেন সোলোনেয়ের সাথে। তারা দু-জনে মিলে প্লেনের ওপর একটা স্টিলের ডিফ্লেটর প্লেট বসায়। বেশ কয়েক জায়গায় যুদ্ধ করার পর যুদ্ধ করার পর শত্রুপক্ষের ঘাঁটিতে গিয়ে প্লেনটা বিধ্বস্ত হয়। জার্মানরা এ সিস্টেম ব্যবহার করে ফকার সিনক্রোনাইজিং গিয়ার তৈরি করে।'

অস্টিন আরেকটা ছবি তুলে ধরে ককপিটের গায়ে একটা হালকা রঙের আয়তক্ষেত্রের দিকে ইঙ্গিত করল। 'এটা কি? দেখেতো মেটাল প্লাক মনে হচ্ছে।'

'আপনার নজর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, বলল গ্রসেট হাসিমুখে।

'এটা নির্মাণকারীর কোড, সে আকেরটা ছবি আনল। 'আমি ছবিটা কম্পিউটারে এনলার্জ করেছি, নম্বর ও অক্ষরগুলো অস্পষ্ট হলেও তা পড়া গেছে। আমি মিউজিয়ামের আর্কাইভের সাথে মিলিয়ে দেখেছি।'

অস্টিন ছবির দিকে তাকাল, 'আপনি কি মালিকের খোঁজ পেয়েছেন?

মাথা ঝাঁকাল গ্রসেট। 'মোরন সোলোনের সর্বমোট ৪৯টা তৈরি হয়েছিল। গারোর সাফল্য দেখে অন্যান্য ফ্রেঞ্চ পাইলটেরা আগ্রহী হয়ে ওঠে। বৃটিশেরা এ প্লেন বেশ কয়েকটা কেনে। তারা এর নাম দেয় বুলেট। কেনে রাশিয়ানরাও। আপনি এর ধ্বংসাবশেষটা আল্পসে পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ ডরমেয়ার গ্লেসিয়ারের কাছে এক বরফ আচ্ছাদিত লেকে। চেয়ারে হেলান দিয়ে আঙ্গুল কুটল গ্রসেট। 'অদ্ভুত ব্যাপার, কয়েক বছর আগে কয়েকটা পুরাতন বিমানের ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করতে সেখানে যেতে হয়েছিল আমাকে। বিমানগুলো ছিল এভিয়াটাক, গোয়েন্দাগিরি আর তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত হত। আমি স্থানীয় কয়েকজনের সাথে কথা বলে জানলাম তারা তাদের বাবা দাদাদের কাছে শুনেছে এ এলাকায় এক বিমানযুদ্ধের ঘটনা ঘটেছিল। যুদ্ধটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগের, তবে দিন তারিখ কিছু জানা যায় না।'

আপনার কি মনে হয় এ বিমানযুদ্ধের সাথে আমাদের এ প্লেনের কোনো যোগাযোগ রয়েছে।?

'হতে পারে। হয়ত একশ বছর পুরাতন এক রহস্যের উদ্ঘাটনের একটা ক্লু। জুলস ফচার্ডের অন্তর্ধান। এ প্লেনের মালিক সেই,

"নামটা কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না।'

'ফচার্ড ইউরোপের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন। ১৯১৪ সালে তিনি নিখোঁজ হন। সম্ভবত সে সময় তিনি প্লেনটা চালাচ্ছিলেন। তার

নিজের এস্টেট ও আঙ্গুর বাগানের ওপর দিয়ে এ প্লেন নিয়ে ওড়ার অভ্যাস ছিল। এভাবে একদিন বের হয়ে আর কখনো ফিরে আসেননি। ব্যাপক খোঁজাখুঁজি করা সত্ত্বেও তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। এরপর কালের অন্তরালে বিলীন হয়ে যান তিনি।'

সম্ভবত তিনি তার আঙ্গুরের বাগান নিয়েও খুব চিন্তিত ছিলেন। আচ্ছা একজন বেসামরিক লোক হওয়া সত্ত্বেও তিনি কি করে জঙ্গি বিমান চালাতেন?'

'ফচার্ড মূলত একজন অস্ত্র প্রস্তুতকারক ছিলেন। রাজনৈতিক অংগনেও অনেকের সাথে ছিল তার ওঠাবসা। যুদ্ধবিমান যোগাড় তার জন্য কঠিন কিছু ছিল না। কিন্তু কথা হচ্ছে সে আল্পসে গেল কি করে।

'পথ হারিয়ে?'

'মনে হয় না। এ ধরনের প্লেনে যে পরিমাণ ফুয়েল ধরে তাতে এতদূর যাওয়া সম্ভব নয়। সে সময় এয়ারপোর্টের সংখ্যাও ছিলো কম। আমার মনে হয় ফ্লাইটটা পূর্ব পরিকল্পিত ছিল।'

'তাহলে সে কোথায় যাচ্ছিল? লোকটা সুইজারল্যান্ডের বর্ডারের কাছে।'

'সুইজারল্যান্ড গোপন ব্যাংকিংয়ের জন্য পরিচিত। হয়ত টাকা-পয়সা তোলার জন্য সে জুরিখ যাচ্ছিল।

হাসল গ্রসেট। 'ফচার্ড-এর মতো লোকের ক্যাশ টাকার প্রয়োজন হত না। আপনি কি বরফের মধ্যে পাওয়া লাশটার ব্যাপারে টিভি রিপোর্ট দেখেছেন?'

'না তবে লাশটাকে যে দেখেছে এমন একজনের সাথে আমার কথা হয়েছে। সে জানাল লাশের পরনে লম্বা লেদার কোর্ট আর ক্লোজ ফিটিং ক্যাপ ছিল যা প্রথম যুগের পাইলটেরা পরত।'

গ্রসেট সামনে ঝুঁকল চোখেমুখে তার উত্তেজনা। 'এটাই! ফচার্ড সম্ভবত প্লেন থেকে বের হয়ে আসে। গ্লেসিয়ারের ওপর ল্যান্ড করে আর প্লেনটা লেকের মধ্যে ক্রাশ করে। যদি তার মৃতদেহটা পরীক্ষা করে যেত।'

অস্টিনের সেই অন্ধকার পানিতে ভরা টানেলটার কথা মনে পড়ে গেল। 'টানেল থেকে পানি বের করাটা খুবই কঠিন।'

'আমি বুঝতে পারছি, মাথা ঝাঁকাল সে। 'যদি এ কাজ কেউ করতে পারে তাহলে তা ফচার্ডরাই করবে।'

'তের পরিবার এখনো আছে?'

'হ্যাঁ, যদিও আমার মনে হয় আপনি তাদের চিনবেন না। তারা প্রাইভেসির ব্যাপারে খুব কড়া।'

'অনেক ধনী পরিবারই প্রচারণা এড়িয়ে চলেন।'

'ব্যাপারটা আসলে একটু অন্যরকম। ফচার্ডদের বলা হয় মৃত্যুর সওদাগর, তারা অস্ত্র ব্যবসায়ী।'

'শুনে মনে হচ্ছে তারা ক্রুপদের ফ্রেঞ্চ সংস্করণ।'

'তাদের অনেকে ক্রুপদের সাথে তুলনা করে থাকে তবে এতে রেসিন ফচার্ডের ঘোর আপত্তি।'

'রেসিন?'

'সে জুলসের বোনের নাতনি। আমি যদ্দুর জানি অত্যন্ত বিপজ্জনক মহিলা। সে এখনো তার পারিবারিক ব্যবসায় চালিয়ে যাচ্ছে।'

'আমি ভাবছি ম্যাডাম ফচার্ড তার হারানো আত্মীয় সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবেন কিনা।'

'আমি আপনার সাথে একমত কিন্তু একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে তার সাথে দেখা করাটা বেশ কঠিনই বটে।' সে ভাবল কিছুক্ষণ। 'আমার এক বন্ধু সে কোম্পানির একজন ডিরেক্টর। আমি তার সাথে কথা বলে দেখব। আপনার সাথে যোগাযোগ করব কিভাবে।?

'আমি ট্রেনে প্যারিস ফিরে যাচ্ছি। আপনি আমার মোবাইল নম্বর রাখুন।'

'বিয়েন, বলল গ্রসেট। সে অস্টিনের জন্য একটা ট্যাক্সি ঠিক করে দিল। যাওয়ার আগে অস্টিন তার সাথে হাত মিলিয়ে বলল, আপনার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।'

'ইটজ ওকে। আচ্ছা এটা জানতে পারি এ প্লেনটা নিয়ে নুমার এত আগ্রহ কেন?'

'কিছুই না। আসলে নুমার একটা প্রজেক্ট চলাকালীন প্লেনটা আবিষ্কার হয় সেজন্য আর কি। আর আগ্রহটা আসলে আমার নিজের।'

'আহলে আপনিও কোনো মাধ্যম ছাড়া ফচার্ডদের সাথে যোগাযোগ করতে চান?

'আমার তেমন ইচ্ছা ছিল না।'

গ্রসেট অস্টিনের দিকে তাকাল। 'আমি বহুদিন মিলিটারিতে ছিলাম। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি নিজের খেয়াল নিজে রাখতে পারবেন। তবে আমি পরামর্শ দেব ফচার্ডদের ব্যাপারে একটু সাবধানে থাকবেন।'

'কেন?'

'কারণ তারা আর দশটা সাধারণ ধনী পরিবারের মতো নয়।' থামল সে। 'শোনা যায় তাদের একটা রহস্যে ঘেরা অতীত আছে।' অস্টিন কথাটার মানে জানতে চাওয়ার আগে ট্যাক্সি চলে আসলে আর কথা না বাড়িয়ে উঠে গেল ট্যাক্সিতে। ট্যাক্সিতে বসে সে লোকটার সতর্কবাণী নিয়ে ভাবতে লাগল।

গ্রসেট হয়ত বলতে চাচ্ছিল ফচার্ডদের পারিবারিক ইতিহাস অন্ধকারে ঘেরা। তবে এ কথাও সত্য যে বেশিরভাগ ফহনী পরিবারের বৈভবের উৎস দাস ব্যবসা, মাদক, চোরাচালান কিংবা সংঘবদ্ধ অপরাধ চক্র।

বারো

স্কাইয়ের অফিস সরবোনের সায়েন্স সেন্টারে, প্যান্থিয়নের কাছে। জায়গাটা মোটামুটি চুপচাপ থাকে তবে মাঝেমাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এ পথের দিকে গেলে একটু আওয়াজ হয়। কিন্তু আজ এভিনিউয়ের উভয় অংশ পুলিশের গাড়ি ব্লক করে রেখেছে। ব্যারিকেডের সামনে পুলিশ হাত দিয়ে পথরোধ করল।

'দুঃখিত মাদমোয়াজেল। আর যেতে পারবেন না।'

'এখানে কি হয়েছে মসিয়ো?

'দুর্ঘটনা। বলল সে।'

'কি দুর্ঘটনা?'

'জানি না।'

পকেট বুক থেকে আইডি কার্ড বের করে স্কাই তা লোকটার নাকের সামনে ধরল। 'আমি এখানে কাজ করি। আমি জানতে চাই এখানে কি ঘটেছে।'

'পুলিশ আইডি কার্ডের সাথে স্কাইয়ের চেহারা মিলিয়ে দেখল 'আপনি বরং ইন্সপেক্টর ইন চার্জের সাথে কথা বলুন।' সে স্কাইকে একজন সাদাপোশাকধারী লোকের কাছে নিয়ে গেল। লোকটা কয়েকজন ইউনিফর্মধারীর সাথে কথা বলছে।

'এ মহিলা বলছেন তিনি এ বিল্ডিংয়ে কাজ করেন।' বলে উঠল সে।

ইন্সপেক্টর মনোযোগ দিয়ে স্কাইয়ের আইডি কার্ড দেখে তার ঠিকানাটা টুকে রাখল নোটবুকে।

'আমার নাম ডুরিস, বলল সে। 'আমার সাথে আসুন।' সে পুলিশের গাড়ির পেছনের দরজা খুলে তাকে ভেতরে বসতে বলল।

'আপনি আপনার অফিস বিল্ডিংয়ে শেষ কখন এসেছিলেন?'

সে ঘড়ি দেখল। 'তিন ঘণ্টা হবে।'

'কোথায় গিয়েছিলেন?'

'আমি একজন আর্কিওলজিস্ট। একটা আর্টিফেক্ট নিয়ে একজন বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে আমার এপার্টমেন্টে ঘুমাতে।

ইন্সপেক্টর নোট করল। 'যখন আপনি বিল্ডিংয়ে ছিলেন তখন আপনার চোখে কি অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়েছে?

'না। সব স্বাভাবিক। আচ্ছা বলুনতো আসলে কি হয়েছে?'

'একজন খুন হয়েছেন। আপনি মসিয়ো রেনার্ডকে চেনেন?'

'হ্যাঁ আমাদের ডিপার্টমেন্টের হেড। উনি মারা গেছেন?

মাথা ঝাঁকাল ডুরিস। 'অজ্ঞাতে আততায়ীর গুলিতে। শেষবারের মতো তার সাথে আপনার কখন দেখা হয়েছিল?'

'সকাল নয়টায়, যখন অফিসে আসি। আমরা এলিভেটরে ছিলাম।'

স্কাই চেষ্টা করছিল তার চেহারার মধ্যে যেন রেনার্ডের প্রতি ঘৃণা না ফুটে ওঠে।

'মসিয়ো রেনার্ডের কি কোনো শত্রু ছিল?' তার কি কেউ ক্ষতি করতে পারে? স্কাই জবার দিতে ইতস্বতবোধ করল। তার মনে হল যে যদি ঠিকমত সাক্ষী না দেয় তাহলে ইন্সপেক্টর তাকে সন্দেহ করতে পারে। যদি সে আরো লোকের সাথে কথা বলে তাহলে সে সহজেই জেনে যাবে রেনার্ড কি পরিমাণ ঘৃণিত ব্যক্তি ছিল

'মসিয়ো রেনার্ড ডিপার্টমেন্টে একজন বিতর্কিত ব্যক্তি ছিলেন।' জবাব দিল সে। 'বেশিরভাগ লোক তার কার্যকলাপের সাথে একমত ছিল না।'

'আর আপনি মাদমোয়াজেল? আপনি কি তার কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন?'

'আমি এ ফ্যাকাল্টির অনেকের মধ্যে একজন যে মনে করে তিনি এ পদের জন্য সঠিক ব্যক্তি নন।'

হেসে উঠল ইন্সপেক্টর প্রথমারের মতো। 'চমৎকার কূটনৈতিক জবাব। আমি কি জানতে পারি এখানে আসার আগে আপনি ঠিক কোথায় ছিলেন?'

স্কাই ডার্নির নাম ও তার দোকানের ঠিকানা দিল। তারপর লোকটা তার বিজনেস কার্ড তার হাতে ধরিয়ে দিল।

'ধন্যবাদ মাদমোয়াজেল। কিছু মনে পড়লে ফোন করতে দ্বিধা করবেন না।'

'অবশ্যি। আমি কি তিন তলায় আমার অফিসে যেতে পারি?'

সে ভাবল কিছুক্ষণ। 'হ্যাঁ, তবে আমার লোক আপনার সাথে থাকবে।'

গাড়ি থেকে নেমে সে সেই পুলিশকে ডাকল যার সাথে স্কাইয়ের কথা হয়েছিল। সে তাকে স্কাইয়ের সাথে যাওয়ার নির্দেশ দিল। মনে হচ্ছে প্যারিসের সবগুলো পুলিশ এখানে জড়ো হয়েছে। রেনার্ড লোক খারাপ হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল তার অনেক প্রভাব। তার মৃত্যুতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

বিল্ডিংয়ের ভেতরে আরো পুলিশ অফিসার ও টেকনিশিয়ানরা কাজ করছে। ফরেন্সিকের লোকেরা ফিংগার প্রিন্টের জন্য ডাস্টিং এবং ফোটোগ্রাফারেরা রুমগুলোর ছবি তুলছে। স্কাই তিনতলায় তার অফিসে ঢুকল। ঢুকে আশপাশে তাকাল ভালো করে। তার সন্দেহ হল কিছু একটা এলোমেলো হয়েছে। তারপর তার নজর পড়ল ডেস্কের ওপর। পেপারোয়ার্কের ব্যাপারে সে খুব খুঁতখুঁতে। রেফারেন্স বুক, ফাইলপত্র ও কার্ড সে সবসময় ঠিকমত গুছিয়ে রাখে। কিন্তু ঢোকার পর মনে হচ্ছে সেগুলো একটু হলেও অন্যরকম, কেউ যেন তাড়াহুড়ো করে ঠিক করেছেন।

'মাদমোয়াজেল? পুলিশ অফিসার তার এমনভাবে তাকাল যেন কিছু একটা ঘটেছে। সে ডেস্কের ড্রয়ার খুলে কিছু ফাইল বের করে বগলদাবা করে নিল।

'কাজ হয়ে গেছে, জোর করে হাসার চেষ্টা করল সে। সে ভাবছিল যে ফাইলগুলো সরিয়েছে সেই খুন করেছে রেনার্ডকে। পুলিশ তাকে সাথে নিয়ে ব্যারিকেডের ওপরপাশে নিয়ে গেল। সে পুলিশকে ধন্যবাদ দিয়ে রওনা দিল। তার মনে হল পুলিশকে তার রুম সার্চ করার ঘটনাটা না জানানোটা ঠিক হয় কি না। পরে মনে হয় জানালে হয়ত পুলিশ ভেবে বসতে পারে তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

স্কাই মফেটার্ডে একটা উনিশ শতকে তৈরি একটি ম্যান্সার্ড রুফ হাউসে বাস করে। সে দ্রুত সিঁড়ি ভেঙ্গে এপার্টমেন্টে ঢুকল। ঢোকার পরই তার মন ছেয়ে গেল আতংকে। রুমটা দেখে মনে হল যেন সেখানে বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে।

চেয়ার ও সোফায় রাখা কুশন পড়ে আছে মেঝেতে। তার কফি টেবিল থেকে ম্যাগ্যাজিন ফেলে দেয়া হয়েছে মেঝেতে। শেলফের বইগুলো এলোমেলো। রান্নাঘরের অবস্থা আরো খারাপ। কেবিনেটগুলো সব খোলা আর কাপ প্লেট মেঝেতে পড়ে আছে চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায়। এলোমেলো বেড কভার।

রাগে কাঁপতে লাগল স্কাই। তার মনে হচ্ছিল কেউ তাকে ধর্ষণ করেছে। তার মনে হল যে, তার এপার্টমেন্টে এমন ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে সে হয়ত এখনো এখানে লুকিয়ে থাকতে পারে। সে ফায়ারপ্লেস থেকে একটা পোকার তুলে নিল। তার চোখ বাথরুমের দিকে। ধীরেধীরে পেছাতে লাগল সে। তার পেছনে মেঝেতে আওয়াজ হল।

সাথে সাথে ঘুরে মাথার ওপর তুলল পোকারটা।

'হ্যাঁ-লো, বলে উঠল অস্টিন। চোখজোড়া তার হয়ে উঠেছে বিস্ফোরিত।

স্কাই আরেকটু হলে জ্ঞান হারাত। পোকারটা সে ফেলে দিল। 'আমি দুঃখিত।' বলল সে।

'এভাবে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য আমিই দুঃখিত। দরজা খোলা বলে ঢুকে পড়ি।' সে স্কাইয়ের ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। 'তুমি ঠিক আছ?'

'তুমি আসাতে ঠিক আছি।'

অস্টিন লিভিংরুমের দিকে তাকাল। 'জানতাম না প্যারিসে টর্নেডো চলছে।'

'রেনার্ডকে যে খুন করেছে এটা তারই কাজ।'

'রেনার্ড? সে তোমার সাথে আটকা পড়েছিল না?'

'হ্যাঁ অফিসে ঢুকে তাকে গুলি করা হয়েছে।'

চোয়ার শক্ত হয়ে উঠল অস্টিনের। 'সবগুলো রুম চেক করেছ?'

'বাথরুম বাদে সবগুলো। ক্লজিটের ভেতরে তাকাবার সাহস হয়নি।'

সে বাথরুম থেকে ঢুকে এক মিনিট পর বের হয়ে আসল।

'তুমি কি ধূমপান কর?'

'আগে করতাম, এখন না। কেন?'

'তাহলে চিন্তিত হবার কারণ আছে।' সে সিগারেটের উচ্ছিষ্ট অংশ বের করল।

'বাথটাবের মধ্যে এ রকম অনেকগুলো টুকরা পেলাম। ক্লু একজন তোমার জন্য অপেক্ষা করছিল।'

'তাহলে চলে গেল কেন?'

'যে কারণেই যাক না কেন তোমার ভাগ্য ভালো যে সে চলে গেছে। রেনার্ডের ব্যাপারে বল।'

স্কাই সোফায় বসে সকাল থেকে ঘটে যাওয়া বর্ণনা দিয়ে গেল। 'আচ্ছা আমি যদি বাসার এ অবস্থার সাথে অফিসের ফাইল এলোমেলো ও রেনার্ডের হত্যার যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করি তাহলে কি ব্যাপারটা পাগলামি হবে?'

'না করলেই পাগলামি হবে। এপার্টমেন্ট থেকে কি কি হারিয়েছে?'

সে লিভিং রুমের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল।'বলা মুশকিল। তার চোখ আন্সারিং মেশিনের দিকে গেল।

'অদ্ভুত, বলল সে। 'যখন এপার্টমেন্ট ছেড়ে যাই তখন ছিল দু'টো ম্যাসেজ আর এখন চারটা।'

'একটা আমার। প্যারিসে পৌঁছে তোমাকে ফোন করেছিলাম। কেউ একজন বাকি দুটো ম্যাসেজ শুনেছে কারণ লাইট জ্বলছে না।'

প্লে বাটনে চাপ দিল অস্টিন, নিজ কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে। এরপর আবার প্লেতে চাপ দিল। ভেসে উঠল ডার্নির কণ্ঠ।

'স্কাই, চার্লস বলছি, আমি ভাবছিলাম হেলমেটটা আমার ভিলায় নিয়ে যাই। ব্যাপারটা যতখানি ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশি জটিল মনে হচ্ছে।

'ওহ ইশ্বর, বলে উঠল স্কাই। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার।

'তার মানে আমার জন্য যে অপেক্ষা করছিল সে ম্যাসেজটা শুনতে পেয়েছে।'

'চার্লসটা কে? প্রশ্ন অস্টিনের।'

'আমার পরিচিত। সে আন্টিকের ব্যবসা করে। আমি হেলমেটটা তার কাছে রেখে দেই পরীক্ষা করার জন্য। একটু দাঁড়াও।' সে কাগজের স্তূপ থেকে নিজের এড্রেস বুকটা খুঁজে বের করল। বুকের একটা পাতা ছেঁড়া। এড্রেস বুকটা সে অস্টিনকে দেখাল।

'সে যেই হোক না কেন সে ডার্নির কাছেই গেছে।'

'ওকে সতর্ক করে দাও।'

টেলিফোন তুলে নম্বর ডায়াল করল স্কাই।

'কেউ ধরছে না। এখন কি করি?'

'পুলিশকে খবর দেয়া উচিত। বলে উঠল অস্টিন।'

ভ্রু কোচকাল স্কাই। 'চালর্স সেটা পছন্দ করবে না। সে আইনের চোখে ফাঁকি দিয়ে কাজ করে। তার দোকানে পুলিশ গেলে সে বিপদে পড়ে যাবে।'

'জীবন বিপন্ন হলেও না?'

'সে ফোন রিসিভ করল না। এমনও তো হতে পারে সে দোকান ছেড়ে বের হয়ে গেছে। হয়ত আমরা অকারণে ভয় পাচ্ছি।'

অস্টিন অবশ্য অতটা আশাবাদী ছিল না। সে কথা বাড়াতে চাচ্ছিল না। 'দোকানটা এখান থেকে কতদূর?'

'নদীর ডান তীরে, ট্যাক্সিতে দশ মিনিটের পথ।'

'আমার সাথে গাড়ি আছে। পাঁচ মিনিটে পৌছে যাব।'

তারা সিঁড়ির দিকে ছুটল।

দোকানের ভেতরটা অন্ধকার ও দরজা তালাবদ্ধ। স্কাই ডার্নির দেয়া চাবিটা দিয়ে দরজাটা খুলল। অফিস রুমের পর্দার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে।

অস্টিন আস্তে আস্তে পর্দাটা সরাল। পর্দা সরিয়ে সে যা দেখতে পেল তাতে তার মনে হল ওয়্যাক্স মিউজিয়ামের কোনো দৃশ্য। একজন কাঁচাপাকা চুলধারী লোকের চিবুক একটা কাঠের শিপিং কন্টেনারের ওপরে রাখা যেন সে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি। তার হাত পা বাঁধা, মুখে লাগানো ডাস্ট টেপ।

একজন বিশালদেহী লোক তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে হাতে একটা দুই হাতলের ব্রডসোর্ড নিয়ে। মুখের ওপরের অংশ কালো মুখোশে ঢাকা। মুখোশটা খুলে ডার্নির মাথার ওপরে রাখল।

'যেখানে আছ সেখানেই থাকো। নড়ার চেষ্টা করলে তোমার বন্ধু মাথা হারাবে।'

স্কাই অস্টিনকে জড়িয়ে ধরল। অস্টিনের মনে পড়ল সেই ভুয়া রিপোর্টারের কথা যে গ্লেসিয়ারের নিচের টানেলটাকে পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছিল।

'আমরা যাব কেন? বলল অস্টিন নির্বিকার ভঙ্গিতে। 'কেবলতো আসলাম।'

হাসল দানব, তলোয়ারটা রাখল ডার্নির মাথার ওপর।

'এ লোকটা অত্যন্ত বোকা, বলল সে, তাকাল পুরাতন হেলমেটে ভর্তি একা শেলফের দিকে। 'সে কোনোভাবেই বলতে রাজি হচ্ছে না যে হেড পটটা কোথায় আছে।'

ডার্নির গোয়ার্তমিই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। খোঁজ দিলে এতক্ষণে ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেত তার।

'আমি নিশ্চিত এ হেলমেটগুলোর মধ্যে ঠিকই তোমার মাথায় ফিট হয়ে যাবে। বলল, অস্টিন লোকটা তাকাল স্কাইয়ের দিকে।

'তুমি তো নিশ্চই বলে, তাই না? তুমিতো আবার এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ।'

'রেনার্ডকে তুমিই খুন করেছ, তাই না? বলল স্কাই।

'ওর জন্য কষ্ট পেও না। সেই আমাকে তোমার ঠিকানা দিয়েছে। তলোয়ারটা কয়েক ইঞ্চি উঁচু করল সে। 'গ্লেসিয়ারের থেকে পাওয়া হেলমেটটা আমকে দিয়ে দাও। আমি তোমাদের সবাইকে যেতে দেব।'

জীবিত অবস্থায় না, ভাবল অস্টিন। হেলমেটটা পেয়ে গেলে রেনার্ডের মতো তাদের তিনজনকেও খুন করবে সে। অস্টিন এগোবার সিদ্ধান্ত নিল যদিও ব্যাপারটা ডার্নির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। সে দেয়াল থেকে কুঠার তুলে নিল।

'আমি তোমাকে তলোয়ারটা ফেলে দেবার পরামর্শ দেব।' বলল অস্টিন শীতল কণ্ঠে।

'মসিয়ো ডার্নির মাথার ওপর ফেলে দেই?

'ফেলতে পারো, বলল অস্টিন তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে। 'কিন্তু তাহলে তোমার টাকমাথাটা মেঝেতে গড়াগড়ি খাবে।' সে কুঠারটা তুলে নিল। অস্ত্রটা মধ্যযুগের হলেও মারাত্মক। কার্বন স্টিলহেডটা বর্শা হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব।

লোকটা অস্টিনের কণ্ঠস্বরে রীতিমত দমে যায়। সে উপলব্ধি করে সে যদি ডার্নি বা স্কাইকে হত্যা করে তাহলে সে এখান থেকে জীবিত যেতে পারবে না। তাই প্রথমে শেষ করতে হবে অস্টিনকে, তারপর বাকিদের। অস্টিনও বুঝে ফেলে ব্যাপারটা। সে মনে মনে এটাই চাচ্ছিল। তার অভিজ্ঞতা বলে প্রায়শই বিশালদেহী লোকজন তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত খর্বকায় লোকদের দুর্বল মনে করে। লোকটা অস্টিনের সামনে এগিয়ে আসল। তাকে লক্ষ্য করে চালাল তলোয়ার। এমন হামলার জন্য পুরোপুরি অপ্রস্তুত ছিল অস্টিন। সে বুঝতে পারল আসলে সেই তার প্রতিপক্ষকে দুর্বল বলে মনে করছিল।

বিশাল শরীরের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় হামলাটা চালিয়েছে সে। অস্টিন কোনো রকমে তার কুঠারটা তুলে ধরলে তলোয়ারটা বাধাপ্রাপ্ত হয়। তলোয়ারের ব্লেড আঘাত আনল কুঠারের ওপর। প্রচণ্ড আঘাত লাগল অস্টিনের হাতে। তলোয়ারটাও গলার কয়েক ইঞ্চি আগে এসে থেমে গেল। সে কোনোরকমে তলোয়ারটা সরিয়ে দিল। চালাল কুঠারটা।

আরেকটু হলে কুঠারটা দ্বিখণ্ডিত করে ফেলত বিশালদেহীকে যদি না সে ঠিক সময়ে সরে না পড়ত। অস্টিন উপলব্ধি করল মধ্যযুগীয় হাতিয়ার নিয়ে লড়াইয়ে পেশিশক্তির প্রয়োজন কতখানি। কুঠারটা অত্যন্ত ভারি হওয়ায় তা ধরে রাখা মুশকিল। পরে এক চক্কর দিয়ে নিজেকে সামলে নিল সে।

হামলার ক্ষিপ্রতা দেখে নিজেকে সামলে নিল সে। অস্টিনের এমন বেসামাল অবস্থা দেখে পদ্ধতি বদলাল সে। তলোয়ারটা সরাসরি সামনে ধরল।

বেশ বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপ, তলোয়ারটা অস্টিনের রক্ষণব্যূহ থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে ছিল। অস্টিন দক্ষতার সাথে তার দেহ সরিয়ে নিল। আবারো হামলা চালাল সে। শার্ট ছিঁড়ে গেল, বের হতে লাগল রক্ত। অস্টিন তলোয়ারের ওপর আবার আঘাত হানল। ধীরে ধীরে কুঠারটার বৈশিষ্ট্য বুঝে উঠতে শুরু করল অস্টিন। এ অস্ত্রটা ছিল সে যুগের এম-১৬। এর সাহায্যে একজন পদাতিক সৈন্য এক ঝটকায় একজন নাইটকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খতম করতে পারে। অস্টিন অনুধাবন করল ছোট ছোট আঘাতের মাধ্যমেই খুঁটিয়ে এ অস্ত্রকে সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যবহার করা সম্ভব।

ওদিকে বিশালদেহীও বুঝে উঠতে শুরু করেছে লড়াইয়ের হালহকিকত। সে অস্টিনের কুঠারের ধারালো অংশের ওপর আঘাত হানতে লাগল। সে হেলমেট সাজানো একটা টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। সামনে এগুতে না পেরে তলোয়ারটা তুলে নিল প্রতিঘাতের জন্য। অস্টিন তার মুখে মারল ঘুষি। লুটিয়ে পড়ল বিশালদেহী টেবিলের ওপর, হেলমেটগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল।

বিশালদেহী একটা হেলমেটের ওপর পা পড়লেও নিজেকে সামলে নিল। আহত সিংহের মতো সে ঝাঁপিয়ে পড়ল অস্টিনের ওপর। একের পর এক আঘাত করে তাকে কোণঠাসা করে ফেলল। আর এগুতে পারবে না বুঝতে পেরে অস্টিন তুলে নিল তলোয়ারটা প্রস্তুত হল আঘাত হানতে।

অস্টিন বুঝতে পারিল কুঠার দিয়ে এ হামলা থামানো সম্ভব না। তাই সে শুরু করল পাল্টা হামলা। কুঠারটা তুলে নিয়ে আঘাত হানল তার গলার ওপর। লোকটার চোখ যেন বের হয়ে আসতে লাগল, মুখ দিয়ে গোঙ্গানি বের হয়ে আসল। কিন্তু গলায় পুরু চর্বি থাকায় গলার হাড়টা অক্ষত থেকে গেল। সে তার বামহাত থেকে তলোয়ারটা সরিয়ে কুঠারটা চেপে ধরল। অস্টিন আবারও কুঠারটা তার গলায় চেপে ধরার চেষ্টা করল। যখন তাতে কোনো কাজ হল না তখন সে তা সয়ে নিতে গেলে তা চেপে ধরল বিশালদেহী। ফলে সে পারল না সরাতে।

অস্টিন হাঁটু তুলে বিশালদেহীর উরুসন্ধিতে আঘাত করল। সামান্য গোঙ্গানি বের হয়ে আসল তার মুখ থেকে। লোকটার অণ্ডকোষ লোহার তৈরি, ভাবল অস্টিন। সে দু'হাতে ছাড়াবার চেষ্টা করল কুঠারটা। ফলশ্রুতিতে বিশালদেহী তার তলোয়ারটা ছেড়ে ডানহাতে চেপে ধরল কুঠারটা।

বিশালদেহী শারীরিক শক্তি কাজে লাগাল। সে বিজয়ীর ভঙ্গিতে কুঠারটা তুলে নিল।

অস্টিন চারপাশ দেখল। ওয়ার্কশপ অস্ত্রে ভর্তি থাকলেও সব তার নাগালের বাইরে। বিশালদেহী হাসতে হাসতে এগিয়ে গেল তার দিকে। অস্টিনের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেল।

কুঠার চালাল সে অস্টিনের উদ্দেশে। অস্টিন বিশালদেহীর পেটের ওপর সজোরে লাথি চালাল। লোকটা আর্তনাদ করে উঠল। হাত থেকে খসে পড়ল কুঠারটা।

অস্টিন উঠে দাঁড়িয়ে মাথা দিয়ে আঘাত করল বিশালদেহীর মুখে। সন্দেহ নেই আঘাতটা বেশ জোরালো ছিল। ঠিক তখন জ্যাকেটের পকেট থেকে সাইলেন্সার লাগানো একটা পিস্তল বের করল বিশালদেহী। গুলি এড়াতে সরে গেল অস্টিন। ঠিক তখন জাদুর মতো একটা পালক লাগানো কাঠি এসে আঘাত করে বিশালদেহীর হাতে। পিস্তলটা তার হাত থেকে ছিটকে পড়ে যায়।

অস্টিন ঘুরে দেখতে পায় স্কাই একটা ক্রস বো হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সে কাঁপা হাতে ধনুকের মধ্যে আরেকটা তীর ঢুকাতে যাচ্ছিল। বিশালদেহী একবার অস্টিন ও একবার স্কাইয়ের দিকে তাকায়। অস্টিন পিস্তল তুলে নেবার জন্য এগিয়ে গেল। সে কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে হেলমেটের স্তূপ

থেকে একটা হেলমেট নিয়ে দোকানের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল। পিস্তল হাতে অস্টিন সাবধানে এগিয়ে গেল। যতক্ষণে সে বাইরে তাকাল ততক্ষণে গায়েব হয়ে গেছে বিশালদেহী। ঘরের ভেতরে ঢুকল সে। লক করে দিল সামনের দরজা। স্কাই ডার্নির বাঁধন খুলে সাহায্য করল তাকে উঠে দাঁড়াতে। অস্টিন স্কাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি তো আমাকে কখনো বল নি তুমি তীরন্দাজিত ওস্তাদ।'

স্কাইয়ের মুখভর্তি বিস্ময়! আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না আমি এটা করতে পেরেছি। আমি শুধু চোখ বুজে এটা চালিয়ে দেই। সে তার শার্টে লেগে থাকা রক্ত দেখতে পেয়ে বলল, 'তোমার আঘাত লেগেছে।'

অস্টিন গ্রাহ্য করল না ব্যাপারটা । 'তেমন কিছু না। তবে একটা নতুন শার্ট কিনতে হবে।'

'আপনি ফচার্ড নিয়ে বেশ ভালো লড়েছেন, বলল ডার্নি।

'কি?' প্রশ্ন অস্টিনের।

'যে অস্ত্রটা ব্যবহার করলেন সেটার নাম ফচার্ড, পঞ্চদশ শতকের পোল আর্ম, মধ্যযুগে বেশ শক্তিশালী আঘাত হানতে পারত। আপনাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে।'

'না, নামটা চেনা চেনা লাগল, 'অস্ত্র বিষয়ে আলোচনাটা বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে, বলল স্কাই। 'তো এখন কি করব?'

'আমরা পুলিশ ডাকতে পারি, বলল অস্টিন। ডার্নিকে শংকিত দেখাল।

'তাদের এখান থেকে দূরে রাখাই ভালো।'

'স্কাই এ ব্যাপারে আমাকে আগেই জানিয়েছে। তবে এটাও ঠিক যে পুলিশকে এ কাহিনী বিশ্বাস করানো কঠিন হবে যে একজন দানব তলোয়ার হাতে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।'

স্কাই হেলমেটগুলোর স্তুপ পরীক্ষা করতে লাগল। 'জিনিসটা এখানে নেই বলে উঠল সে।

জবাবে হাসল ডার্নি, দেয়াল থেকে একটা কাঠের প্যানেল খুলে ফেলল সে। উন্মুক্ত হল একটা সিন্দুক। তারপর একটা কম্বিনেশন ঘোরবার পর খুলে যায় সেই সিন্দুক আর তা থেকে বের করে সে হেলমেটটা।

'এটা নিয়ে বহু কাহিনী ঘটে গেল।'

'তোমাকে এর সাথে জড়াবার জন্য আমি দুঃখিত, বলল স্কাই। 'এ লোকটা আমার এপার্টমেন্টে আমারই জন্য অপেক্ষা করছিল। সেখানে সে তোমার ফোনকল পায়।'

'তোমার কোনো দোষ নেই। আমি ফোনে বলেছিলাম জিনিসটা আরো ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে। তাই দোকান বন্ধ রেখে ভিলায় যাচ্ছি। আমি খুশি হব যদি তুমি আমার সাথে চল।'

সে ভাবল কিছুক্ষণ। 'ধন্যবাদ কিন্তু আমার অনেক কাজ। রেনার্ডের মৃত্যুতে পুরো ডিপার্টমেন্ট তোলপাড়। তুমি যতদিন খুশি এ হেলমেট রাখ।'

'আচ্ছা তবে আজ রাতে কিন্তু তুমি আমার এপার্টমেন্টে থাকতে পার।'

'আমার মনে হয় মুসিয়ো ডার্নির দাওয়াত তোমার গ্রহণ করা উচিত। বলল অস্টিন। 'আমরা সকালে কাজে যেতে পারি।'

স্কাই ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে বলল এপার্টমেন্টে ফিরে তাকে কাপড়চোপড় নিতে হবে। অস্টিন গেল তার সাথে। স্কাইয়ের জন্য অপেক্ষা করার সময় বেজে উঠল তার মোবাইল ফোন।

ফোন তুলে সে কিছুক্ষণ কথা বলল, মুখে ফুটে উঠল হাসি।

'চমৎকার। রেসিন সেক্রেটারি। কাল তিনি আমাদের সাথে দেখা করতে রাজি হয়েছেন।'

'ফচার্ড? এখন বুঝলাম নামটা কেন তোমার কাছে পরিচিত। কি ঘটনা বলত?'

অস্টিন স্কাইকে তার এয়ার মিউজিয়াম থেকে পাওয়া তথ্যগুলো বর্ণনা করল যাতে প্রমাণ হয় বরফে থাকা লাশটার সাথে ফচার্ড পরিবারের সম্পর্ক রয়েছে। স্কাই বলে উঠল, আমিও তোমার সাথে যেতে চাই,

'আমার মনে হয় না ব্যাপারটা ঠিক হবে। ব্যাপারটা বিপজ্জনকও হতে পারে।'

জবাবে হেসে উঠল স্কাই। 'একজন বয়স্ক মহিলা? বিপজ্জনক?' 'শুনতে হাস্যকর মনে হতে পারে, স্কীকার করল অস্টিন। 'কিন্তু হেলমেটটা নিয়ে এতসব ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর তোমাকে আমি এসবের সাথে জড়াতে চাচ্ছি না। বলল সে।'

'আমি ইতিমধ্যে জড়িয়ে গেছি, বলল সে। 'তাছাড়া আমি একজন অস্ত্র বিশেষজ্ঞ, তোমার কাজে লাগতে পারি।'

'যৌক্তিক কথা, বলল অস্টিন। 'ঠিক আছে। তোমাকে আমি ভুয়া নামে আমার সহকারী বানিয়ে যাব।'

স্কাই অস্টিনের গলা জড়িয়ে চুমু খেয়ে বলল 'তোমাকে এর জন্য আফসোস করতে হবে না।'

তের

কৃষকটা লে সুভেনির গাইতে গাইতে ট্রাক চালাচ্ছিল। এমন সময় তার উইন্ডশিল্ডের ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা ছায়া। তীব্র আওয়াজে এলোমেলো

হয়ে গেল সবকিছু। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকটা নালায় পড়ে গেল। পেছনে থাকা কাঠের খাঁচাটা আসলো বের হয়ে। সাথে সাথে বের হয়ে আসলো শতশত মুরগি।

ড্রাইভার গাড়ি থেকে বের হয়ে প্লেনটার উদ্দেশে শাপশাপান্ত করতে লাগল। প্লেনটা আবারো তার ওপর দিয়ে উড়ে গেল, উঠে গেল আকাশে। নিজের হাসি যেন থামাতে পারছিল না আর পাইলট। সে শতশত একর জুড়ে বিস্তৃত আঙ্গুরের বাগানের ওপর দিয়ে উড়ে গেল। সুইচ টিপল সে, প্লেনের ডানার নিচে লাগানো টুইন পড থেকে কীটনাশকের মেঘ তৈরি হল। ছড়িয়ে পড়তে লাগল ক্ষেতের ওপরে। দিক বদলাল সে। আঙ্গুরের বাগান ছেড়ে ঘন বন ও কালো লেক।

ধীরেধীরে উচ্চতা বাড়াতে লাগল সে, এগুতে থাকল পাহাড়ের দিকে।

প্লেনটা নিচে নামতে শুরু করল, সামনে পড়ল একটা পাথুরে দেয়াল ঘেরা গার্ড টাওয়ার। প্রাসাদের চারপাশ ঘিরে রয়েছে চওড়া পরিখা।

প্লেনের সামনের শ্যাতোর ছাদের ওপর দিয়ে উড়ে সামান্য দূরে এয়ার স্ট্রিপে ল্যান্ড করল। পাইলট প্লেন থেকে নামতেই একদল ক্রু প্লেনটাকে নিয়ে গেল ফ্লাগস্টোন হ্যাঙ্গারে।

ক্রুদের দিকে না তাকিয়ে এমিল ফচার্ড এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে। কালো ইতালিয় লেদারে তৈরি ফ্লাইং স্যুটের মধ্যে দিয়ে বের হয়ে আসছে পেশিবহুল শরীর। গগলস খুলে তা তুলে দিল শোফারের হাতে। ড্রাইভারটার ভয়ার্ত চেহারার কথা মনে করতে করতে সে চেপে বসল গাড়ির ব্যাকসিটে। গাড়ির বিল্ট ইন বার থেকে একটা কনিয়াকের বোতল ও গ্লাস বের করল।

ফচার্ডএর চেহারায় নির্বাক যুগের চলচ্চিত্রের অভিনেতাদের ছাপ রয়েছে। সুদর্শন চেহারার অধিকারী সে। দেখে মনে হয় যেন মার্বেলের মূর্তি যার মধ্যে নেই মানবতার ছোঁয়া, তার উদ্ধত কালো চোখজোড়ার মধ্যে গোখরোর উষ্ণতা।

স্থানীয় কৃষকেরা বিশ্বাস করে তার সাথে স্বয়ং শয়তানের যোগাযোগ রয়েছে, অনেকেতো এমনো ভাবে যে সে নিজেই শয়তান। গাড়ির ড্রাইভোয়ের ভেতর দিয়ে এগুচ্ছে। ড্রাইভোয়ের দু,পাশে গাছপালার আচ্ছাদনে সৃষ্টি হয়েছে একটা টানেল যা শ্যাতোর প্রবেশপথ পর্যন্ত বিস্তৃত। গাড়িটা পরিখা ও শ্যাতের প্রবেশপথ অতিক্রম করে।

ফচার্ড শ্যাতে এক অসাধারণ স্থাপনা, রেনেসা ডিজাইনে গড়া ক্যাসেলগুলোর মধ্যে এতটা চমৎকার নির্মাণশৈলি আর কোথাও দেখা যায়নি। বিশাল এ ইমারতের প্রতিটা কোণায় একটা করে মধ্যযুগীয় টাওয়ার বসানো।

পেশিবহুল দেহের মাথা কামানো এক লোক শ্যাতোর নক্সাকাটা ভারি ডবলডোরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার চেহারা গায়ক পিটবুলের মতো, পরনে বাটলারের পোশাক।

'আপনার মা আর্মারিতে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

'আমি নিশ্চিত তিনি করছেন মার্সেল, বলল এমিল। বাটলারকে সে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

মার্সেল একটা ছোট দেহরক্ষী দলের প্রধান যাদের কাজ হল এমিলের মায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এমনকি এমিল নিজেও এদের বাধা না পেরিয়ে মায়ের কাছে পৌছতে পারেন। এদের অনেকে ফ্রেঞ্চ মবের সাবেক এনফোর্সার, রবে তার মা মার্সেলের মতো ফ্রেঞ্চ লিজিয়নের সাবেক সদস্যদের ওপর বেশি ভরসা করে। নিজের বাড়িতেই নিজেকে বহিরাগত মনে হয় তার।

সে এক বিশাল ভেস্টিবিউল যা অর্নেট ট্রাপেস্ট্রি দ্বারা অতিক্রম করে একটা পোট্রেট গ্যালারির দীর্ঘ করিডোর ধরে এগিয়ে গেল।

শতশত পোট্রেট ঝুলছে গ্যালারিতে, সেগুলোর দিকে ফিরেও তাকাল না এমিল। পূর্বপুরুষদের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই তার। এটাও জানার আগ্রহ নেই যে তাদের অনেকেই এখানে বড় বিভৎসভাবে প্রাণ হারিয়েছে। শতশত বছর ধরে ফচার্ড পরিবার এ প্রাসাদে বসবাস করছে। এ প্রাসাদে তারা দখল করে আগের মালিককে হত্যা করে। এরপর এ প্রাসাদের এমন কোনো প্যান্ট্রি, বেডরুম, ডাইনিং হল বা কিচেন নেই যেখানে ফচার্ড বা তাদের কোনো শত্রু ছুরিকাঘাত কিংবা বিষক্রিয়ায় প্রাণ হারায়নি। যদি ভূতপ্রেত বলে কিছু থাকত তাহলে এখানকার প্রতিটি করিডের হত ভূতের আখড়া।

বিশাল দরজা পার হয়ে আর্মারিতে পৌছল এমিল। বিশাল হল ঘর, বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র পড়ে আছে সেখানে শতশত বছর ধরে। ব্রোঞ্জের তলোয়ার থেকে শুরু করে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সবই ক্রমানুসারে সাজানো আছে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশটা সম্ভবত মধ্যযুগীয় নাইটদের বর্মগুলো।

এমিল আরেকটা দরজা যা মিলিটারি হিস্ট্রির লাইব্রেরির পাশে অবস্থিত দিয়ে প্রবেশ করল। একটা অক্টাগল অকোলস মেহগনি কাঠের ডেস্ককে আলোকিত করে রেখেছে। একজন মহিলা ডেস্কের পেছনে বসে কাগজপত্র ঘটছে, পরনে তার কালো বিজনেস স্যুট।

যদিও রেসিন ফচার্ডের যৌবন অনেক আগেই পার হয়ে গেছে তবুও তার সৌন্দর্য আজও অটুট। ফ্যাশন মডেলদের মতো ফিগারের অধিকারী তিনি যেখানে তার বয়সের অনেকেই বয়সের ভারে নুজ। চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে তার

কিন্তু গাছের রঙ পোরসিলিনের মতো সাদা। অনেকে তার চেহারার সাথে নেফারতিতির মিল খুঁজে পায়।

মাদাম ফচার্ড শীতল দৃষ্টিতে তার পুত্রের দিকে তাকালেন। 'আমি তোমার জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি এমিল, বললেন তিনি। তার কণ্ঠ নরম কিন্তু তাতে কর্তৃত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। ফচার্ড চতুর্দশ শতকের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। 'দুঃখিত মা, চেহারার মধ্যে একটা ড্যাম কেয়ার ভাব। 'ফাকার দিয়ে আঙ্গুর ক্ষেতে ওষুধ ছিটাতে দেরি হয়ে গেছে।'

'ছাদের টালিগুলোর কাঁপুনি শুনতে পেয়েছি, বললেন রেসিন ভ্রু কুচকে।

'আজ সকালে কয়টা গরুভেড়াকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ?'

'একটাও না, বলল সে হাসিমুখে। 'তবে একটা কনভয়ে হামলা চালিয়ে মিত্র বাহিনীর কিছু সৈন্যকে মুক্ত করেছি।'

মাদামের অবাক দৃষ্টি দেখে সে জোরে হেসে ফেলল। 'আচ্ছা, আমি একটা মুরগি ভর্তি ট্রাককে ভয় পাইয়ে নালার মধ্যে ফেলে দিয়েছি।'

'তোমার অভিযানগুলো নিঃসন্দেহে বেশ রোমাঞ্চকর কিন্তু তার জন্য চাষিদের ক্ষতিপূরণ দিতে দিতে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। এসব ছাড়াও তোমার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে, যেমন ফচার্ড সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত।.

ফচার্ড মায়ের কণ্ঠে শীতলাতা টের পেয়ে সোজা হয়ে বসল ঠিক যেমন স্কুল ছাত্ররা ধমক খেয়ে সোজা হয়ে বসে।

'সেটা জানি মা। এসব আমি স্রেফ সময় কাটাবার জন্য করি।'

'আশা করি তুমি আমাদের পরিবারের ওপর হুমকি হয়ে ওঠা ব্যাপারগুলো নিয়ে ভেবে দেখেছ। শতশত বছর ধরে গড়ে ওঠা ফচার্ড সাম্রাজ্যের তুমি উত্তরাধিকারী। এ দায়িত্ব হালকাভাবে নেয়ার নয়।'

'নিচ্ছি না। তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে বিব্রতকর একটা ঝামেলাকে হাজার হাজার টন বরফের নিচে চাপা দিয়ে এসেছি।'

রেসিনের মুখে হাসি ফুটে উঠল। তের সাদা দাঁত বের হয়ে আসলো। জানি না জুলস বিব্রতকর একটা ঝামেলা কথাটা শুনলে কি মনে করত। সেবাস্তিয়ানের ভুলের জন্য মহামূল্যবান প্রত্নতত্ত্বিক নিদের্শনটা আমরা হারাতে বসেছিলাম।'

'সে তো জানত না হেলমেটটা বরফের তলায় আছে। সে গিয়েছিল স্ট্রংবক্সটা আনতে।'

'বিফলে গেল সব।' সে বক্সের ঢাকনাটা খুলল। 'ভেতরের ডকুমেন্টগুলো পানিতে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।'

'আমরা জানতাম না,

সে তার অজুহাত আমলে ছিল না। 'এটা জানত না যে একজন আর্কিওলজিস্ট মহিলা হেলমেটটা নিয়ে পালিয়েছে। যেকোন মূল্যে হোক আমাদের হেলমেটটা উদ্ধার করতে হবে। আমাদের সবকিছুর সাফল্য ব্যর্থতা এখন এর ওপর নির্ভর করছে, সরবোনের ব্যাপারটা একেবারে ঘোলাটে হয়ে গেছে। পুলিশ আগ্রহী হয়ে উঠেছে। সে ওই আন্টিক ডিলারের কাছ থেকে যা এনেছে সেটা থিয়েটারের জন্য ব্যবহৃত সস্তা চীনা হেলমেট।'

'আমি ব্যাপারটা দেখছি।'

'দেখাদেখি বাদ দিয়ে কাজে নামো। আমাদের পরিবারে ব্যর্থতার কোনো স্থান নেই। সেবাস্তিয়ান আমাদের জন্য বোঝা হয়ে গিয়েছে। হয়ত সরবোনে কেউ তাকে দেখে ফেলেছে। তার ব্যবস্থা কর।'

মাথা ঝাঁকাল এমিল। 'করব।

রেসিন জানত তার ছেলে মিথ্যা কথা বলছে। সরবোন তার পুত্রের অনুগত। এমন অনুগত লোককে হাতছাড়া করতে চাইবে না সে। ফচার্ড পরিবারে ক্ষমতার জন্য একে অপরের বুকে ছুরি বসাতে দ্বিধা করে না।

'তাড়াতাড়ি কর।'

'করব। আমাদের গোপনীয়তা কখনো ফাঁস হবে না।'

'হবে না? আমরা আরেকটু হলেই ফেঁসে যেতাম। এখনো বিপদ যায়নি। আমাদের ভবিষ্যত এখন একজন অচেনা মানুষের হাতে। জানি না কি সমস্যা আছে। আমাকে অনুসরণ কর। দেখলে না কিভাবে ড. ম্যাকলিনকে কোনো রকম ঝামেলা ছাড়া নিয়ে আসলাম।' হাসল এমিল। 'কিন্তু মা বাকি বিজ্ঞানীদেরতো দুর্ঘটনায় ফেলে দিয়েছিলে।'

শীতল দৃষ্টিতে তিনি ছেলের দিকে তাকালেন। 'ওটা একটা মিসক্যালকুলেশন। নিজেকে নিখুঁত বলে দাবি করব না আমি। ভুল স্বীকার করে নিয়ে তা থেকে শিক্ষা নেয়াটা ম্যাচিউরিটির লক্ষণ। ড. ম্যাকলিন কাজ শুরু করেছেন, ততক্ষণে আমরা হেলমেটটা খুঁজে বের করি। কাজ কতদুর হল।'

'সেই আন্টিক ডিলার ডার্নি উধাও হয়ে গেছে। তাকে খোঁজা হচ্ছে।.

'আর সেই মহিলা?'

'মনে হয় সেও প্যারিস থেকে উধাও হয়ে গেছে।'

'খুঁজতে থাকো। আমি আমার কিছু ব্যক্তিগত এজেন্ট পাঠিয়েছি। আমাদের কাজ করতে হবে গোপনে। ওদিকে আমাদের এন্টারপ্রাইজের ওপর আরেকটা হুমকি দেখা দিয়েছে। লস্ট সিটিতে নুমার সাহায্যে উডসহোল ওশেনোগ্রাফিক ইন্সটিটিউট একটা অভিযানের আয়োজন করেছে।'

'কার্ট অস্টিন, যে লোক গ্লেসিয়ারের নিচের উদ্ধার অভিযানে অংশ নিয়েছিল সেও কিন্তু নুমার সদস্য। কোনো যোগাযোগ থাকতে পারে?'

'মনে হয় না, বলল রেসিল। 'এ যৌথ অভিযানের সিদ্ধান্ত এ লোক জড়াবার আগেই হয়েছে। আমি এ অভিযানের ব্যাপারে ভেবেছি। ওখানে আমাদের সব কার্যকলাপ এ অভিযানের মাধ্যমে প্রকাশ হয়ে যেতে পারে।'

'সেটা হতে দেয়া যাবে না।'

'আমি একমত। সেজন্য আমি একটা প্ল্যান করেছি, আমরা ডিপ সী ভেহিকেল আলভিন প্রথম ডাইভেই গায়েব করে দেব।'

'সেটা কি করে সম্ভব? তাহলে তো ব্যাপক খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যাবে। শুরু হবে ব্যাপক তোলপাড়।'

মুখে কৌতুকবিহীন হাসি রেসিনের। 'সত্যি, কিন্তু সেটা যদি বাইরের দুনিয়া জানতে পারে। আমরা সাপোর্ট শিপও গায়েব করে দেব এবং সেটা আলভিন রিপোর্ট করার আগে। অনুসন্ধানকারীদের হাজার হাজার মাইল এলাকার মধ্যে খুঁজতে হবে।'

'ক্রু সহ গোটা জাহাজ গায়েব? আমি জানতাম না তুমি জাদুও জানো।'

'তাহলে আমাকে দেখে শেখো। ভুলকে বানাও সাফল্যের সিঁড়ি। লস্ট সিটির উদ্দেশে আমরা আমাদের ভুলের ফসলে ভরা একটা জাহাজ পাঠিয়েছি। জাহাজটা রিমোর্ট কন্ট্রোলের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ হবে। আলভিন পানিতে নামার সাথে সাথে শিপ থেকে মে ডে এর সিগন্যাল আসবে, বলা হবে আগুন লেগেছে। রিসার্চ শিপ থেকে উদ্ধারের জন্য আসবে বোট। তারা মুখোমুখি হবে সেই ক্ষুধার্ত রাক্ষসগুলোর। কাজ শেষ হবার পর জাহাজটা রিসার্চ ভেসেলের কাছে ভিড়বে আর ভেতরে থাকা বোমার বিস্ফোরণে দু'টো জাহাজ একসাথে বিস্ফোরিত হয়ে ডুবে যাবে। কোনো সাক্ষী থাকবে না। টেলিভিশনের লোকটার ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে চাই না আমি।'

'আসলেই বিব্রতকর।' স্বীকার করল এমিল।'

'আমাদের ভাগ্য ভালো যে বেঁচে থাকা মেয়েটাকে সবাই পাগল মনে করেছে। আরেকটা কথা কার্ট অস্টিন আমার সাথে দেখা করতে চায়। সে বলল, তার কাছে নাকি আমাদের পরিবারের ব্যাপারে কিছু তথ্য আছে, গ্লেসিয়ারের লাশটার ব্যাপারে।'

'সে জুলসের ব্যাপারটা জানে?'

'দেখা যাক। আমি ওকে আসতে বলেছি। যদি দেখি সে খুব বেশি জেনে গেছে তাহলে তোমার হাতে তুলে দেব।'

এমিল উঠে দাঁড়িয়ে তার মায়ের গালে চুমু খেয়ে চলে গেল। ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকিল রেসিন। ফচার্ড পরিবারের সব বৈশিষ্ট্যই রয়েছে এমিলের মধ্যে। পিতার মতই সে মেধাবী নিষ্ঠুর ও লোভী। আবার পিতার মতোই উপস্থিত বুদ্ধির অভাব ও অধৈর্য। এ কারণেই নিজের স্বামীকে হত্যা করেছিল সে। এমিল তার উত্তরসূরি হবার স্বপ্ন দেখে যাচ্ছে কিন্তু তার হাতে এ বিশাল সাম্রাজ্য দেবার ব্যাপারে সে সন্দিহান। সে এটাও জানে প্রয়োজন হলে সে নিজের মাকেও হত্যা করতে দ্বিধা করবে না। এই একটা কারণে তার মহাপরিকল্পনা কথা তাকে জানায়নি সে জানায়নি সেই হেলমেটটার গুরুত্ব।

ফোনটা তুলে নিল সে। মুরগি ব্যবসায়ীকে খুঁজে বের করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তাকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, ভাবল মায়ের দায়িত্ব কখনো শেষ হয় না।'

চৌদ্দ

শান্ত সমুদ্র ও চমৎকার বাতাসের কল্যাণে রিসার্চ ভেসেল আটলান্টিক আজারোস দ্বীপ থেকে কিছুদূরে আটলান্টিক মাসিক নামে একটা ডুবো পাহাড়ের সাথে নোঙর করে।

জাহাজটা আজারোস দ্বীপের দক্ষিণে ও বারমুড়া দ্বীপের থেকে দেড় হাজার মাইল দূরে অবস্থান করছে।

আগামীকার সকালে পানিতে নামবে আলভিন। ডিনারের পর পল ও গ্যামি অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সাথে মিটিংয়ে বসল। তারা সিদ্ধান্ত নিল লস্ট সিটি ও তার আশপাশের এলাকা থেকে পাথর, খনিজ ও উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ এবং যতটা সম্ভব ভিজুয়াল অবজারভেশন করা হবে।

আলভিন গ্রুপে মোট সাতজন পাইলট ও ইঞ্জিনিয়ার সকাল ছয়টায় উঠে চৌদ্দ পৃষ্ঠার একটা চেকলিস্ট মেলাতে শুরু করল। সাতটা নাগাদ ইক্যুইপমেন্ট, ব্যাটারি ও অন্যান্য জিনিসপত্র চেকিং করা হল। তারা একটা করে স্টিল ও ভিডি ক্যামেরা, লাঞ্চ বক্স ও অতিরিক্ত গরম কাপড় তুলে নিল। সাবমারসিবলের সাথে লোহার বার লাগানো হল যেন তা পানিতে তাড়াতাড়ি তলিয়ে যেতে পারে। আলভিন সমুদ্রে খাড়াভাবে পড়বে, ডাইভ দিয়ে নয়। ওঠার সময় লোহাগুলো খুলে নেয়া হবে। নিরাপত্তার খাতিরে ম্যানুপলেটর আর্ম খুলে নেবার ব্যবস্থা আছে। তারপরও যদি সাবমারসিবলটা বিপদে পড়ে যায় তাহলে ক্রুদের জন্য অন্তত বাহাত্তর ঘণ্টার লাইফ সাপোর্ট থাকবে।

পল ট্রাউট একজন অভিজ্ঞ জেলে যে সমুদ্রের গতিবিধি সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে। এ পরিবেশে ড্রাইভ দেবার জন্য পারফেক্ট। সন্তুষ্ট হয়ে সমুদ্রতলে

দুটি ট্রান্সপন্ডার নামাবার নির্দেশ দিল সে। ট্রান্সপন্ডারগুলো একটা পিং আওয়াজ করল যার দ্বারা এ অন্ধকার জগতে পজিশন ট্রাক করা যাবে।

গ্যামি তার কাছে দাঁড়িয়ে ড. অসবোর্নের সাথে গর্গন উইড ইনফেস্টেগেশনের সর্বশেষ স্যাটেলাইট ফটো নিয়ে কথা বলছে।

'আমরা যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও দ্রুত ছড়াচ্ছে শৈবালগুলো, বলল অসবোর্ন। 'এদের বিশাল স্তুপ ইস্ট কোস্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, দেখা গেছে প্যাসেফিকেও।'

'আলভিন কিছুক্ষণের মধ্যেই লঞ্চ হতে যাচ্ছে, বলল গ্যামি। 'পানি মোটামোটি পরিষ্কার থাকবে।'

'তোমাদের যা যা প্রয়োজন তো তোমরা পাবে, বলল অসবোর্ন। 'চোখ-কান খোলা রেখ, বিশেষ করে এর উৎসের জায়গাগুলোতে। উৎসগুলো হয়ত খুব সহজে চোখে ধরা পড়বে না।'

'ক্যামেরাতো পুরো সময় খোলা থাকবে। নিচে কিছু বোঝা না গেলেও পরে ছবি দেখে বোঝা যাবে।' বলল গ্যামি। 'কিছু পেলে আপনাকে ছবিগুলো পাঠিয়ে দেব।'

ফোন রেখে অসবোর্নের কথাগুলো পলকে শোনাল সে। যাওয়ার সময় হয়েছে, একদল লোক ফ্যানটেইলে জড়ো হয়েছে। তাদের দলনেতার নাম চার্লি বেক। জাহাজের ক্রুদের সাথে নিরাপত্তার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছে।

'আপনাদের সাহস আছে বলতে হবে, বলল সে। 'সিল ডেলিভারি ভেহিকেলে চড়লে আমার ক্লাস্টোফোবিয়া হয়ে যেত।'

'সমস্যা নেই, বলল গ্যামি। 'কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার মাত্র।'

ডাঙ্গায় থাকালালীন সাবমারসিবলটা একটা হ্যাঙ্গারে থাকে। হ্যাঙ্গারের দরজাটা খুলে গেল, বের হল সাবমারসিবলটা। ট্রাউট ও পাইলট সাবের লাল রঙের ওপরের অংশে উঠল। তারপর জুতা খুলে ও উনত্রিশ ইঞ্চির ঢাকনা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল।

দুইজন এসকট ড্রাইভার সাবমারসিবলের ওপর বেয়ে উঠে এ ফ্রেম থেকে একটা উইঞ্চ লাইন লাগিয়ে দিল।

যখন এসব ঘটছিল তখন পাশে থেকে একটা নৌকা ছাড়া হল। আঠারো টনের যানটা চলে গেল পানিতে, এসকর্ট ড্রাইভারেরা তখনো সাথে, তারা এ ফ্রেমের লাইন খুলে দিল।

ভেতরে সাবমারসিবলের কেবিনে সবাই বসে পড়ল। কেবিনটা মূলত টাইটেনিয়ামের তৈরি। বিরাশি ইঞ্চি ডায়ামিটারের একটা কেবিন যার চারপাশে

শুধু প্যানেল যাতে পাওয়ার আক্টিভেশন, ব্যালাস্ট কন্ট্রোল, অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রপাতি রয়েছে। পাইলট একটা নিচু টুলের ওপর বসে সেখান থেকে তার সামনে থাকা জয়স্টিকের আমধ্যমে যানটা নিয়ন্ত্রণ করেন।

পাইলটের দুপাশে পাতা কুশনে কোন রকমে চাপাঁচাপি করে বসেছে ট্রাউট দম্পত্তি। পল বেশ উত্তেজিত, নিউ ইংল্যান্ডে থাকলে সে এমন উত্তেজনা বোধ করে। একজন ড্রিপ সি জিওলজিস্টের জন্য আলভিনের এ ছোট্ট পরিসর যেকোনো বিলাসবহুল কামরার চেয়ে আকর্ষণীয়। ১৯৬৪ সালে নেভির জন্য তৈরি হবার পর থেকে আলভিন পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো সাবমারসিবল হিসাবে পরিগণিত। পঁচিশ ফুট লম্বা এ যানটা খ্যাতি লাভ করে স্পেনের উপকূলে হারানো হাইড্রোজেন বোমা খুঁজে পেয়ে। এছাড়া তারা টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষেও গিয়েছিল। আলভিনে চড়তে পারাটা ভাগ্যের ব্যাপার আর পল নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করে।

আলভিনের পাইলটের দায়িত্বে আছে দক্ষিণ ক্যারোলিনা নিবাসী বায়োলজিস্ট স্যান্ডি জ্যাকসন। হালতা পাতলা গড়ন, বয়স ত্রিশের ঘরে। পরনে জিন্স আর উলের সোয়েটার।

গ্যামির পরনে ওয়ানপিস জাম্পুস্যুট আর ট্রাউট পরেছে স্টোন ওয়াশড জিন্স শার্ট আর বোম্বার জ্যাকেট। হালকা বাদামি চুলগুলো মাঝখানে সিঁথি করা দেখে এফ স্টট ফিজেরাল্ডের উপন্যাসের কোনো চরিত্র বলে মনে হচ্ছে।

'সাধারণ একটা জার্নি, বলল স্যান্ডি। সাবমারসিবল আড়াই হাজার ফুট নিচে নামতে শুরু করল। 'আলভিন প্রতি মিনিটে একশ ফুট নিচে নামতে পারে, তার মানে আধ ঘন্টারও কম সময়ে আমরা সমুদ্রের তলদেশে অবস্থান করব। সচরাচর এমন পরিস্থিতিতে আমরা ক্লাসিক্যাল মিউজিক বাজাই, বলল স্যান্ডি। 'অবশ্য এটা আপনাদের ইচ্ছা।'

'মেসার্ট এ মুহূর্তের জন্য পারফেক্ট, বলল গ্যামি।

কিছুক্ষণপর কেবিনে পিয়ানো কনসার্তোর আওয়াজ।

'অর্ধেক পথ হয়ে গেছে, পনের মিনিট পর বলল স্যান্ডি।

মুখে হাসি ফুটল ট্রাউটের। 'তর সইছে না আর।'

আলভিন যখন পানিতে তলিয়ে যাচ্ছিল খন ডাইভ এরিয়ার ওপরে আটলান্টিস চক্কর কাটছিল বৃত্তাকারে। সাপোর্ট ক্রুরা চিফ সায়েন্টিস্টদের সাথে জড়ো হয়ে চার্ট রুমে ডাইভটা মনিটর করছে। আকুস্টিক টেলিফোনে স্যান্ডি তাদের কাজের ব্যাপারে রিপোর্ট করল। তারপর সে নজর ফেরাল ট্রাউটের দিকে।

'লস্ট সিটি সম্পর্কে কি জানেন?'

'যদ্দুর জানি ২০০০ সালে জায়গাটা ঘটনা চক্রে আবিষ্কার হয়। ব্যাপারটা সবার কাছেই অবাক করার মতো ছিল।'

মাথা ঝাঁকাল স্যান্ডি। 'অবাক না বলে হতবাক শব্দটা ব্যবহার করলেই বোধহয় ভালো হত। আমরা জাহাজের পেছনে আগ্রো-২ কে নিয়ে মাঝ সমুদ্রে আগ্নেয়গিরির অবস্থান সম্পর্কে তথ্য নিচ্ছিলাম। মাঝরাতের দিকে আমাদের সেকেন্ড শিফট টিম লিডারের মনিটরে ক্রিসমাস ট্রির মতো একটা সাদা অবয়ব ফুটে উঠেছে। বুঝে গেলাম থার্মাল ভেন্টের সাথে ঘটেছে সংঘর্ষ। অন্যান্য ভেন্টের মতো এখানে টিউব ওয়ার্ম কিংবা শামুকের অস্তিত্ব নেই। খবর ছড়িয়ে পড়ল চারদিক। আমরা সবাই শিপের কন্ট্রোল কেবিনে জড়ো হলাম। দেখতে লাগলাম টাওয়ার।

'শুনেছি এক বিজ্ঞানী নাকি বলেছে, লস্ট সিটি যদি মাটিতে থাকত তাহলে নাকি ন্যাশনাল পার্কে পরিণত হত।' বলল পল।

'এর অবস্থানটা আরো বেশি ইন্টারেস্টিং। আগে যেসব ভেন্ট আবিষ্কৃত হয়েছিল যেমন ব্ল্যাক স্মোকার্স সেগুলো টেকটনিক প্লেটের মাধ্যমে তৈরি। কিন্তু লস্ট সিটির সবচেয়ে কাছের ভল্কানিক সেন্টারটা নয় মাইল দূরে। আমরা কালকে সেখানে যাব।'

'আমি শুনেছি কোনো কোনো কলাম নাকি বিশ তলা সমান উঁচু। বলল পল।

স্যান্ডি ফ্লাডলাইট জ্বেলে ভিউপোর্টের দিকে ইঙ্গিত করল, নিজেই দেখুন।'

পল ও গ্যামি সার্কুলার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। ছবিতে লস্ট সিটিকে আগে দেখলেও বাস্তবে সেবারই প্রথম দেখা। এমন দৃশ্য তারা আগে কখনো দেখেনি।

পলের চোখ উত্তেজনায় ভরে উঠল। তাদের যানটা বিশাল কলামের মধ্যে নিয়ে চলে গেল। কার্বোনেট ও মিকা পিলারগুলোর রঙ সাদা থেকে শুরু করে ঘোলাটে বাদামি। গ্যামি তার গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে জানে যে হালকা রঙের কলামগুলো এখনো জীবিত আর গাঢ় রঙের কলামগুলো মৃত। টাওয়ারগুলোর মাথায় উড়ছে পালকের মতো বস্তু যা পেজা তুলার মতো কলামগুলোকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। এক পর্যায়ে আলভিনের গতি কমাল স্যান্ডি, একটা চিমনির ওপর হোভার করল যার ওপরের অংশটা প্রস্থে তিরিশ ফুটের মত হবে।

জোরে শ্বাস নিল গ্যামি। 'মনের হচ্ছে স্বপ্নের জগতে আছি।'

'আমি আগে দেখলেও এখনো আমার বিস্ময় কাটেনি।' বলল স্যান্ডি। একটা উঁচু কলামের মাথায় আলভিনকে নিয়ে গেল সে। 'এখানে ব্যাপারটা

সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্টিং, মাটির তল থেকে উঠে আসা গরম পানি বাষ্প হয়ে এ জংগলে আটকে যায়। আপনারা যে জংগল দেখছেন এখানে ১৬০ ডিগ্রি আলকালাইন ফ্লাইড আটকে আছে যার বয়স দেড়শ কোটিরও বেশি। পানি তার সাথে মিথেন, হাইড্রোজেন এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থ নিয়ে থাকে। অনেকের ধারণা জীবনের সূচনা এভাবেই ঘটেছিল।' বলল সে চাপা স্বরে।

পল তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল,'আমি এসবের কিছুই বুঝতে পারছি না। বায়োলজিস্ট হিসেবে তোমার কি ধারণা?

'অবশ্যই সম্ভব, বলল গ্যামি। 'এখানকার পরিবেশের সাথে পৃথিবী সৃষ্টির শুরুর সময়ের পরিবেশের মিল থাকতে পারে। এখানে কলামের কাছে থাকা মাইক্রোবগুলো থেকে প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হবার সম্ভবনা রয়েছে। যদি এটা আগ্নেয়গিরি ছাড়াই সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে পৃথিবীর শুরুর দিকে বিভিন্ন স্থানে এমন ঘটনা ঘটেছিল। এ ভেন্টগুলোর মতো ভেন্ট হয়ত অন্য কোনো গ্রহে প্রাণের সৃষ্টি করেছে। এ আটলান্টিকের তলদেশ শত শত মাইল বিস্তৃত তাই নতুন কিছু আবিষ্কার হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।'

'অবিশ্বাস্য, ট্রাউট বলে উঠল।

'গর্গন উইড কোথায়?' প্রশ্ন গ্যামির। স্যান্ডি তার যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করব। 'এখান থেকে একটু পূর্বে, আলভিনের স্পিড দুই নটের মতো, যাত্রাটা উপভোগ করুন।' বলে উঠল সে, ঠিক যেমনটা এয়ারলাইন্স পাইলটেরা বলে থাকে।

সাবমারসিবলটা লস্ট সিটিতে করল। টাওয়ারগুলো পাতলা হয়ে আসতে আসতে হারিয়ে গেল। পরবর্তীতে আলো আরো ঘন হতে লাগল।

শিস বাজাল স্যান্ডি। 'এটা দেখি আরেকটা লস্ট সিটি, অবিশ্বাস্য।'

সাবমারসিবল টাওয়ারের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল।

'এর সামনে আসল লস্ট সিটি একেবারে শিশু, বলল পল ভিউপোর্ট দিকে আশপাশে তাকিয়ে। 'এগুলো দেখি আসল স্কাই স্ক্রাপার। এটাতো এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের মত উঁচু।'

'ইইই, বলে উঠল গ্যামি। 'দেখে তো একেবারে নর্দমা মনে হচ্ছে।

তারা ভিউপোর্ট দিয়ে একটা গাঢ় সবুজ শৈবালের পর্দা দেখতে পেল। তা মেঘের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে।

আলভিন তিরিশ ফুট উঠে শ্যাওলার মেঘটা অতিক্রম করার পর আগের পজিশনে নেমে গেল।

'এত গভীরে এসে দেখতে পেয়ে মজা পেলাম., বলল গ্যামি মাথা ঝাকিয়ে।

'এটা মোটেও মজাদার না, বলে উঠল পল বিড়বিড় করে। 'আমি কি ঠিক দেখছি?'

স্যান্ডি আলভিনকে সেদিকে ঘোরাল। সমুদ্রের তলদেশে ক্লিগ লাইট ফেলা হল।

'এটা অসম্ভব!' বলে উঠল সে, যেন এ নতুন আবিষ্কৃত শহরে ম্যাকডোনাল্ড, স দেখতে পেয়েছে, কমপক্ষে ত্রিশ ফুট চওড়া দু'টো সমান্তরাল ট্রাক চলে যাওয়ার দাগ দেখা যাচ্ছে।

'মনে হচ্ছে আমরা এখানে প্রথম নই, বলল পল।

'দেখে মনে হচ্ছে একটা বড় বুল্ডোজার চলে গেছে, বলল স্যান্ডি। 'কিন্তু এটা অসম্ভব, বলে থামল সে। 'হয়ত এটিই সেই হারানো আটলান্টিস নগরী।'

'কিন্তু দাগগুলো দেখে তো নতুন মনে হচ্ছে।' বলল পল।

দাগগুলো সোজা যেতে যেতে দু'টো টাওয়ারের মাঝখানে গিয়ে বেঁকে গেছে। টাওয়ারগুলো সব ফেলা হয়েছে কেটে।

'দেখে মনে হচ্ছে পানির তলে পরিষ্কার অভিযান চলছে।' বলল পল।

'গ্যামি ও পল স্টিল ক্যামেরা ও ভিডিওয়ের মাধ্যমে সাগরতলের এ ধ্বংসযজ্ঞের ছবি তুলল। আধা মাইলের মতো এগুল তারা। আসল লস্ট সিটি কিছুটা পাইনউডের জংগলের মতো। এখানকার টাওয়ারগুলো আরো উঁচু, এত উঁচু যে ওপরে কিছু দেখা যায় না।

'ভ্যাগ্যিস ক্যামেরা আছে, বলল স্যান্ডি। 'না হলে কেউ আমাদের কথা বিশ্বাস করত না।

'আমারই তো বিশ্বাস হচ্ছে না, বলল পল।

'ওটা কি?'

'আমিও দেখেছি, বলল গ্যামি। 'মনে হল মাথার ওপর দিয়ে একটা ছায়া চলে গেল।'

'তিমি? প্রশ্ন পলের।

'এত গভীরে তিমি থাকে না।'

'জায়ান্ট স্কুইড? এরা তিমির চেয়ে গভীরে নামতে পারে।'

'এখানে সবকিছুই সম্ভব, বলল গ্যামি।

পল স্যান্ডিকে যানটা আস্তে আস্তে ঘোরাতে বলল।

'সমস্যা নেই, বলল স্যান্ডি। ব্যস্ত হয়ে উঠল কন্ট্রোল নিয়ে। ধীরেধীরে ঘুরতে শুরু করল সাবমারসিবলটা। তারা একটা কোণায় অবস্থান করছিল। তাদের চারপাশে শুধুই বিশাল টাওয়ার।

আলভিনের সামনে থাকা টাওয়ারটা পিয়ানোর তারের মতো কাঁপতে লাগল। তারপর ধীরেধীরে পড়ল ভেঙ্গে। পলের মনে হল যেন একটা বিশালকৃতি কালো রংয়ের জিনিস তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

পল স্যান্ডিকে পেছাতে বলল, যদিও সে জানত আলভিনের ঘোরার ক্ষমতা জেলিফিসের চেয়েও কম। পাইলট দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে সামনে আগাবে কিনা। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়।

যানটার সাথে আওয়াজ হল একটা সংঘর্ষের। স্যান্ডি পেছাবার চেষ্টা করল কিন্তু কন্ট্রোল কোনো কাজ করছিল না। পল ভিউপোর্ট দিকে তাকাল।

আলোতে টাওয়ারগুলো আলোকিত হয়ে উঠেছে। একটা বিশাল মুখ দেখা যাচ্ছে। আস্তে আস্তে সে মুখের মধ্যে ঢুকে পড়ল আলভিন।

পনের

আলভিন কলের জবাব না দিলে আটলান্টিসে উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম দিকে কেউ তেমন একটা চিন্তিত ছিল না কারণ সাবমারসিবলের সেফটি রেকর্ড আর ব্যাকআপ সিস্টেম খুব ভালো। তাদের চিন্তা তখন বেড়ে গেল যখন তারা একটা অদ্ভুত জাহাজ দেখতে পেল। চার্লি বেক বায়নোকুলার দিকে জাহাজটাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

ছোট্ট একটা ফ্রেইটার, বেশ পুরাতন। বহু জায়গায় ধরেছে মরিচা, কোটিং পেইন্টের প্রয়োজন স্পষ্ট। মাস্তুলের নিচে কান্ট্রি অব রেজিস্ট্রেশনের নাম বোঝা যাচ্ছে।

বেক খুব ভালো করেই জানত যে এ জাহাজ সেল্টিক কিংবা মল্টিস নয়। হয়ত গত পাঁচ বছরে এ জাহাজের নাম পাঁচবার বদলান হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা জলদস্যু কিংবা সন্ত্রাসবাদীদের জাহাজ যা 'আল-কায়েদা নেভী, নামে পরিচিত।

পেশাদার যোদ্ধা হিসেবে ক্যাপ্টেন চার্লি বেকের কাজটা বেশ সোজা। ক্লায়েন্ট কাজের জন্য টাকা দেয় আর সে কাজ করে। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোনো একদিন ব্ল্যাকবিয়ার্ড দ্য পাইরেটেড একটা স্মৃতিসৌধ বানাবে সে। এ ব্যক্তির উত্তরপুরুষদের কার্যকলাপের কল্যাণে আজ সে একটা মার্সিটিজম চিম্পস্পেক বেতে একটা স্পিডবোট আর ভার্জিনিয়া হর্স কান্ট্রিতে একটা ট্রফি হাউসের মালিক। এমন না হলে হয়ত পেন্টগনের কোনো এক কোণায় ডেস্কের পেছনে বসে কালাতিপাত করতে করতে নিজের সার্ভিস পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যা করত।

বেক ট্রিপল এস বা সি সিকিউরিটি সার্ভিস নামে একটি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। জাহাজ মালিকদের জলদস্যুতার হাত থেকে রক্ষা করা তাদের কাজ।

সারা পৃথিবীতে রয়েছে তাদের কার্যকলাপ। নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি তারা সিপিং ক্রুদের অনাগত আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাবার কৌশলও শেখায়।

কোম্পানিটা কয়েকজন নেভি সীলসকে নিয়ে শুরু হয়েছিল। শুরুতে তেমন সুবিধা করতে না পারলেও জলদস্যুতা বেড়ে যাওয়ায় তাদের ব্যবসা ফুলে ফেপে উঠতে শুরু করে। বেক পরিণত হয় কোটিপতিতে। বাণিজ্যিক জাহাজগুলোই মূলত জলদস্যুতা নিয়ে বেশি চিন্তিত থাকলেও রিসার্চ ভেসেল মরিস ইওয়িং এর ওপর হামলা হবার পর বিজ্ঞানী মহল এ ব্যাপারে ভাবতে শুরু করে। ইওয়িংয়ের ওপর সোমালিয়া উপকূলে অবস্থানকালীন একদল জলদস্যু আরপিজি দিয়ে হামলা চালায়। সে যাত্রায় তারা বেঁচে গেলেও এরপর থেকে তারা সাবধান হয়ে পড়ে।

একজন ঝানু ব্যবসায়ী হিসেবে সুযোগটা কাজে লাগায় বেফ। আসলে ব্যবসাটা হল উছিলা, সে আসলে ভালোবাসে সমুদ্রকে। বেক ও একদল সীলস উডসহোল ওশেনোগ্রাফিক ইন্সটিটিউশনের সাথে পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী আটলান্টিসে অবস্থান করছে। লস্ট সিটিতে কিছুদিন কাটাবার পর তারা রওয়ানা দিবে ভারতীয় মহাসাগরে। সে লস্ট সিটির ব্যাপারে সায়েন্টেফিক জার্নালে পড়ার পর থেকেই এ অভিযানের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

বেকের বয়স পঞ্চাশের শেষভাগে, কাঁচাপাকা চুল, চেহারায় বয়সের ছাপ। সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করায় সুঠামদেহের অধিকারী সে। বেক ও তার সীলসের সংগীরা বিজ্ঞানী দল ও ক্রুদের জলদস্যুদের হার থেকে বাঁচার। কৌশল সম্পর্কে ট্রেনিং দেয়।

ট্রেনিং ভালোই চলছিল কিন্তু বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপ বেড়ে যাওয়ায় তাতে ভাটা পড়ে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া বা আফ্রিকান উপকূলের মতো মধ্য আটলান্টিক তেমন পরিচিত নয়।

তবে এমন একটা পরিস্থিতি যেখানে আলভিনের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না তখন এ রহস্যময় জাহাজের উদয় হওয়াটা বেকের কাছে কাততালীয় ব্যাপারের চেয়ে একটু বেশি মনে হচ্ছে।

যদিও সে খুব ভালো করেই জানে এখানে তেমন একটা নেই আর জাহাজটাতেও আপাতত অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে না তবুও সে জাহাজটার দিকে তাকিয়ে থাকল।

হুইল হাউসে ঢুকতেই সে রেডিওতে একটা আতংকিতে কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

'মে- ডে, মে- ডে, কাম ইন।'

ক্যাপ্টেন মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বললেন, 'মে-ড রিসিভড। এটা রিসার্চ ভেসেল আটলান্টিস। মে- ডে এর কারণ জানান।' একই কথা ভেসে আসল

আবার। কাপ্টেন যোগাযোগের চেষ্টা করতে দেখতে করতে পেল জাহাজের ডেক থেকে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে।

ক্যাপ্টেন দুরবীন দিয়ে জাহাজটা পর্যবেক্ষণ করল।

'মনে হয় আগুন লেগেছে।'

সে ক্রুদের জাহাজের কাছে যাবার নির্দেশ দিল। ডিস্ট্রেস কলটা বারবার চলে যাচ্ছিল। আটলান্টিস জাহাজটার দুশ গজের মধ্যে চলে আসল। বেক লক্ষ্য করল যে ডেকটা থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে সেটা একেবারে ফাঁকা। জাহাজে আগুন লাগলে ক্রুদেরতো বাইরে এসে চেঁচামেচি কিংবা লাইফবোট নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা।

'কি মনে হয় আপনার?' ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞাসা করল সে।

ক্যাপ্টেন নামাল তার দুরবীন। 'বুঝতে পারছি না। কয়েক মিনিট আগেও জাহাজটা কেউ চালাচ্ছিল। আর মে- ডে সিগন্যালটা কেউ একজন ব্রিজ থেকে পাঠাচ্ছে। একটা দল পাঠাই চেক করার জন্য। সম্ভবত ক্রুরা নিচে আটকা পড়ে আছে।

'অবশ্যই, বলল ক্যাপ্টেন। 'আলভিনকে নিয়ে এমনিতে অনেক চিন্তিত আছি। সে তার ফার্স্ট মেটকে একটা শাটল বোট নামাবের নির্দেশ দিল। বেকের লোকজন ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে দৃশ্যগুলো দেখছিল। সে তাদের অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হবার নির্দেশ দিল। তোমরা অলস হয়ে যাচ্ছ। মনে কর এটা একটা এক্সারসাইজ। তবে অস্ত্র যেন লোড থাকে।'

সদস্যরা প্রস্তুত হয়ে নিল। আসলে তারাও বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল। নেভী সীলসরা তাদের অদ্ভুত পোশাকের জন্য পরিচিত। আজ তারা ওয়ার্ক শার্ট ও জিন্সের প্যান্ট পরেছে।

ছোট এ সীলস দল অস্ত্রে যথেষ্ট শক্তিশালী। অস্ত্রগুলো তারা কাপড়ে মুড়িয়ে রেখেছে যেন কারো নজরে না পড়ে। বেকের পছন্দ ১২ গেইজের শটগান যা একজন মানুষকে দুটুকরো করে ফেলতে পারে। তার সঙ্গীরা নিল কালো রঙের কার-১৫ যা এম-১৬-এর উন্নত সংস্করণ।

বেক ও তার সঙ্গীরা বোটে চেপে কিছুক্ষণের মধ্যে জাহাজের কাছে পৌঁছে গেল। মই বেয়ে জাহাজের ওপরে উঠল। ভেতরে ঢুকে পরে নিল গ্যাস মাস্ক। কাঁধে অস্ত্রগুলো রেখে ডেকের ওপর বেয়ে উঠল। বেক দলের সবচেয়ে অনভিজ্ঞ সদস্যকে সাথে নিয়ে বাকি দু'জনকে মাস্তুলের দিকে পাঠাল।

কিছুক্ষণ পর তারা ফিরে আসলে চারজন মিলে ব্রিজের উদ্দেশে এগুতে লাগল। মে-ডে, কাম ইন।

হুইল হাউসের ভেতর থেকে আওয়াজটা আসছিল। তারা ভেতরে ঢুকল, পেল না কাউকে।

বেক মাইক্রোফোনের কাছে থাকা টেপ রেকর্ডারটা তুলে নিল। একই শব্দ বের হচ্ছে বারবার। এটা কি...মুখোশ ভেদ করে উৎকট গন্ধ নাকে আসছিল তার। গন্ধের চিন্তা বাদ দাও,. বলল বেক শটগান কক করতে করতে। বোটে ফিরে চল।

বেকের কথা শেষ হবার আগেই হুইল হাউসে একটা রক্তে রঞ্জিত কিম্ভুতকিমাকার প্রাণী প্রবেশ করল। সাথে সাথে বেক চালাল শটগান। লুটিয়ে পড়ল প্রাণীটা।

আরো প্রাণী আসতে লাগল। হলুদ দাঁত, সাদা চুল, লাল টকটকে চোখ আর লোমশ শরীর।

হাত থেকে ছিটকে পড়ল শটগানটা, একটা হাত চলে গেল তার কণ্ঠনালীর ওপর। নাকে এসে ঠেকল পচা মাংসের গন্ধ।

ষোল

ফ্রেঞ্চ কান্ট্রিসাইডের রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে রোলসরয়েস সিলভারউড। আশাশে ফার্মহাউস, সবুজ মাঠ আর হলুদ খড়ের গাদা। ডার্নিং প্রভেন্সে যাওয়ার আগে এ গাড়িটা তাকে দিয়ে গেছে। কার্টের তার কলিগ ডার্ক পিটের মতো দামি গাড়ি হাহাবার সৌভাগ্য হয় না। তার মনে হচ্ছিল উড়ন্ত কার্পেটে চেপে বসছে সে।

স্কাই তার পাশে বসে আছে। খোলা জানালা দিয়ে আসা হালকা বাতাসে তার চুল উড়ছে। তার ঠোঁটে হালকা একটা হাসি লক্ষ্য করল।

'কি ব্যাপার, বলা যাবে?'

'নিজের ভাগ্যে নিজেই অবাক হচ্ছি। একটা অসাধারণ গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি একটা সুন্দর জায়গার মধ্যে দিয়ে যা ভ্যান গগকে ছবি আঁকতে উৎসাহী করবে। সাথে একজন সুন্দরী রমণী আর এসব কিছু হচ্ছে নুমার খরচে।

স্কাই বাইরে তাকিয়ে থাকল। 'দুর্ভাগ্য বল। না হলে এখন এই ফার্ড পরিবারের চিন্তা বাদ দিয়ে আমরা নিজেদের মতো থাকতে পারতাম। আমার কাছে পুরো ব্যাপারটাই অসহ্য লাগছে।

বেশিক্ষণ লাগবে না, বলল অস্টিন। একটু আগেই একটা হোটেল পার করে আসলাম। ফচার্ডদের সাথে কথা বলে ওখানে ডিনারটা সেরে ফেলতে পারি।

'তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার এটা একটা চমৎকার অজুহাত।

গাড়িটা একটা চৌরাস্তায় এসে থামল। স্কাই তাকাল ম্যাপের দিকে। আমাদের ঘুরতে হবে, আর বেশিদূর নয়। কয়েক মিনিট পর অস্টিন একটা সরু রাস্তা ধরে এগুতে লাগল। কিছুক্ষণ এগুবার পর তারা একটা আগুর বাগানের মধ্যে এসে পড়ল। বাগানটা ধীরে ধীরে কমে আসার পর তারা একটা ইলেক্ট্রিফাইড চেইল লিংক ফেন্সের সামনে এসে থামল।

অনুপ্রবেশ না করার নির্দেশ সম্বলিত বেশ কয়েকটা ভাষায় লেখা নোটিশ বোর্ড দেখতে পেল তারা। দরজাটা খোলা ছিল বলে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল তারা। দু'পাশে ঘন বন, সূর্যের আলো ভেদ করে পৌঁছতে পারে না, তাপমাত্রা হঠাৎ করে কমে গেল। স্কাই নিজেকে আঁকড়ে ধরল দুহাতে।

'শীত করছে? প্রশ্ন অস্টিনের। জানালার কাচটা তুলে দেই?'

'ঠিক আছে। বলল সে। 'আসলে বিস্তীর্ণ মাঠ আর আঙ্গুরের বাগানের পরও পরিবর্তনটা আশা করিনি। বনটা...ভীতিকর। অস্টিন বাইরে তাকাল। শুধু গাছের ছায়া দেখা যাচ্ছে। হেডলাইট জ্বালাল সে। কিন্তু তাতে তেমন লাভ হল না।

তারপর বদলাতে লাগল আশেপাশে দৃশ্য। রাস্তা হয়ে উঠতে লাগল চওড়া।

'মন দিও! নিচু একটা চূড়ার ওপর গ্রানাইটের বিশাল একটা স্তুপ দেখে বলে উঠল স্কাই। অস্টিনের চোখ আটকে গেল চৌঙ্গাকৃতির টারেটগুলোর ওপর। 'মনে হচ্ছে চতুর্দশ শতকের ট্রান্সেভেনিয়াতে চলে এসেছি।' বলল স্কাই চাপা কণ্ঠে। 'অসাধারণ।' অস্টিন অবশ্য অতটা উচ্ছ্বসিত ছিল না। সে স্কাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল 'ক্যাসেল ড্রাকুলার সম্পর্কেও লোকে এই কথা বলত।' সে গাড়িটাকে নিয়ে একটা সাদা বৃত্তাকার ড্রাইওয়েতে নিয়ে পৌঁছল। ড্রাইভওয়ের মাঝখানে একটা ভাস্কর্য রয়েছে যেখানে একদল বর্মে সজ্জিত যোদ্ধা মরণপণ লড়াইয়ে লিপ্ত। ব্রোঞ্জে নির্মিত এ মূর্তিগুলোর মধ্যে যন্ত্রণার ভাব সুস্পষ্ট।

'চমৎকার, বলল অস্টিন।'

'ইশ! কুৎসিত।'

অস্টিন গাড়িটা পরিখার ওপরে তৈরি একটা ব্রিজের কাছে পাক করল। পরিখাটা সবুজাভ বাদামি রঙের পানিতে ভরা। তারা ব্রিজ অতিক্রম করে পাথরে বাধানো আঙ্গিনায় এসে পৌঁছল। তাদের স্বাগত জানাতে কেউ আসল না। তারা এগিয়ে সদর দরজার সামনে পৌঁছল। অস্টিন দরজার ওপর লাগানো কারুকার্যময় লোহার কড়ার ওপর হাত দিল।

'চেনা জানা লাগে?'

'ঈগলের ডিজাইন, যেমনটা হেলমেটের ও প্লেনের ওপর ছিল।'

অস্টিন দু'বার কড়া নাড়াল। 'আমার মনে হয় কুজাওয়ালা দাঁতহীন এক লোক যার নাম ইগর এসে দরজা খুলবে।' বলল সে।

'সেটা হলে গাড়ির দিকে দৌড় দিব আমি।'

তাহলে আমার পথ আটকিও না।' বলল অস্টিন।

দরজা যে ব্যক্তি খুলল সে না কুজো না দাঁতহীন। লম্বা, ব্লন্ড চুল আর সাদা টেনিসের পোশাক। বয়স চল্লিশ বা পঞ্চাশের কোঠায় হতে পারে কিন্তু দেখে বোঝার উপায় নেই।

'আপনি নিশ্চিত মি.। অস্টিন, বলল লোকটা। বাড়িয়ে দিল হাত।

'জ্বী। এ হল আমার সহকারী মাদাম বোশেট।'

'আমি এমিল ফচার্ড। আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে ভালো লাগল। প্যারিস থেকে কষ্ট করে আসার জন্য ধন্যবাদ। আমার মা আপনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আসুন।'

সে তাদের প্রাসাদের ভেতরে নিয়ে গেল। কার্পেটে মোড়া হলরুম দিয়ে তাদের নিয়ে চলল এমিল। দেয়ালে পৌরানিক কাহিনীর চরিত্রের পেইন্টিংয়ে ভরা। গাইডের পেছন পেছন যেতে যেতে স্কাই অস্টিনকে ফিসফিস করে বলল 'তোমার ফালতু ইগর থিওরি।'

'সে একটা কুঁজো লোক মাত্র, বলল অস্টিন। হলঘরটা যেন শেষই হচ্ছে না, অবশ্য তার জন্য কেউ ক্লান্ত হচ্ছে না। দেয়ালের ডার্কউড প্যানেলে খোদাই করা শিকার করার দৃশ্য।

একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল এমিল। দরজাটা খুলে তাদের ভিতরে ঢুকতে বলল.। রুমটা শ্যাতোর তুলনায় বেশ ছোট।

ঘরভর্তি প্রাচীন পুস্তক। দেখে কান্ট্রি কটেজের মতো মনে হচ্ছিল। ঘরের একপ্রান্তে একটা চামড়ায় মোড়া চেয়ারে বসে আছেন এক মহিলা।

'মা, আস্তে করে বলে উঠল এমিল। 'অতিথিরা এসছেন। ইনি মি, অস্টিন ও তিনি তার সহকারী মাদাম বোশেট।' স্কাই তার নকল নামটা প্যারিসের একটা টেলিফোন বুক থেকে নিয়েছে।

মহিলা হেসে উঠে দাঁড়িয়ে তাদের স্বাগত জানাল। মহিলা বেশ লম্বা, আচরণে সামরিক ছাপ। তার পরনে বিজনেস স্যুট ও স্কার্ফ। ব্যালেরিনার মতো এগিয়ে তাদের সাথে হাত মেলাল। তার হাত বেশ শক্ত।

'বসুন, বলল সে দু'টো চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে। ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের অতিথিরা নিশ্চয়ই তৃষ্ণার্ত, পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল সে।

'দেখছি। বলল এমিল।

কিছুক্ষণ পর একজন চাকর ঠাণ্ডা পানির বোতল ও গ্লাস ট্রেতে করে নিয়ে আসল। অস্টিন গ্লাসে পানি ঢালতে ঢালতে মহিলাকে পর্যবেক্ষণ করল। তার বয়স বোঝা মুশকিল, চল্লিশ থেকে ষাটের মতো হতে পারে। গায়ের বঙ ফর্সা, চুলে সামান্য পাক ধরেছে। হাসিটা ভরা রহস্যে। কণ্ঠে বয়সের ছাপ নেই।

'প্যারিস থেকে আপনারা এসেছেন বলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত মি, অস্টিন।'

'কি যে বলেন, মাদাম ফচার্ড। আপনি ব্যস্ত মানুষ। আপনার সাথে দেখা করতে পেরে আমিই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি।'

'আপনার আবিষ্কারের কথা শোনার পর থেকে আপনার সাথে দেখা না করে থাকি কি করে? আসলে লেক ডরমেয়ার থেকে পাওয়া লাশটা যে আমার গ্রেট আংকেল জুলস ফচার্ড-এর হতে পারে তা শোনার পর থেকেই আমি উত্তেজিত। আল্পসের ওপর দিয়ে বহুবার গিয়েছি আমি। কখনো ভাবতে পারিনি আমারই পরিবারের একজন সদস্য এখানে জমে পড়ে আছে। আপনারা কি নিশ্চিত লাশটা তার?'

'আসলে লাশটা আমি দেখিনি সেজন্য এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই, বলল সে। তবে গ্লেসিয়ারের লেকে পাওয়া প্লেনটার সিরিয়াল নম্বরটা জুলস ফচার্ডের। প্রমাণ করার জন্য এটুকু যথেষ্ট না হলেও একেবারে কম নয়।'

মাদাম ফচার্ড ওপরে তাকালেন। 'ওটা জুলসই, বলে উঠলেন তিনি আপন মনে। ১৯১৪ সালে তিনি তার প্লেন নিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান। তিনি প্লেন ওড়াতে পছন্দ করতেন, ফেঞ্চ মিলিটারি ফ্লাইং স্কুল থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। হয়ত দুর্ভাগ্যবশত খারাপ আবহাওয়ার শিকার কিংবা তার বিমানের তেল শেষ হয়ে গিয়েছিল।'

'এখান থেকে লেক ডরমেয়ার তো অনেক দূর, বলল স্কাই। 'উনি আল্পসে কি করতে গিয়েছিলেন?'

জবাবে রহস্যময় হাসি হাসলেন মাদাম ফচার্ড। 'উনি কিছুটা পাগলাটে স্বভাবের ছিলেন, অস্টিনের চোখের দিকে তাকালেন তিনি। 'শুনেছি আপনি নুমার সাথে আছেন। আপনার নাম টেলিভিশনে বারবার শোনা যাচ্ছে। অসাধারণ এক অভিযান।'

'আমি একা করিনি, বলল অস্টিন। 'সাথে আরো অনেকে ছিল।'

আপনি দেখছি বিনয়ীও বটে। তাকাল সে অস্টিনের দিকে।

'আমি শুনেছি একজন ভয়াবহ লোক ওখানে বিজ্ঞানীদের ওপরে হামলা চালিয়েছিল। সে কি করতে চাচ্ছিল?'

'বেশ কঠিন প্রশ্ন, সম্ভবত সে চাচ্ছিল না ওখান থেকে লাশটা উদ্ধার হোক। সে ওখান থেকে একটা স্ট্রং বক্স নিয়ে গেছে। সম্ভবত সেখানে কিছু ডকুমেণ্ট ছিল।'

'ওহ, বলল সে। 'পাওয়া গেলে জানা যেত জুলসের এমন আচরণের কারণ কি। আপনি প্রশ্ন করেছিলেন তিনি আল্পসে কি করতে গিয়েছিলেন। আমি স্রেফ আন্দাজ করতে পারি অনেক কষ্ট পেয়েছেন তিনি।.

'অসুস্থ, প্রশ্ন স্কাইয়ের।

'না, তবে তিনি ছিলেন সূক্ষ মনের অধিকারী, ছিলেন শিল্পসাহিত্যের অনুরাগী। আসলে তার অন্য কোনো পরিবারে জন্ম নেয়া উচিত ছিল। সে পরিবার মৃত্যুর সওদাগর নামে পরিচিত সে পরিবারের সদস্য হওয়াটা তার জন্য কষ্টকর ছিল।'

'বুঝতে পারছি। অস্টিন বলল।

'আমাদের এরচেয়ে খারাপ নামে ডাকা হয় মসিয়ো। বিশ্বাস করুন। ভাগ্যের পরিহাস নির্মম হল জুলস ফচার্ড ছিলেন একজন জাত ব্যবসায়ী। তার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় আমাদের পারিবারিক ব্যবসার প্রসার ঘটে।'

'ব্যাপারটা পরস্পরবিরোধী হয়ে গেল না?'

'জুলস ভায়োলেন্সকে ঘৃণা করতেন, যুদ্ধকে নয়। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যদি অস্ত্র তিনি না তৈরি করেন তাহলে অন্য কেউ তৈরি করবে। আলফ্রেড নোবেলের ভক্ত ছিলেন তিনি। তার মত তিনিও পারিবারিক অর্থ শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করেছিলেন অর্থাৎ ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা আর কি।'

'কিন্তু ভারসাম্য রক্ষা হয় নি।'

মাথা ঝাঁকাল সে। 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। কিছু মাথামোটা রাজনীতিবিদ এ যুদ্ধ শুরু করার জন্য দায়ী হলেও এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে তাদের উস্কানি দেয় অস্ত্র ব্যবসায়ীরা।'

'যেমন ফচার্ড ও ক্রুপরা?'

'ক্রুপরা দুঃচরিত্র, বললেন তিনি। এমনভাবে নাক কোচকালেন যেন পচা কিছুর গন্ধ পেয়েছেন তিনি। 'তারা স্রেফ কয়লা ব্যবসায়ী। অন্যের ঘাম ও রক্তের ওপর নিজেদের ভাগ্য গড়েছে। ফচার্ডরা অস্ত্র ব্যবসায়ে তাদের অনেক আগে এসেছে। আমাদের পরিবার সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন মি, অস্টিন?

'যা জানি তা বেশিরভাগে খোলসে আবৃত'

হাসলেন মহিলা। 'যখন অস্ত্র নিয়ে ব্যবসায় করছি তখন গোপনীয়তা রক্ষা করা প্রয়োজন হয়ে যায়।' চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'আসুন

আপনাদের একটা জিনিস দেখাই যা থেকে ফচার্ড পরিবার সম্পর্কে আপনাদের ধারণা হবে।'

তিনি তাদের করিডোর ধরে একটা বড় দরজার সামনে নিয়ে গেল। দরজার মাথায় তিন মাথার ইগল।

'এটা শ্যাতোর অস্ত্রাগার, বলল সে ভেতরে ঢুকে। 'ফচার্ড সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু।'

বিশাল একটা চেম্বার, দেয়ালগুলো উঁচু উঁচু। রুমটা ক্যাথিড্রেলের মতো গড়ে তোলা। দেয়ালে ছোট ছোট কুলুঙ্গি। তবে ক্যাথিড্রেলের মতো সেসব কুলিঙ্গিতে সাধুদের মূর্তির বদলে রাখা আছে অস্ত্র। অস্ত্রগুলো সাজানো সময় অনুযায়ী। আরো অস্ত্র ও বর্ম সাজানো দ্বিতীয় লেভেলে। তার ঠিক সামনে চারটা বর্ম্পরা নাইট স্টাফ করা ঘোড়ার ওপর বসানো।

পেশাদারি নজরে দেখে যাচ্ছে স্কাই। 'আপনার এ কালেকশন আসলেই অসাধারণ।'

মাদাম ফচার্ড নাইটদের কাঁছে গিয়ে দাঁড়ালেন। 'এরা হল সে যুগের ট্যাংক।' বলল সে। 'নিজেকে প্রাচীন যুগের পদাতিক যোদ্ধার জায়গায় একবার চেয়ে দেখুন। হাতে কেবলমাত্র একটা তলোয়ার নিয়ে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন আর এ ভদ্রলোক আপনার দিকে ছুটে আসছে।' হাসল সে।

'অসাধারণ, বলল স্কাই। 'তবে অপরাজেয় নয় কেননা অস্ত্র ও কৌশল উন্নত হয়। লং বো থেকে ছোড়া তীর বর্মভেদ করতে সক্ষম। আর বমান যুগের আগ্নেয়াস্ত্রের সামনে এ বর্ম একেবারেই অচল।

'এটাই আমাদের ব্যবসায় সাফল্যের চাবিকাঠি। প্রতিটি অস্ত্র পরবর্তী যুগের আধুনিক অস্ত্রের আগমনে অচল হয়ে যায়। মাদামের কথা শুনে মনে হচ্ছে অস্ত্র সম্পর্কে আপনি ভাল ধারণা রাখেন।' বললেন মাদাম ফচার্ড।

'আসলে আমার ভাইয়ের এ ব্যাপারে প্রবল আগ্রহ। এসব তার কাছ থেকে শেখা।'

'অনেক কিছুই শিখেছেন। এখানে যা দেখছেন তা সবই ফচার্ড পরিবারের তৈরি। তো কেমন লাগল আমাদের পরিবারের এ কীর্তি?'

স্কাই কাছে একটা ডিসপ্লেতে রাখা একটা কারুকাজময় বস্তুর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল।'এ হেলমেটগুলো প্রাচীন কিন্তু খুব সুন্দর করে গড়া। মনে হচ্ছে দুই হাজার বছরেরও বেশি পুরাতন।

'এগুলো রোমানদের আগে তৈরি।'

'আমি জানতাম না ফচার্ডরা এত পুরাতন, বলল অস্টিন।

'আমি অবাক হব না যদি কোনো প্রাচীন গুহাচিত্রে কোনো ফচার্ডকে তার নিওলিথিক ক্লায়েন্টের জন্য অস্ত্র বানাতে দেখলে।'

'এ শ্যাতো নিওলিথিক যুগের তুলনায় আধুনিক।'

আমরা অনেক পথ পাড়ি দিয়েছি, আমাদের পূর্বপুরুষেরা সাইপ্রাসে বর্ম তৈরি করতেন যা ছিল ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু। ক্রুসেডারেরা সাইপ্রাসে আসলে আমাদের কর্মদক্ষতা দেখে মুগ্ধ হয়। সে সময় আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের সাথে ফ্রান্সে চলে আসেন। সেখানে তারা অস্ত্র নির্মাতাদের কয়েকটা সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠনের সদস্য পরিবারগুলো একে অপরের সাথে বিয়ে করে আরো দু,টি পরিবারের সাথে জোটবদ্ধ হয়।'

'সে কারণেই কি আপনাদের প্রতীক তেমাথা ইগল?'

'আপনার নজর তো বেশ তীক্ষ্ণ মসিয়ো অস্টিন। হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন। তবে বাকি দু'টো পরিবার বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ফচার্ডরা পুরো ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। তারা সারা ইউরোপে তাদের এজেন্ট পাঠায়। চাহিদার কোনো শেষ ছিল না। তিরিশ বছরের যুদ্ধ থেকে নেপোলিয়ান... ফ্রাংকো প্রসিয়ান যুদ্ধ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যা আমার গ্রেট আংকেলের এ পরিণতির জন্য দায়ী।' মাথা নাড়লেন তিনি। 'তিনি নিশ্চত হয়ে গিয়েছিলেন যে সুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তখন আমরা অস্ত্র ব্যবসার একটা কার্টেল গড়ে তুলেছিলাম এবং ব্যবসা চালাচ্ছিলাম স্পিয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ নাম নিয়ে। তিনি আমাদের পরিবারকে এ অস্ত্র ব্যবসায় থেকে সরে আসতে বলছিলেন কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। যেমনটা লেনিন বলেছিলেন পুরো ইউরোপ তখন গান পাউডারের ব্যারেল।'

'যা শুধু গ্রান্ড ডিউক ফার্নিনান্দের হত্যার মাধ্যমে জ্বলে ওঠেল।'

'গ্রান্ড ডিউক ছিলেন অজুহাত মাত্র, বললেন তিনি। 'তার মৃত্যুতে সবাই অজুহাত খুঁজে পায়। আন্তর্জাতিক অস্ত্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে আগেই চুক্তি হয়ে গিয়েছিল। ক্রুপরা জার্মান ও স্পিয়াররা ফ্রেঞ্চদের কাছ থেকে টাকা হাতায়। সম্ভবত জুলস এ অবস্থার জন্য নিজেকে দায়ী করছিলেন।'

'যুদ্ধের আরেক শিকার।'

'আমার গ্রেট আংকেল ছিলেন একজন আদর্শবাদী মানুষ। তবে তার মৃত্যুতে কোনো লাভ হয়নি। বরং আরেকটা বিশ্বযুদ্ধ ঘটেছে। আমাদের ফ্যাক্টরির ওপর বোমাবর্ষণ হয়। আমাদের কর্মীরা মারা যায়। আমরা আবার শীতল যুদ্ধের সময় সে ক্ষতি পুষিয়ে নেই। তবে দুনিয়া বদলে গেছে।'

'পৃথিবী এখনো বিপজ্জনক, বলল অস্টিন।

'হ্যাঁ অস্ত্রশস্ত্র আগের চেয়ে বেশি মারাত্মক। তবে যুদ্ধগুলো আগেকার তুলনায় অনেক বেশি ক্ষণস্থায়ী। সরকারের যেমন আপনাদের সরকার এখন নিজেই অস্ত্র তৈরি করা শুরু করে দিয়েছে।' আমরা এখন আমাদের ব্যবসা হোল্ডিং কোম্পানিতে বদলে ফেলছি যারা জিনিসপত্রের সাব কন্ট্রাক্ট নেয়। যতদিন দুনিয়ার বুকে দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র ও সন্ত্রাসবাদীরা টিকে থাকবে ততদিন আমাদের এ ব্যবসা চলবে।'

'আসাধারণ কাহিনী, বলল অস্টিন। 'আপনার পারিবারিক ইতিহাস বলার জন্য ধন্যবাদ।'

'বর্তমানে ফিরে আসা যাক।' বলল সে। 'মি, অস্টিন লেকের তলা থেকে বিমানটাকে কি উদ্ধার করা সম্ভব?'

'কঠিন তবে দক্ষ ডুবুরির পক্ষে সম্ভব। আপনি চাইলে কয়েকজনের নাম বলতে পারি,

'ধন্যবাদ। আমরা আমাদের কোনো সম্পদ ফেলে রাখি না। আপনার কি আজই প্যারিস ফেরত যাবেন?'

'তেমনই ইচ্ছা।'

'চলুন আপনাদের এগিয়ে দেই।'

মাদাম ফচার্ড তাদের অন্য করিডোর দিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। করিডোরের দু,পাশের দেয়াল ভর্তি শতশত পোট্রেট। তিনি একটা পোট্রেটের সামনে এসে থেমে গেলেন। প্রোট্রেট লোকটা একটা লেদার কোর্ট পরে আছে।

'ইনি আমার গ্রেট আংকেল জুলস ফচার্ড, বললেন তিনি।

লোকটার খাড়া নাক আর মোচ আছে, এয়ার মিউজিয়ামে দেখা প্লেনটার মতো একটা প্লেনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে সেই হেলমেট যা স্কাই ডার্নিকে দিয়েছে,

স্কাইয়ের গলা থেকে নিজের অজান্তে আওয়াজ বের হয়ে আসল।

মাদাম ফচার্ড স্কাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, কোনো সমস্যা মাদমোয়াজেল?'

'না, গলা খাকারি দিল স্কাই। 'আমি হেলমেটটা দেখছিলাম। ওটা কি আপনাদের অস্ত্রাগারে আছে?'

শীতল দৃষ্টিতে স্কাইয়ের দিকে তাকালেন মাদাম ফচার্ড। 'না নেই।'

অস্টিন প্রসংগ পাল্টাবার চেষ্টা করল। 'ওনার সাথে আপনার কিংবা আপনার ছেলের চেহারার কোনো মিল নেই।'

হাসল রেসিন। 'আসলে ফচার্ড আমাদের দাদা ছিলেন না, তিনি এ পরিবারে বিয়ে করে এ পদবি গ্রহণ করেন। ফচার্ড পরিবারে কোনো পুরুষ উত্তরাধিকারী না থাকায় আমাকে হাল ধরতে হয়।'

'চমৎকার পরিবার আপনাদের।' বলল স্কাই।

'আপনি পুরো কাহিনীর অর্ধেকও জানেন না, স্কাইয়ের দিকে গম্ভীরভাবে তাকালেন তিনি। 'আমার মাথায় একটা চমৎকার আইডিয়া এসেছে। আপনারা আজ ডিনার পর্যন্ত থেকে যান না কেন? কয়েকজন গেস্ট আসার কথা। একটা মাস্কারেড পার্টি হবে, পুরাতন দিনের মতো।'

'প্যারিসের রাস্তা অনেক দূর, তাছাড়া সাথে কস্টিউমও নেই।' বলল অস্টিন।

'আপনারা আমার অতিথি হিসেবে থেকে যান। কস্টিউম নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমাদের কাছে অতিরিক্ত কস্টিউম থেকে যায়। সেখান থেকে বেছে নেবেন। কাল সকালে ধীরেসুস্থে রওনা দেবেন। আমি না শুনতে চাই না।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মাদাম ফচার্ড, বলল স্কাই। 'আমরা আপনার জন্য ঝামেলা হতে চাই না।'

'কোনো কিন্তু না। এবার আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার ছেলের সাথে রাতের অনুষ্ঠান নিয়ে কথা বলতে হবে। নিচতলায় ঘুরে দেখুন। ওপরতলায় আপনাদের থাকার জায়গা।'

আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মাদাম ফচার্ড করিডোর ধরে চলে গেল। 'কি হল এটা? প্রশ্ন অস্টিনের। স্কাই দুই হাতে হাততালি দিল।

'আমার প্ল্যান কাজে দিয়েছে! আমি ইচ্ছা করে আর্মারিতে অস্ত্রের ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছি। কার্ট তুমি বলেছিলে গ্লেসিয়ারের ঘটনার সাথে মাদাম ফচার্ড কিংবা তার পরিবারের কোনো না কোনো যোগাযোগ আছে। আমরা খালি হাতে যেতে পারি না। সমস্যাটা কি?'

'সমস্যা হল তুমি বিপদে পড়ে যেতে পার। পোর্ট্রেট দেখে তুমি যেভাবে চমকে উঠেছিলে তাতে সে বুঝে ফেলেছে হেলমেটটা তোমার কাছে আছে।'

'এটা অবশ্য প্ল্যানে ছিল না। তবে হেলমেটটাকে দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। দেখ, আমাদের ঝুঁকি নিতে হবে। তাছাড়া কস্টিউস পার্ট মজাদার হয়। তারা নিশ্চয়ই সবার সামনে কিছু করবে না, মহিলাকে আমি যতটা খারাপ ভেবেছিলাম তিনি তেমন নন।' অস্টিন অবশ্য অতটা নিশ্চত না। মাদাম ফচার্ড আকর্ষণীয়া তবে তার মাতৃসুলভ আচরণটা আসলে মেকি। জুলসের পোর্ট্রেটের সামনে স্কাইয়ের প্রতিক্রিয়া দেখে তার সে মেকিত্বটা খসে পড়ে। হাসল সে। স্কাইকে ব্যাপারটা জানতে দিল না।

'চল ঘুরে দেখি, বলল সে।

নীচতলা থেকে দেখতে দেখতে তাদের একঘন্টার মতো লাগল। এক একরের মতো জায়গা। তবে দেখা হল কেবল করিডোরই, সব কামরা বন্ধ। তারা প্যাসেজওয়েতে ঘুরতে লাগল। অস্টিন মনে মনে জায়গাটার একটা লে-আউট বানিয়ে ফেলল। অবশেষে তারা সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের অস্বস্তি আরো বাড়ল। 'অদ্ভুত, বলল সে। 'এমন বিল্ডিংয়ের জন্য তো অনেক স্টাফ থাকার কথা, কিন্তু মা-ছেলে আর চাকর ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

হ্যাঁ, বলল স্কাই। সে সামনের দরজাটা খুলে ফেলল। 'দেখুন জনাব, আমরা যখন খুশি যেতে পারি।'

তারা বাইরে বের হয়ে কোর্ট ইয়ার্ড পার করে গেটের কাছে আসলো। ড্র ব্রিজটা তখনো খোলা কিন্তু প্রবেশপথ গ্রিল দিয়ে বন্ধ। অস্টিন গ্রিলের ফাঁক দিয়ে তাকাল।

'আমাদের আপাতত কোথাও যাওয়া হচ্ছে না, বলল অস্টিন। তাদের রোলসরয়েসটা ড্রাইভওয়ে থেকে গায়েব।

সতের

আলভিন সীগালের মতো ভেসে উঠে পানি থেকে সরে যেতে জোরে আছড়ে পড়ল লোহার মেঝের ওপর। প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে সিট থেকে ছিটকে পড়ল তিন আরোহী। পল ও গ্যামি পাইলটের সাথে সংঘর্ষ এড়াবার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়।

'তুমি ঠিক আছ? জিজ্ঞেস করে গ্যামি। মাথা ঝাঁকাল পল।

'কি হল?' প্রশ্ন স্যান্ডির।

'জানি না।' বলল ট্রাউট। 'আমি দেখছি। সে ভিউপোর্ট দিয়ে তাকাতে একজন রাইফেলধারীকে দেখতে পেল। রাইফেলধারীকে ভিউপোর্টের ওপর টোকা দিল। ইঙ্গিত পরিষ্কার। হ্যাচ খুলতে হবে।

গ্যামি আরেকটা ভিউপোর্টে মুখ দিয়ে আছে। 'একটা কুৎসিত চেহারার লোক দেখতে পাচ্ছি। হাতে রাইফেল। ফিসফিস করে বলল সে।

'এখানে, বলল পল। 'তারা বের হতে বলছে।'

'কি করব? প্রশ্ন স্যান্ডির।'

কেউ একজন সাবমারসিবলে আঘাত করতে লাগল।

'আমাদের স্বাগত জানবার জন্য তারা উৎগ্রীব হয়ে আছে, বলল গ্যামি।

'আলভিনকে যেহেতু জঙ্গি সাবমেরিন বদলে ফেলতে পারছি না সেহেতু তাদের কথামতো কাজ করা উচিত।' বলল পল।

উঠে গিয়ে হ্যাচ খুলল সে। ভেতরে ভেজা গরম বাতাস ঢুকে গেল। ভিউপোর্টে থাকা চেহারাটা দেখে বোঝা গেল সে হ্যাচের মাথায় অবস্থান করছে। সে তাদের বের হতে নির্দেশ দিল। পল হ্যাচের মধ্যে থেকে মাথা বের করে দেখল আলভিনকে ছয়জন অস্ত্রধারী ঘিরে রেখেছে।

ধীরে ধীরে সাবমারসিবল থেকে নামল সে। তারপর নামল স্যান্ডি। অস্ত্রধারীদের দেখতে পেয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার মুখ। জমে গেল সে। গ্যামি তাকে পেছনে ঠেলে পল তাকে টেনে হেঁচড়ে ওপরে তুলল।

আলভিন একটা উজ্জ্বল আলোতে আলোকিত এক কম্পার্টমেন্টে রয়েছে। কম্পাউন্ডটাতে তিনটা গাড়ি রাখার মতো জায়গা রয়েছে। বাতাস বেশ ভারি এবং তাতে সমুদ্রের গন্ধ। আলভিন গা থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে। দূরে কোথাও ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। পল উপলব্ধি করল বিশাল এক সাবমেরিন এয়ারলক অবস্থায় আছে। প্রেসার ডোরের ওপেনিং দিকে আলভিনকে গিলে ফেলছেন। ঠিক যেভাবে বড় মাছ ছোট মাছকে গিলে ফেলে।

একজন গার্ড দেয়ালের গায়ে কিছু টিপল আর মেক্যানিকাল মাউথের অপরপাশে একটা দরজা খুলে গেল। গার্ড তাদের সে পথে যেতে বলল। বন্দিরা একটা ছোট কামরায় ঢুকল। কামরার দেয়ালে অন্তত এক ডজন মুন স্যুট পড়ে ঝোলানো আছে। নুমাতে কাজ করার সুবাদে পল জানে এগুলো আসলে মানবাকৃতির সাবমারসিবল যা অনেক গভীরে ডিভ দেয়ার জন্য ব্যবহার হয়।

পেছনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বন্দিদের একটা প্যাসেজওয়ে ধরে নিয়ে যেতে লাগল গার্ডরা, সামনে তিনজন ও পেছনে তিনজন। নেভি ব্লুজাম্পস্যুটধারী ও গার্ডগুলোর কোনো আইডেন্টিফিকেশন মার্ক নেই।

লোকগুলো পেশিবহুল দেহের অধিকারী, ছোট করে চুল ছাঁটা, হাঁটায় রয়েছে সামরিক ছাপ। বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। এরা কোথাকার তা বোঝা যাচ্ছে না কারণ কেউ কোনো কথা বলছে না, পল ধারণা করল এরা ভাড়াটে যোদ্ধা, স্পেশাল ওয়ারফেয়ার ধরনের।

তারা প্যাসেজ ধরে এগিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে তাদের একটা ছোট কেবিনে ঢুকতে বাধ্য করে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়া হল। ছোট স্টোররুমটাতে দুটো ব্যাক, একটা চেয়ার একটা খালি ক্লজেট ও একটা বেসিন ছিল।

'উফক, বলল গ্যামি।

'মনে হচ্ছে এটা থার্ড ক্লাস কেবিন।' বলল পল। মাথা ঘুরছিল তার। গ্যামি উদ্বিগ্ন চোখে তাকাতে বলল সে, 'ঠিক আছে। একটু বসব।'

'তোমার ফার্স্ট এইড লাগবে।' বলল গ্যামি।

পল বাংকের কোণায় বসলে গ্যামি বেসিন থেকে তোয়ালেতে পানি ভিজিয়ে তার কপালে ঠেকাল।

'ভালো লাগছে?'

'হুম।'

স্যান্ডি রাদের দিকে তাকিয়ে বলল। 'এমন অবস্থায় আপনারা এত শান্ত আছেন কি করে?'

পলের কাছে বিপদ নুতন কিছু নয়। তার দাদা লাইফ সেচিং সার্ভিসে সার্ফম্যান ছিলেন। তার বাবা ছিলেন পেশায় জেলে। তিনি ওকে সমুদ্রে টিকে থাকার কৌশল শেখান।

সুঠাম দেহ ও আকর্ষণীয় হাসির কারণে অনেকেই গ্যামিকে ফ্যাশন মডেল কিংবা অভিনেত্রী বলে মনে করে। খুব কম লোকই বিশ্বাস করবে উইনকন্সিনে শৈশবে সে একজন টমবয় ছিল। নুমার সহকারী ডিরেক্টর রডি গান তার বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হয়ে তাকে এ সংগঠনের রিক্রুট করেন।

'শান্ত থাকার কিছু নেই, বলল গ্যামি। 'আসলে আমরা বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছি। পছন্দ করি বা না করি আপাতত আমরা এখানে আটকা পড়ে আছি, আসুন ভেবে দেখি ঘটনা কি।'

'বিজ্ঞানীরা প্রমাণ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্তে আসে না।'

'আমাদের কাছে কিন্তু কোনো প্রমাণ নেই।'

'আপনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দেখি ভালোই শিখেছেন।' বলল পল। 'যেহেতু তথ্যপ্রমাণ নেই সেহেতু এসব ভেবে লাভ কি? তাছাড়া আমাদের কিছু করারও নেই। আমরা শুধু এটুকু জানি আমাদের অপহরণ করা হয়েছে এবং একটা বিশাল সাবমেরিনের মধ্যে আটকা পড়ে আছি।'

'লস্ট সিটিতে কি আমরা এটারই দাগ দেখিছি?' বলল স্যান্ডি।

'আমাদের হাতে তেমন কোন প্রমাণ নেই, ট্রাউট বলল। 'তবে এটুকু বলতে পারি এমন সাবমেরিন তৈরি করা সম্ভব। কয়েক বছর আগে নুমার এমন একটা সাবমেরিন ছিল।'

'আচ্ছা, তাহলে এরা এখানে কি করছে?' কি চায় এরা আমাদের কাছে?'

'মনে হয় এ প্রশ্নের জবাব আমরা অতি শীঘ্র পেয়ে যাব।'

'আপনি দেখি স্বামীজিদের মতো কথা বলছেন।' বলল স্যান্ডি।

গ্যামি দরজার দিকে ইঙ্গিত করল। হ্যান্ডেলটা ঘুরছে। দরজা খুলে আরেকজন ঢুকল। লোকটা বেশ লম্বা, ঢুকতে গিয়ে মাথা নোয়াতে হল তাকে। পরনে লেবু রঙা জাম্পস্যুট। দরজা বন্ধ করে বন্দিদের দিকে তাকাল।

'প্লীজ রিল্যাক্স, বলল সে। 'আমি এদের কেউ নই।'

'দাঁড়ান, আপনি হলেন ক্যাপ্টেন নিমো আর এটা নটিলাস।' লোকটা অবাক হল। তার ধারণা ছিল বন্দিরা ভীত থাকবে।

'না আমি আঙ্গাস ম্যাকলিন, বলল সে স্কটিশ উচ্চারণে, কেমিস্ট। তবে সাবমেরিনটা নিমোর যানের মতোই আসাধারণ।'

'আর আমরা জুলভার্নের উপন্যাসের একটা চরিত্র?'

'ব্যাপারটা অত সোজা নয়। আমি আপনাদের ভয় পাইয়ে দিতে চাচ্ছি না, বলল সে সিরিয়াস কণ্ঠে। 'আগামী কয়েক মিনিটের কথোপকথনে আপনাদের জীবন-মরণ নির্ভর করছে। আপনাদের নাম ও পরিচয় বলুন। প্লীজ, দয়া করে সত্য কথা বলবেন।'

'আমি পল ট্রাউট। এ আমার স্ত্রী গ্যামি। আমরা নুমাতে কাজ করি। এ স্যান্ডি জ্যাকসন, আলভিনের পাইলট।'

'আপনাদের সায়েন্টিফিক ব্যাকগ্রাউন্ড?'

'আমি ওশেন জিওলজিস্ট। আর গ্যামি ও সান্ডি দুজনই মেরিন বায়োলজিস্ট।'

ম্যাকলিন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। 'যাক তাহলে আশা আছে।'

'একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন? বলল পল। 'আপনার আমাদের অপহরণ করেছেন কেন?'

'আমি এসবের সাথে জড়িত নই। সত্যি কথা বলতে আমি নিজেই অপহৃত।'

'মানে? বলল স্যান্ডি।'

'আপাতত জেনে রাখুন প্রফেশনাল একপার্টিজের জন্য এ যাত্রায় বেঁচে গেলেন আপনারা। তবে কতক্ষণ বেঁচে থাকবেন সেটা নির্ভর করে কতক্ষণ এরা আপনাদের কাজে লাগাতে পারে।'

'কারা?'

ম্যাকলিন তার মাথায় হাত বুলাল। 'না জানাই ভালো।'

'আপনি যেই হোন না কেন, বলল গ্যামি। 'যারা আমাদের অপহরণ করেছে তাদের বলুন ইতিমধ্যে আমাদের খোঁজার জন্য তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে।'

'তারা আমাকে জানিয়েছে সেটা কোনো ব্যাপার না। তাদের কথা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ দেখছি না।'

'মানে বলল পল।'

'জানি না। শুধু এটুকু জানি লক্ষ্য পূরণের জন্য তারা যেকোনো কাজ করতে পারে।'

'তাদের লক্ষ্য কি? প্রশ্ন গ্যামির।'

'কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া ঠিক নয়। ঠোঁটের ওপর আঙ্গুল চেপে চোখের ইশারায় বোঝাল ঘরে মাইক্রোফোন লুকানো আছে। 'আমি একটু পর পানি ও খাবার নিয়ে আসছি। আপনারা বিশ্রাম নিন।'

'ওকে কি বিশ্বাস করা যায়?' বলল স্যান্ডি ম্যাকলিন চলে যাবার পর।

'ওর কথা সত্য বলেই মনে হচ্ছে।' বলল গ্যামি। 'তোমার কি মনে হয় এখন আমাদের কি করা উচিত?' প্রশ্ন স্যান্ডির। ট্রাউট বাংকের ওপর শুয়ে পড়ল। 'আপাতত ম্যাকলিনের কথামত বিশ্রাম নেব।'

আধঘন্টা পর ফিরে এল ম্যাকলিন সাথে চিজ স্যান্ডউইচ, গরম কফিভর্তি থার্মোস আর তিনটা মগ নিয়ে। সবচেয়ে বড় কথা তার মুখে হাসি।'

'অভিনন্দন, বলে উঠল সে। 'আপনাদের প্রজেক্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।'

গ্যামি স্যানউইচে কামড় বসাল। 'কিসের প্রজেক্ট?'

'সবকিছু বলা যাবে না। তবে এটুকু বলছি আপনারা একটা বিসার্চ টিমের অংশ। কাজ করবেন নিউ টু নো এর ভিত্তিতে। যাওয়ার পথে বিশ্লেষণ করব। আমাদের ইন্সট্রাক্টর অপেক্ষা করছেন।'

দরজার ওপর টোকা দিতে দরজা খুলল এক ভাবলেশহীন চেহারার গার্ড। ম্যাকলিন ও বাকিরা বের হয়ে আসলো। তাদের নিয়ে এগুতে লাগল ম্যাকলিন করিডোর ধরে পেছনে সেই গার্ড। তারা একটা বড় ঘরে এসে পৌঁছল যা টেলিভিশন মনিটর আর ইলেট্রনিক ইন্সট্রমেন্টে ভর্তি।

গার্ড বাইরে অবস্থান নিল।

'এটা আমাদের কন্ট্রোল রুম।' বলল ম্যাকলিন।

'ক্রুরা কোথায়? আশপাশে তাকিয়ে বলল পল।'

'ভেসেলটা প্রায়ই পুরোপুরি অটোমেটেড। অল্প কয়েকজন ক্রু গার্ড আর ডাইভার আছে।'

'আমরা এয়ারলকের কাছে কয়েকটা মুন স্যুট দেখেছি।'

'আপনার নজরের প্রশংসা করতে হয়, বলল ম্যাকলিন। 'স্ক্রিনে তাকান, ডাইভারদের দেখতে পারবেন।'

একটা বড় পর্দায় লস্ট সিটির একটা কলাম দেখা যাচ্ছে। মুন স্যুট পরিহিত একজন ড্রাইভারকে দেখা গেল ওপরে উঠে আসতে। তার পেছন পেছন আরো তিনজন ড্রাইভার উঠে আসলো। তাদের সবার হাতে পুরু রাবাবের হোস আর মেকানিকাল ম্যানুপুলেটর।

কোনো আওয়াজ না করে তারা কলামের একেবারে ওপরে গিয়ে থামল। যেভাবে মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে সেভাবে মাশরুম আকৃতির পাথরগুলোর কাছে গিয়ে থামল।

'কি করছে ওরা?' প্রশ্ন পলের।

'আমি জানি, বলল স্যান্ডি। 'এরা মাইক্রোব কলোনি থেকে বায়ো অর্গানিজম সংগ্রহ করছে।'

'ঠিক, বলল ম্যাকলিন। 'পুরো কলোনিটাই তুলে আনছে তারা। হোসের মাধ্যমে লিভিং অর্গানিজম আর ওখানকার লিকুইড টেনে আনা হচ্ছে আমাদের হোল্ডিং ট্যাংকে।'

'এটা কি তাহলে সায়েন্টেফিক এক্সপিডিশন?'বলল গ্যামি।

'ঠিক তা না। দেখতে থাকুন।'

দু,জন ড্রাইভারকে রেখে বাকিরা নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল। তারা নিচে নেমে বৈদ্যুতিক করাতের মাধ্যমে পুরো কলামটাই কাটতে লাগল।

'ওরা পুরো কলামটাই কেটে ফেলছে, বলে উঠল স্যান্ডি। 'এটা তো অন্যায়।'

ম্যাকলিন গার্ডের দিকে তাকাল দেখার জন্য যে সে স্যান্ডির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে কিনা। সে দেয়ালের সাথে বিরক্ত ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইশারায় দরজার দিকে দেখাল, অনুমতি নিল যাবার। অনুমতি দিল গার্ড।

তিনজনকে নিয়ে ম্যাকলিন আরেকটা ঘরে চলে গেল। ঘরটা গোলাকৃতি।

'এখানে কথা বলতে পারি আমরা, বলল ম্যাকলিন। 'এগুলো আমাদের স্টোরেজ ভ্যাট, জৈবিক দ্রব্য রাখার জন্য।'

'হোল্ডিং ক্যাপাসিটিতো তাহলে অনেক বড়, বলল গ্যামি।

'প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সরিয়ে আনার পর অর্গানিজম বাঁচিয়ে রাখাটা খুব কঠিন, বলল সে। 'সেজন্য কলামসহ কেটে আনা হচ্ছে, তারপরও যা যতটুকু সংগ্রহ করা হয় তার সামান্যই মেইন ল্যান্ডে পৌছায়।'

'মেইনল্যান্ডে?

'হ্যাঁ আমরা নমুনা জোগাড় করে একটা দ্বীপে নিয়ে যাই। সেখানে সেগুলো প্রসেস করা হয়। আমি ঠিক জানি না সেটা কোথায়।'

ম্যাকলিন খেয়াল করল গার্ডরা তাদের দিকে তাকিয়ে আছেন

'দুঃখিত, আলোচনা এখানেই থামাতে হচ্ছে। গার্ড আমাদের সন্দেহ করছেন আমরা পরে আলোচনা করব।'

'দ্বীপের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি বলুন। ওটাই হয়ত পালাবার একমাত্র উপায়।'

'পালানো? কোনো উপায় নেই।'

'উপায় সব সময় থাকে। দ্বীপটা কেমন?'

'স্বয়ং দান্তেও হয়ত এমনটা কল্পনা করতে পারেন নি।'

আঠার

অস্টিন শ্যাতোর খাড়া দেয়ালগুলো দেখে এর নির্মাতাদের প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করল। তবে এ শ্রদ্ধা কমে গেল তখন যখন তার মনে হল এ দেয়াল যেমন বাইরের শত্রুকে টিকিয়ে রাখে তেমনি ভেতর থেকে কাউকে বের হতে দেয় না।

'তো, বলল স্কাই, 'কি মনে হয়?'

'যদি আলকাট্রাজ মূলভূমিতে বানানো হত তাহলে ঠিক এমনই হত।'

'তাহলে কি করব আমরা?'

'সে তার কনুই তার হাতে ঢোকাল। 'যেভাবে ঘুরছিলাম সেভাবে ঘুরব।'

বেরুবার পথ বন্ধ ও নিজেদের গাড়ি উধাও হতে দেখে তারা কোর্টইয়ার্ডে এমনভাবে ঘোরাফেরা করছিল যেন বেড়াতে আসা পর্যটক। নিজেদের মধ্যে গল্প করছিল তারা।

কথার ফাঁকে ফাঁকে শ্যাতোর দুর্বলতা খুঁজে বেড়াচ্ছিল অস্টিন।

ঘুরেফিরে পুরো শ্যাতো কমপ্লেক্সের মানচিত্র মনে মনে এঁকে ফেলে সে।

প্রাচীলের ওপরে ব্যাটলমেন্টে ওঠার সিঁড়ি আছে কিন্তু তার মুখগুলো দরজা দিয়ে আটকানো। ব্যাপারটা দেখে স্কাই বলে উঠল, মনে হয় ডানা ছাড়া এখান থেকে দেয়াল টপকানো যাবে না।'

'আমার ডানা ড্রাই ক্লিনার্সের কাছে, জবাব অস্টিনের। 'আমাদের অন্যকিছু ভাবতে হবে। চল ভেতরে যাই।'

টেরিসে তাদের সাথে এমিল ফচার্ডের সাথে দেখা হল। তাদের দেখে একগাল হেসে সে বলল, 'আশা করি আমাদের শ্যাতোতে আপনাদের ভ্রমণ উপভোগ্য হয়েছে?'

'এমন জিনিস এ যুগে কেউ বানায় না, বলল অস্টিন। 'আচ্ছা...গাড়িটা দেখলাম না।'

'ওহ হ্যাঁ। অতিথিদের গাড়ির জায়গার জন্য সরিয়ে ফেলা হয়েছে, চাবি ইগনিশনে রাখা। যাওয়ার সময় পেয়ে যাবেন। আশা করি মাইন্ড করেননি।'

'না না, বলল অস্টিন জোর করে হেসে।; ঝামেলা কম হল আর কি।'

'আচ্ছা চলুন ভেতরে যাওয়া যাক। অতিথিরা আসতে শুরু করবে।'

এমিল তাদের শ্যাতোর পেছনের অংশের একটা সিঁড়ি ধরে দোতলায় নিয়ে গেল। সেখানে একটা বিশাল বারান্দার সাথে লাগোয়া দুটি গেস্টরুম। অস্টিনের রুমটা মূলত একটা স্যুইট। বেডরুম ও বসার জায়গাটা ঠিক ভিক্টোরীয় যুগের বেশ্যালয়ের মতো ঝলমল করছে। তার কস্টিউম চাদোয়া আকৃতির বিছানার ওপর বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। কস্টিউমটা তার গায়ে ভালোভাবেই ফিট হল। আয়নায় নিজেকে দেখে স্কাইয়ের দরজায় টোকা দিল সে।

দরজা খুলে মাথা বের করল স্কাই। অস্টিনকে সাদাকালো চেক কাটা কস্তি উমে দেখে হেসে ফেলল সে।

'মাদাম ফচার্ডের রসবোধের প্রশংসা না করলেই নয়।' বলল সে।

'আমার শিক্ষকেরা আমাকে সবসময় ক্লাসের ভাড় বলতেন। দেখি তোমাকে কেমন লাগছে।'

স্কাই অস্টিনের ঘরের মধ্যে ঢুকে ফ্যাশন মডেলদের মতো ঘুরে দাঁড়াল। তার পরনে তার আটোসাটো কালো রঙ্গা পোশাক যা তার শরীরের প্রতিটা বাঁককে স্পষ্ট করে তুলছে। পায়ে তার পশমী চপ্পল, হাতে পশমী দস্তানা, মাথায় হেয়ারব্যান্ড যাতে দু'টো কান লাগানো।

'কি মনে হয়?'

অস্টিন স্কাইয়ের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে বলল, 'আমার দাদা তোমাকে দেখে বলতেন ক্যাটস মিয়াও।'

দরজায় টোকার শব্দ পাওয়া গেল। মার্সেল এসেছে। সে স্কাইয়ের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল যেভাবে ক্ষুধার্ত সিংহ শিকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাটলারের চেয়ে গুন্ডাই বেশি মনে হচ্ছিল তাকে।

অস্টিন ও স্কাই কালো ভেলভেটের মুখোশ পরে মার্সেলের পেছনপেছন যেতে লাগল। একতলায় পৌঁছে করিডোর পার হয়ে তারা পৌঁছে গেল আর্মারিতে। রংবেরঙের কস্টিউস পরা প্রায় দুই ডজন নরনারী একটা বারের সামনে জড়ো হয়ে আছে। চাকরেরা অতিথিদের ক্যাভিয়ের ও শ্যাম্পন পরিবেশন করছে। চাকরগুলো দেখতে সব মার্সেলের মত, যেন তার ক্লোন। একটা স্ট্রিং কোয়ার্টেট ইঁদুরের সাজে সেজে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক পরিবেশন করছে।

অস্টিন ট্রে থেকে দু'টো ড্রিংক নিয়ে একটা ড্রিংক স্কাইকে অফার করল। তারা একটা নাইটের ডিসপ্লের সামনে দাঁড়িয়ে শ্যাম্পেনে চুমুক দিতে দিতে উপস্থিত অতিথিদের ওপর নজর রাখল। গেস্টরা নারীপুরুষ সমানভাবে বিভক্ত হলেও কস্টিউমের কারণে কে নারী আর কে পুরুষ তা বোঝা যাচ্ছিল না।

অস্টিন পার্টির থিম অনুমান করার চেষ্টা করছিল ঠিক তখন একজন ব্যক্তি কালো পাখির বেশে তার দিকে এগিয়ে এসে জড়ানো কণ্ঠে ইংলিশ উচ্চারণেও বলল, 'ওয়াঙ্গ আপন এ টাইম এ মিডনাইট ড্রিয়ারি...ওহ পরের লাইনটা যেন কি?

উচ্চ বংশের মদখোর বৃটিশ. ভাবল অস্টিন। বাকি লাইনটা শেষ করল সে। 'হোইল আই পন্ডারড, উইক এন্ড ওয়্যানি।' পাখি তার ডানা ঝাপ্টাল। পাশের ট্রে থেকে তুলে নিল শ্যাম্পেনের গ্লাস। পাখিটার ঠোঁট সমস্যা করছিল বলে সে মুখোশটা খুলে নিল। লোকটার গোলগোল চেহারা দেখে অস্টিনের ইংলিশ কার্টুন জন বুলের কথা মনে পড়ে গেল।

'সুশিক্ষিত ভদ্রলোকের সান্নিধ্য পাওয়াটা সবসময়ই আনন্দের, বলল পাখিটা। অস্টিন নিজেরও স্কাইয়ের পরিচয় দিল। পাখি তার ডানা এগিয়ে বলল, 'আমি নেভারমোর। তবে পোর বিষন্ন পাখির চরিত্রে অভিনয় না করলে সবাই আমাকে লর্ড ক্যাভেন্ডিস বলে ডাকে। লর্ড ক্যাভেনিডস। বুঝতেই পারছেন আমাদের মহান সাম্রাজ্যের কি দুরবস্থা যে আমার মতো বুড়ো ভামক নাইট বানাতে হচ্ছে। ক্ষমা করবেন গ্লাস খালি হয়ে গেছে।'

এডগার এলান পো। অবশ্যই।

লর্ড ক্যাভেন্ডিস হলেন মাতাল কাক। স্কাই কালো বিড়াল ও সে নিজে কাস্ক অভ আমন্টিলা ডোর জেস্টার।

অস্টিন বাকি অতিথিদের দিকে তাকাল। লাশের সাজ নিয়েছে এক মহিলা, দ্য ফল অব দ্য হাউজ অব আশার, আরেক মহিলার পোশাকে ছোটছোট ঘন্টা। দ্য বেল। একটা বানর মার্টিনি পান করছে বারে হেলান দিয়ে। দ্য মার্ডার ইন দ্য রু মর্গ। বানর কথা বলছে একটা বিশালদেহী পোকার সাথে। দ্য গোল্ড বাগ।

মাদাম ফচার্ড শুধু রসবোধের অধিকারীই নন তিনি বিভৎসতাকেও উপভোগ করেন।

হঠাৎ থেমে গেল মিউজিক। স্তব্ধ হয়ে গেল পুরো কামরা। একজন ব্যক্তি প্রবেশ করল কামরায়। লর্ড ক্যাভেন্ডিসের হাত থেকে পড়ে গেল ড্রিংক। 'ডিংয়ার! গড! সরে দাঁড়ল সে।

সবার নজর তখন দরজায় দাঁড়ানো এক দীর্ঘদেহী মহিলার ওপর। দেখে মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র কবর থেকে উঠে এসেছে। পরনের পোশাক থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। ঠোঁটজোড়া শুকনো, চোখগুলো যেন গর্তে ঢুকে গেছে। ঘরে ফিসফিসানি শুরু হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে এগুতে লাগল সে। তাকাল প্রতিটি অতিথির দিকে। গিয়ে থামল কালো রঙের একটা ঘড়ির সামনে। দিয়ে উঠল হাততালি।

'মাস্ক অব রেড ডেথে আপনাদের স্বাগতম, কণ্ঠটা রেসিন ফচার্ডের। 'উপভোগ করুণ বন্ধুরা। মনে রাখবেন, কণ্ঠে তার নাটকীয়তা। 'লোহিত মৃত্যুর বিচরণ শুরু হলে জীবনের হয়ে ওঠে ক্ষণস্থায়ী।'

অতিথিদের মধ্যে নার্ভাস হাসি, শুরু হল বাজনা বাজা। অতিথিরা তাদের স্বভাবিক কথাবার্তা বলতে থাকল। ওয়েটারেরা শুরু করল চলাফেরা।

অস্টিন ভেবেছিল মাদাম ফচার্ড তাদের সাথে পরে দেখা করবেন কিন্তু সবার আগে তিনি তার দিকে এগিয়ে আসলেন, খুলে ফেললেন তার মুখোশ।

'আপনাকে বেলড ক্যাপ ও টাইটসে দারুণ মানিয়েছে মসিয়ো অস্টিন, বললেন তিনি, কণ্ঠে আহ্বানের ইঙ্গিত।

'ধন্যবাদ মাদাম ফচার্ড। আমিও মহামারির এমন সুন্দর রূপ আগে দেখিনি।'

মাদামা ফচার্ড মাথা ঝাঁকালেন। 'আপনার বাকপটুতা আসলেই প্রশংসনীয়।' স্কাইয়ের দিকে তাকালেন তিনি। 'বেড়ালের সাজে আপনাকে দারুণ মানিয়েছে মাদাম বোশেট।'

'মাসি মাদাম ফচার্ড।' স্কাইয়েল মুখে হাসি, 'চেষ্টা করব আপনার স্ট্রিং কোয়ার্টেটদের না খেতে, যদিও আমি ইঁদুর পছন্দ করি।' মাদাম ফচার্ড স্কাইয়ের দিকে ঠিক সেই নজরে তাকাল সে নজরে একজন ইর্ষান্বিত মহিলা একজন ভরাযৌবনা তরুণীর দিকে তাকায়।'

'পোশাক বাছাই করার সুযোগ দিতে পারিনি বলে দুঃখিত। আশা করি ভাড় সাজতে আপনার খারাপ লাগেনি মসিয়ো অস্টিন?

'মোটেও না, এককালে রাজসভায় ভাড়েরা রাজাদের পরামর্শ দিত। হাসির পাত্র হবার চেয়ে হাসির পাত্র সাজটা ভালো।'

মাদাম ফচার্ড হেসে দরজার দিকে তাকালেন।

'বিয়েন, প্রিন্স প্রস্পারো এসে পড়েছে।'

এক মুখোশধারী তাদের দিকে এগুতে লাগল, পরনে সোনালি কারুকাজ করা ভেলভেটের টিউনিক। সে তার ভেলভেটের ক্যাপ খুলে মাদাম ফচার্ডকে কুর্নিশ করল।

'এন্ট্রিটা অসাধারণ হয়েছে মা। আমাদের অতিথিরা অত্যন্ত ভয় পেয়েছে।

'হওয়াই উচিত। অস্টিন সাহেবের সাথে কথা বলে আমি তাদের সাথে দেখা করছি।'

কুর্নিশ করে চলে গেল এমিল। 'আপনার বন্ধুরা বেশ ইন্টারেস্টিং, বলল অস্টিন। 'এরা কি আপনার প্রতিবেশী?'

'না, বলল মাদাম ফচার্ড। 'এরা বিশ্বের বৃহৎ অস্ত্র ব্যবসায়ী পরিবারগুলোর সদস্য। ধ্বংস ও মৃত্যুর কল্যাণে তারা হয়ে উঠেছে বিপুল সম্পত্তির মালিক। তাদের পূর্বপুরুষের নির্মিত তীর-বর্শার আঘাতে প্রাণ হারিয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ, তাদের তৈরি কামানের গোলায় ধ্বংস হয়েছে সারা ইউরোপ, তাদের তৈরি বোমায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে শহরের পর শহর। এমন একটা সমাবেশে অংশ নিতে পেরে আপনার গর্বিত হওয়া উচিত।'

'আমি না বললে আশা করি আপনি অপমানিত হবেন না।'

তীক্ষ্ণ হাসি মাদাম ফচার্ডের মুখে। 'আপনাকে দোষ দেব না। এ বেকুবগুলো তাদের পূর্বপুরুষদের ঘাম পানি করা টাকা উড়াচ্ছে। এককালের বিশাল কোম্পানি ও কার্টেলগুলো আজ স্রেফ নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের চেহারাবিহীন কর্পোরেশন ছাড়া আর কিছু নয়।'

'লড ক্যাভেন্ডিস?' বলল অস্টিন।

'বাকিদের চেয়েও অবস্থা খারাপ। নাম আছে কিন্তু পকেট খালি। তার পরিবারের কাছে একসময় ফর্জড স্টিলের ফর্মুলা ছিল। পরে ফচার্ডরা তা চুরি করে।'

'আর ফচার্ডরা? তাদের কি শেষ নেই?'

কেউই অবিনশ্বর নয়, আমার পরিবারও না, তাই যতদিন বেঁচে আছি ততদিন স্পিয়ার ইন্ডাস্ট্রিজকে আমি নিয়ন্ত্রণ করব।'

'কেউ চিরকাল বেঁচে থাকে না, বলল স্কাই।

'কি বললেন আপনি?' মাদাম ফচার্ড তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্কাইয়ের দিকে তাকাল। স্কাই কথাটা হালকাভাবে বলেছিল মাদামের এমন প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

'না আমি বলতে চাচ্ছিলাম আমরা সবাই মরণশীল।'

রেসিনের চোখ স্বাভাবিক হয়ে আসলো। 'সত্যি। তবে অনেকে অন্যের চেয়ে বেশি বাঁচে। ফচার্ডরা সামনের শতকেও টিকে থাকবে, কথাটা মনে রাখবেন। যাই হোক। আমাকে মাফ করবেন। বাকি অতিথিদের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। একটু পরেই ডিনার দিয়ে দেয়া হবে।'

ভয়ানক মুখোশটা পরে সে তার ছেলের দিকে এগুল। স্কাইকে বেশ অপ্রস্তুত মনে হল। 'কি হল ব্যাপারটা?'

মাদাম ফচার্ড বুড়িয়ে যাবার ব্যাপারটা পছন্দ করেন না। তাকে অবশ্য দোষ দেয়া যায় না। যৌবনকালে তিনি অনেক সুন্দরী ছিলেন, সন্দেহ নেই। আমিও তার প্রেমে পড়ে যেতাম।'

'যদি তুমি লাশের সাথে সম্ভোগ করতে চাও তাহলে, বলে উঠল স্কাই মাথা ঘুরিয়ে।

হাসল অস্টিন। 'বেড়ালের দেখি নখও আছে।'

'বেশ ধারালো ও তোমার বুড়ি প্রেমিকার ওপর ব্যবহার করতে উন্মুখ। বুঝতে পারছি না তুমি এত চিন্তিত কেন। আমার রীতিমত বিরক্তিকর লাগছে।'

অস্টিন কিছু নতুন ভৃত্যকে ঘরে ঢুকতে দেখল। ডজনখানেক রুক্ষ চেহারার লোক আর্মারির প্রতিটি প্রবেশপথের সামনে অবস্থান নিল।

'শক্ত হয়ে বস, ফিসফিসিয়ে বলল অস্টিন।'মনে হচ্ছে আসল পার্টি শুরু হতে যাচ্ছে।'

উনিশ

লর্ড ক্যাভেন্ডিস একেবারে মাতাল। ইংরেজ ভদ্রলোক মাথার ওপর তার কাকের মুখোশটা খুলে রেখেছে যেন মদ গিলতে সুবিধা হয়। মধ্যযুগীয় ধাঁচে আয়োজিত এ ডিনারে সে পানির স্রোতের মত মদ গিলে গেছে, অস্টিন ভদ্রভাবে খাওয়া দাওয়া শেষ করল, মাঝে মধ্যে দু-এক ঢোক মদ খেল, স্কাইকেও সেটাই করতে বলল। নেশাগ্রস্ত হওয়া যাবে না কোনভাবে।

ডেজার্টের ডিশগুলো সরাবার পর ক্যাভেন্ডিস উঠে দাঁড়িয়ে চামচ দিয়ে পানির গ্লাসে আঘাত করল। সবার নজর ঘুরল তার দিকে। মদের গ্লাস তুলে সে বলল, 'আমাদের হোস্টের উদ্দেশে আমি একটা টেস্ট করতে চাই,

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বাকি অতিথিরা গ্লাস তুলে সম্মতি জানাল।

উৎসাহ পেয়ে হেসে উঠল লর্ড ক্যাভেন্ডিস। 'আপনারা অনেকে জানেন ফচার্ড ও ক্যাভেন্ডিস পরিবারের ইতিহাস অনেক পুরাতন। আমরা সবাই জানি ফচার্ডরা ক্যাভেন্ডিসদের কাছ থেকে ফর্জড স্টিলের ফর্মুলা চুরি করে উন্নতির শিখরে পৌঁছে গেলেও আমরা হারিয়ে যাই কালের অন্তরালে।'

'যুদ্ধের ফলাফল, বলে উঠল মার্ডার অব রু মর্গের বানর।

'সেটা ভেবে পান করব।' বললেন লর্ড ক্যাভেন্ডিস। চুমুক দিলেন তিনি গ্লাসে।

'দুর্ভাগ্যবশত বা সৌভাগ্যবশত ফচার্ডদের দুর্ঘটনায় পড়ার ঐতিহ্য আছে, আমরা তাদের পরিবারে কখনো বিয়েই করিনি।'

ভালোবাসার ফলাফল, বলে উঠল ঘন্টাধারী মহিলা।

উপস্থিত অতিথিরা হই হই করে সম্মতি জানাল।

লর্ড ক্যাভেন্ডিস সবাই চুপ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। 'আমার সন্দেহ ভালোবাসা নামক শব্দটা এ বাড়িতে কখনো উচ্চারিত হয়েছে কিনা। ভালোবাসতে তো পারে যে কেউ কিন্তু কয়টা পরিবার আছে যারা একক চেষ্টায় যুদ্ধ শুরু করে দিতে পারে? সবাই চুপ হয়ে গেল। তাকাল মাদাম ফচার্ডের দিকে। টেবিলের মাথায় বসে আছে সে, ডানে এমিল। মুখে মেকি হাসি কিন্তু চোখে তার সেই হিংস্রতা যা কিছুক্ষণ আগে স্কাই দেখেছিল।

'মসিয়ো ক্যাভেন্ডিসের বাড়িয়ে বলার অভ্যাস। তিনি ফচার্ড পরিবার সম্পর্কে বাড়িয়ে বলছেন, শীতল কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি। 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার অনেক কারণ ছিল, লোভ, নির্বুদ্ধিতা, ঔদ্ধত্য। এ কক্ষে উপস্থিত প্রতিটা পরিবারই যুদ্ধের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ ছিল।'

দমলেন না লর্ড ক্যাভেন্ডিস। 'যেখানে কৃতিত্ব নেবার সেখানে কৃতিত্ব নাও মাই ডিয়ার রেসিন। এ কথা সত্য সে আমরা সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ করতাম, যুদ্ধ শুরু করার জন্য রাজনৈতিক নেতাদের ঘুষ দিয়েছিলাম কিন্তু ফচার্ড পরিবারই গ্রান্ড ডিউক ফার্দিনান্দকে হত্যার জন্য অর্থ যোগান দেয় আর সেই হত্যাকাণ্ড সারা বিশ্বে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। আমরা এ গুজবও শুনেছি জুলস ফচার্ড এ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ছিলেন, হয়ত এ কারণেই তাকে অকালে পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নিতে হয়।'

'মসিয়ো ক্যাভেন্ডিস, তীব্র গলায় বলে উঠলেন মাদাম ফচার্ড। থামল না ইংরেজ।

'কিন্তু অনেকে যা জানে না তা হল, বলে উঠল সে, 'ফচার্ডরা এক অস্ট্রিয়ান কোর্পোরালের রাজনৈতিক উত্থানের পেছনে টাকা ঢেলেছে, জাপানি সেনাকে উস্কানি দিয়েছে আমেরিকার ওপর হামলা চালাবার। পান করার জন্য থামল সে। 'তবে সে বিনিয়োগ তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। ব্যাপারগুলো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তাদের ফ্যাক্টরিতে বোমা হামলা চালিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলা হয়। যেমনটা একটু আগে একজন বললেন যুদ্ধের ফলাফল।'

চেম্বারে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল।

মুখোশ খুলে ফেলেছেন মাদাম ফচার্ড। তার মুখ এখন মুখোশের চেয়েও ভয়াবহ দেখাচ্ছে। অস্টিন আন্দাজ করল যদি ক্ষমতা থাকত তাহলে তিনি এখনই লর্ড ক্যাভেন্ডিসকে টুকরো করে ফেলতেন।

একজন অতিথি বাগড়া দিলেন। 'লর্ড ক্যাভেন্ডিস, অনেক হয়েছে। এবার বসুন।'

এই প্রথম লর্ড ক্যাভেন্ডিস মাদাম ফচার্ডের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেন। তিনি অনুধাবন করলেন বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। মুখ থেকে হাসি মুছে গেল তার। বসে পড়লেন তিনি।

'মার্সি। এবার আমরা হাউস অব ক্যাভেন্ডিসের উদ্দেশে পান করি।'

লর্ড ক্যাভেন্ডিসের মুখ ছাই বর্ণ ধারণ করেছে। বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বললেন, 'মাফ করবেন, আমি উঠব। আমার সম্ভবত বদহজম হয়েছে।

আসন ছেড়ে ঘর থেকে বের হয়ে তিনি হারিয়ে গেলেন হলওয়েতে।

মাদাম ফচার্ড তার ছেলের দিকে তাকালেন। 'আমাদের অতিথিকে সাহায্য কর। আমরা চাই না উনি পরিখাতে পড়ে যান।'

কথাটা শুনে শেষ হল এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির। সবাই আগের মত গল্প করতে লাগল। অস্টিন মোটেও সন্তুষ্ট ছিল না, তার মনে হল এ ইংরেজ ভদ্রলোক তার মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর করেছে।

'কি হচ্ছে?' প্রশ্ন স্কাইয়ের।

'ফচার্ডরা নিজেদের নোংরা অতীত নিয়ে ঘাটাঘাটি পছন্দ করে না, বিশেষ করে অপরিচিত লোকের সামনে।'

অস্টিন দেখল মাদাম ফচার্ড তার ছেলের কানে কানে কি যেন বলছে। এমিল হেসে উঠে দাঁড়ল। সে মার্সেলকে নিয়ে আর্মারি ত্যাগ করল।

ডিনারের পর ব্রান্ডি পরিবেশনকালীন এমিল ফিরে এল, কিন্তু সাথে মার্সেল ছিল না। সে স্কাই ও অস্টিনের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলল মাদাম ফচার্ড মাথা নাড়লেন। অস্টিন বুঝতে পারল লর্ড ক্যাভেন্ডিসের মতো তার ও স্কাইয়ের মৃত্যু পরোয়ানা জারি হয়ে গেছে।

হাততালি দিয়ে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করল সে। 'লেডিস এন্ড জেন্টেলম্যান, প্রিন্স প্রস্পারো আজকের সন্ধ্যার শেষ অংশে আয়োজন করেছে এক স্মরণীয় বিনোদনের।

সে এক চাকরকে ইশারা করল। চাকর তার হাতে তুলে দিল জ্বলন্ত এক মশাল। এমিল তার টিউনিকের ভেতর থেকে একটা কাঠের দরজা খুলল। দরজার গায়ে খুলি ও হাড়গোড় খোদাই করা। দরজা খোলার সাথে সাথে একরাশ গুমোট বাতাস বের হয়ে আসলো।

'সাহস থাকলে আসুন।' বলল এমিল। অতিথিরা হ্যামিলনের শিশুরা যেভাবে বংশীবাদকের পেছনে গিয়েছিল সেভাবে যেতে লাগল। স্কাই এগুতে গেলে অস্টিন তার হাত চেপে ধরে বলল 'ভাব দেখাও যেন মাতাল হয়ে গেছ,

'সেটা হলে খারাপ হত না, বলল স্কাই। 'মার্দে। ড্রাগন লেডি আসছেন।'

মাদাম ফচার্ড তাদের কাছে এসে বললেন, 'লোহিত মৃত্যুকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে দুঃখিত মসিয়ো অস্টিন। দুঃখিত আপনার সাথে ভালোভাবে দেখা হয় না।'

'আমিও। স্যার ক্যাভেন্ডিসের টোস্টটা আসলেই ইন্টারেস্টিং ছিল।' বলল সে।

'বিখ্যাত পরিবারগুলোর নামে এসব গুজব ছড়ানো হয়।' বলল সে। তাকাল স্কাইয়ের দিকে। 'অনুষ্ঠান শেষ হল। আমার বিশ্বাস আপনার কাছে আমার পরিবারের একটা জিনিস রয়ে গেছে।'

'কিসের কথা বলছেন?

'মিথ্যা বলে লাভ নেই।'

'তাহলে সেই লোকটাকে আপনি পাঠিয়েছেন?'

'সেবাস্তিয়ান? না, সে আমার পুত্রের পোষা কুকুর। যদি সান্ত্বনা খুঁজে পান তাহলে বলি তার ব্যর্থতার জন্য তাকে সরিয়ে ফেলা হবে। যাই হোক আপনাকে বলতেই হবে জিনিসটা কোথায় আর মি. অস্টিন আপনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।'

'আগামীবার দেখা হবার আগ পর্যন্ত।' বলল অস্টিন। তাকাল সে তার দিকে। 'হ্যাঁ আগামীবার দেখা হবার আগ পর্যন্ত।' দেহক্ষীবেষ্টিত হয়ে মাদাম ফচার্ড বের হলেন। মার্সেল কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে কাছে এসে একটা গ্যাংস্টার মার্কা হাসি দিয়ে বলল, 'মসিয়ো এমিল আপনাদের জন্য এক বিশেষ বিনোদনের আয়োজন করেছেন। সেটা মিস করলে তিনি অত্যন্ত মনোক্ষুন্ন হবেন।'

'আমিও মিস করতে চাই না।' বলে উঠল অস্টিন রসিয়ে রসিয়ে।

মার্সেল আরেকটা মশাল জ্বেলে তাদের এগুতে ইশারা করল। অস্টিন ও স্কাই অতিথিদের লাইনে একেবারে শেষে অবস্থান করছিল। মার্সেল তাদের পেছনে থাকল যেন তারা পালাতে না পারে।

ছয় ফুট চওড়া পাথুরে সিঁড়ি অতিক্রম করল তারা। শ্যাতোর যত ভেতরে যেতে লাগল তাদের হাসি-ঠাট্টাও বন্ধ হয়ে আসতে থাকে। তারা টানেলের একটা অংশে আসলো যেখানে পাথুরে শেলফের মধ্যে সাজানো মানব হাড়। কিলিপ তার সামনের শ্লফ থেকে একটা খুলি তুলে মাথার ওপর নিয়ে বলল, 'শ্যাতো ফচার্ডের ভূ-গর্ভস্থ কবরস্থানে আপনাদের স্বাগত জানাই। এমিলের কথা শুনে মনে হচ্ছিল সে ডিজনি ওয়ার্ল্ডের ট্যুর গাইড। 'আমার এ পূর্বপুরুষের সাথে পরিচিত হন। তার গাম্ভীর্যের জন্য ক্ষমা করবেন। বেশি লোকের সাথে দেখা সাক্ষাত হয় না তার।'

খুলিটা রেখে দিল সে। এগুতে লাগল সামনে। সবাইকে তাগাদা দিল তাড়াতাড়ি এগুবার না হলে শো মিস হয়ে যাবে। টানেল এসে পৌঁছল এক বিশাল কক্ষে যা শ্যাতোর ভূ-গর্ভস্থ কক্ষ। এ কক্ষ একসময় টর্চার চেম্বার হিসাবে ব্যবহৃত হত। ভূ-গর্ভস্থ কক্ষগুলোতে পোর গল্পের চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

'তো মসিয়ো রানা কেমন দেখছেন?

'মাদাম তুসোর পর এত মজা পাইনি।'

'আপনি বাড়িয়ে বললেন। আসল জিনিসতো এখনো দেখাই হয়নি।'

সামনে এগিয়ে গেল এমিল। থামল একটা চেম্বারের সামনে যা থেকে হলুদ আলো জ্বলছে। মেঝেতে গোলাকার গর্ত। একটা ধারালো পেন্ডুলাম ঘুরছে কাঠের ফ্রেমের ওপর। ফ্রেমের সাথে একটা বিশাল কালো পাখি বাঁধা যার ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে ইঁদুর। দৃশ্যটা দ্য পিট এন্ড দ্য পেন্ডুলামের যেখানে স্প্যানিশ ইঙ্কুইজেশন বন্দিদের অত্যাচার করত। আজ বন্দির জায়গায় বসে আছেন লর্ড ক্যাভেন্ডিস।

'আপনার এ দৃশ্যে কিছু ব্যতিক্রম দেখতে পাবেন, বলল এমিল। 'এখানে ঘোরাফেরা করা ইঁদুর একেবারে আসলো। বন্দিও। ক্যাভেন্ডিস সাহেব অত্যন্ত স্পোর্টিং মানুষ। আমাদের বিনোদনের জন্য তিনি সানন্দে অংশ নিতে রাজি হয়েছেন।' এমিলের কথায় হালকা তালি দিয়ে উঠল কয়েকজন। ওদিকে লর্ড ক্যাভেন্ডিস ছাড়া পাওয়ার জন্য ছটফট করছিলেন। পেন্ডুলামটা তার বুকের এক ইঞ্চি ওপরে নেমে আসলো।

'সে তো মারা যাবে! চেঁচিয়ে উঠল এক মহিলা।

'টুকরো টুকরো, উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল এমিল। সে আওয়াজ নিচে নামিয়ে বলল। 'লর্ড ক্যাভেন্ডিস অত্যন্ত ভীরু। ভয় পাবেন না পেন্ডুলামটা কাঠের তৈরি। তবে যদি আপনারা চিন্তিত হন...

'সে তুড়ি বাজাল। থেমে গেল পেন্ডুলামটা। আর্তনাদ করে উঠে স্তব্ধ হয়ে গেলেন লর্ড ক্যাভেন্ডিস। অতিথিদের এমিল শেষ কামরায় নিয়ে গেল। সেখান থেকে তারা একটা প্যাসেজওয়ে ধরে এগিয়ে যেতে লাগল যা তাদের ভূগর্ভস্থ কক্ষ থেকে বাইরে নিয়ে যাবে। অস্টিন ও স্কাই তাদের পেছন পেছন এগুতে থাকলে সামনে এসে দাঁড়ায় এমিল। অস্টিন মাতালের মতো অভিনয় করতে থাকে। 'তোমার পরে গ্যাস্টন।' এমিলের বিনয়ী কণ্ঠ বদলে শীতলে পরিণত হয়ে গেল। 'মার্সেল যতক্ষণ অতিথিদের বের করে আনছে ততক্ষণ আপনার ও ভদ্রমহিলার জন্য রয়েছে একটা বিশাল জিনিস।' বলল সে। সে দেয়াল থেকে একটা কালো ভেলভেটের কাপড় সরাল। কাপড়ের পেছনে একটা দু,ফুট লম্বা প্রকোষ্ঠ।

চোখ ঝাপ্টাল অস্টিন। 'কি হচ্ছে এসব? এটাও কি শোয়ের অংশ?'

কাষ্ঠ হাসি হাসল এমিল। 'হ্যাঁ, পিস্তল বের করল সে। পিস্তলের দিকে তাকিয়ে হাসল অস্টিন। 'চমৎকার শো, স্কাইকে সাথে নিয়ে নিচে নামতে লাগল অস্টিন, পেছনে এমিল। তাপমাত্রা কমতে লাগল। দেয়াল থেকে পানি গড়িয়ে মাথার ওপর পড়তে লাগল। একসময় এমিল তাদের একটা প্রকোষ্ঠের সামনে দাঁড়াতে বলল যা দৈর্ঘে পাঁচ ফিট ও চার ফুট গভীর।

প্রকোষ্ঠে পৌছে দেয়ালে একটা মশাল জ্বালাল এমিল। তারপর একটা কাপড় সরালে উন্মুক্ত হল এক স্তুপ ইট। ইটের পাশে এক বালতি ভর্তি মর্টার।

সে একটা কুলঙ্গি থেকে সবুজ রঙের মদের বোতল বের করল। বোতলটা ধুলাবালিতে আবৃত। বোতলটায় ছিপি আঁটা ছিল। ছিপিটা দাঁত দিয়ে খুলে ফেলল এমিল। বোতলটা এগিয়ে দিল অস্টিনের দিকে।

'খান,

অস্টিন বোতলের দিকে তাকাল। 'একটু পরে খাই?'

'না, বলল ফচার্ড। 'খান,

অস্টিন বোকার মতো হেসে পান করতে শুরু করল। কিছু মদ উপচে পড়তে শুরু করল। সে মদের বোতলটা এমিলের দিকে এগিয়ে দিল।

'না মাই জ্ঞানে থাকতে চাই,

'হুম?'

'আপনি অনেক ঝামেলা করেছেন মসিয়ো অস্টিন।' বলল এমিল। 'আমার মা বলেছেন, আপনাকে সুন্দরভাবে ছুঁড়ে ফেলতে, মায়ের আদেশ পালন করা আমার কর্তব্য। সেবাস্তিয়ান, মিসেস বশেটকে তোমার চেহারাটা দেখাও তো।'

অন্ধকার থেকে একজন বিশালদেহীর আবির্ভাব ঘটল। মশালের আলোতে তার চেহারা দেখা যাচ্ছে। ডান হাতটা বাধানো।

'আশা করি সেবাস্তিয়ানের সাথে আপনার দেখা হয়েছে, বলল এমিল। 'আপনার জন্য একটা গিফট আছে মাদমোয়াজেল।

সেবাস্তিয়ান স্কাইয়ের পায়ের দিকে একটা তীর ছুঁড়ে দিল।

'এটা তোমার।'

'কি হচ্ছে এসব? প্রশ্ন অস্টিনের।

'আপনার মদে প্যারাফিলিক সাবস্টেন্স মেশানো হয়েছে, বলল এমিল। 'কিছুক্ষণের মধ্যে আপনার শরীর অসাড় হয়ে যাবে তবে বাকি অনুভূতিগুলো তৎপর থাকবে। আপনি টের পাবেন আপনার সাথে কি ঘটছে।' সে একজোড়া শাবল বের করল। 'এখন হয়ত আপনি বলবেন ফর দ্য লাভ অব গড, মন্ট্রেস। হয়ত আমি আপনাকে ছেড়েও দিতে পারি।'

'বেজন্মা কোথাকার, বলে উঠল অস্টিন। সে দেয়ালে হাত দিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। তার চোখ সামনের দিকে নিবদ্ধ। স্কাই সেবাস্তিয়ানকে দেখে ভয় পেয়ে যায়। সে এমিলের হাত থেকে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিতে গেল। সেবাস্তিয়ান পেছন থেকে তার গলা চেপে ধরল। স্কাইয়ের দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল।

অস্টিন আচমকা সেবাস্তিয়ানের মাথায় বোতলটা দিয়ে আঘাত করল। লুটিয়ে পড়ল সে, ছেড়ে দিল স্কাইকে।

এমিল সরে দাঁড়িয়ে পিস্তলটা অস্টিনের দিকে তাক করল। অস্টিন তাকে ধাক্কা দিয়ে দেয়ালে ছিটকে ফেলল। সে এমিলের হাত থেকে পিস্তলটা নিতে গেলে সে গুলি চালিয়ে দিল। চেহারার এক ইঞ্চি কাছ থেকে সরে গেল বুলেট। মাজেলের উজ্জলতায় চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার। হাঁটু গেড়ে সে বসে পড়ল। সরে গেল এমিল।

'দুঃখের বিষয় যেভাবে ভেবেছিলাম সেভাবে হত্যা করা যাবে না আপনাকে...এমিলকে বলতে শুনতে অস্টিন। 'যেহেতু হাঁটু গেড়ে বসে আছেন সেহেতু প্রাণভিক্ষা চাইলেই পারেন।'

'মনে হয় না।' বলল অস্টিন মেঝেতে পড়ে থাকা তীরটা তুলে সে এমিলের পায়ের পাতায় আঘাত করল। তীরটা তার সোনালী চপ্পল ভেদ করে ঢুকে গেল। আর্তনাদ করে উঠল সে, পড়ে গেল তার পিস্তলটা।

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে অস্টিন। সে এমিলের চোয়াল বরাবর সজোরে আঘাত হানলে এমিল অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সে স্কাইকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে। শ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছিল তার। ঠিক হয়ে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে।

'মনে হচ্ছে সেবাস্তিয়ান মদের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।'

'এমিলতো বলল মদে ড্রাগ মেশানো হয়েছে। কিভাবে?'

'গাল দিয়ে বেয়ে পড়ে গেছে'।

অস্টিন এমিলকে কুলুঙ্গির মধ্যে ঢুকিয়ে শেকল দিয়ে বেঁধে ফেলে তার মাথার ওপর নিজের জোকারের টুপিটা পরিয়ে বলল 'ফর দ্য লাভ অব গড মন্ট্রেসর।'

একটা মশাল তুলে তারা টনেলের মধ্যে দিয়ে এগুতে লাগল। মাতালের অভিনয় করলেও যাওয়ার সময় পথগুলো ঠিকই মনে রেখেছিল সে। কিছুদূর যাওয়ার পর তারা ক্যাভেন্ডিসের দেহের সামনে উপস্থিত হল। তাদের আসার আওয়াজ শুনে ইঁদুরেরা সরে গেল। ইংরেজটার মুখে আতংকের স্পষ্ট ছাপ।

অস্টিন তার ঘাড়ে হাত রাখল। 'সে মারা গেছে।'

'বুঝলাম না, বলল স্কাই, 'কোন রক্ত তো নেই।' অস্টিন ব্লেডের ওপর হাত রাখল। 'ফচার্ড সত্যি বলেছিল। ব্লেডটা আসলেই কাঠের তৈরি। সম্ভবত তিনি ভয়ে মারা গেছেন। চল, তার জন্য আমাদের কিছুই করার নেই।'

তারা খাড়া, সরু ও বাঁকানো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। টানেলের পরিবেশ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে লাগল এবং কিছুক্ষণ পর তাদের মুখে টাটকা বাতাস এসে লাগল। তারা সদর দরজায় এসে পৌছল। শ্যাতোর সামনে লোকজন জড়ো হয়ে আছে। ধীরেধীরে তারা বাকি অতিথিদের সাথে মিশে গেল। তারা গেট অতিক্রম করে একটা পাথরের ব্রিজের সামনে এসে পৌছল। অতিথিদের গাড়ি সেখানে জড়ো করে রাখা হয়েছে। গাড়িতে চেপে সবাই রওনা দিচ্ছে। বাদ থাকল শুধু অস্টিন ও স্কাই। এমন সময় ডার্নির দেখা রোলসরয়েসটা চোখে পড়ল তাদের। সম্ভবত ড্রাইভার এটাকে কোনো অতিথির গাড়ি মনে করেছে। অস্টিন পেছনের দরজা খুলে স্কাইকে ঢুকতে বলল।

এমন সময় কেউ একজন ফ্রেঞ্চ ভাষায় চিৎকার করে উঠলে পেছনে তাকাতে দেখতে পেল যে মার্সেল ছুটে আসছে। কাছে দাঁড়িয়ে থাকা এক চাকর অস্টিনও গাড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল। লোকটা তার টাক্সিডো জ্যাকেটে হাত ঢুকাতে অস্টিন তার বুকে আঘাত করে স্কাইকে ব্যাকসিটে বসতে বলল। অস্টিন গাড়ির সামনের দরজা খুলে ড্রাইভারকে টেনে বের করে নিজে চেপে বসল।

সে গিয়ার বদলে চাপ দিল এক্সেলেটরে, চলতে শুরু করল রোলস। কেউ একজন ছুটে আসছে গাড়ির দিকে। সে বিপরীত দিকে চাকা ঘোরাল। আরেকজন গার্ড বন্দুক হাতে সামনে দাঁড়াল।

নিচু হয়ে গেল অস্টিন, চাপ দিল গ্যাম প্যাডেলে। বন্দুকধারীর ওপর আছড়ে পড়ল রোলসরয়েস, উড়ে গেল সে। উইন্ডশিল্ডটা হয়ে গেল চুর্ণ-বিচূর্ণ। অস্টিন সামনে আরেকজনকে বন্দুক চালাতে দেখল। আবারো গ্যাস প্যাডেলা চাপ দিল সে। তার ধারণা ছিল বাইরের রাস্তায় যাচ্ছে সে আর সেখানেই ভুল করে বসে সে। রোলসটা পরিখার একেবারে কিনারে চলে এসেছে। সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ল পানিতে। গাড়ির ছাদে আঘাত হানল বুলেট। ধীরেধীরে পানির তলে সম্পূর্ণরূপে তলিয়ে গেল গাড়িটা।

রোলসরয়েসটা পানির মধ্যে এমনভাবে তলিয়ে গেল যেভাবে সারমেরিন ক্রাশডাইভে যায়। নামার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মাটিকাদার মধ্যে গাড়িটা আটকে গেল। অস্টিন পেছনের সীটে গিয়ে অন্ধের মতো হাত নাড়তে লাগল। হাত নাড়তে নাড়তে স্পর্শ পেল নরম মাংসের। স্কাই তার হাত ধরে বাতাসে ভরা এক চিলতে যায়গায় নিয়ে আসলো। অস্টিন শুনতে পেল তার ক্ষীণ শ্বাস-প্রশ্বাস।

মুখ থেকে পানি বের হয়ে আসল অস্টিনের।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

ঘড় ঘড় করে যে শব্দ বের হল তা কেবল হ্যাঁ হলে পারে।

চিবুক পর্যন্ত পানি চলে এসেছে। গলা উঁচু করে মুখ পানি থেকে ওপরে রাখার চেষ্টা করল সে।

'ভয় পেয় না, আমার সাথে থাকো। দম ফুরিয়ে এলে হাত চাপ দেবে।' আবারও ঘড়ঘড় আওয়াজ হল।

'এবার তিনবার দম নিয়ে শেষেরটা আটকে রাখ।'

তারা ফুসফুসে যতটুকু সম্ভব বাতাস ভরে নিল। অস্টিন স্কাইকে নিয়ে দরজা খুলে বের হয়ে গেল। ইলেক্ট্রিক টর্চের আলোতে পানি সবুজ বর্ণ ধারণ করেছে। পানি থেকে মাথা উঁচু করলেই নিশ্চিত মৃত্যু। সে স্কাইয়ের হাত শক্ত করে ধরে টেনে নিয়ে গেল। কয়েকগজ এগুতেই চাপ দিল স্কাই অর্থাৎ তার দম ফুরিয়ে আসছে। অস্টিন তাকে ধরে সাঁতরাতে লাগল। সে স্কাই আবারো তার হাত চেপে ধরল। অস্টিন একটা অন্ধকার অংশ দেখে এগুতে লাগল। জায়গাটায় পৌঁছে নাক ও কান পানি থেকে উঁচু করল সে। মার্সেল ও তার লোকেরা গাড়ি থেকে বের হওয়া বুদবুদ লক্ষ্য করে চালাতে লাগল গুলি। সে স্কাইকে পাশে টেনে নিল। অস্টিন তাকে দম নেওয়ার সুযোগ দিয়ে আবারও তাকে নিচে টেনে নিল।

সাঁতরে ও ডুব নিয়ে শত্রুর কাছ থেকে দূরে সরে আসলো ঠিকই কিন্তু ওদিকে মার্সেল ও তার লোকেরা খোঁজাখুঁজির পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছে। অস্টিন শ্যাতোর দেয়ালের কাছে চলে এসেছে। বাম হাত দিয়ে শ্যাতোর পিচ্ছিল দেয়াল ধরে ধরে সে এগিয়ে যেতে লাগল।

'আর কতক্ষণ? প্রশ্ন স্কাইয়ের। কণ্ঠে রাগের আভাস।'

'আরেকবার ডুব দিতে হবে। আমাদের পরিখা থেকে উঠতে হবে। ফ্রেঞ্চ ভাষায় স্কাই কিছু একটা বলে উঠল।'

অস্টিন স্কাইয়ের হাত ছেড়ে দিয়ে দুটো ডাল চেপে ধরে পরিখার দেয়াল বেয়ে উঠতে শুরু করল। তারপর স্কাইকে টেনে তোলার সময় হঠাৎ ঝোপটা আলোকিত হয়ে উঠল।

তারা আলো থেকে সরে আসলো কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। মার্সেলের লোকজন উত্তেজিত হয়ে তাদের দিকে এগিয়ে এল। তারা এ আশংকায় গুলি চালাল না যে এতে নিজেদের মধ্যে আঘাত আনতে পারে।

অস্টিন জঙ্গলের দিকে এগুতে লাগল। চাঁদের আলোতে জঙ্গলটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ভেজা পোশাকে কষ্ট হলেও বেশ দ্রুত এগুতে থাকে তারা।

মার্সেলের লোকেরা তাদের দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ওঠে।

জঙ্গলের দিকের রাস্তাটা কিছুদূর এগিয়ে আরো তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে সৃষ্টি করেছে চৌরাস্তার।

'কোন দিকে?' বলল স্কাই।

বাছাবাছির সুযোগ নেই, দু-পাশ থেকে লোকজনের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।

'সোজা, বলল সে।

অস্টিন স্কাইকে সাথে নিয়ে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে সে জংগলের মধ্যে খুঁজতে লাগল প্রবেশপথ। ওদিকে গাছগুলোর ঘনত্ব ধীরে ধীরে যেন বেড়ে আসছে। পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দু'পাশের গাছের বদলে ঘিরে রেখেছে ঘন ঝোপের দেয়াল যা অন্তত দশ ফুট উঁচু। তারা একটা মোড়ে এসে পৌছল যেখানে দু'টো গলি। দু-টি গলিই ঘন ঝোপে আচ্ছন্ন যা শ্যাতোর দেয়ালের মতোই দুর্ভেদ্য।

'ওহ হো'বলল সে।'

'কুয়েস্টেস কু সেস্ট?'

'মনে হয় আমরা একটা গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়েছি।'

স্কাই চারদিকে তাকিয়ে বলল, ওহ মার্দে, এখন কি হবে?'

'যেহেতু সাহায্যের জন্য কোনো ল্যাব রাট নেই সেহেতু নিজেদেরই বের করে নিতে হবে।'

ডানে বামে যেহেতু কিছু দেখা যাচ্ছে না সেহেতু তারা বাম দিক ধরে এগুতে লাগল। সামনে এগুবার পর দেখল সেটাও দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। গোলকধাঁধাটা খুব জটিল, ভাবল অস্টিন। ফ্রি হ্যান্ড ডিজাইনে তৈরি করা হয়েছে গোলকধাঁধাটা, বর্গাকার ও বৃত্ত দু-রকমের পথই আছে।

মার্সেলের লোকজন ইতিমধ্যে গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়েছে। স্কাই ও অস্টিন দু'বার দম নিল। প্রাচীরের অপরপাশ থেকে তাদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। তাদের মধ্যে স্রেফ ঝোপের দূরত্ব। অস্টিন বুঝতে পারল কিছুক্ষণের মধ্যে মার্সেল আরো লোক নিয়ে আসবে আর সেটা হলে ধরা পড়া হয়ে যাবে সময়ের ব্যাপারমাত্র। যদি সে মার্সেলের জায়গায় হত তাহলে গোলকধাঁধার প্রতিটা বের হবার পথে পাহারা বসাত। দূর!

অস্টিনের পায়ে একটা শক্ত জিনিস ঠেকল । নিচু হয়ে জিনিসটা পরখ করে দেখলে আনন্দে ফুলে ওঠে সে, একটা মই সম্ভবত কোনো মালি ফেলে গেছে।

সে মইটা তুলে দেয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে ওপরে উঠল। কস্টিউস ভেদ করে পেটের ওপর খোঁচা লাগল। তবে ঝোপঝড় মইয়ের ওজন সহ্য করে

নিয়েছে। গোলকধাঁধার ভেতর আলো এদিকওদিক ঘোরাফেরা করছে। একটা সার্চ পার্টি তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। অস্টিন স্কাইকে ফিসফিস করে মই বেয়ে উঠতে বলল। তারপর ধীরেধীরে মইটা টেনে তুলল। তারা বুটের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। অস্টিন সার্চ পার্টি অপর গলিতে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর সবচেয়ে কাছে ঝোপ থেকে মইটা সরাল, সে মই বেয়ে উঠে স্কাইয়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এভাবে একই পদ্ধতি ব্যবহার করে তারা পরের ঝোপের দেয়ালে উঠল। যতক্ষণ তারা সোজা রাস্তায় এগিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ এখান থেকে বের হওয়া নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা নেই।

তাদের হাত ও হাঁটুর চাপে ডালপালা ভেঙ্গে যেতে লাগল তবে এ ব্যাপার তারা কোনো মাথা ঘামাল না।

অস্টিন সামান্য দূরে উঁচু গাছপালা দেখতে পেল, ঠিক তখনই শ্যাতোর দিক থেকে হেলিকপ্টার আসার আওয়াজ শুনতে পেল সে।

হেলিকপ্টারটা মাটি থেকে মাত্র কয়েকশ ফুট ওপরে, এগিয়ে আসছে গোলকধাঁধার দিকে। জ্বলে উঠল একজোড়া সার্চলাইট, তাক করা হল নিচে।

অস্টিন পরের গুল্মের দেয়ালের জন্য তাড়াহুড়ো করতে গেলে মইটা খসে পড়ে ও সেই সাথে পড়ে যায়। সে উঠে দাঁড়িয়ে আবারো মইটা দেয়ালের সাথে লাগল।

এ ভুলের জন্য নষ্ট হয় কিছু মূল্যবান সময়। হেলিকপ্টারটা গোলকধাঁধার ওপর এক চক্কর দিয়ে গেল। উজ্জল আলোতে রাতের অন্ধকার রূপ নিল দিনের আলোতে। অস্টিন শেষ পথটুকু অতিক্রম করে স্কাইকে সাহায্যের জন্য তার দিকে ঘুরল। তার পথ মাঝপথে এসে পিছলে গেলে অস্টিন তাকে নামতে সাহায্য করে। দ্রুতগতিতে নেমে পড়ল তারা। মাটিতে নামার সাথেসাথে অস্টিন মইটা ঝোপের গোড়ায় লুকিয়ে ফেলল। তারপর সে ও স্কাই মইটার পাশে ঘুরে শুয়ে পড়ল। হেলিকপ্টরটা তখনো মাথার ওপরে।

হেলিকপ্টারটা একবার গোলক ধাঁধার ওপর চক্কর দিয়ে জঙ্গলের দিকে উড়াল দিয়ে দিল। হেলিকপ্টারের আলোতে আলোকিত হয়ে উঠল গাছপালা। অস্টিন স্কাইকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। উঠে দাঁড়াবার সাথে সাথে তারা দৌড় দিল জঙ্গলের দিকে।

কিছুদূর এগুবার পর তারা একটা খালি মাঠে এসে পৌছল। মাঠের একপ্রান্তে অবস্থিত একটা দালানের দিকে নজর পড়ল অস্টিনের।

'কি ওটা?' ফিসফিস করে বলল স্কাই।

সে তাকে সেখানে থাকতে বলে বিল্ডিংটার দিকে এগুতে লাগল। অস্টিন চাঁদের আলোতে ভরা মাঠ ধরে বিল্ডিংটার পাথুরে দেয়ালের সামনে এসে থামল। বিল্ডিংটার দরজা খোলা, কোনো তালা নেই। ভেতরে গ্যারেজের তেল ও গ্রিজের উৎকট গন্ধ। সে হাতড়াতে হাতড়াতে দেয়ালে একটা সুইচ খুঁজে পেল। আলো জ্বালাতেই সে বুঝে গেল এটা গ্যারেজ নয়, একটা ছোট হ্যাংগার।

একটা উজ্জ্বল লাল বাইপ্লেন দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। প্লেনটার লেজে কালো তিনমুখো ইগলের ডিজাইন। সে কাপড়ের ফিউজালাজের ওপর হাত বোলাল। দু'পাশে ডানার তলায় টর্পেডোর মতো দু'টো লোহার ট্যাংক লাগানো আছে। ট্যাংকের গায়ে খুলি ও আড়াআড়ি করে হাড় আকা। তার মানে বিষ।

সে টুইন ককপীটে উকি দিল। পাইলট পেছনের ককপীট থেকে সিঙ্গেল লিভার ও ফুট বার দিয়ে প্লেনটা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সামনে পেছনে ঘুরালে এলিভেটর কন্ট্রোল করা যায়। সিস্টেম পুরাতন ধাঁচের হলেও প্লেনটা এখানে চালানো সম্ভব।

ককপীটে এমন সব জিনিস আছে যা মূল সিস্টেমের সাথে মেলে না। ককপীটে রেডিও, জিপিএস নেভিগেশন সিস্টেম ও এয়ারফোন লাগানো যা পরিষ্কারভাবে পরবর্তীতে লাগানো হয়েছে। অস্টিন হ্যাঙ্গারটা ঘুরে ফিরে দেখল। সেখানে যন্ত্রপাতি ও স্পেয়ার পার্টস রাখা। স্টোররুমে গিয়ে কিছু প্লাস্টিক কন্টেনার যার ওপর খুলি ও হাড় আড়াআড়িভাবে আঁকা। কন্টেনারের ওপর লাগানো লেবেল দেখে বোঝা গেল ভেতরে কীটনাশক।

অস্টিন দেয়ালের তাক থেকে একটা টর্চ তুলে নিয়ে কয়েকবার অন অফ করে দেখল তা ঠিক আছে কিনা। তারপর গ্যারেজের বাতি বন্ধ করে বাইরে বের হয়ে স্কাইকে নিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

'এত দেরি হল কেন? কণ্ঠে তার বিরক্তি।'লাইট অন অফ দেখে ভয় পেয়েছিলাম।'

সে তার গালে চুমু দিল। 'দুঃখিত, 'বলল সে, 'রিজার্ভেশন কাউন্টারে লম্বা লাইন পড়েছিল।'

'মানে?'

অস্টিন টর্চ জ্বালিয়ে প্লেনের ফিউজালাজের ওপর আলো ফেলল।

'আপনি এখন ফচার্ড এয়ারলাইন্সের সামনে আছেন। এরা নিশ্চয়ই এটা কীটনাশক ছিটানোতে ব্যবহার করে।'

'এটা সুন্দর,' বলল সে।

'সুন্দরের চেয়েও বেশি। এটা দিয়েই এখান থেকে রওনা হব আমরা।'

'উড়তে পারবে?'

'মনে তো হয়।'

'মনে হয়? মাথা চুলকালো সে। 'তুমি এর আগে কখনো এ জিনিস উড়িয়েছ?'

'বহুবার।' সে স্কাইয়ের চোখে অবিশ্বাসের ছাপ দেখে বলে উঠল, 'আচ্ছা বলছি। একবার এক মেলায় উড়িয়েছিলাম।'

'মেলা?' কণ্ঠে তার অবিশ্বাস। 'আচ্ছা স্বীকার করি এখনকার দিনের প্লেনগুলোর কন্ট্রোল সিস্টেম অনেক সফিস্টিকেটেড হয় কিন্তু মূল তো একই।'

'আশা করি তোমার ড্রাইভিংয়ের চেয়ে তোমার ফ্লাইং ভালো।'

'রাতবিরাতে সাঁতার কাটার আইডিয়া আমার ছিল না। ফচার্ডের গুণ্ডারা এর জন্য দায়ী।'

গালে টোকা দিল স্কাই। 'সেটা কি করে ভুলতে পারি সোনা। তাহলে দেরি করছ কেন? আমাকে কি করতে হবে? অস্টিন ফ্রেঞ্চ ভাষায় লেখা স্যুইচগুলোর দিকে তাকাল। 'প্রথমে তুমি দয়া করে বল এখানে কি লেখা আছে।'

স্কাই অস্টিনকে অনুবাদ করে শুনালো। তারপর সে স্কাইকে প্লেনের সামনে নিয়ে তাকে প্রপেলারটা জোরে ঘোরাতে বলল।

তারপর সে পাইলটের ককপীটে চড়ে তাড়াতাড়ি কন্ট্রোলগুলো দেখে স্কাইকে ইশারা করল। স্কাই দু'হাতে প্রপেলার ধরে নির্দেশমত ঘুরিয়ে চলে আসলো পেছনে। ইঞ্জিন থেকে কিছু আওয়াজ হলেও হল না চালু।

অস্টিন থ্রটলট ঠিকমত বসিয়ে তাকে আবার ঘোরাতে বলল। পরেরবার ঘোরাবার সময়ে স্কাইয়ের চেহারার মধ্যে এক ধরনের দৃঢ়তা দেখা গেল। পূর্ণশক্তি দিয়ে সে পাখাটা ঘোরাল। এবার চালু হল ইঞ্জিন। ইঞ্জিনের আওয়াজ দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হল।

স্কাই হ্যাঙ্গারের মেইনডোর খুলে ল্যান্ডিং লাইট জ্বেলে দিল। তারপর বসে পড়ল ককপীটে। চলতে শুরু করল প্লেনটা।

অস্টিন টেক অফ করার পর ট্যাক্সিংয়ে সময় নষ্ট করল না। সে ইঞ্জিনে চাপ প্রয়োগ করাতে প্লেনের গতি বাড়তে শুরু করে, এগুতে থাকে লাইটের মধ্যে দিয়ে। সে প্লেনের কন্ট্রোল রাখার চেষ্টা করলেও তার অনভিজ্ঞ হাত সেটা সামাল দিতে হিমসিম খাচ্ছিল। স্রর জানত টেকঅফে স্পিড না তুলতে পারলে প্লেন এয়ারস্ট্রিপের শেষপ্রান্তে গাছপালার ওপর আছড়ে পড়বে। অস্টিন রিল্যাক্স হয়ে পড়ল। কন্ট্রোলকে কাজ করতে দিল নিজের মত। কিছুক্ষণের মধ্যে গতি বাড়ল প্লেনের। অস্টিন এলিভেটরে হালকা টান দিল আর উড়তে শুরু করল প্লেনটা কিন্তু তখনো গাছপালার চেয়ে প্লেনটা অনেক নিচু ছিল।

আরো চাপ দিল অস্টিন। প্লেনের পাখাগুলো নড়তে লাগল কিন্তু পথচ্যুত হল না প্লেনটা।

অস্টিন প্লেনটাকে নিয়ে উড়তে শুরু করল, ডানে বামে তাকাল বেয়ারিং পাওয়ার জন্য। চারপাশ ঘন অন্ধকারে ঢাকা শুধু শ্যাতো ফচার্ড বাদে। টারেটগুলোর মাথায় ফ্লাড়লাইট জ্বলছে। সে মূলত যে পথ দিয়ে শ্যাতোতে এসেছিল সে পথটা ধরে এগুবার চেষ্টা করল। সে গোলাকৃতি ড্রাইভওয়েটা দেখতে পেল, তার সাথে সেই অদ্ভুত ফোয়ারা এবং আলোকিত ড্রাইভওয়ে যা চলে গেছে গাছপালায় আচ্ছাদিত এলাকার দিকে।

সে প্লেনটা সেই ড্রাইভওয়েটা পথ ধরে আঙ্গুরের ক্ষেতের ওপর দিয়ে যেতে লাগল। সঠিক পথে আগাচ্ছে ভেবে সন্তুষ্ট হল অস্টিন। মাইক্রোফোন তুলে সামনের ককপীটে থাকা স্কাইয়ের সাথে যোগাযোগ করল।

'টেকঅফের জন্য দুঃখিত, বলে উঠল সে। 'আশা করি তেমন ভয় পাওনি।'

'দাঁত ঠোকাঠুকি শেষ হলে ঠিক হব।'

'শুনে খুশি হলাম। ডিনারে গেলে দাঁতের প্রয়োজন হবে।'

'আর কোনো চিন্তা নেই তোমার? আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?'

'যেদিক থেকে আসলাম সে দিকে। আলো খুঁজে পেলে জানাও। আমি শহরের কাছাকাছি ল্যান্ড করতে চাই। আপাতত ফ্লাইটটা উপভোগ কর।'

অস্টিন ফ্লাইটে মনোনিবেশ করল। সে খুবই ভালো করে জানত সামনে আরো ঝামেলা রয়েছে। সে অন্ধের মতো একটা পুরাতন আমলের বিমান উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যে বিমান চালাবার তার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। তবে সে এ পুরাতন আমলের প্লেনটার গঠনশৈলী রীতিমত উপভোগ করছিল। ককপীটে ঢাকনা না থাকায় ঠাণ্ডা বাতাস সরাসরি তার গায়ে এসে লাগছে। সে সময়ের পাইলটদের প্রতি শ্রদ্ধায় তার শির অবনত হয়ে আসল।

কয়েক মিনিট পর সে কিছু দূরে একটা আলো দেখতে পেল। প্লেনটা তখন ফচার্ডদের জমির ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। স্কাই এয়ারফোনে চিৎকার করে যাচ্ছিল।

ঠিক সে সময়ে চোখের কোণায় নড়াচড়ার আভাস পেয়ে সে বামে তাকাল। গোলকধাঁধার ওপরে যে হেলিকপ্টারটা তাদের তাড়া করছিল তা হঠাৎ করে যেন ভোজবাজির মতো উদয় হয়েছে। ককপীটে জ্বলছে আলো। ভেতরে শ্যাতো ফচার্ডের একজন গার্ড বসে আছে, কোলে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র রাখা। প্লেনে গুলি চালাবার কোনো চেষ্টা করছে না সে অথচ সে রেঞ্জ থেকে গুলি চালানো সম্ভব।

কিছুক্ষণ পর রেডিওতে ভেসে উঠল এমিল ফচার্ডের পরিচিত কণ্ঠস্বর। 'গুড ইভিনিং মি. অস্টিন। আপনার সাথে আবার দেখা হয়ে খুব ভালো লাগল।'

'হোয়াট এ প্লিজেন্ট সারপ্রাইজ এমিল। তোমাকে তো হেলিকপ্টারে দেখতে পাচ্ছি না।'

'কারণ আমি শ্যাতোর সিকিউরিটি কন্ট্রোল সেন্টারে বসে আছি। হেলিকপ্টারের ক্যামেরা দিয়ে দেখছি আপনাকে।'

'অস্টিন হেলিকপ্টারের পেটে লাগানো ক্যামেরাটা দেখতে পেল।

'আমি ভেবেছিলাম তুমি এখনো সেই মাটির তলের ঘরে ইঁদুরদের সাথে গড়াগড়ি খাচ্ছ।'

এমিল অপমানটা পাশ কাটাবার চেষ্টা করল। 'আমার ফকার এভিয়াটাকটা কেমন লাগছে অস্টিন?'

'এয়ার টু এয়ার মিসাইল ফিট করা একটা এফ - ১৬ থাকলে আরো ভালো লাগত তবে আপাতত এটাই যথেষ্ট। ব্যবহার করতে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদের কি আছে? আমরা অতিথি আপ্যায়নে কোনো ত্রুটি রাখি না। এবার দয়া করে নেমে আসুন নয়ত গুলি চালাতে বাধ্য হব।'

হেলিকপ্টারে বসে থাকা লোকটা তাদের দিকে বন্দুক তাক করল, সম্ভবত একে-৪৭।

'তুমি নিশ্চয়ই আমাদের ওপর লক্ষ্য রাখছিলে। তাহলে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও গুলি চালালে না কেন?'

'কারণ আমি প্লেনটাকে অক্ষত অবস্থায় পেতে চাই। ছেলেদের খেলনা আর কি।'

'কি?'

অস্টিন বাইপ্লেনটাকে ইচ্ছা করে হেলিকপ্টারের সাথে সংঘর্ষের জন্য কাছে নিয়ে গেল। হেলিকপ্টারটা কোনো রকমে গেল সরে।

'দুঃখিত,' বলল অস্টিন। 'আমার আসলে এ প্লেন চালাবার অভ্যাস নেই।'

'এসব ছেলেমানুষী একেবারেই হাস্যকর। আমি এভিয়াটিকের ক্ষমতা সম্পর্কে জানি। জিনিসটা নষ্ট হলে খারাপ লাগবে ঠিকই কিন্তু প্রয়োজন হলে আমি সেটা বিসর্জন দিতে রাজি। দেখুন।'

এমিল সম্ভবত তার পাইলটকে কিছু নির্দেশ দিল কেননা হেলিকপ্টারটা বাইপ্লেনের ওপর অবস্থান নিল। বাইপ্লেনটা ডাউন্ড্রফটের কবলে পড়ে দুলতে লাগল। অস্টিন প্লেনটাকে নামালে হেলিকপ্টারটাও তার পেছন পেছন নামল। কয়েক সেকেন্ড পর সরে গেল হেলিকপ্টারটা।

এমিলের কণ্ঠস্বর ভেসে উঠল অস্টিনের এয়ারফোনে। 'দেখতেই পাচ্ছেন ইচ্ছা করলেই আপনাকে নামাতে পারি আমি। ঘুরুন নয়ত আপনার বান্ধবি প্রাণ হারাবে।'

'হয়ত তোমার কাছে এর কোনো দাম নেই কিন্তু সে মারা গেলে হেলমেটটার খোঁজ আর পাবে না।'

'সে ঝুঁকি নিতে আমি রাজি।'

'তোমার উচিত তোমার মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নেয়া,' বলল অস্টিন।

ফ্রেঞ্চ ভাষায় গালাগালি করল এমিল। হেলিকপ্টারটা বাইপ্লেনের ওপর দিয়ে চলে আসলো। অস্টিন কন্ট্রোলের চেষ্টা চালিয়ে গেল। সে এক অসম প্রতিযোগিতা, কাপড় আর কাঠের তৈরি প্লেন দ্রুতগামী এ হেলিকপ্টারের সামনে কিছুই না। এমিল চাইলেই এটা ধ্বংস করতে পারে।

অস্টিন মাইকটা নিল। 'তুমি জিতলে এমিল। বল কি করতে হবে?'

'ল্যান্ডিং স্ট্রিপে ফিরে আসুন। চালাকির চেষ্টা করবেন না। আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব।'

তা তো করবেই, ভাবল অস্টিন। অস্টিন প্লেনটাকে ঘোরাতে শুরু করল। স্কাই এয়ারফোনে তাদের কথা শুনতে পেয়েছে।

'কার্ট, আমরা ফিরে যেতে পারি না,'

বলল সে ইন্টারকমে। 'সে তোমাকে খুন করে ফেলবে।'

'যদি না ফিরি তাহলে আমরা দু'জনই মারা পড়ব।'

'মোটেও না। কাজটা আমি নিজের জন্য করছি।'

'উফফ, অস্টিন। তুমি ফ্রেঞ্চদের মতো একরোখা।'

'এটা প্রশংসা হিসেবে গ্রহণ করলাম তবে এটা বলে রাখলাম শামুক বা ব্যাঙের পা খাই না আমি।'

'আচ্ছা হার মানছি, বলল সে। 'কিন্তু আমি বিনা যুদ্ধে মরতে চাই না।'

'আমিও না। সীটবেল্টটা শক্ত করে বাঁধ।' সে ইন্টারকমটা বন্ধ করে টাওয়ারের দিকে মনোযোগ নিবন্ধিত করল। বাইপ্লেনটা শ্যাতোর কাছাকাছি পৌঁছাতে অস্টিন এয়ারফিল্ডকে চিহ্নিত করার জন্য জ্বলে থাকা আলো দেখতে পেল। সে এভিয়াটিকটা লাইটের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল কিন্তু শ্যাতোর কাছাকাছি পৌঁছাতে প্লেনটা বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে সবচেয়ে কাছের টারেটের কাছে নিয়ে আসলো। হেলিকপ্টারটা দূরত্ব বজায় রেখে আসতে লাগল পেছন পেছন। রেডিওতে শোনা গেল এমিলের কণ্ঠ। ফ্রেঞ্চ ভাষায় চিৎকার করে যাচ্ছে সে। অস্টিন রেডিও বন্ধ করে তার কাজে পূর্ণ মনোযোগ দিল। হেলিকপ্টারটা ঠিক তখন সরে গেল যখন তার মনে হলে প্লেনটা

টাওয়ারের সাথে ক্রাশ করবে। টারেটের একেবারে কাছাকাছি এসে ঘুরতে লাগল সে। ঘুরতে লাগল টাওয়ারের চারপাশে বৃত্তাকারে। তারপর পরের টাওয়ারেও একই কাজ করতে লাগল সে। সে ভাবছিল এমিল এটা দেখে কি মনে করছে তবে সেটা নিয়ে সে চিন্তিত ছিল না। সে এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল যতক্ষণ সে শ্যাতোর ওপর আছে ততক্ষণ তার কিছু হবে না।

অস্টিন খুব ভালো করেই জানত এভাবে সে সারাজীবন চলতে পারবে না এবং তার সে পরিকল্পনাও ছিল না। প্রতিটা চক্করের সময়ে সে তাকাচ্ছিল পরিখার অপর পাশে থাকা মাঠটার দিকে, এভাবে ঘুরতে ঘুরতে আচমকা সে লং ড্রাইভে থাকা বাতিগুলোর দিকে ঘুরল। ল্যান্ডিংয়ের বদলে সে প্লেনটা গাছপালার ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল।

অস্টিন রেডিওতে ফচার্ডের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। 'ধর! ধর ওকে!'

ফচার্ডের নির্দেশমত হেলিকপ্টারটা এভিয়াটিকটাকে অনুসরণ করতে লাগল ঠিক যেভাবে শিকারি হাউন্ড খেকশিয়ালের পিছু নেয়। দ্রুতগামী হয়েই খুব সহজে হেলিকপ্টারটা প্লেনটাকে ধরে ফেলল। অস্টিন এভিয়াটিকের ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে হেলিকপ্টারের রোটর ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেল। সে এ চিন্তায় ছিল যে হেলিকপ্টারটা গাছপালার ওপর দিয়ে উড়ে অপরপ্রান্তে তার জন্য অপেক্ষা করবে। এমিলকে তার মায়ের ব্যাপারে কথা বলে সে নিঃসন্দেহে রাগান্বিত হয়েছে, অন্তত অস্টিনের তাই ধারণা। কেউই নিজেকে তার মায়ের আদরের সন্তান হিসেবে পরিচিত হতে পছন্দ করবে না, বিশেষ করে যদি তা সত্য হয়।

অস্টিন মাটি থেকে ছয় ফুট উচ্চতায় প্লেনটা চালাচ্ছে। দু'পাশে ঘন গাছপালা। একটু এদিক ওদিক হলে সব শেষ। গাছঢাকা পথ অর্ধেক অতিক্রম করার পর অস্টিন শান্তভাবে একটা লিভার টানল যা স্প্রে পডকে খুলল।

সাথেসাথে কিটনাশক ছিটে পড়ল হেলিকপ্টারের উইন্ডশিল্ডের ওপর। অন্ধ হয়ে পড়ল পাইলট। হেলিকপ্টারের ককপীটটা পরিণত হল গ্যাসচেম্বারে।

পাইলট যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে লাগল। চোখ থেকে কিটনাশক মোছার জন্য কন্ট্রোল থেকে হাত সরাল। রোটরগুলো আঘাত হানে ডালপালার সাথে। টুকরো হয়ে যায় ফিউজালাজ। হেলিকপ্টারটা পরিণত হল আগুনের গোলায়।

অস্টিন ঝড়ের গতিতে প্লেনটাকে গাছপালার মধ্যে থেকে বের করে আনে। বের হবার পর ধ্বংসস্তূপ দেখে সে।

ইন্টারকম চালায় সে। 'আমরা নিরাপদ।' বলল অস্টিন।

'আমি তোমার সাথে কথা বলার চেষ্টা করছিলাম,' বলল স্কাই। 'কি হল ওখানে?'

'পেস্ট কন্ট্রোল,' জবাব অস্টিনের।

আধ ঘণ্টা পর একটা ছোট শহরের পাশে ল্যান্ড করল তারা। প্লেনটাকে হাইওয়ে থেকে সামান্য দূরে রাখল। প্লেন থেকে নেমে ঘণ্টাখানেকের মতো হাঁটল তারা। তারপর পৌঁছল এক ছোট হোটেলে। হোটেলের কেরানি ঘুমন্ত অবস্থায় থাকলেও তারা লবিতে ঢুকলে ঘুম ভেঙ্গে যায় তার। অস্টিন তাকে জিজ্ঞাসা করে রুম পাওয়া যাবে কিনা?

সে অস্টিনের ছেঁড়া ভাড়ের পোশাকের দিকে তাকায়। 'আমেরিকান? 'বলল সে। 'হুম,' অস্টিনের মুখে লজ্জিত হাসি।

বিশ

পল সরু বাংকে মাথার ওপর হাত দিয়ে শুয়ে আছে। ইঞ্জিনের কাঁপুনিতে হঠাৎ চমকে উঠল সে। তার মনে হলো সাবমেরিনটা থেকে গেছে। তারপর চারপাশ চুপচাপ।

গ্যামি ওপরের বাংক থেকে বলল,

'কি হল?'

'সম্ভবত ডকে পৌঁছে গেছি।' বলল পল।

পল উঠে দরজার ওপর কান পাতলো। কিছুই শুনতে পেল না সে, আন্দাজ করল সাবমেরিনটা গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। কয়েক মিনিট পর দু'জন অস্ত্রধারী কেবিনের দরজা খুলে তাদের বের হতে বলল। স্যান্ডি করিডোর অপেক্ষা করছিল। তাকে অন্য কেবিনে স্থানান্তর করা হয়। ম্যাকলিনের সাথে দেখা হবার পর থেকে এই প্রথম তাদের সাথে দেখা।

পল স্যান্ডির উদ্দেশে চোখ টিপে তাকে আশ্বস্ত করল। জবাবে নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল সে। স্যান্ডি ভেঙ্গে পড়েনি। এতে অবাক হয়নি পল। যে মানুষ নিয়মিত ডিপ সাবমাজেন্স ভেহিকেল চালায় তার ভয় পাওয়ার কথা না। গার্ড দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় তারা সাবমেরিনটার ডেকে চলে আসল। সাবমেরিনটা চারশ ফুটের মতো লম্বা। উঁচু ছাঁদ। ম্যাকলিন তাদের জন্য ডকে অপেক্ষা করছে।

'গুড ডে বন্ধুরা,' বলল কেমিস্ট বিনয়ী ভঙ্গিতে, 'আমাকে অনুসরণ করুন। আভিযানের পরবর্তী পর্যায়ে পৌঁছে গেছি আমরা।'

ম্যাকলিন তাদেরকে নিয়ে একটা বিশাল ফ্রেইট এলিভেটরে চড়ল। দরজা বন্ধ হবার পর তাকাল ঘড়ির দিকে। 'কথা বলার জন্য বত্রিশ সেকেন্ড আছে।' বলল সে।

'দু' সেকেন্ড লাগবে এটা জানার জন্য যে আমাদের কোথায় আনা হয়েছে,' বলল পল।

'আমিও ঠিক জানি না তবে আবহাওয়া ও মাটির গড়ন দেখে মনে হয় উত্তর সাগর কিংবা স্ক্যান্ডেনেভিয়ার কোথাও হবে। স্কটল্যান্ডও হতে পারে।' সে ঘড়ির দিকে তাকাল। 'দুঃখিত, সময় শেষ।'

এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। তারা একটা ছোট ঘরে ঢুকল। অস্ত্রধারী গার্ড যারা তাদের অপেক্ষায় ছিল তারা ওয়াকিটকিতে রুক্ষ ভাষায় কথা বলল।

এরপর তাদের বাইরে নিয়ে গিয়ে সেখানে পার্ক করা একটা মিনিবাসে চড়ানো হল। গার্ডগুলোও বায়ে চড়ল। গাড়ি চলতে শুরু হবার আগে জানালার কাচ তুলে দেয়া হল যেন কেউ বাইরের কিছু দেখতে না পায়। কাচ ওঠাবার আগে পল রাস্তার পাশে একটা সরু খাল দেখতে পেল।

বিশ মিনিট চলার পর থামল বাস। গার্ডরা তাদের নামার নির্দেশ দিল। তারা একটা কাঁটাতারের ঘেরা বিল্ডিং কমপ্লেক্সে অবস্থান করছিল। কাঁটাতারের ওপর ইলেকট্রনিক ট্রান্সফর্মার লাগানো, কমপ্লেক্সের ভেতর প্রায় সব জায়গায় গার্ড রয়েছে। দেখে মনে হয় বন্দিশিবির। তাদের একটা ওয়্যারহাউস আকৃতির বিল্ডিংয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া হল। বিল্ডিংটা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে আলদা করা। তারা কাছে আসতেই শুনতে পেল এক অপার্থিব চিৎকার।

'এটা কি চিড়িয়খানা?' প্রশ্ন স্যান্ডির।

'সেটা বলতে পারেন,' বলল ম্যাকলিন। 'তবে এখানকার জন্তুগুলোর অস্তিত্বের সম্পর্কে লন্ডন জুর সম্ভবত ধারণাও নেই।'

'বুঝলাম না,'বলল গ্যামি।

পল কেমিস্টের আস্তিন ধরে টানল। 'দয়া করে ভনিতা করবেন না।'

'রসিকতা করার জন্য দুঃখিত। যাই হোক চেষ্টা করবেন যেন ভয় না পান। এরা আপনাকে ভয় দেখাতে চাইবে কিন্তু কোনো ক্ষতি করবে না।'

পল ফ্যাকাশে হাসি হাসল। 'আপনি জানেন না আপনার এ কথায় আমি কতটুকু আশ্বস্ত হয়েছি ড. ম্যাকলিন।'

ম্যাকলিন ভ্রু কোচকাল। 'আপনিও দেখি কম রসিক নন।'

'এটা আমার সহজাত ইয়াংকি প্রবৃত্তি।'

'ভালো,' বলল ম্যাকলিন। 'এ নরককুণ্ডে থাকতে হলে রসিকতার প্রয়োজন আছে বটে। ড. মোরোর অদ্ভুত দ্বীপে আপনাদের স্বাগত জানাই' বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর কথা বলল সে যেখানে এক পাগল বিজ্ঞানী মানুষকে পশু বানায়।

গার্ড ডাবল স্টিলের সিকিউরিটি ডোরটা খুলল। ভেতর থেকে আসতে লাগল দুর্গন্ধ। তবে তারা যা দেখল তাতে দুর্গন্ধ গেল ছাপিয়ে। দেয়ালের সাথে বড় বড় খাচা ঝোলানো যার মধ্যে আটকানো আছে মানুষের মতো দেখতে অনেকগুলো অদ্ভুত পশু। খাঁচাতে পঁচিশ থেকে ত্রিশটার মতো প্রাণী রয়েছে,

দু,পাশে দাঁড়ানো। পরনে তাদের রয়েছে নোংরা পোশাক। সাদা জট পাকানো চুল-দাড়িতে ছেয়ে গেছে মুখ। চুল-দাড়ি ছাপিয়ে দেখা যাচ্ছে লাল টকটকে চোখ। কোচকানো চামড়ায় ছোপ ছোপ দাগ, বয়স হলে যেমনটা হয়। স্যান্ডি আর সহ্য করতে না পেরে দরজার নিকে দৌড় দিল। তাকে থামাল সামরিক পোশাকধারী এক লম্বা লোক। সে তাকে টানতে টানতে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলো। লোকটার মাথায় কালো বেরেট, লম্বা নাক, চওড়া চিবুক আর মুখে বাধানো সোনার দাঁত।

'গুড ডে ড. ম্যাকলিন,' কণ্ঠে তার ইউরোপীয় টান। বন্দিদের দিকে তাকাল সে। 'এরা তাহলে আমাদের নুতন রিক্রুট?'

'হ্যাঁ। তিনজনই তাদের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ।' বলল ম্যাকলিন। দরজায় নড়াচড়া হল।

'কি সৌভাগ্য আমাদের অতিথিরা লাঞ্চ টাইমে এসেছেন।'

কিছু গার্ড নিয়ে' প্রবেশ করল। ট্রলিতে ইঁদুরের ফাঁদে ভর্তি। গার্ডেরা ফাঁদগুলো খুলে ইঁদুরগুলো জন্তুদের দিকে ছুঁড়ে দিল। জন্তুগুলোর চোখ চকচক করে উঠল। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল ইঁদুরগুলোর ওপর। ছিঁড়ে টুকরোটুকরো করে ফেলল।

স্যান্ডি আবারো দরজার দিকে দৌড় দিল। এবার আর কালো বেরেটধারী তাকে থামাল না বরং হেসে উঠল।

'ভদ্রমহিলার দেখি আমাদের রিসাইক্লিং সিস্টেমটা পছন্দ হল না। আমরা ইঁদুরের উৎপাতের হাত থেকে বাঁচার জন্য এ ব্যবস্থা নিয়েছি।' ম্যাকলিনের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আশা করি আমাদের অতিথিদের আপনি জানিয়েছেন জায়গাটা কত সুন্দর।'

'সে কাজটা আমার চেয়ে আপনিই ভালো পারবেন কর্নেল।' বলল ম্যাকলিন।

'তা সত্য।' সে পলের দিকে তাকাল। 'আমি কর্নেল স্ট্রেজা, এ ল্যাবরেটরি ফ্যাসিলিটির কমান্ডার। এই যে নোংরা জন্তুগুলো খাঁচার মধ্যে দেখলেন তারা একসময় আপনার মতো মানুষ ছিল, যদি আপনি ভদ্রমহিলাগণ আমার নির্দেশমত না চলেন তাহলে আপনাদেরও এ পরিণতি হবে। এখন সবকিছু নির্ভর করছে আপনাদের ওপর। কোনো রকম অভিযোগ ছাড়া কাজ করে যাবেন বিনিময়ে পারবেন বেঁচে থাকতে। বুঝেছেন?'

পল খাঁচার ভেতরে হতে থাকা গজন থেকে নিজের মনোযোগ সরাবার চেষ্টা করল। 'বুঝতে পারছি কর্নেল, ব্যাপারটা আমি আমার দুর্বলচিত্তের সঙ্গীকে জানিয়ে দেব।'

স্ট্রেজা তার হলদেটে চোখে শীতল দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর গ্যামির দিকে তাকিয়ে হাসল। গার্ডরা তাদের বিল্ডিং থেকে বের করে আনল। বের হয়ে আসল কর্নেল স্ট্রেজাও। চেপে বসল একটা মার্সিটিজ কম্পার্টিবলে।

স্যান্ডি দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে আছে, বমি করছে।

'যা ঘটল তার জন্য দুঃখিত।' বলল ম্যাকলিন। 'স্ট্রেজা নতুন লোকেদের এভাবে ভয় দেখাতে পছন্দ করে।'

'ভয়ের চেয়েও বেশি কিছু হয়েছে,' বলল স্যান্ডি। 'এর পরেরবার ডাইপার পরব।'

'যাই হোক বহু ধকল গেছে। চলুন লিভিংকোয়ার্টারের দিকে যাই। সেখানে গোসল সেরে আমার ঘরে আসুন, ড্রিংক করা যাবে।'

বাসটা আরো আধামাইল অতিক্রম করল। যাওয়ার পথে আরো কাঁটাতারের বেড়া নজরে পড়ল তাদের। অবশেষে একটা কমপ্লেক্সের সামনে এসে থামল তারা।

'এ ল্যাবে আমরা কাজ করব,' বলল ম্যাকলিন। সে সামনে থাকা একটা বিল্ডিংয়ের দিকে ইঙ্গিত করল। 'এটা স্ট্রেজার এলাকা। গার্ডরা পাশের কোয়ার্টারে থাকে, কটেজগুলো বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের জন্য। দেখতে বাংকারের মতো হলেও বেশ আরামদায়ক।'

গার্ডরা প্রত্যেকে বাস থেকে নামতে বলে পল গ্যামি ও স্যান্ডিকে একটা কটেজে নিয়ে গেল, ম্যাকলিনের কটেজটার পাশেই। পল ও গ্যামি তাদের কোয়ার্টারে গেল, এক রুম যাতে একটা লোহার বিছানা, একটা ছোট টেবিল, চেয়ার এবং বাথরুম। তারা জামাকাপড় বদলের গোসল সেরে নিল। পল সেখানে রাখা ডিস্পোজেবল রেজার দিয়ে শেভ করল।

তার পাশের কটেজে স্যান্ডির সাথে দেখা করতে গেল কিন্তু সে ঘুমাচ্ছে বলে তাকে বিরক্ত করল না। ম্যাকলিন তাদেরকে তার কটেজে স্বাগত জানল। কটেজটা তাদের কটেজের মতোই শুধু সেখানে একটা সুসজ্জিত বার আছে। সে তাদের অনুরোধ করল তাকে যেন ম্যাক ডাকা হয়। তারপর তিনটা গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে বোতলটা সাথে নিয়ে তারা বাইরে বসল। বাইরের পরিবেশ ঠাণ্ডা হলেও সহনশীল।

'সম্ভবত আমার কোয়ার্টারে ট্রান্সমিটার লাগানো আছে,' বলল ম্যাকলিন। 'কর্নেল স্ট্রেজা ধুর্ত মানুষ।'

'তার রসবোধ সম্পর্কে অবশ্য আমার অন্য ধারণা।' বলল গ্যামি।

'তিনি অবশ্য তার অন্যান্য কৃতিত্বের জন্য পরিচিত। ওয়ার্ল্ড কোর্ট বসনিয়ার কিছু গণকবর নিয়ে আগ্রহী। ডিংকটা কেমন?'

'ভালো। ক্লাব মে তে এর চেয়ে ভালো কিছু পাওয়া যেত না।' বলল গ্যামি।

'যখন বিষন্নতায় ভুগি তখন কল্পনা করি একটা নির্জন রিসোর্ট এ বসবাস করছি,' বলল ম্যাকলিন।

'আমি আজ পর্যন্ত যেসব রিসোর্টে গিয়েছি তার কোনোটাতেই লাঞ্চে ইঁদুর সার্ভ করা হয় নি' বলল পল।

একটা নিরবতা নেমে আসল কিছু সময়ের জন্য। গ্যামি ভাংগল নিরবতা।

'খাঁচায় বন্দি জন্তুগুলো আসলে কি বা কারা?'

ম্যাকলিন সময় নিয়ে জবাব দিল। 'ওগুলো আসলে ব্যর্থতার ফসল।'

'ঠিক বুঝলাম না।' বলল পল।

'দুঃখিত তাহলে শুরু থেকে বলি,' ম্যাকলিন তার গ্লাসে হুইস্কি ঢালল। 'ব্যাপারটা মনে হয় বহুদিন আগের কিন্তু তিন বছর আগের ঘটনা। আমি প্যারিসের বাইরে একটা ল্যাবে এনজাইম বা জীবকোষে উৎপন্ন প্রোটিন নিয়ে গবেষণা করার জন্য যোগ দেই। তারা এনজাইমের এজ প্রসেসিং বা বয়স বাড়া এ ভূমিকা নিয়ে বেশি আগ্রহী ছিল। আমাদের কোম্পানির তেমন টাকা-পয়সা ছিল না কিন্তু যখন একটা বড় কোম্পানি আগ্রহ দেখায় তখন আমরাও আর মানা করিনি।'

'কারা ছিল এর পেছনে?' প্রশ্ন পলের।

'আমরা জানতাম না আর জানার আগ্রহও ছিল না। সত্যি কথা বলতে কোম্পানির কোনো নামও ছিল না। আমাদের প্রচুর বেতন দেয়া হত আর বেতন বাড়াবারও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। আর আমরাও নতুন বিধিনিশেষের পরোয়া করিনি।'

'কি রকম বিধিনিষেধ?'

'নতুন ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থাপনার আমাদের সব সময় চোখেচোখে রাখা হত। যদিও তারা ল্যাব কোট আর স্যাট পরে থাকত কিন্তু তারা গার্ড। আমাদের চলাফেরা সীমিত ছিল। আমরা ল্যাবের কাছে বাড়িতে থাকতাম, কোম্পানির গাড়ি আমাদের আনা-নেয়া করত। যাদের পরিবার পরিজন ছিল তাদের মাঝেমধ্যে দেখা করতে দেয়া হত কিন্তু সবাইকে কাজের গোপনীয়তা সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল। আমরা এ ব্যাপারে চুক্তিপত্রে সই করেছিলাম তবে ব্যাপারটা বুজতে হবে আমরা ছিলাম ফিলোসফার,স স্টোনের সন্ধানে।'

'আমি ভেবেছিলাম আপনি কেমিস্ট, আলকমিস্ট নন, বলল গ্যামি। 'যদ্দুর জানি ফিলোসফার,স স্টোনের সাহায্যে যেকোনো বেস মেটালকে সোনায় রুপান্তর করা যায়।'

ম্যাকলিন মাথা ঝাঁকাল। 'এটা আসলে ভুল ধারণা, শুধু সোনা নয় বহু প্রাচীন ব্যক্তি মনে করেন এটার রয়েছে অনন্ত জীবনদানের ক্ষমতা। এটার সাথে যদি মদ মিশিয়ে পান করা যায় তাহলে ক্ষত সারে, ফিরে পাওয়া যায় যৌবন আর বাড়ে আয়ু। আমরা সেটি খুঁজছি।'

'অমরত্বের খোঁজ?' বলল ট্রাউট। 'এর চেয়ে ধাতুকে সোনা বানানো সহজ।'

মলিন হাসি ম্যাকলিনের ঠোঁটে। 'রিসার্চ চলাকালীন আমারও এমন মনে হয়েছিল। আমার প্রায়ই মনে হত এক অসম্ভব কাজ করে চলেছি আমরা।'

'এ কাজে আপনিই প্রথম নন,' বলল পল।

'ও না, ড ট্রাউট। আপনি ভুল করছেন, আমরা অসফল হইনি।'

'মানে ...ম্যাক...তুমি বলতে চাচ্ছ অমরত্বের ওষুধ আছে?'

'হ্যাঁ আমরা সাগরের তলায় লস্ট সিটির হাইড্রোথার্মাল ভেন্টগুলোতে পেয়েছি।'

তারা ম্যাকলিনের দিকে তাকাল। তারা ভাবল দ্বীপে একা থেকে থেকে লোকটা পাগল হয়ে গেল নাকি।

'আমি সমুদ্রের কাদা থেকে প্রোবোসিস সংগ্রহ করে আসছি, বলল পল। 'কিন্তু সেখানে অমরত্বের উপাদান আছে বলে তো জানি না।'

গ্যামি মাথা ঝাঁকাল। 'সমালোচনার জন্য ক্ষমা করবেন। মেরিন বায়োলজিস্ট হিসাবে এ ভেন্টগুলোর ব্যাপারে আমার পলের চেয়ে ভালো ধারণা আছে, সত্য কথা বলতে আমি আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছই না।'

ম্যাকলিনের চোখ চকচক করে উঠল। 'আপনি যা জানেন তা সম্পূর্ণ নয়। আচ্ছা বলুনতো সেখানকার ভেন্টে বসবাসরত মাইক্রোব নিয়ে সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীদের এত আগ্রহ কেন?

'এতো খুবই সহজ,' বলল গ্যামি। 'এ ব্যাকটেরিয়াগুলো আগে কখনো দেখা যায়নি। এরা জীবিত ফসিল। লস্ট সিটির পরিবেশ পৃথিবীর সূচনালগ্নের পরিবেশের মতো। আমরা যদি সেখানকার ভেন্টগুলোর জন্মরহস্য ভেদ করতে পারি তাহলে পৃথিবীর সূচনালগ্নের সময়কার কথা এবং প্রাণের সূচনা কিভাবে ঘটেছিল তা জানা সম্ভব।'

'একদম ঠিক। আমিও এ ভেবে কাজ করেছিলাম, যে জিনিস জীবন শুরু করতে পারে সে জিনিস জীবন দীর্ঘায়িতও করতে পারে। আমাদের কোম্পানি লস্ট সিটিতে আগের অভিযানগুলো থেকে পাওয়া স্যাম্পল সংগ্রহ করে, যে এনজাইম এ মাইক্রোব থেকে উৎপন্ন হয় সেটাই হল চাবিকাঠি।'

'কি করে?'

'পৃথিবীর প্রতিটি জীবিত প্রাণীকে একটা কাজের জন্য প্রোগ্রাম করা হয়েছে, বংশবিস্তার। যখন তার কাজ শেষ হয়ে যায় তখন সে অকেজো হয়ে পড়ে। প্রতিটি অর্গানিজমে প্রকৃতিপ্রদত্ত কিছু আত্মঘাতী জিন আছে যা পরবর্তী প্রজন্মকে জায়গা দেবার জন্য পুরাতন প্রজন্মকে শেষ করে দেয়। মানুষের মধ্যে কখনো কখনো এ জিন সময়ের আগে কার্যকর হয়ে ওঠে ফলে সৃষ্টি হয় ওয়ার্নারস প্রোগোরিয়া যার ফলে আট বছরের শিশুকে মনে হবে আশি বছরের বৃদ্ধ। আমাদের কথা হল জিন যদি সক্রিয় হয়ে উঠতে পার তাহলে তাকে নিষ্ক্রিয়ও করা যেতে পারে।'

'আপনি এমন জিনিস কি করে টেস্ট করলেন?' প্রশ্ন পলের। 'টেস্ট সাবজেক্ট বেঁচে আছে কিনা সেটা দেখার জন্য আপনাকেতো বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হবে।'

'গুড পয়েন্ট। এছাড়া প্যাটেন্টের ব্যাপারস্যাপার আছে। জিনিসটা মার্কেটে নামার আগেই প্যাটেন্টের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। এ এনজাইম শুধু জিনটাকে বন্ধই করবে না বরং সুপার অন্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করবে যা ফ্রি রাডিকেলগুলোকে মুক্ত করবে।

তার মানে এটা শুধু বয়সবৃদ্ধিকে থামাবে না বরং তারুণ্যকে পুনরুদ্ধার করবে।'

'ফিলোসফার,স স্টোন?

'হ্যাঁ এখন বুঝতে পেরেছেন।'

'আপনারা কি আসলেই এ জিনিস তৈরি করেছিলেন?' বলল পল।

'হ্যাঁ ল্যাবে। আমরা বুড়ো ইঁদুর নিয়ে তাদের বয়স কমিয়ে দেই, রীতিমত নাটকীয়ভাবে।'

'কি রকম?'

'আমরা যে ইঁদুরগুলো নিয়েছিলাম মানুষের বয়সের হিসাবে সেগুলোর বয়স নব্বই। আমরা সেগুলোর বয়স পয়তাল্লিশে নামিয়ে দেই,

'আপনি বলতে চাচ্ছেন তাদের বয়স অর্ধেক কমে গেছে?'

'অবশ্যই। শক্ত হাড়ের গঠন। শক্তিমত্তা। আমাদের চেয়ে বেশি ইঁদুরগুলো অবাক হয়েছিল।'

'অসাধারণ সাফল্য, বলল গ্যামি। 'কিন্তু মানুষ তারচেয়ে আরো বেশি জটিল।'

'হ্যাঁ, বলল সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। 'সেটা এখন জানি।'

গ্যামি ম্যাকলিনের দিকে তাকাল। 'তার মানে আপনারা মানুষের ওপরও পরীক্ষা চালিয়েছেন?'

'আমরা না। আমরা হলে আরো পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মানুষের ওপর পরীক্ষা চালাবার সিদ্ধান্ত নিতাম। পরীক্ষা হত অনেক সতর্কতার সাথে। এক ঢোকে ড্রিংকটা শেষ করল সে। 'আমার টিম প্রিলিমিনারি ফাইন্ডিংসগুলো তাদের হাতে তুলে দেয়, এরপর আমাদের জানানো হল যে আমাদের টিম ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। পুরো ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবে ঘটে। আমাদের বোনাসও দেয়া হয়। কয়েকদিন পর আমাদের এক কলিগ কম্পিউটারের ফাইল ক্লিয়ার করতে গিয়ে একটা ভিডিও দেখে যেখানে মানুষের ওপর পরীক্ষা চালানো হচ্ছে, ঘটনাটা একটা দ্বীপে ঘটছিল।'

'তারপর?'

'আমরা আরেকটা বড় ভুল করে ফেলি। তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল না। আমরা সবাই দলবেঁধে গিয়ে এসব থামাবার দাবি জানালাম। তারা আমাদের জানালো লোকগুলো স্বেচ্ছায় অংশ নিয়েছে এবং এ ব্যাপারে আমাদের কথা বলার কোনো এখতিয়ার নেই। আমরা ব্যাপারটা প্রকাশ করে দেয়ার হুমকি দেই। তারা আমাদের অপেক্ষা করতে বলে। তার সপ্তাহখানেক পর আমাদের দলের সদস্যরা দুর্ঘটনার প্রাণ হারাতে শুরু করে। মোট একুশজন।'

'তোমার ধারণা তাদের খুন করা হয়েছে?'

'আমি নিশ্চিত তাদের খুন করা হয়েছে।'

'পুলিশ কিছু করে নি? প্রশ্ন গ্যামির।

'হ্যাঁ কিছু কেসে, তবে কিছুই প্রমাণ করতে পারেনি। আমরা কলিগেরা ছিল বিভিন্ন দেশের অধিবাসী। আর তাছাড়া আমরা গোপনে কাজ করছিলাম।

'আর আপনি বেঁচে আছেন।' বলল সে।

'ভাগ্যের জোরে। আমি তখন একটা আর্কিওলজিকাল ডিগে ছিলাম। সেখান থেকে ফেরার পর আমি জানতে পারি আমার কলিগরা মারা গেছে। আমি উপলব্ধি করি আমার জীবন বিপন্ন। আমি গ্রীসে পালিয়ে যাই। সেখান থেকে এরা আমাকে ধরে নিয়ে আসে।'

'ওরা তোমাকে হত্যা করল না কেন?'

হাসল ম্যাকলিন। 'নুতন রিসার্চ টিম গঠনে তাদের আমাকে প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমার কলিগেরা সবাই মারা পড়ার পর তারা এ ফর্মূলায় ত্রুটি খুঁজে পায়। এমন একটা জটিল গবেষণায় ভুল হতেই পারে। আপনারা আমাদের ভুলগুলোকে একটু আগে খাঁচায় দেখে এসেছেন।'

'তারমানে এ চিরযৌবনপ্রাপ্তির ওষুধ এ জন্তুগুলোকে তৈরি করেছে? বলল পল।

হাসল ম্যাকলিন। 'আমরা বেকুবগুলোকে বলেছিলাম আরো গবেষণার প্রয়োজন। এনজাইমটা মানুষের ওপর অন্যরকম প্রতিক্রিয়া করে। প্রাণী হিসেবে আমতা জটিল, যেমনটা আপনি বলেছেন। যদি মিশ্রণটা ভুল হয়ে যায় হয় সাবজেক্ট মারা যাবে আর না হলে আক্রান্ত হবে প্রগোরিয়াতে। আপনারা যে জন্তুগুলো দেখলেন এদের ক্ষেত্রে সাবস্টেন্সগুলো তাদের আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তি বের করে আনে যা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাদের এমন অবস্থা দেখে বিভ্রান্ত হবেন না। তাদের মধ্যে এখনো মানবিক বুদ্ধিমত্তা বিদ্যমান আছে, যেমনটা কর্নেল স্ট্রেজা উপলব্ধ করেছিলেন।'

'মানে?'

'এদের মধ্যে দু-ধরনের প্রাণী আছে, আলফা ও বিটা। আলফারা প্রথম দিকের এক্সপেরিমেন্টের ফসল যা অনেক আগে করা হয়েছিল। বিটারা সাম্প্রতিক কালের, এদের মধ্যে অনেকে পালাতে সক্ষম হয়। এদের সম্ভবত নেতৃত্ব দেয় আলফারা। তারা ভেলা তৈরি করে আরেকটা দ্বীপে গিয়ে পৌঁছে। সেখানে তারা বহু লোককে হত্যা করে। স্ট্রেজা তাদের সেখান থেকে ধরে আনে। সে কয়েকজন আলফাকে ভয়াবহ নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে বাকিদের শিক্ষা দেবার জন্য?'

'যদি এতই ঝামেলা হয় তাহলে ওগুলোকে রেখে দেবার কারণ কি?' প্রশ্ন গ্যামির।

'সম্ভবত এরা এগুলোকে অন্যকোণ কাজে ব্যবহার করে। এখনকার টেস্ট সাবজেক্টরা মূলত দরিদ্র অভিবাসী যারা ইউরোপ ও আমেরিকায় উন্নত জীবনের আশায় পাড়ি জমায়।'

পলের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। 'আমার শোনা সবচেয়ে অমানবিক ঘটনা। একটা জিনিস বুঝলাম না আলভিনকে হাইজ্যাক করে আমাদের এখানে কেন আনা হল?'

'এ এনজাইমগুলো বেশি সময় বাঁচে না। তারা এ সাবমেরিনটা তৈরি করেছে যেন এন জাইমগুলো জন্মাবার সাথেসাথে সংগ্রহ করা যায়। এরপর একে মাইক্রোবস থেকে আলাদা করা যায়। তারপর স্বাভাবিক ইউএ আসলে সাবমেরিন এখানে বহন করে আনে। তারা কোনোভাবে আপনাদের অভিযান সম্পর্কে জেনে গিয়েছিল। তারা হয়ত আশংকা করছিল আপনারা তাদের এ মাইনিং প্রজেক্ট সম্পর্কে জেনে যাবেন।'

'আমরা সেখানে গর্গন উইডের খোঁজে গিয়েছিলাম।', বলল গ্যামি।

'সেটাক আবার কি?'

'এটা একটা স্বাভাবিক শৈবালের বিকৃত সংস্করণ,' বলল গ্যামি। 'এ জিনিস সারা পৃথিবীকে ফেলে দিয়েছে ঝুঁকির মধ্যে। এর উৎস হল লস্ট সিটি। আমরা তার কারণ অনুসন্ধান করতে এসেছিলাম।'

'কি রকম ঝুঁকি?'

'যদি এ উইড বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে মহাসাগরগুলো সবুজ থকথকে শৈবালে ছেয়ে যাবে। বন্ধ হয়ে যাবে নৌ-বাণিজ্য। অকোজো হয়ে পড়বে বন্দরগুলো। মারা পড়বে জলজ প্রাণী। বদলে যাবে আবহাওয়া। দেখা দেবে দুর্ভিক্ষ। মারা পড়বে লক্ষ লক্ষ মানুষ।'

'ওহ ইশ্বর আমার এটাই আশংকা ছিল।'

'মানে?' বলল গ্যামি।

'এ মাইক্রোবগুলো সাধারণ পরিবেশে একেবারে স্বাভাবিক কিন্তু এদের বস্তুচ্যুত করলে এরা বিগড়ে যেতে পারে। তারা পর্যায়ক্রমে উচ্চতম আর্গানিজমে পরিণত হয়।'

'এটা কি ঠিক করা সম্ভব?'

'সম্ভবত আমরা এটা নিয়ে কাজ শুরু করব।'

'আপনার কি মনে হয় কর্নেল স্ট্রেজা আমাদের গর্গনউইডে হাত থেকে পৃথিবী রক্ষার গবেষণার অনুমতি দেবেন?'

'হাসল ম্যাকলিন। 'কর্নেল স্ট্রেজা বিশ্বাস করেন এ ক্যাম্পাটাই হল পৃথিবী এবং তিনি হলেন তার ইশ্বর।'

'পালাবার আরেকটা কারণ,' বলল পল।

'যারা আমাদের কিডন্যাপ করেছে তারা নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে অবগত আছে যে আলভিনকে খোঁজা হচ্ছে।' বলল গ্যামি। ম্যাকলিন খালি গ্লাসের দিকে তাকাল। 'স্ট্রেজা আমাকে এটুকু জানিয়েছে সে ব্যাপারটা সামলে নিয়েছে। এ ব্যাপারে সে আমাকে বিস্তারিত কিছু বলেনি। তবে দ্বীপ থেকে কয়েকদিন আগে কিছু জন্তুকে সরানো হয়েছে। আমার মনে হয় তাদের ব্যবহার করে কিছু একটা করা হয়েছে।'

'আপনি বললেন যে, আপনাকে একটা সায়েন্টেফিক দল বানাবার জন্য এখানে আনা হয়েছে,' বলল পল।

'হ্যাঁ আমার মতো এখানে আরো ছ'জন হতভাগ্য আছে। তাদের সাথে আপনাদের ডিনারে দেখা হবে।'

'আমাদের হাতে কত সময় আছে?'

আমরা সবাই ওষুধ বানানো শেষ হবার পর আমাদের হত্যা করা হবে। আমরা ইচ্ছা করে সময় নষ্ট করছি। আমরা যখন সাবমেরিনে ছিলাম তখন একটা শিপমেন্ট পাঠানো হয়ে গেছে।'

'আমাদের জন্য এটা কি ইঙ্গিত বহন করে?'

'আমরা অপেক্ষায় আছি, ফর্মুলা পৌঁছাবার পর আমাদের নিয়োগকর্তারা দেখবেন সেটা কাজ করে কিনা?'

'করবে?'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাকলিন। 'হ্যাঁ। প্রাথমিক ফলাফল রীতিমত নাটকীয়। স্ট্রেজা খবর পাওয়ার পর আমাদের জন্তুগুলোর কাছে তুলে দেবে।' মাথা ঝাঁকাল সে। 'আমি দুঃখিত আপনারা এমন একটা পর্যায়ে এসেছেন যেখান থেকে পালাবার কোন উপায় নেই।

'কোনো আইডিয়া?' বলল সে।

'যদি ম্যাক আমাদের এ জায়গাটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাত,' বলল গ্যামি। 'প্রতিটা বিষয় তা যত সামান্যই হোক না কেন?'

'আপনি যদি এখনো পালাবার চিন্তা করছেন তাহলে ভুলে যান,' বলল ম্যাকলিন,' কোনো উপায় নেই।'

গ্যামি তার স্বামীর দিকে তাকাল। 'উপায় সবসময় থাকে,' বলল সে হাসিমুখে। 'আমরা শুধু জানি না সেটা কি।'

একুশ

অস্টিন যখন বিছানায় শুতে যায় স্কাই তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সে ঘুমের ঘোরে পানিতে ডুবে যাওয়ার ঘটনাগুলো আওড়াচ্ছিল। অস্টিন সারারাত সাবধানে থাকল কেননা ফচার্ড পরিবারের ক্ষমতা সম্পর্কে তার বেশ ভালো ধারণা হয়ে গেছে।

সকালে সূর্যের আলোয় আলোকিত হবার সাথে সাথে ঘুম ভাঙল। অস্টিন তার ছেঁড়া কস্টিউমটা ডাস্টবিনে ফেলে দিল। তারা খাবার আনার চাকরানীর দিকে। নতুন পোশাকের জন্য চাকরানীকে দোকানে পাঠাল।

'ফাচার্ডদের ব্যাপারে কি আমরা কর্তৃপক্ষকে জানাব?'প্রশ্ন স্কাইয়ের।

'তারা ধনী ও প্রভাবশালী,' বলল অস্টিন ।

'তাই বলে তারাতো আইনের উর্ধ্বে নয়,' 'বলল স্কাই।

'তা ঠিক কিন্তু পুলিশকে আমরা কি বলব? পিট আন্ড দ্য পেন্ডুলাম নাকি কাস্ক অব আমাণ্টিলাডো। বরং এমিলের প্লেন চুরির দায়ে ফেঁসে যাব আমরা।'

'বুঝলাম,' বলল সে ভ্রু কুচকে। 'তাহলে কি করব?'

'আগে প্যারিসে ফিরি। তারপর ফচার্ডদের সম্পর্কে যা কিছু জানা সম্ভব তা জেনে নেই।' গলা খাকারি দিল অস্টিন। 'ডার্নিকে তার গাড়ির ব্যাপারে কি বলবে?

'আমি বলব। চার্লস সেটা বদলে একটা বেন্টলি নেওয়ার চিন্তা করছিল। সে রিপোর্ট করে দেবে গাড়িটা চুরি হয়ে গেছে।' হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। 'তুমি কি ক্যাভেন্ডিসের কথাগুলো বিশ্বাস কর? মানে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পেছনে ফচার্ডদের ভূমিকা।'অস্টিন চিন্তা করে বলল,' জানি না, কয়েকজন মিলে এভাবে একটা যুদ্ধ বাঁধানো সম্ভব নয়। আসলে দম্ভ, বোকামি আর ভুল বোঝাবুঝির কারণে এমন ঘটনা ঘটে থাকে।'

'সত্যি, তুমি সে সময়টার কথা ভাব। '১৯১৪ সালে মহাশক্তিগুলোর নেতৃত্বে ছিল ইতিহাসে সবচে অযোগ্য নেতারা, আসলে যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা মাত্র কয়েকজনের থাকে। তারা কেউই তেমন বিচক্ষণ ছিল না। জার বা কাইজারদের যুদ্ধে জড়াবার জন্য জনগনের অনুমতি নিতে হত না। এমনও কি হতে পারে না যে ফচার্ড ও অন্যান্য অস্ত্র ব্যবসায়ীরা তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারপর গ্রান্ড ডিউকের হত্যাকাণ্ড পুরো ব্যাপারটাকে উসকে দেয়।'

'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। সেসময়কার ঘটনা ছিল অন্যরকম।'

'তো তুমি মনেও কর এসবের পেছনে ফচার্ডদের হাত থাকতে পারে?'

'ওদের সাথে দেখা হবার পর আমি একটা ব্যাপারে নিশ্চিত যদি আসলেই কেউ যুদ্ধ শুরু করার ক্ষমতা রাখে তাহলে সেটা ফচার্ডরা। ক্যাভেন্ডিস মুখ খোলার পর তার সাথে ওরা যা করল তারপর আর কিছু বলার নেই।'

ইংরেজটার পরিণতির কথা ভেবে শিউরে ওঠে স্কাই। 'ক্যাভেন্ডিস দাবি করছিল জুলস ফচার্ড যুদ্ধটা বন্ধ করতে চাচ্ছিল।' বলল স্কাই। 'আমরা জানি সে ডরমেয়ার গ্লেসিয়ার পর্যন্ত গিয়েছিল। যদি সে আল্পস পর্যন্ত যেতে পারত তাহলে পৌছে যেত সুইজারল্যান্ড।'

'বুঝতে পারছি তুমি কি বলতে চাচ্ছ। সে একটা নিরপেক্ষ দেশে গিয়ে তার পরিবারের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিত।' থামল সে। 'ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখ। ফচার্ডরা ক্ষমতাবান ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু তার কথা প্রমাণের জন্য নিশ্চয়ই কোনো ডকুমেন্ট বা আনুষঙ্গিক কাগজপত্র লাগত।'

'অবশ্যই!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল স্কাই। 'জুলুসের সাথের সেই স্ট্রং বক্সটা। ফচার্ডরা নিশ্চয়ই চাচ্ছিল না তাদের নোংরা পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যাক।'

'আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না,' বলল অস্টিন চিন্তা করে। 'ধর আমরা কোনো না কোনোভাবে ডকুমেন্টগুলো পেয়ে গেলাম। ফচার্ডদের শুধু দুর্নাম ছড়াত। তারা দামি পাবলিক রিলেশন ফার্ম আর অফিসারদের ভাড়া

করে কাহিনীকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে ফেলত। তারা প্রমাণ করে দিত এ ডকুমেন্ট আসলে জাল। তাছাড়া এত পুরানো ঘটনা নিয়ে কেউ আগ্রহ প্রকাশ করত না।'

'তাহলে তারা টানেলে হামলা চালাল কেন? রেনার্ডকে খুন করল কেন? আর আমাদের পেছনেইবা এভাবে লেগে আছে কেন?' 'এমনও হতে পারে স্পিয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ কোনো বড় ডিল করতে যাচ্ছে কিংবা কোনো কোম্পানির সাথে মার্জ হতে যাচ্ছে। কিংবা কোনো নতুন যুদ্ধ।' হাসল সে।'এমন অবস্থায় তাদের অতীত নিয়ে এমন ব্যাপারস্যাপার বের হলে ব্যাপারটা তাদের জন্য তেমন সুখকর হবে না।'

'হতে পারে,' বলল সে।

'তবে একটা জিনিস বুঝে উঠতে পারছি না, জুলস ফচার্ড হেলমেটটা কি জন্য সাথে নিল?'

'ফচার্ডরা সৌখিন,' বলল স্কাই।

'একটু বেশি হয়ে গেল,' বলল অস্টিন ভ্রু কুচকে। 'তারা খুনাখুনিতে আনন্দ পায় কিন্তু বিনা কারণে কিছু করে না। আমার মনে হয় না ফচার্ডরা শুধু তাদের পারিবারিক ইতিহাস ফাঁস নিয়ে ব্যস্ত। তারা হেলমেটটার ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহী হয়ে উঠেছে। নিশ্চয়ই হেলমেটটার কোনো ব্যাপার আছে। সেটাই এখন খুঁজে বের করতে হবে।'

'হয়ত চালর্স অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর সাথে দেখা করতে হবে।' দরজার আওয়াজে তাদের কথাবার্তায় ছেদ পড়ল। চাকরানি শপিং ব্যাগ নিয়ে এসেছে। ঝামেলার মধ্যেও অস্টিনের সাথে তার ওয়ালেটটা ছিল। সে তাকে উপযুক্ত বকশিশ দিয়ে বিদায় করল।

লাল রং এর পোশাকে স্কাইকে ভাল মানিয়েছে। অস্টিনের কালো স্ল্যাক ও সাদা শার্টেও তাকে মানিয়েছে চমৎকার। ডেস্কের কেরানি তাদের জন্য একটা গাড়ি ভাড়া করে দিল। গাড়ি চেপে দ্রুত প্যারিসের উদ্দেশে রওনা দিল তারা।

কিছু সময়ের মধ্যে তারা প্যারিসের পৌঁছে গেল। প্যারিসে অস্টিন স্কাইয়ের এপার্টমেন্টে ঢুকল। সেখান থেকে সে চালর্সকে জানাল যে সে প্রভেন্সে তার সাথে দেখা করতে চায়। ডার্নি তার প্লান শুনে খুশি হল। স্কাই জামাকাপড় গুছিয়ে রেলস্টেশনের দিকে রওনা দিল।

হোটেল ডেস্কে নিজের ঘরের চাবি চাইলে ডেস্কের কেরানি তার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আহ মসিয়ো অস্টিন আপনি ফিরে আসায় খুশি হয়েছি। একজন ভদ্রলোক বেশ কিছুক্ষণ ধরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।' সে লবির দিকে তাকাল।

চামড়ায় মোড়া আরামদায়ক একটা চেয়ারে বসে ঘুমাচ্ছে এক লোক। লে ফার্গোর কপি দিয়ে মুখ ঢাকা। অস্টিন কাছে গিয়ে কাগজটা সরালে দেখতে পেল তামাটে বর্নের জো জাভালাকে। সে জাভালার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'হোটেল সিকিউরিটি' কথাটা সে ফ্রেঞ্চ টানে বলল, 'আপনাকে একটু আমাদের সাথে আসতে হবে। জাভালা সাথে সাথে চোখ খুলল। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি এখনো ফ্রাংকো-আমেরিকান সম্পর্ক উন্নয়নে ব্যস্ত আছ।' জাভালা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। 'ডেনিস আমাকে তার বাবা-মার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাচ্ছিল। লক্ষণ ভালো না। তুমি কোথায় ছিলে? মোবাইলে বহুবার চেষ্টা করলাম, জবাব পেলাম না।'

অস্টিন একটা চেয়ারে বসে পড়ল। 'এজন্য আমার কাছে একটা চমৎকার অজুহাত আছে। ফোনটা একটা দুর্গের পরিখায় পড়ে আছে।'

'বলতে বাধ্য হচ্ছি এমন অজুহাত আমি আগে কখনও শুনিনি। তা জানতে পারি ফোনটা ওখানে গেল কি করে?

'লম্বা কাহিনী। তা এমন কি হল যে তুমি আমার হোটেল লবিতে পড়ে আছ?'

জাভালার চেহারাটা হঠাৎ বদলে গেল। 'রুডি তোমাকে না পেয়ে আমাকে ফোন করেছে।' রুডি গান পিটের সেকেন্ড ইন কমান্ড। 'লস্ট সিটির সাইডে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। পল ও গ্যামি আলভিনে চেপে পানির নিচে গেলেও আর ফেরে নি। তাদের সাথে একজন পাইলটও ছিল।'

'ওহ না,' বলল অস্টিন। 'কি হয়েছিল?'

'কেউ জানে না। তাদের সাথে যখন সাবমারসিবলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ঠিক সে সময় তাদের রিসার্চ ভেসেলের ওপর হামলা চালানো হয়।'

'বুঝলাম না। একটা সায়েন্টিফিক এক্সপিডিসনের ওপর কে হামলা চালাবে?'

'সেটাই জানার কথা। গতরাতে প্যারিস থেকে ট্রেনে চেপে এসেছি, এসে এখানে বসে আছি।'

'তারা কতক্ষণ আগে নিখোঁজ?'

'চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি।'

'আশা করি ডার্ক ও রুডি আলার্ট হয়ে গেছে।' মাথা ঝাঁকাল জাভালা। 'ডার্ক চায় তাকে সবকিছু জানানো হোক। সে নেভির সাহায্য চেয়েছে, রিসার্চ ভেসেল সার্চারও পাঠিয়েছে। আশা করি যেকোন মুহূর্তে খবর পেতে পারি।'

'আলভিনের লাইফ সাপোর্ট কি রকম?'

'প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টার মতো খাবার ও বাতাস আছে।' জাভালা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল। অস্টিন নিজেকে শাপশাপান্ত করতে লাগল। যেখানে সে স্কাইকে নিয়ে মগ্ন সেখানে ট্রাউট দম্পত্তি অজানা বিপদে। 'আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে হবে।'

'দ্য গলে নুমার একটা এক্সিকিউটিভ জেট আছে। আমরা আজারোসে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছতে পারি আর সেখান থেকে ঘটনাস্থলে।'

অস্টিন জাভালাকে অপেক্ষা করতে বলে নিজের রুমে গিয়ে সব গোছগাছ করে বেরিয়ে আসলো। তারা যখন এয়ারপোর্টে পৌঁছল তখন ইঞ্জিন গরম হচ্ছিল। সেখান থেকে আজারোসে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে সেখান থেকে সীপ্লেনে আটলান্টিসের কাছে পৌঁছে গেল।

সেখানে গিয়ে অস্টিন দেখতে পায় সার্চার এসে পৌঁছেছে। রিসার্চ ভেসেলটা কেবল কয়েক্সাস পুরাতন আর স্টেট অব দ্য আর্ট রিমোর্ট সেন্সিং ইক্যুপমেন্ট ও আন্ডার সী রোবোটে ভর্তি।

সীপ্লেন যখন নামতে শুরু করে অস্টিন জানালা দিয়ে দেখতে পায় পিটের অনুরোধ পাওয়ার সাথে সাথে কাজ শুরু করে দিয়েছে। নুমা ভেসেল ওয়াটলান্টিসের সাথে একটা নেভী ক্রুজার যোগ দিয়েছে।

সী প্লেনটা নুমা ভেসেলে কাছে পানিতে ল্যান্ড করল। সী প্লেনের পাইলট আগের থেকে জানিয়ে দেয়াতে সার্চার একটা বোট নিয়ে আগের থেকে অস্টিন ও জাভালার জন্য অপেক্ষা করছিল। জাহাজের ক্যাপ্টেন পল গুটিরেজ ক্যালিফোর্নিয়া নিবাসী। ক্যাপ্টেন তাদেরকে ব্রিজে নিয়ে গেল। অস্টিন বাইরে তাকিয়ে দেখল একটা পাওয়ার বোট নেভি শিপ থেকে আটলাণ্টিসের দিকেই আসছে।

'মনে হয় আমরা একা নই।'

'নেভিকে অনুরোধ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা চলে আসে। তারা সম্ভাব্য হামলার জন্য প্রস্তুত। আসুন আপনাকে দেখাই আমরা কি করছি।' সে পুরো এলাকার একটা চার্ট বের করল। চার্টের কয়েকটা সেকশন কালো গ্রিজ পেন্সিল দিয়ে মার্ক করা। 'আমাদের ভাগ্য ভালো যে আবহাওয়া এখন স্বাভাবিক আছে। এটা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে আমরা তাদের কোথায় কোথার খুঁজেছি। সোনার সার্ভে চালানো হয়েছে এবং আমাদের রিমোর্ট অপারেটেড ভেহিকেলকে পানির তলে পাঠানো হয়েছে।'

'চমৎকার।'

'ধন্যবাদ। সার্চার হাজার ফ্যাথম দূরে থাকা একটা পয়সাকেও খুঁজে পায়। আমরা পুরো লস্ট সিটি ও তার আশপাশে খুঁজে দেখেছি। যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তাহলে আমি বলব সার্চারের ক্ষমতা অসাধারণ।'

'মাথা ঝাঁকাল সে। 'সন্দেহ নেই। আলভিন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সাবমারসিবলের মধ্যে একটা। একশবারেরও বেশি পানির তলে গেছে কিন্তু কোনো ঝামেলা হয় নি।'

'সাবমারসিবলের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি?'

"না, তবে এখানেই কাহিনীর শেষ নয়।'

গুটিরেজ একটা প্রিন্ট আউট বের করল যাতে সোনার মনিটরে ফুটে ওঠা একটা দৃশ্যের ছবি রয়েছে। 'আমরা যখন পুরো লস্ট সিটি পর্যবেক্ষণ করি তখন তার আশপাশের এলাকাগুলো দেখি, সেখানে লস্ট সিটির মতো আরো তিনটা ভেন্টভর্তি নগরী আছে যা লস্ট সিটির চেয়েও বড়। দেখুন আমরা সেখানে কি পেয়েছি। আমরা এ জায়গার নাম দিয়েছি এলসি দুই। ব্যাপারটা আমাদের রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে।'

অস্টিন একটা ম্যাগ্নেফাইং গ্লাস নিল। সার্ভে ওয়ার্ক এর অভিজ্ঞতা থাকায় সোনার রিডিংয়ে যে দক্ষ হলেও যা দেখল তাতে নিজে অবাক না হয়ে পারল না।

'এ অদ্ভুত লাইনগুলো কিসের?'

'আমরাও বুঝতে পারছি না তাই এর ছবি তোলার জন্য আমরা একটা আরওভ পাঠাই।'

অস্টিন আট বাই দশ ছবিগুলো দেখল। লস্ট সিটির লম্বা কলামগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কলামের মাঝখান দিয়ে যেন ট্রাক চলে গেছে।

'দেখে মনে হচ্ছে বুল্ডেজার বা ট্যাংকের দাগ।' বলল অস্টিন।

'অনেক বড়,' বলল ক্যাপ্টেন। 'আমরা হিসাব করে দেখলাম তিরিশ ফুটের মতো চওড়া।'

'ওখানে গভীরতা কত?'

'আড়াই হাজার ফুট।'

শিস বাজালো জাভালা। 'অত্যন্ত কঠিন কিন্তু অবসম্ভব নয়। কিছু মনে পড়ে কাট?'

'বিগ জন?' বলল অস্টিন হাসিমুখে। ক্যাপ্টেনের প্রশ্নবিদ্ধ চেহারা দেখে সে বলল যে বিগ জন পানির নিচে চলাচল করতে সক্ষম একটা যান যা কয়েক বছর আগে নুমা তৈরি করেছিল।

'যাই হোক ওখানে যেটাই চলুক না কেন এখন সেটা আর ওখানে নেই। জিনিসটা মাটিতেও চলতে পারে, পানিতেও।'

'আমার মনে হয় জিনিসটা আলভিনকে সাথে নিয়ে গেছে,' বলল জাভালা। 'আলভিন ঠিক ঐ দাগের কাছে গিয়েই উধাও হয়ে গেছে। ব্যাপারটা মোটে কাকতালীর মনে হচ্ছে না।' বলল ক্যাপ্টেন।

'আরেকটা ব্যাপার,' বলল অস্টিন। 'আমার যদ্দুর মনে হয় আপনারা ঠিক যে সময়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন ঠিক সে সময়ে উধাও হয়েছিল আলভিন।'

'আমরা যখন আলভিনকে নিয়ে শংকিত ঠিক তখন আমাদের কাছে একটা অদ্ভুত জাহাজ আসে,' বলল গুটিরেজ। 'জাহাজটা পুরাতন। নাম সেল্টিক রেইনবো, মাল্টার পতাকা। তারা মে-ডে বলে চেচাচ্ছিল। যখন আমরা জবাব দেই তখন তাদের পক্ষ থেকে কোনো জবাব আসলো না। তারপর সেখান থেকে ধোঁয়া বের হতে শুরু করল।'

'কেউ কি জাহাজ থেকে বের হবার চেষ্ট করছিল?'

'সেটাই সবচেয়ে অবাক করার মতো ব্যাপার। কেউ না। ডেকে একজনও ছিল না, আমি অনুসন্ধানের জন্য একটা বোট পাঠাতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ক্যাপ্টেন বেক তার লোকদের সাথে নিয়ে গেলেন।'

'ক্যাপ্টেন বেক?'

'তিনি একটা ওশেন সিকিউরিটি আউটফিট চালান। আশা করি আপনি জলদস্যুদের তৎপরতা সম্পর্কে অবগত আছেন। তিনিও তার তিন সঙ্গী ক্রু ও বিজ্ঞানীদের জলদস্যু হামলা মোকাবেলা করবার ট্রেনিং দিতেন। তারা প্রত্যেকেই সাবেক সীলস সদস্য। আমার মতে অত্যন্ত সুদক্ষ ব্যক্তি।'

'অবশ্যই,' বলে উঠল নেভি ইউনিফর্মধারী এক লোক। 'আমি শুনেছি বেক একজন সুদক্ষ সৈনিক। আমি এঙ্গিন পেট মুলার। ওখানে আমার জাহাজ,' ক্রুজারের দিকে ইঙ্গিত করল সে। তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল অস্টিন। 'নাইস টু মিট ইউ,'

'নুমারি লোকেদের সাথে কথা বলা সব সময়াই আনন্দের।'

'ক্যাপ্টেন বেক ও তার সঙ্গীদের কি হয়েছিল?' প্রশ্ন অস্টিনের।

'তারা সবাই মারা গেছে,' বলল এঙ্গিন।

'শুনে দুঃখ পেলাম।'

'আমরা ক্যাপ্টেনের দেহ পানিতে খুঁজে পেলেও তার সঙ্গী কিংবা সেই জাহাজের কোনো খোঁজ পাইনি।' বলল মুলার।

'একটা জাহাজ কিভাবে স্রেফ উধাও হতে পারে?'

'আটলান্টিস যখন পাঠায় তখন আমাদের জাহাজই তাদের সবচেয়ে কাছে অবস্থান করছিল। আমরা যতক্ষণে পৌছাই ততক্ষণে হামলাকারীরা পালিয়েছে। আমরা হামলাকারীদের পিছু নেই। আমরা তাদের অবস্থান জানতাম এবং তাদেরকে ধরাও সম্ভব ছিল। কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌছে আমরা সেখানে শুধু তেল খুঁজে পাই, জাহাজ নয়।'

'বুঝলাম না,' বলল অস্টিন। 'সীলসরা বিশ্বের সবচেয়ে সুদক্ষ যোদ্ধা, শত্রু ভরা জাহাজে চড়াও হওয়াতো তাদের অন্যতম স্পেশালিটি।'

'তারা এমনকিছুর মুখোমুখি হয়েছিল যার ব্যাপারে তারা কোনো ট্রেনিং পায় নি,' অস্টিন এন্সিনের মুখে স্পষ্ট আতংক দেখতে পেল যা সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে দেখা যায় না।

'আমার মনে হয় ক্যাপ্টেন এ হামলার ব্যাপারে বলতে পারবেন।'

'তারচেয়েও বেশি' বললেন গুটিরেজ। 'দেখাতে পারব।'

কাঁপা ভিডিও দেখে বোঝা যাচ্ছিল হ্যান্ডহেল্ড ক্যামেরা দিয়ে ভিডিওটা তোলা। ছবিতে দেখা যাচ্ছে তিনজন পেছন পেছন আসছে। তাদের পরনে ব্যান্ডানা আর হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। তারা একটা নৌকায় উঠে জাহাজের কাছে পৌছল। একটা রুক্ষ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল।

'আপ্রোচিং টার্গেট। হেডস আপ বয়েজ। এটা মোটেও সহজ হবে না।'

লেন্সের সবচেয়ে কাছের লোকটা ঘুরে থাম্বসআপ দেখাল। ভিডিওটা থেমে গেল।

এন্সিন মুলার চেয়ার থেকে উঠে স্ক্রীনের সামনে এসে দাঁড়াল। সে স্ক্রীনে থাকা তালাটে বর্ণের লোকটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল,

'এ ম্যাল রুশো, দুর্দান্ত সাহসী। সীল টিম সিক্সে ছিল। উপসাগরীয় যুদ্ধে প্রচুর মেডেল জয় করে।'

'এটা নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেন বেকের কণ্ঠ?' প্রশ্ন অস্টিনের। সে জাভালা ও গুটিরেজের চেয়ারের পাশে বসেছিল।

'হ্যাঁ। বেকের চেষ্ট হার্নেসে ভিডিও ক্যামেরাটা লাগানো ছিল। সে এটাকে ব্যবহার করত ট্রেনিং টুল হিসেবে। তার লাশ পানি থেকে উদ্ধারের সময় ক্যামেরাটা বুকের সাথে লাগানো ছিল। কপাল ভালো জিনিসটা ওয়াটারপ্রুফ হাউজিংয়ের মধ্যে ছিল। ভিডিওটা কাঁপা হাতের হলেও কি ঘটেছিল সব বোঝা যায়।'

মুলার আবার চালু করল ভিডিও। তারা জাহাজে পৌছে গেছে। নৌকা থেকে তারা বের করল মই। তাদের নৌকাটা সরে আসলো জাহাজ থেকে।

'জাহাজের নামটা দেখা যাক,' বলে উঠল কণ্ঠস্বরটা। ক্যামেরায় ফুটে উঠল নামটা, সেল্টিক রেইনবো, নিচে লেখা মাল্টা। বোটটা ধীরেধীরে ভেসেলের কাছে আসল এবং পৌছল মইয়ের কাছে। সবাই গ্যাসমাস্ক পরে নিল। মই বেয়ে উঠতে লাগল তারা।

'সহজে ঢোকা গেল, ঝামেলা ছাড়া,' বলল বেক।

ক্যামেরা ডেকের ওপর প্যান করা। ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে সীলের সদস্যরা নিচু হয়ে বসে আছে। রুশো একজনকে সাথে নিয়ে জাহাজের একপ্রান্তে গেল। বেক ও বাকি সদস্যরা তার পেছন পেছন গেল।

'মনে হয় আগুন নিভে যাচ্ছে।'

'ঠিক ধরেছ,' বলল বেক। 'ধোঁয়া কমে যাচ্ছে। মুখোশ সরাও।'নির্দেশমত মুখোশ সরাল তারা।

'আচ্ছা চল ব্রিজে গিয়ে দেখি কে ম্যাসেজ পাঠাচ্ছে,'

ক্যামেরাতে দেখা গেল লোকগুলো দু'ভাগে ভাগ হল দু'জন সামনে, দু'জন পেছনে। তারপর তারা পৌঁছে গেল ব্রিজে। 'মে ডে' শব্দটা হুইলহাউসের থেকে আসছে। তারা ভেতরে ঢুকে গেল। 'গুহ জব। একি ভেতরে তো কেউ নেই।'

ক্যামেরা পুরো ঘর ঘুরল। একটা হাত টেপরেকর্ডারের ওপর আসল। এখান থেকেই আওয়াজ হচ্ছিল।

'ওহ!' বলে উঠল একজন। 'এটা কি?' বেকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, শান্ত কিন্তু কঠোর। তার যোদ্ধাদের অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হতে বলল। তারপর নির্দেশ দিল বের হতে।

ঠিক তখন খুলে গেল গেটটা।

কেউ একজন বা কিছু একটা ঢুকে গেল দরজা দিয়ে।

হিংস্র পশুরু মতো হিসহিস করে আসছিল ওটা। তারপর একটা শটগানের আওয়াজ, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গর্জন। অস্পষ্টভাবে নিছু লোম বা চুলের অংশ দেখা গেল।

'এদিকে ক্যাপ্টেন!'

রুশো ক্যামেরার সামনে থাকায় কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। আরো গোলাগুলি ও চিৎকার। এরপর অস্পষ্ট ছবি।

বেক হুইল হাউস থেকে বের হয়ে আসলো। ভিডিও দেখে মনে হচ্ছিল পড়ে যাচ্ছে সে। জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছিল। রুশোর কণ্ঠ শোনা যাচ্ছিল।

'চল, আমি একটা লাল চোখোকে শেষ করেছি কিন্তু এরাতো আমাকে ঘিরে ফেলেছে।'

আরেকবার গুলির আওয়াজ, আর্তনাদ। বেক মুল ডেকে চলে আসলো। জোরে দৌড়াচ্ছে সে। মইয়ে একেবারে কাছে পৌঁছে গেল। তারপর পাশবিক চিৎকার, আরো সাদা চুল ও একটা শটগানের আওয়াজ, লাল চোখ। তারপর ঘড়ঘড় শব্দ। এরপর সব অন্ধকার। নিরবতা ভাঙল অস্টিন। 'এ ভিডিও যতটা না জবাব দেয় তারচেয়ে বেশি প্রশ্ন করে।'

'বেক বোটে পৌঁছে গিয়েছিল,' বলল মুলার। 'কিন্তু কেউ একজন কোনো একটা জিনিস তার ওপর হামলা চালায়। তার লাশের কণ্ঠনালী ছেঁড়া ছিল।'

'ভিডিওটা কয়েক সেকেন্ড পেছনে নেয়া যেতে পারে?' বলল জাভালা। মুলার তাই করল। 'আচ্ছা থামুন এখানে।'

স্ক্রিনের পুরোটা জুড়ে জ্বলন্ত লাল চোখ দেখা যাচ্ছে। ছবিটা অস্পষ্ট হলেও তাতে হিংস্রতা স্পষ্ট। পুরো ঘর জুড়ে নিস্তব্ধতা। অবশেষে মুখ খুলল অস্টিন।

'ভিডিওটা দেখে কি মনে হয় এন্সিন?' মুলার এমনভাবে মাথা নাড়ল যেন তাকে এ মহাজগতের সবচেয়ে কঠিন সমস্যার সমাধান করতে বলা হয়েছে।' যেটাই হোক না কেন শুধু এটুকু বলতে পারি ক্যাপ্টেন বেক ও তার যোদ্ধারা এক ভয়াবহ ফাঁদে পড়েছিল।

তাদের ওপর যেই হামলা চালাক না কেন তারা আশা করেনি একটা সশস্ত্র সীলস ইউনিটের মুখোমুখি হতে হবে।'

'আমার মনে হয় তারা আটলান্টিসের ওপরই হামলা চালাতে যাচ্ছিল কিন্তু সীলসের সাথে লড়াইয়ের পর তাদের লক্ষ্য বদলে যায়,' বলল অস্টিন। 'আমারো তাই মনে হয়।' বলল জাভালা।

ক্যাপ্টেন গুটিরেজ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। 'আমাকে ব্রিজে যেতে হবে। কোনো সাহায্যের দরকার হলে জানাবেন।' অস্টিন গুটিরেজকে ধন্যবাদ জানাল। সে চলে যাওয়ার পর মুলারের দিকে তাকিয়ে বলল,'আপনিও নিশ্চয়ই চলে যাবেন?'

'না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটা রিলিফ ভেসেল আসবে স্ট্যান্ডগার্ড ডিউটির জন্য। তো ক্যাপ্টেন যেহেতু চলে গেছেন তো আপনার সাথেই ঘটনাটার ব্যাপারে কথা বলতে চাই যদি কিছু মনে না করেন।'

'মোটেও না,' বলল অস্টিন, 'যা দেখলাম তাতে তো প্রশ্ন আরো বেড়ে গেছে।'

হাসল মুলার। 'প্রথমে যখন হামলাটার খবর পেলাম তখন ভেবেছিলাম জলদস্যুর কাজ। যদিও এ এলাকায় এদের তেমন উৎপাত নেই।'

'তো আপনার এখন মনে হচ্ছে না এটা জলদস্যুদের কাজ?' প্রশ্ন অস্টিনের।

'হ্যাঁ। বলতে ভুলে গেছি একজন নেভি ইন্টেলিজেন্স অফিসার। ভিডিওটা দেখে আমি ওয়াশিংটনে যোগাযোগ করেছিলাম যে তারা লাল চোখের ব্যাপারে কিছু জানে কিনা। বলাবাহুল্য এতে কিছু অপমানজনক বাক্য হজম করতে হয়েছে। যাই হোক এরপর আমি বেশকিছু রিপোর্ট জোগাড় করি। সেগুলো ঘাটাঘাটি করে আমি এটা পেয়েছি।' মুলার ব্রিফকেস থেকে একটা কাগজ বের করে অস্টিনের হাতে তুলে দিল। অস্টিন কাগজটা খুলে হেডলাইন পড়ল,

টিভি কাস্ট, এখানো নিখোঁজ, নিরূপায় পুলিশ।

রিপোর্টটা লন্ডন থেকে বের হয়েছে। সে পড়তে শুরু করল।

কর্তৃপক্ষের বরাত থেকে জানা যাচ্ছে সে স্কটল্যান্ডের প্রত্যন্ত এক দ্বীপে শুটিং চলার সময়ে টিভি শো আউটকাস্টের সাতজন প্রতিযোগী ও চারজন ক্রু মেম্বার নিখোঁজ হয়ে গেছেন। এ প্রতিযোগিতার নিয়মানুযায়ী প্রতি সপ্তাহে একজন প্রতিযোগীকে বাকি সদস্যরা ভোটের মাধ্যমে বের করে দেয় এবং হেলিকপ্টার এসে তাদের নিয়ে যায়। এ দফায় হেলিকপ্টার এসে কাউকে খুঁজে পায়নি, পুলিশ এফবিআইয়ের সাথে যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তারা দ্বীপের রক্তের চিহ্ন পেয়েছেন যা এখানে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটার ইঙ্গিত দেয়।

এ ঘটনা থেকে বেঁচে যাওয়া একমাত্র ব্যক্তির দাবি অনুযায়ী প্রতিযোগীদের 'লাল চোখের দানব' রা আক্রমণ করে। পুলিশ তার দাবিকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিয়েছে। তাদের মতে তিনি হ্যেলুসিনেশনে ভুগছেন।

কার্ট আর্টিকেলটা জাভালার হাতে তুলে দিল। সে পুরোটা পড়ে বলল 'এর সাথে আলভিনের হারানোর সম্পর্ক কি?'

'হয়ত যোগাযোগ নেই কিন্তু ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখ, লস্ট সিটিতে নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটছে এবং যারা এ ব্যাপারটা করছে তারা বাইরের বিশ্ব থেকে বিষয়টা গোপন রাখতে চায়।'

'হতে পারে,' বলল জাভালা। 'যেই এ ঘটনাগুলো ঘটাক না কেন সে চায় না থার্মাল ভেন্টের আশপাশে কেউ থাকুক।'

'এমন এক অবস্থায় যদি একটা সাবমারসিবল যার সাথে একটা ক্যামেরা সংযুক্ত সেখানে এসে উপস্থিত হয় তাহলে তাদের কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে?'

'সোজা,' বলল জাভালা। 'আমি সাথে সাথে জিনিসপত্র নিয়ে সেখান থেকে চলে যাব।'

'ব্যপারটা অত সোজা না,' বলল অস্টিন। 'সেই দাগগুলোতো থেকে যাচ্ছে। তুমি তো কোনো প্রমাণ রাখতে পার না।'

'তাহলে কি জন্য একদল লাল চোখের দানবকে আটলান্টিসে ছেড়ে দেয়া হয়? প্রশ্ন জাভালার।

অস্টিন বলল। 'ধর আটলান্টিস উধাও হয়ে গেল, কিছুক্ষণ পর আলভিন এসে দেখল আটলান্টিস গায়েব। তাহলে তো সাথে সাথে শুরু হবে খোঁজাখোঁজি।'

'তাহলে যারা এখানে কাজ করছিল তারাই আলভিনকে গায়েব করে দিয়েছে? 'বলল জাভালা।

'গুটিরেজতো বলল সেখানে সাবমারসিবল ছিল না আর আমি তাকে বিশ্বাস করি।'

অস্টিন আবারো খবরের কাগজটা দেখল, 'এখানেও লাল চোখ ওখানেও লাল চোখ। ব্যাপারটা মোটেও কাকতালীয় মনে হচ্ছে না।'

'আমারও তাই মনে হয়। সে জন্য আমি আশপাশের দ্বীপগুলোর স্যাটেলাইট ফটো জোগাড় করেছি।' সে ব্রিফকেস থেকে কিছু ছবি বের করে টেবিলে রাখল। 'এখানকার বেশিরভাগ দ্বীপে শুধু জেলেদের বাস যারা দীর্ঘদিন এখানে বসবাস করছে আর বাকিগুলোতে শুধু পাখিদের বাস। শুধু এ দ্বীপটা আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়েছে।'

অস্টিন ছবিটা তুলে নিল। ছবিতে কিছু বিল্ডিং আর কাঁচা রাস্তা।

'এ বিল্ডিংগুলো কিসের?' বলল অস্টিন।

'দ্বীপের আসল মালিক ব্রিটিশ সরকার। দ্বীপটাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও কোল্ড ওয়ারের সময় একটা সাবমেরিন বেস ছিল। এখন সেটা একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে লিজ দেয়া হয়েছে। তারা সেখানে পাখি গবেষণার কথা বললেও সেখানে কাউকে ঢুকতে দেয় না।

'এটা বোধহয় কোনো প্যাট্রল বোট। অনুপ্রবেশ থামাবার জন্য ব্যবহার হয়।' অস্টিন একটা ছোট বিন্দুর ওপর হাত রাখল।

'সম্ভবত,' বলল মুলার। 'আমি ছবিগুলো দিনের বিভিন্ন সময়ে তুলেছি। এটা সবসময় দ্বীপের আশেপাশে থাকে।'

অস্টিন দ্বীপের উপকূলীয় এলাকা দেখতে দেখতে এর পোতাশ্রয়ে একটা ডিম্বাকার বস্তু দেখতে পেল। জিনিসটা অন্যান্য ছবিতেও দেখল সে। জিনিসটা অস্পষ্ট, দেখে মনে হয় পানির নিচে। সে ছবিগুলো জাভালার দিকে এগিয়ে দিল। 'দেখতো কোন অন্য রকম কিছু দেখতে পাও কিনা?' জো সাথেসাথে টের পেয়ে গেল। 'এটা এক ধরনের আন্ডারওয়াটার ভেহিকেল।'

'দেখি,' বলল মুলার। 'ওহ হো আমিতো এটা টেরই পাইনি। আমি এটাকে মাছ ভেবেছিলাম।'

'মাছই বটে,' বলল জাভালা। 'ব্যাটারিচালিত এবং মোটরইজড। যদ্দুর মনে হয় এইউভি।'

'অটোনোমাস আন্ডারওয়াটার ভেহিকেল?'

এইউভি হল পানির নিচে চালিত এক অত্যাধুনিক যান। এটা ব্যবসায়িক ও গবেষণা কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে। এ রোবট ভেহিকেল পূর্ব থেকে প্রোগ্রাম করা নির্দেশ অনুযায়ী নিজে নিজে পরিচালিত হয়।

'এ এইউভিগুলোতে সোনার ও আকুস্টিক ইন্সট্রুমেন্ট বসানো যার যার সাহায্যে পানির ওপর ও নিচে যেকোনো অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করা সম্ভব।'

'নেভিতে আমরা এটা মাইন চিহ্নিত করার কাজে ব্যবহার করি। আমি শুনেছি কিছু এইউভি হামলা চালাবার জন্য প্রোগ্রাম করা সম্ভব।' বলল মুলার।

অস্টিন ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। 'আমাদের দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

'দেখুন আমি এটা বলছি না ওটা কি আর এটাও জানি আপনি আপনার বন্ধুদের নিয়ে চিন্তিত,' বলল মুলার। 'কিন্তু এখানে আমাদের কিছুই করার নেই।'

'আপনারা কি চান আমরা জায়গাটা চেক করে দেখি?'

'আমেরিকান নেভি সরাসরি ওই দ্বীপে হানা দিতে পারে না কিন্তু দু'জন সুদক্ষ ব্যক্তি সেখানে ঠিকই যেতে পারবে,' অস্টিন জাভালার দিকে তাকাল। 'কি করা যায় জো?'

'এটা জুয়া,' বলল জাভালা। 'পল ও গ্যামি আরো অনেক জায়গায় থাকতে পারে।'

অস্টিন ভালো করেই জানত জাভালার কথা ঠিক কিন্তু তার মন বলছে এ দ্বীপে নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে।

'আমি সীপ্লেনকে স্ট্যান্ডবাই রেখেছি,' ইন্সেনকে। 'আমরা আজারোসে ফিরে যাচ্ছি। সেখান থেকে কালকের মধ্যে আমরা সে রহস্যময় দ্বীপের খোঁজে যাব।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম।' বলল মুলার হাসিমুখে।

একঘণ্টারও কম সময়ে সিপ্লেনটা আজারোসের উদ্দেশে রওনা দিল। সাথে অস্টিন ও জাভালা।

বাইশ

ডার্নি আইক্স-এন-প্রভেন্স শহরে একটা লাল টালি ও সিমেন্টের বাড়িতে থাকত। বাড়িটা এককালে ফার্মহাউস হিসেবে ব্যবহার হত। স্কাই তাকে স্টেশন থেকে ফোন করে জানায় সে আসছে। ডার্নি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। ট্যাক্সিতে পৌঁছবার পর কুশল বিনিময় করে ডার্নি তাকে ভিলার ভেতরে সুইমিংপুলের ধারে নিয়ে গেল। সে তাকে একটা রট আয়রনের চেয়ারের বসতে বলে দুটো কির ককটেল আব ক্রিম ডি কাসিস ও হোয়াইট ওয়াইন পরিবেশন করল।

'তোমাকে দেখে যে কি খুশি হয়েছি তা বোঝাতে পারব না,' বলল ডার্নি।

'আসতে পেরে আমারো ভালো লাগছে বলল চার্লস,' স্কাই চোখ বুজে সূর্যালোকে উপভোগ করতে লাগল।

'ফোন করে তো তেমন কিছু বললে না,' বলল র্ডানি। 'আশা করি ফচার্ডদের সাথে তোমার মিটিং ভালোই হয়েছে। চোখ খুলল সে। 'যেমনটা ভেবেছিলাম,' বলল সে।

'বল। মি.। অস্টিন কি আমার রোলস চালিয়ে মজা পেয়েছেন?'

দ্বিধান্বিত হল স্কাই। 'হ্যাঁ ও না।' স্কাই ভ্রু কোচকালো। 'আগে ড্রিংকটা দাও, তারপর বলছি।'

ডার্নি আরো ড্রিংক ঢালল আর স্কাই পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে ফচার্ড শ্যাতোতে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা বলল। ডার্নি একেকটা কথা শুনছে আর অবাক হয়ে যাচ্ছে।

'এমিল আর ওর মা দেখি সাক্ষাত শয়তান!' বলল সে।

'আমরা তোমার গাড়ির ব্যাপারে দুঃখিত, কিন্তু পরিস্থিতি এমন হয়ে গিয়াছি যে ওটা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় ছিল না।' হাসল ডার্নি। 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে তুমি ঠিক আছ। রোলসটা জোগাড় করতে আমার তেমন সমস্যা হয়নি। চুরির গাড়ি আর কি।'

'আমিও সেররকম কিছু ভেবেছিলাম।'

ডার্নি কিছুক্ষণ ভাবল। 'তুমি কি নিশ্চিত গ্লেসিয়ার থেকে পাওয়া হেলমেটটা পোট্রেটে জুলস ফচার্ড পরে আছে?'

'হ্যাঁ। ওটার আইডেন্টিফিকেশন কতদূর এগিয়েছে?'

'অনেকখানি।' সে গ্লাসে আরো ড্রিংক ঢালল। 'যদি ক্লান্ত না হও তাহলে চল আমরা উইবেলের কাছে যাই।'

'সে কে?'

'অস্কার উইবেল আমার বন্ধু, আলসেশিয়া নিবাসী। হেলমেটটা তার কাছে আছে।'

'বুঝলাম না,'

ডার্নি চেয়ার থেকে উঠল। 'তার সাথে দেখা হলে বুঝতে পারবে।'

কয়েক মিনিট পর তারা ডার্নির জাগুয়ারে চেপে বসল। রওনা দিল সরু রাস্তার মধ্যে নিকে।

'তোমার এ বন্ধুর ব্যাপারে বল,' বলল স্কাই। তারা প্রাচীন শহরের মধ্যে দিয়ে যেতে লাগল। ডার্নির আটলেয়ার দ্য সিজানেও ক্যাথিড্রেল সেন্ট স্যাভরের মাঝ দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল। 'উইবেল হল একজন সুদক্ষ কারিগর।

আমার দেখা সেরা শিল্পী। প্রাচীন অস্ত্র ও বর্ম নকল করে সে। তার কাজে সে এতটাই দক্ষ যে পৃথিবীর কয়েকটা যাদুঘর ও প্রাইভেট কালেকশনে যে আর্টিফেক্ট আসল বলে শোভা পাচ্ছে তা আসলে তার দোকানে তৈরি।'

'জালিয়াত?'

'একেবারে একটা নোংরা শব্দ ব্যবহার করলে তুমি। আমি এটাকে হাই কোয়ালিটি রিপ্রডাকশন বলব।'

'চালর্স তুমি কি এসব রিপ্রডাকশনগুলো তোমার ক্লায়েন্টদের বিক্রি কর?'

'আমি কদাচিত এগুলোকে আসল বলে চালাই। মানে যার জন্য জেলে যেতে হয় আর কি। আমি শুধু কিছু ক্লু দেই বাকিটুকু তারা করে নেয়?'

সে তার জাগুয়ারটা মধ্যযুগীয় ডিজাইনের একটা দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড় করাল। কলিংবেল বাজার পর একজন বয়স্ক ব্যক্তি এসে দরজা খুলল। পরনে তার ওয়ার্কম্যানের স্মক। সে তাদের ভেতরে স্বাগত জানাল। ডার্নি তাদের পরিচয় করিয়ে দিল। উইবেল স্কাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। 'এখন বুঝতে পারছি কেন তোমার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। তুমিতো বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিলে।'

'সত্যি কথা বলেতে মাদমোয়াজেল লেবেল কিছুক্ষণ আগেই এসেছেন। আমি এতক্ষণ তাকে তোমার কর্মদক্ষতার কাহিনী শোনাচ্ছিলাম।'

'ধন্যবাদ চার্লস। আমি এইমাত্র হিবিকাসটা বানাচ্ছিলাম,' বলল সে, নিয়ে গেল তাদের রান্নাঘরে। উইবেল তাদের সামনে চা পরিবেশন করল। তারপর সে স্কাইকে তার পেশার ব্যাপারে নানা ধরনের প্রশ্ন করল। ধৈর্য্য ধরে সে প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়ে গেল।

'চালর্স আমাকে আপনার কাজের ব্যাপারে বলেছে মসিয়ো উইবল।'

'আহ বলেছে। তাহলে চলুন, আপনাকে আমার ওয়ার্কশপ দেখাই।' সে তাদের সংকীন সিঁড়ি বেয়ে বেসমেন্টে নিয়ে গেল। ঘরটা ফ্লোরোসেন্ট বাতিতে আলোকিত। মূলত এটা একটা কামারের ওয়ার্কশপ যেখানে আছে হাতুরি, ছেনি, পিন্সার। একপাশে শেলফে অনেকগুলো হেলমেট সাজিয়ে রাখা আছে।

'আমার জিনিসটা কোথায়?'

'স্পেশাল জিনিস স্পেশাল জায়গায় রাখা আছে,' বলল উইবেল। সে ঘরের কোণায় একটা বর্মের সামনে গেল। তারপর একটা ভাইজর সরিয়ে গেল ভেতরে। 'এটা ম্যাস প্রডাকশন আইটেম। চীনাদের জন্য এটা নকল করেছি, মূলত রেস্টুরেন্ট ব্যবসার জন্য।' সে একটা স্যুইচে চাপ দিতে ওয়াল প্যানেলের একটা অংশ খুলে গেল এবং সেখান থেকে বের হয়ে আসলো একটা স্টিলের দরজা। সে একটা কিপ্যাডের ওপর নম্বর পাঞ্চ করল। তাতে উন্মুক্ত দরজার পেছনে একটা ঘর, আকৃতিতে ওয়াক ইন ক্লজিটের মতো।

দেয়ালের শেলফে বিভিন্ন আকৃতির কাঠের বক্স সাজিয়ে রাখা আছে, প্রতিটার ওপর নম্বর দেয়া।

উইবেল একটা লম্বা চারকোণা কেস বের করে ওয়ার্কশপে নিয়ে এল। কেসটা টেবিলের ওপর রেখে বের করল সেই হেলমেটটা। স্কাই হেলমেটটার ওপর বাধানো চেহারার দিকে তাকাল, অবিকল জুলস ফচার্ডের চেহারা যা সে শ্যাতোতে দেখেছিল।

'অসাধারণ একটা জিনিস, অসাধারাণ।' উইবল এমনভাবে হেলমেটটার দিকে তাকিয়ে আছে যেভাবে একজন ভবিষ্যতবক্তা ক্রিস্টাল বলের দিকে তাকায়। 'আমার মেটালোজিস্টকে আমি জিনিসটা দেখিয়েছি। এখানে স্টিল বানাতে যে ধাতু ব্যবহার হয়েছে তা অদ্ভুত। আমার যদ্দুর মনে হয় ধাতুটা উল্কা দিয়ে বানানো হয়েছে।'

ডার্নি স্কাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'এটা মাদাম লেবেলেরও ধারনা। কোনো সময়ের কিছু বের করা যাবে?'

'ডিজাইনটা বেশ উঁচুস্তরের। যতটুকু মনে হয় পঞ্চাদশ শতকের যখন থেকে হেলমেটে মানুষ বা প্রাণীর মুখের ছাপ বসানো শুরু হয়। তবে লোহাটা আরো পুরাতন বলে মনে হচ্ছে। হেলমেটটার ওপর বুলেটের ছিদ্র। সম্ভবত খুব কাছে থেকে গুলি করা হয়েছে। বুলেটটা আধুনিক যুগের। সম্ববত কেউ টার্গেট প্রাকাটিস করছিল।'

'নির্মাতা কে?'

'হেলমেটটা আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর কাজের মধ্যে একটা। কোথাও হাতুড়ির দাগ নেই। এমনকি নির্মাতার নামও নেই। আমার জানামতে এত উন্নত কাজ কেবল একজনই করতে পারে। ফচার্ড পরিবার।'

'তাদের সম্পর্কে কি জানেন?' বলল স্কাই।

'ফচার্ডরা তিন পরিবারের একজন যারা স্পিয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ গড়ে তোলে। প্রতিটা পরিবার আলাদা আলাদা বিষয়ে দক্ষ ছিল। একটা পরিবার ছিল ধাতু গলানোতে বিশেষজ্ঞ, আরেকটা পরিবার বর্ম তৈরিতে। ফচার্ডরা ছিল সেলিং আর্ম। তাদের লোকেরা সারা ইউরোপ ঘুরে পণ্য বিক্রি করত। তারা বিশ্বাস করত তাদের পণ্যই তাদের জন্য কথা বলবে। সেজন্য হেলমেটের মাথায় এ চিহ্ন দেখে অবাক হচ্ছি, নিশ্চয়ই এর কোনো বিশেষ গুরুত্ব আছে।'

'মাদাম ফচার্ড বলেছেন এ ইগুলগুলো তিনটা পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করে।'

চোখ ছানাবড়া হলে গেল উইবলের। 'আপনি তার সাথে কথা বলেছেন?' মাথা ঝাঁকাল স্কাই।

'অদ্ভুত। বলা হয় উনি মুখচোরা। তো কেমন লাগল?'

'বিছা আর কালো মাকড়শার মিশ্রণ,' বলল সে বিনা দ্বিধায়। 'সে বলল মাঝখানের ইগলটা ফচার্ডদের প্রতিনিধিত্ব করে যারা মৃত্যু আর বিবাহের কল্যাণে পুরো কোম্পানির কর্তৃত্ব নিয়ে নেয়।'

হাসল উইবল। 'সেকি বলেছে মৃত্যুগুলো ঘটেছে অসময়ে আর বিয়েগুলো জোরপূর্বক, শুধু ক্ষমতা সংঘাত করার জন্য।'

'মাদাম ফচার্ড তার পরিবারের ব্যাপারে কথা বলতে অস্বস্তি প্রকাশ করেন। যেমন দু'টি বিশ্বযুদ্ধ বাঁধাবার ক্ষেত্রে তার পরিবারের হাত থাকার ব্যাপারটা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।'

'এ গুজব বহু বছর ধরে চলেছে। অনেক অস্ত্র ব্যবসায়ীই এ ব্যাপারে জড়িত ছিল। ফচার্ডরা তাদের মধ্যে একজন। তা আপনি এ কাহিনী জানলেন কোত্থেকে?'

'ক্যাভেন্ডিস নামে এক ইংরেজের মুখে। তিনি আরো জানান ফচার্ডরা তাদের ফর্জড স্টিলের ফর্মুলা চুরি করেছে।'

'ওহ্ স্যার ক্যাভেন্ডিস। হ্যাঁ কথা সত্য। তার পরিবার স্টিল প্রসেস করার উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কার করে। সেটা চুরি করে ফচার্ডরা।'

সে হেলমেটের ওপর হাত বুলালো। 'বলুনতো এ ইগলের ডিজাইনে অন্যরকম কিছু চোখে পড়ে কিনা?'

সে হেলমেটটা আবার পরীক্ষা করল।

'হ্যাঁ দেখতে পেয়েছি। একটা থাবা থেকে আরেকটা থাবাই তীরের সংখ্যা বেশি।

'তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি। আমিও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছি। ফচার্ডদের প্রতীকদের সাথে এই একটা পার্থক্য। যখন হেলমেটটা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম তখন বুঝলাম অতিরিক্ত তীরগুলো পরে খোদাই করা হয়েছে, খুব বেশি হলে একশ বছর আগে।'

'কেউ এটা কেন করবে?' বলল স্কাই।

উইবল রহস্যভরা হাসি হেসে হেলমেটটা একটা আতশ কাচের নিচে রাখল। 'আপনি নিজে দেখুন মাদামায়োজেল লেবেল।'

স্কাই গ্লাসের নিচে হেলমেটটা পর্যবেক্ষণ করল। 'তীরগুলো আসলে লেখা। সংখ্যা ও অক্ষর। চার্লস এখানে দেখ।' ডার্নি কাছে আসলো। 'দেখে বীজগাণিতিক সমীকরণ বলে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ আমারও তাই মনে হয়,' বলল উইবল। 'আমি এটা পড়তে পারছি না, একজন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন।'

'কার্ট বলেছে এ হেলমেটের সাহায্যে ফচার্ড রহস্যের সমাধান করা সম্ভব,' বলল স্কাই। 'প্যারিসে ফিরে কোনো ক্রিপ্টোলজিস্ট বা গণিতজ্ঞকে দেখাতে হবে।'

'বড়ই দুঃখজনক,' বলল উইবল। 'আমি ভেবেছিলাম এটার নকল বানাব। পরে বানাই?'

হাসল স্কাই। 'হ্যাঁ মসিয়ো উইবল। পরে।' সে হেলমেটটা কেসের মধ্যে ভরে স্কাইয়ের হাতে তুলে দিল। সে ও ডার্নি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিল। স্কাই ডার্নিকে স্টেশনে নিয়ে যেতে বলল। সে তার এভাবে চলে যাওয়াতে নাখোশ ছিল। তাকে থেকে যেতে বলল। জবাবে সে বলল সে প্যারিসে ফেরার জন্য উন্মুখ।

'এটা তোমার ব্যাপার,' বলল ডার্নি। 'তুমি কি মি; অস্টিনের সাথে দেখা করবে?'

'আশা করি। তার সাথে আমার ডিনারে যাওয়ার কথা, কি জন্য জানতে চাচ্ছ?'

'সে তোমার সাথে থাকলে ভরসা পাই।'

'আমি নিজের খেয়াল রাখতে পরি চার্লস।' সে তার গালে চুমু খেল। 'তবে তুমি যদি খুশি হও তাহলে কাটকে মোবাইলে ফোন করছি।'

'হ্যাঁ খুশি হলাম। পৌঁছে আমাকে ফোন দিও।'

'তুমি বেশি চিন্তা কর,' বলল সে। 'তবে আমি ফোন করব।' সে অস্টিনকে ট্রেনে চড়ে ফোন করল। অস্টিনের হোটেলে কেরানি তাকে জানাল অস্টিন এ জন্য একটা ম্যাসেজ রেখে গেছে। সে বলেছে তাকে একটা জরুরি কাজে যেতে হয়েছে এবং সময় পেলেই তার সাথে যোগাযোগ করবে।

সে বুঝে উঠতে পারল না হঠাৎ তার কি এমন জরুরি কাজ পড়ে গেল যে তাকে এভাবে চলে যেতে হল তবে অস্টিনের যে স্বভাব তাতে সে অবাক হল না। তিন ঘণ্টার মধ্যে সে পৌঁছে গেল প্যারিসে। স্টেশন থেকে নেমে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সে চলে গেল তার এপার্টমেন্টে।

ভাড়া মিটিয়ে যখন সে এপার্টমেন্টের দরজা খুলতে যাবে তখন কেউ একজন জোর গলায় বলে উঠল, 'এক্সকিজ মোয়া। পালে ভু আংলে?'

সে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল একজন লম্বা মাঝবয়সী লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশে একজন হাস্যোজ্জল চেহারার মহিলা টুরিস্ট। সম্ভবত আমেরিকান, কথার টানে মনে হয়।

'হ্যাঁ আমি ইংরেজি বলতে পারি,' বলল সে। 'আপনারা কি পথ হারিয়েছেন?

লোকটা হাসল। 'আমার স্বামী কারো কাছে রাস্তা জানতে চাইতে পছন্দ করেন না,' বলল মহিলা। 'আমরা লুভ্যর খুঁজছিলাম। স্কাই না হাসার চেষ্টা করল। সে বুঝে উঠতে পারছে না এতরাতে তারা লুভ্যরের খোঁজ করছে কেন।

'নদীর পূর্বতীরে। এখান থেকে দূর আছে। কাছেই মেট্রো স্টেশন ট্রেন পাবেন।'

'গাড়িতে একটা ম্যাপ আছে,' বলল মহিলা। 'যদি একটু দেখিয়ে দিতেন আমরা কোথায় আছি।'

আরো সন্দেহজনক। প্যারিসে ড্রাইভারদের রাস্তা ভুল হবার কথা নয়। সে তার গাড়ির কাছে গেল। মহিলা গাড়ির দরজা খুলে মাথা বের করল।

'পেছনের সীটে ম্যাপটা আছে, একটু দেখবেন?'

'অবশ্যই,' সে ব্যাগ ও হেলমেটটা হাতে রেখে গাড়ির পেছনের সীটে ঝুকল কিন্তু দেখতে পেল না কিছুই। ঠিক তখন তার ঘাড়ের ওপর একটা খোঁচা অনুভব করল। যেন মৌমাছি কামড়েছে। সে পেছনে ঘুরতে গিয়ে মনে হর আমেরিকানটার চেহারা ঘোলাটে হয়ে আসছে।

'আপিন ঠিক আছেন?' বলল মহিলা।

'আমি,' স্কাইয়ের জীব ভারি হয়ে আসলো। তার মনে হচ্ছি সে পড়ে যাবে।

'বসে পড়ুন,' বলল লোকটা, তাকে গাড়ির মধ্যে ঠেলে দিল।

মনে হচ্ছিল তার কণ্ঠ দূর থেকে আসছে। কোনো ধরনের প্রতিরোধ করতে পারল না সে। মহিলা তার পাশে বসে দরজা বন্ধ করে তারপর কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হল তার চোখ।

তেইশ

পলকে দেখে এবার সত্যিকারের বিজ্ঞানী বলে মনে হচ্ছিল যখন যে স্পেক্ট্রমিটারের স্ক্রিনে গ্রাফের দিকে তাকিয়ে ছিল। মাঝেমাঝে সে টুকছে নোটবুকে। এ নিয়ে তিনবারের মতো লস্ট সিটি থেকে আনা স্যাম্পল নিয়ে সে গবেষণা করল। নোটবুকে সে যা টুকছে তার সাথে কাজের কোনো সম্পর্ক নেই। সে .ড. ম্যাকলিনের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যর ওপর ভিত্তি করে দ্বীপের একটা মানচিত্রে আঁকার চেষ্টা করছে।

বাইরে থেকে ল্যাবটাকে সাদামাটা মনে হয়, হবারই কথা। দু'টো অর্ধ সিলিন্ডারকৃতির স্টিলের বিলিং পাশাপাশি অবস্থান করছে।

তৃতীয় ল্যাবটা স্পেসের মাঝখানে অবস্থান করছে।

বাইরে থেকে সাধারণ মনে হলেও ভেতরটা অত্যন্ত উষ্ণ এবং আলো-বাতাস পরিপূর্ণ। অত্যাধিক ইক্যুইপমেন্টে ভরা ল্যাবগুলো। এত উন্নত

যন্ত্রপাতি পল নুমাতেও দেখেনি। পার্থক্য হল গার্ডেরা যারা প্রতিটি রুমের দরজায় অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে।

ম্যাকলিন বলেছে সে প্লেনে আসার সময় প্লেন থেকে দ্বীপটাকে দেখার সুযোগ হয়েছে। তার মতে দ্বীপটা দেখতে কিছুটা চায়ের কাপের মতো। দ্বীপের চারপাশ উঁচু পাহাড় দিয়ে ঘেরা, এক জায়গায় গড়ে উঠেছে পোতাশ্রয়। আধা মাইল লম্বা অর্থচন্দ্রাকৃতি দ্বীপটা পোতাশ্রয় ও নিচু পাহাড়ের মধ্যে অবস্থান করছে।

সাবমেরিন পেনের অবস্থান ইনলেটের মাথায়। একটা রাস্তা চলে গেছে ক্রু কোয়ার্টার থেকে পেনের প্রবেশপথ পর্যন্ত। রাস্তার পাশে একটা পরিত্যক্ত গির্জা, কবরস্থান আর জেলেদের একটা গ্রামের ধ্বংসাবশেষ। ভেতরের অংশে যাওয়ার আরেকটা রাস্তা গিয়ে সেটার সাথে মিশেছে। সে রাস্তা ধরে গেলেও গিরিখাদের ভেতরে দিয়ে একটা মৃত আগ্নেয়গিরি পাওয়া যাবে।

দ্বীপের চারপাশ পাথুরে পাহাড়ে ঘেরা যা দ্বীপকে সমুদ্র থেকে রক্ষা করছে। মূল ভূখণ্ডে পাথরের সংখ্যা কম। বেশিরভাগ এলাকা ছোট পাইন বা ওক গাছে ভরা। রাস্তাটা গিয়ে শেষ হায়েছে সাবেক নেভাল কমাণ্ড বেওসে যা এখন ল্যাব কমপ্লেক্স এবং সেখানেই রয়েছে স্ট্রেজার কমাণ্ড।

ম্যাকলিন পলের কাছে আসলো। 'কাজে বাধা দেবার জন্য দুঃখিত। আপনার গবেষণা কেমন চলছে?'

নোটবুকের ওপর কলম দিয়ে আঘাত করল পল। 'এখনো বুঝতে পারছি না ম্যাক।'

সামনের দিকে ঝুঁকল ম্যাকলিন। 'আমি এইমাত্র কর্নেল স্ট্রেজার সাথে মিটিং, করে আসলাম, বলল সে নিচু গলায়। 'আমাদের টেস্টের ফর্মুলা সফল হয়েছে।'

'অভিনন্দন? তো আমাদের প্রয়োজন তাহলে ফুরিয়ে এসেছে। আমার কি ইতিমধ্যে মৃত?'

'স্ট্রেজা খুনি হতে পারে কিন্তু সে কাজ করে নিয়ম মেনে। সে প্রথমে দ্বীপের অপারেশন গুটিয়ে নেবে যেন কোন রকমের বিঘ্ন ছাড়া সে ব্যাপারটা উপভোগ করতে পারে। আমার মনে হয় সে কাল আমাদের জঙ্গলে পিকনিক করাতে নিয়ে গিয়ে নিজেদের কবর খোঁড়াবে।'

'তার মানে আজ রাতই সময় আছে' বলল পল।

সে নোটবুকটা ম্যাকলিনের হাতে তুলে দিল। 'দেখুনতো দ্বীপের টপোগ্রাফি ঠিকমত আঁকতে পেরেছি কিনা?' ম্যাকলিন ম্যাপটা দেখল। 'কার্টোগ্রাফিতে দেখি আপনি বেশ দক্ষ। একেবারে নিখুঁত। তো এখন কি করব?

'এক্ষেত্রে আমি আমার বন্ধু কার্ট অস্টিনের নীতি মেনে চলব KISS'

'মানে?'

'KeepItS. আমরা এ গিরিখাদ দিয়ে পোতাশ্রয়ে পৌছাব, ওখানে কি কোন জেটি আছে?'

'আমি সিওর নই। আমরা সন্ধ্যার পর এসেছিলাম।'

'ধরে নিলাম আছে। আর সেটা থাকলে নিশ্চয়ই নৌকা আছে। আমরা একটা নৌকা নিয়ে সাগরে রওয়ানা দেব। তারপর যা ঘটে।'

'যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে কি করব?'

'কোনো বিকল্প নেই। সমস্যা হলে মৃত্যু। তবে চেষ্টা করে দেখা যায়।'

ম্যাকলিন পলের মুখে তাকাল। তার চেহারায় দৃঢ় সংকল্প।

'আপনার সহজাত মনোভাব আমার পছন্দ হয়েছে। এখন পরিকল্পনাটা বাস্তবায়ন করাটা হল মুশকিল।' হাসল পল। 'বাস্তবায়ন কথাটা না ব্যবহার করলে খুশি হব।'

'দুঃখিত। আসলে এখানে থেকে মনোবল একেবারে শূন্য হয়ে গেছে।'

পল চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে গ্যামি ও স্যান্ডির দিকে তাকাল যারা থার্মাল ভেন্ট থেকে আনা স্পেসিমেন নিয়ে গবেষণা করছে। ল্যাবে গবেষণারত অন্যান্য বিজ্ঞানীদের দিকে তাকাল সে। সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত। ম্যাকলিনও তাকাল তার মতো। 'এদের ব্যাপারে কিছু ভেবেছেন?'

'এদের মধ্যে স্ট্রেজার লোক থাকতে পারে।'

'আমি এদের সাথে কথা বলেছি এরা সবাই নিজেদের জীবন নিয়ে শংকিত।'

পলের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। 'চারজন একসাথে যাওয়াটাই ঝুঁকিপূর্ণ, বড় গ্রুপ নিয়ে গেলে তাদের চোখে পড়ে যাব সহজে। আমাদের একমাত্র সুযোগ হল ল্যাব থেকে জীবিত বের হয়ে নৌকার কাছে পৌছান। যদি আমরা নৌকায় উঠতে পারি তাহলে সেটার রেডিওয়ের মাধ্যমে সাহায্য চাইতে পারি।'

'আর যদি না পারি?'

'তাহলে সব শেষ।'

'আচ্ছা আমরা বিদ্যুতায়িত ফেন্সগুলোকে ফাঁকি দেব কেমন করে? এখানে তো গার্ড আছে।'

এটা নিয়ে ভেবেছি। আমরা তাদের দৃষ্টি অন্যদিকে নিয়ে যাব।'

'বড়কিছু করতে হবে। স্ট্রেজার লোকেরা সুদক্ষ যোদ্ধা।'

'তারা হয়ত নিজেদের জীবন বাঁচাতেই ব্যস্ত থাকবে।'

পলের প্ল্যান শুনে ম্যাকলিনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। 'এতে তো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।'

'আমিও সেটা চাই। যদি আমরা কোনো গাড়ি না জোগাড় করতে পারি তাহলে আমাদের পায়ে হেঁটে যেতে হবে। সে জন্য প্রতিটা মুহূর্তই প্রয়োজনীয়।'

'এখন চুপ কর। গার্ড তাকাচ্ছে।' বলল ম্যাকলিন। 'আমি এখন এমনভাবে হাত নাড়াব যেন রেগে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা।' ম্যাকলিন স্পেক্টোমিটারের দিকে তাকিয়ে গালমন্দ করতে লাগল। গার্ডটা তার আচরণ দেখে হেসে ফেলল। পল গ্যামি ও স্যান্ডিকে খবরটা জানাতে গেল।

অস্টিন 'ব্লাডি সী সার্পেন্ট' নামে একটা পাবে ঢুকে পৌঁছে গেল কর্নার টেবিলে যেখানে জাভালা বসে আছে। জাভালা এক ফোকলা দাঁতের লোকের সাথে কথা বলছিল। লোকটাকে দেখে তার ওল্ডম্যান এন্ড দ্য সীর স্কটিশ সংস্করণ মনে হল।

অস্টিন একটা খালি চেয়ারে বসে বলল, 'নতুন বন্ধু পাতাচ্ছ দেখছি।'

'কাজটা আমার মতো মেক্সিকান আমেরিকানের জন্য বেশ কঠিন। এদের কথার উচ্চারণে কিছুই বোঝা যায় না। তা তোমার মিশন কেমন গেল?' বলল জাভালা।

জবাবে অস্টিন পকেট থেকে একটা চাবির গোছা বের করল। 'তোমার সামনে এখন নুমার স্টেট অব দ্য আর্ট ভেসেলের নতুন সংযোজনের চাবি।'

'কোনো সমস্যা হয়নি?'

'না। ফিশ পিয়েরেতে গিয়ে সেখানকার সবচেয়ে বাজে বোটটা খুঁজে বের করলাম। বোটের মালিককে এমন প্রস্তাব দিলাম যা তার পক্ষে ফেরানো সম্ভব না।'

'সন্দেহ করেনি তো?'

'তাকে পরিচয় দিয়েছি যে আমি একজন আমেরিকান টিভি প্রডিউসার, আউটকাস্ট রহস্য নিয়ে তদন্ত করছি। সেজন্য আমার একটা বোটের দরকার। তবে টাকা দেওয়ার পর তাকে যদি আমি বলতাম যে আমি নুমা গ্রহ থেকে এসেছি তাহলেও তাতে কিছু যায়-আসত না, যে টাকা দিয়েছি তাতে সে আরেকটা বোট কিনতে পারবে। তাছাড়া তাকে অনুষ্ঠানে একটা পার্ট দেব বলেছি।'

'সে কি হারানো ক্রুদের ব্যাপারে কিছু জানে?'

'জানে তবে সবই গুজব, সে জানাল পুলিশ দ্বীপটা তন্নতন্ন করে খুঁজেছে কিন্তু সেখানে কি পেয়েছে তা জানায়নি। গুজব আছে তদন্তকারীরা রক্ত ও দেহের অংশ খুঁজে পেয়েছে, তবে লোকজনের এ ব্যাপারে আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না।

অনেকের ধারণা এটা স্রেফ পাবলিসিটি স্টান্ট এবং কিছুদিনের মধ্যে তারা একটা নতুন শো নিয়ে আসবে, তাদের ধারণা বেঁচে যাওয়া মেয়েটাকে এ কাহিনী বলার জন্য টাকা দেয়া হয়েছে। তুমি কি জানতে পারলে?'

'আমিও প্রায় একই রকম কাহিনী শুনলাম। যে লোকটার সাথে কথা বলছিলাম সে এ জায়গাটা সম্পর্কে জানে।'

'তো তোমার এ নতুন বন্ধু কি আউটকাস্টের ঘটনাটার ব্যাপারে কিছু বলেছে?' প্রশ্ন অস্টিনের।

'হ্যাঁ সে বলল শুরুতে বলে এ নিয়ে বেশ আলোচনা হয়েছিল কিন্তু পাবলিসিটি স্টান্ট বিষয়ক গুজবটা ছড়াবার পর থেকে এ নিয়ে সবার আগ্রহ কমে গেছে।'

'আউটকাস্টের সেট থেকে সেই দ্বীপের দূরত্ব কত?'

'পাঁচ মাইলের মতো। স্থানীয় লোকদের ধারণা সেখানে সেমি অফিসিয়াল অপারেশন চলছে আর দ্বীপটা এখনো সরকারি সম্পত্তি।' বলল জাভালা।'জেলেরা দ্বীপটা এড়িয়ে চলে। কেউ কাছে আসলে সাথে সাথেই চলে আসে সশস্ত্র প্যাট্রল বোট। কোনো কোনো জেলে নাকি একটা ছোট সাইজের সাবমেরিনের ধাওয়া খেয়েছে।'

'স্যাটেলাইট ফটোতেও আমি সেরকমই দেখি,' বলল অস্টিন। 'তারা নিশ্চয়ই এএউভি দেখেছে।'

এমন সময় পাবের দরজাটা খুলে গেল এবং অস্টিন যার কাছ থেকে বোট কিনেছিল সে প্রবেশ করল। অস্টিন আন্দাজ করল সে আজ সবাইকে মদ খাওয়াবে আর এ সময়ে সে যদি তাকে দেখে ফেলে তাহলে একটা বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। তাই সে ও জাভালা পাবের পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল। কিছুদূর হাঁটার পর তারা পৌঁছে গেল হার্বারে।

অস্টিন একটা পঁচিশ ফুট লম্বা বোটের সামনে এসে দাঁড়াল। একেবারে ভাঙ্গাচোরা অবস্থা। রঙ চটে গেছে। ডেকটা খোলা, ভেতরে একটা হুইলহাউস।

'স্থানীয় জেলেরা একে বলে ক্রিলার,' বলল অস্টিন। 'এর সাবেক মালিক জানালো এটা ৭১ সালে তৈরি।'

'১৮৭১ নাকি ১৯৭১?' বলল জাভালা। 'তোমার এ লাক্সারি ইয়টের বিল দেখে পিটের মুখের যে কি অবস্থা হবে।'

'আশা করি সে বুঝতে পারবে।' বলল অস্টিন। জাভালা বোটের গায়ে লেখা নামটা পড়ল 'স্পুটার।'

তারা দু'জন বোটে চড়ল। ডেক পর্যবেক্ষণ করতে লাগল জাভালা এবং অস্টিন উঁকি দিল হুইলহাউসে। হুইলহাউসটা দু'টো টেলিফোন বুথের সমান হবে। কেবিনে ডিজেলের গন্ধ আর সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরা। অস্টিন বের হবার পর জাভালা কাঠের ওপর পা ঠুকল। 'মজবুত মনে হচ্ছে।'

'দেখে যতটা খারাপ মনে হচ্ছে আসলে ততটা খারাপ না। খুঁজে দেখি চার্ট পাওয়া যায় কিনা।'

অস্টিন হুইলহাউসের কাবার্ডে গ্রিজমাখা একটা ম্যাপ পেল যা থেকে জানা যায় সেই দ্বীপটা বোট ইয়ার্ড থেকে দশ মাইল দূরে।

অস্টিন দ্বীপটার পোতাশ্রয়ে ভালোমতো দেখে জাভালাকে তার প্ল্যান জানাল।

'তো কি মনে হয়?'

'হাইটেক সমস্যার লোটেক সমাধান। আমার মনে হয় কাজ করবে। কখন রওনা দেব?'

'এখনই দেই,' বলল অস্টিন। 'আগের মালিক ট্যাংক ভর্তি করে রেখেছে।'

শুরু হল তাদের রহস্যময় দ্বীপের উদ্দেশে যাত্রা।

চব্বিশ

সাত ফুট উচ্চতার পল বিশালদেহী হলেও এগুচ্ছিল একেবার নিঃশব্দে। শুধুমাত্র কোনো তীক্ষ্ণ নজরের মানুষই তাকে দেখতে পাবে। মাঝরাতের পর বের হয়েছে সে বন্দিদের কম্পাউণ্ড থেকে। তবে এতটা সাবধানতার প্রয়োজন ছিল না কারণ কম্পাউণ্ডে কোনো গার্ড পাহারা দিচ্ছিল না। ওয়াচ টাওয়ারও খালি। ব্যাংক হাউসে গার্ডরা পার্টিতে ব্যস্ত। সেখান থেকে হাসাহাসি আর উচ্চস্বরে গানের আওয়াজ আসছিল। পর আন্দাজ করল দ্বীপে তাদের কাজ শেষ হয়ে যাওয়া উপলক্ষে এ আয়োজন। কিছুক্ষণ পর কমে আসলো হৈচৈয়ের আওয়াজ। পল কাদায় ভরা রাস্তা ধরে ব্যাংকহাউস থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। নাকে সেই দুর্গন্ধটা এসে লাগায় সে বুঝতে পারল যে, সে পৌঁছে গেছে তার গন্তব্যে। চোয়াল শক্ত করে সে প্রবেশ করল সে সেই কক্ষে যা কর্নেল স্ট্রেজার কাছে পরিচিত 'চিড়িয়াখানা' নামে।

পল সরাসরি সামনের দরজার কাছে গেল। দরজার ওপর ফেলল ফ্ল্যাশলাইট। কোনো আলার্ম নেই। সম্ভবত তারা চিন্তাও করেনি এখানে কেউ ঢুকতে পারে।

ডবল স্টিলের দরজাটা শক্তিশালী হলেও তা লাগানো একটা সাধারণ প্যাডলক দিয়ে, ল্যাব থেকে আনা হাতুড়ি আর ছেনি দিয়ে তা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। চারপাশে তাকাল সে, তারপর দরজা খুলে ঢুকে গেল ভেতরে। বিশ্রি একটা গন্ধ পেল সে। বিশাল রুমটা প্রায় অন্ধকার, সিলিংয়ে কয়েকটামাত্র বাল্ব লাগানো। তার উপস্থিতি টের পেয়ে নড়াচড়া শুরু করে দিল জন্তুগুলো। লাল চোখগুলো অনুসরণ করতে লাগল তাকে।

ফ্লাশলাইট দিয়ে সে খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেল স্যুইচ। আলো জ্বলে উঠল পুরো ঘরে। আলো জ্বলে ওঠার সাথে সাথে খাঁচার মধ্যে থেকে আসতে লাগল বিচিত্র আওয়াজ। প্রাণীগুলো খাঁচার মধ্যে বসে আছে জুবুথুবু হয়ে। কিছুক্ষণ পর তারা যখন বুঝতে পারল পল তাদের কোনো ক্ষতি করবে না তখন তারা খাঁচার শিকের ওপর তাদের চেহারা রাখল।

পল খেয়াল করল প্রাণীগুলো তাকে নিয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে এবং নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান শুরু করেছে। পলের মনে পড়ল এরাই পাশের একটা দ্বীপে গিয়ে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে এসেছে তো এদের বুদ্ধিমত্তা ঠিক পাশবিক মনে করাটা ঠিক হবে না। তারা একসময়ে মানুষ ছিল এবং তাদেরও চিন্তা করার ক্ষমতা আছে।

সে তাদের দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে ঘরটা পরিদর্শন করতে লাগল। সে যা খুঁজছিল তা পেয়ে গেল একটা লোহার ওয়াল প্যানেলের পেছনে। খাঁচার ওপর লেখা নম্বর অনুযায়ী সে স্যুইচের ওপর চাপ দিল। নম্বরগুলো ওপর আলফা ও বিটা লেভেল করা। দ্বিধান্বিত হল সে, ভাবল কি ভয়াবহ কাজ করতে যাচ্ছে। তারপর চাপ দিল আলফার ওপর, আওয়াজ হল মোটরের, খুলে গেল খাঁচার দরজা। প্রথমে প্রাণীগুলো দ্বিধান্বিত ছিল বের হবার জন্য।

পল অন্যান্য স্যুইচে চাপ দিতে লাগল। খুলে গেল দরজা। কোনো প্রাণীই বের হল না। নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করতে লাগল।

পল অবশ্য তাদের কথাবার্তা শোনার জন্য অপেক্ষায় বসে ছিল না। দরজা খুলে পালাল সে।

ম্যাকলিন গ্যামী ও স্যান্ডির সাথে কম্পাউণ্ডের গেট থেকে একশ গজ দূরে একটা ঘন গাছের আড়ালে অপেক্ষা করছিল। পূর্ব পরিকল্পনামত তারা কটেজ থেকে বের হয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে।

ম্যাকলিন গার্ডদের ব্যাংক হাউসে পার্টির আওয়াজ শুনলেও তাদের ব্যাপারে এখনো নিশ্চিত নয়।

কেউ একজন তাদের দিকে ছুটে আসছিল। সে বুঝে উঠতে পারছিল না কি করবে।

'ম্যাক,' পলের গলা। গ্যামি গাছের আড়াল থেকে বের হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। 'কি যে ভালো লাগছে।' বলল সে।

পল জোরে নিশ্বাস নিল। 'যতটা ভেবেছিলাম কাজটা তার চেয়ে সোজা ছিল।'

পল গাছের আড়াল থেকে একজনকে বের হতে দেখে ভয় পেয়ে গেল। একে একে বের হয়ে আসলো ছয়জন, তাদের সব সহকর্মী বিজ্ঞানী। 'দুঃখিত,' বলল ম্যাকলিন। 'ওদেরকে ফেলে যেতে পারলাম না।'

'আইডিয়াটা আমার,' বলল গ্যামি।

'ঠিক আছে। আমিও মত বদলেছি, ওদের আনার জন্য আমি নিজেই আসতাম। সবাই এসেছে?'

'হ্যাঁ,' বলল এক বিজ্ঞানী। 'আমাদের কেউ দেখেনি। এখন কি করব?'

'অপেক্ষা,' জবাব পলের। সে একটা ওকগাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। সেখান থেকে মেইন গেট স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দু'জন গার্শ সেন্ট্রি হাউসের সামনে দাঁড়ানো। সে ফিরে এসে সবাইকে ধৈর্য ধরতে বলল।

পল জানত খাঁচাটা খুলে সে একটা ঝুঁকি নিয়েছে। হয় জন্তুগুলো মুক্ত হয়ে স্রেফ পালাবার চেষ্টা করবে না হয় প্রতিশোধের নেশায় গার্ডদের ওপর হামলা চালাবে।

আবারও গেটের দিকে তাকাল সে। গার্ড দু'জন সিগারেট ফুঁকছে আর নিজেদের মধ্যে চালাচালি করছে বোতল। নজর ফেরাল সে চিড়িয়াখানার দিকে। বের হবার সময়ে সে দরজাটা খুলে রেখেছিল। বিল্ডিংয়ের ভেতর থেকে আলো বের হচ্ছে। সে দেখতে পেল বিল্ডিংয়ের ভেতর কয়েকটা ছায়া নড়াচড়া করছে, ছায়াগুলো এগিয়ে যেতে লাগল গার্ড কোয়ার্টারের দিকে। কিছুক্ষণ পর থেমে গেল হৈ-হল্লা আর হাসির আওয়াজ তা পরিণত হল গুলির আওয়াজ আর আর্তনাদে। পল বুঝতে পারল ভেতরে চলছে বিভৎস হত্যাযজ্ঞ। গার্ডদের জন্য আফসোস হল তার কিন্তু সে এ কথা খুব ভালো করেই জানে যে এ গার্ডরা স্ট্রেজার নির্দেশ পেলে তাদের ওপর গুলি চালাতে দ্বিধা করত না।'

গেটে দাঁড়ানো গার্ডরা আওয়াজ শুনে একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল তারা বুঝে উঠতে পারছে না কি করবে। এমন সময় তারা দেখতে পেল তাদের দিকে একটা গাড়ি ছুটে আসছে। গাড়িটার দিকে অস্ত্র তাক করল তারা। এলোমেলোভাবে এগুচ্ছে গাড়িটা।

পল আলোতে দেখতে পেল গাড়িটা স্ট্রেজার কনভার্টিবল ও সামনে পেছনের সিটে কেবল লাশ। গাড়ির সাথে ঝুলে আছে জন্তুগুলো।

গার্ডরা গুলি চালাতে শুরু করল। গাড়ি থেকে দু'টি জন্তু ছিটকে পড়লেও বাকিগুলো ঝুলে থাকল। গাড়িটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আছড়ে পড়ল গার্ডহাউসের ওপর। ছিটকে পড়ল প্রাণীগুলো আর খুলে গেল ড্রাইভারের দরজা। পিস্তল হাতে বের হয়ে আসলো কর্নেল স্ট্রেজা, পরনের ইউনিফর্ম ছিন্নভিন্ন, রক্তাক্ত, সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত।

সে গুলি চালিয়ে মারল একটা জন্তুকে আর সাথেসাথে বাকি জন্তুগুলো তার ওপর চড়াও হল। পল দেখতে পেল ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে কর্নেল স্ট্রেজার দেহ।

গার্ড দু'জন গুলি চালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে দৌড় দিল আর তাদের পেছন পেছন দৌড়াল লালচোখের দানবগুলো।

পল গ্যামি ও বাকিদের সাথে নিয়ে বের হল। মার্সিটিজটায় চেপে বসল কিন্তু সেটা গার্ড হাউসে আটকে ছিল। সে বাকিদের গাড়িটা ঠেলতে বলল। তাদের ঠেলাঠেলিতে বের হয়ে আসলো কনভার্টেবল।

পল এক্সেলেরেটরে চাপ দিল। গেট ভেঙ্গে তারা ছুটল সমুদ্রের দিকে। পলের মাথায় তখন শুধুই মুক্তি।

নুমা ফ্লিটের এ নতুন সংযোজনে হার্বার ছাড়ার কিছু পরই দেখা যেতে লাগল লিক। শান্ত পানি থেকে দু'ফুট উঁচু ঢেউ সমৃদ্ধ সাগরে আসতেই স্পুটারের খোলে সৃষ্টি হল ছিদ্রের। অস্টিন বিল্ক পাম্প স্যুইচ চালু করল কিন্তু মোটর চালু হল না।

'আমি দেখছি,' বলল জাভালা। একজন ইঞ্জিনিয়ার অন্তর থেকে একজন মেকানিকও বটে আর জাভালা তার ব্যতিক্রম নয়। গিজে আঙ্গুল ডুবাতে পারলেই সে খুশি। সে ডেক হ্যাচের নিচে নামল। দুই এক মিনিট পর অস্টিনকে জানাল, 'আবার চেষ্টা কর।' পাম্পটা ঝাঁকুনি দিয়ে শুরু হল। 'ইঞ্জিন রিপেয়ারের প্রথম শিক্ষা, কোনো কিছু কাজ না করলে আগে দেখ কোনো তার ছিঁড়ে গেছে কিনা?'

সারাইটা একেবারে ঠিক সময়ে হয়েছে। বিলজ পাম্পটা ঠিক সময়ে কাজ করায় বোটটা চলতে শুরু করল, অস্টিন উপলব্ধি করল বোটটা এ সাগরের জন্য একেবারে আদর্শ। যেভাবে পুকুরে ডিঙ্গি পাড়ি দেয় সেভাবে বোটটা পাড়ি দিচ্ছে সাগর। পেছন থেকে বইতে শুরু করেছে বাতাস। বেশ ভালোভাবে এগুতে লাগল তারা।

অস্টিন রাডার স্ক্রিনে তাকিয়ে দেখল তারা সঠিক পথেই এগুচ্ছে। জাভালাকে হুইলের দায়িত্ব দিয়ে সে বাইরে আসলো। ঠাণ্ডা ভেজা বাতাস মুখে এসে লাগল তার। সে সামনে একটা আকৃতি দেখতে পেল। ফিরে গেল সে হুইলহাউসে।

'দ্বীপটা সামনেই হবার কথা,' বলল সে।

পঁচিশ

অস্টিন বুঝতে পারল তারা দ্বীপের কাছাকাছি চলে এসেছে। হুইল ঘোরাতে শুরু করল সে। তার মনে হয় তাদের বোটটা সার্ভেলেন্সের আওতায় চলে এসেছে আর সে চাচ্ছিল যেন তারা মনে করে তাদের বোটটা দ্বীপের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। এইউভির ইলেট্রিক চোখ ফাঁকি দেয়া মুশকিল হলেও অসম্ভব নয়। অস্টিন কয়েকঘণ্টা ধরে স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে যানটার একটা সময়সূচি হিসাব করে ফেলে। সে লক্ষ্য করেছ এইউভিটা মাঝেমাঝে ব্যাটারি রিচার্য করতে যায়।

সে সময় দেখল। এইউভিটা এখন দ্বীপের অন্যদিকে থাকার কথা। রাডারের আওতায় আসার জন্য সে হুইলটা ঘোরাতে শুরু করল এগুতে লাগল দ্বীপের দিকে। সে প্রার্থনা করতে লাগল যেন তার হিসাব ঠিক হয়।

দ্বীপের কমান্ড সেন্টারটা ইনলেটের মুখে একটা মসৃণ ছাদের বিল্ডিংয়ের মতো। বিল্ডিংয়ের পঞ্চাশ শতাংশ ভর্তি ইলেট্রনিক সার্ভেলেন্স ইক্যুপমেন্টে আর বাকি অংশে গার্ডদের ব্যারাক। সেখানে মোট বারোজন গার্ড থাকে। এ গার্ডরা চারজনের দলে বিভক্ত হয়ে তিন শিফটে কাজ করে। দিনের বেলায় তিনজন গার্ড বোট নিয়ে দ্বীপের চারপাশ টহল দেয় আর আরেকজন থাকে কমাণ্ড সেন্টারে। রাতের বেলার রুটিন বদলায়। দ্বীপের আশপাশে ধারালো পাথরে ভর্তি থাকার কারণে প্রেট্রোল বোটটা তীরেই থাকে। রাডার বা এইউভিতে কিছু ধরা পড়লেই বের হয়।

রাডারের দায়িত্বে আছে ম্যাক্স নামে এক জার্মান ভাড়াটে সৈন্য। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে রাতের বেলা জেলেদের নৌকা কদাচিৎ বের হয় কিন্তু বোটটাকে অন্যদিকে সরতে দেখে সে সেদিকে নজর দিল। সিগারেট ধরাল সে, তাকাল স্ক্রীনে। একেবারে ফাঁকা। সিগারেট ফেলে সামনে ঝুঁকল সে। স্ক্রীনের ওপর আঘাত করল। টার্গেটের কোনো চিহ্ন নেই। তারমানে বোটটা রাডারের ব্লাইন্ড স্পট দিয়ে পাথুরে পাহাড়ের কিনারে পৌঁছে গেছে। ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত কিন্তু মারাত্মক নয়। তাদের এইউভি আছে। সে আরেক মনিটরে তাকাল সেখানে ইউভির ক্যামেরা আছে। সেখান থেকে সিগন্যাল

দিলে ভাসমান ট্রান্সপন্ডারের সাহায্যে সারা দ্বীপকে ঘিরে ফেলে। ট্রান্সপন্ডারের হিটগুলো কমাণ্ড সেন্টারে করলে বোটে অবস্থান জানা সম্ভব।

যানটা বারো ফুট লম্বা। এর সোনার স্ক্যানিং উভয়পাশে একশ ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত। টিভি ক্যামেরা পানির নিচের দৃশ্য ধারণ করে। নিঃসন্দেহে এটা এক অসাধারণ বস্তু যা পাহারা দেবার পাশাপাশি বিধ্বংসী হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এইউভির সাথে চারটা ছোট টর্পেডো আছে যার একটার আঘাতে পুরো ডেস্ট্রইয়ার শেষ করে দেয়া যায়।

ম্যাক্স এউভিটাকে বোটটা শেষবারের মতো যেখানে দেখা গেছে সেখানে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে চাপ দিল ইন্টারকমের বোতামে, 'খেলা পণ্ড করার জন্য দুঃখিত ছেলেরা,' বলল সে মাইক্রোফোনে। 'সিকিউরিটি জোনে একটা বোট ঢুকে গেছে,' বোট ক্রুরা ব্যারাকে বসে পোকার খেলছিল। তাদের দু'জন সাবেক ফ্রেঞ্চ ফরেন লিজিয়নিয়ারি আর অপরজন দক্ষিণ আফ্রিকান। দক্ষিণ আফ্রিকানটা বিরক্তির সাথে ইন্টারকমের কাছে গেল।

'টার্গেটটা কোথা?'

'সিকিউরিটি পেরিমিটারের উত্তরদিক দিয়ে ঢুকেছে। ঢোকার পর রাডারের ব্লাইন্ড স্পট গলিয়ে চলে এসেছে। আমি এইউভিকে পাঠিয়েছি।'

'উফফ,' বলল দক্ষিণ আফ্রিকান। 'কপালটাই খারাপ।'

তিনজন সাথে ফমাস রাইফেল সাথে নিয়ে চেপে বসল তিরিশ ফুট লম্বা প্রেট্রোল বোটে। এগুতে লাগল চল্লিশ নট গতিতে। তারা কাছে গিয়ে স্পটলাইট ফেলল।

দক্ষিণ আফ্রিকান রাইফেল নামিয়ে হাসতে লাগল। বাকিরাও শুরু করল হাসতে।

'আমরা এ ভাঙ্গাচোরা নৌকার জন্য ফেলা বন্ধ করলাম?'

তারা রেডিওতে ব্যাপারটা রিপোর্ট করল।

'বুঝলাম না' বলল রাডারম্যান। 'রাডারে যখন পিক নৌকাটাতো সোজা লাইনেই আসছিল।'

'মদ খাচ্ছিল নাকি?'

'হ্যাঁ খাচ্ছিলাম।'

হাসির রোল ছড়িয়ে পড়ল প্রেট্রোল বোটে।

'বুঝেছি,'

'কিন্তু,

'দ্বীপের আশপাশের স্রোত খুব শক্তিশালী। সম্ভবত ভেসে চলে এসেছে।'

'মনে হয়,' বলল ম্যাক্স।

'যাই হোক নৌকাটা প্রায় ডুবে গেছে। আমরা ফিরে আসছি।'

'এইউভি থেকে সাবধান, ওটা ওখানেই আছে।'

কিছুক্ষণ পর একটা বড পাখনা প্রেট্রোল বোটের পাশ দিয়ে চলে গেল। এইউভিটা আশপাশে থাকলে সবাই বেশ নার্ভাস হয়ে যায়। এইউভিটা পঞ্চাশ ফুট দূরে গিয়ে থামল। জিনিসটা ডেটবেসে সংরক্ষিত আওয়াজের সাথে প্রেট্রোল বোটের আওয়াজ মিলিয়ে দেখল।

প্রেট্রোল বোট ইঞ্জিন চালু করে রওয়ানা দিল ডকের উদ্দেশে।

কিছুক্ষণ পর ডুবে যাওয়া বোট থেকে দু'জন লোক বের হয়ে আসলো। তারা সাঁতরাতে লাগল দ্বীপের দিকে। এক্সেলেরেটরে চাপ দিয়ে রেখেছে পল। কম্পাউণ্ড গেট থেকে বের হয়ে এসেছে তারা। 'ড ট্রাউট!' পেছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'সামনে একটা বড় বাঁক আছে। গতি না কমালে রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ব।' গ্যামি তার হাতে হাত রাখল।

স্পিডমিটারের দিকে তাকাল পল। তারা সত্তর মাইলেরও বেশি বেগে এগুচ্ছে। সে ব্রেকে পা দিয়ে হেডলাইট জ্বালাল। জ্বালিয়ে দেখতে পেল বাকটা অনেক বড়, কোন গার্ডরেইল নেই।

টায়ার কিনারের কাছে গিয়ে স্কিড করতে লাগলেও গাড়ি রাস্তার ওপর থেকে ছিটকে গেল না, মাথা ঠাণ্ডা রেখে স্টিয়ারিং চেপে সামলে নিল গাড়ি।

'সাবধান করে দেবার জন্য ধন্যবাদ ম্যাক,' ম্যাকলিন কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, 'আমি চাই না শুধু জোরে গাড়ি চালাবার জন্য প্রাণ হারাতে।'

পল পেছনের সীটে গাদাগাদি করে থাকা লোকদের দিকে তাকাল।

'সবাই আছেন তো?'প্রশ্ন করল সে।

'আমরা কোথাও যাচ্ছি না যদি না তুমি আমাদের টেনে বের কর।'

হাসল পল। বাইরে থেকে স্বাভাবিক থাকলেও ভেতরে ভেতরে সে অত্যন্ত শংকিত। তবে তাকে ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছু করতে হবে না আর কিছু করতে হলে এখান থেকে তাদের ফেরা সম্ভব হবে না। তারা এগুতে এগুতে দু' টো রাস্তার জংশনে আসলো। পল গাড়িটা থামিয়ে বামপাশের রাস্তার দিকে তাকাল।

'আমরা কি এদিক দিয়ে এসেছিলাম?'

'হ্যাঁ,' বলল ম্যাকলিন। 'এ রাস্তাটা ইনলেটের কিনার ঘেঁষে সাবমেরিন পেনের দিকে গেছে। ওখানে একটা গ্যারিসন ও গার্ড কোয়ার্টার আছে। ডানদিকে গেলে পোতাশ্রয়ে পৌছাব। সেখানে কমাণ্ড সেণ্টার আর প্রেট্রোল বোটের জন্য জেটি আছে।'

'সবকিছু আগে থেকে জেনে রেখেছেন দেখছি,' পল বলল।

'পালাবার চিন্তা আপনি একাই করেননি।'

'এ প্রেট্রোল বোটই হতে পারে আমাদের মুক্তির সোপান।'

'আমি একমত,' বলল গ্যামি।

পল মাথা নেড়ে মার্সিটিজটা ডানদিকে ঘোরাল। আধ মাইল পার হয়ে তারা একটা সৈকতের কাছে এসে পৌঁছল যা ইনলেটের সাথে সংযুক্ত। দূরে আলো দেখতে পেয়ে তারা গাড়িটা থামাল। বাকিদের সে গাড়ি থেকে বের করে গাড়ির আশপাশে থাকতে বলে নিজে রওয়ানা দিল। বাতাসে সমুদ্রের গন্ধ। কম্পাউণ্ড থেকে বের হতে পেরে বেশ ভালো লাগছিল তার যদিও সে জানত এ মুক্তি সাময়িক।

পল দেখতে পেল একটা কংক্রিটের বিল্ডিং থেকে আলো আসছে। জানালার পর্দা নামানো। সে বিল্ডিংটা এড়িয়ে একটা কাঠের জেটিতে গিয়ে পৌঁছল যা পানির মধ্যে অবস্থান করছে, সেখানে কোনো প্রেট্রোল বোট নেই, নেই কোনো সাধারণ নৌকা। সারা দেহে বয়ে গেল তার শীতল স্রোত। ফিরে এল সে মার্সিটিজে।

'প্রেট্রোল বোট চলে গেছে,' ঘোষণা দিল সে। 'আমরা ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে পারি কিন্তু সূর্য উঠে গেলে সব আশা শেষ হয়ে যাবে। আমার মনে হয় সাবমেরিন পেনে যাওয়া যেতে পারে।'

'তারা নিশ্চয়ই চিন্তা করেনি আমরা ওখানে যেতে পারি,' বলল গ্যামি তার পক্ষ নিয়ে।

'আর আমিও ওখানে যাওয়ার চিন্তা করি না,' বলল ম্যাকলিন।

'আমরা নিশ্চয়ই কোনো স্পেশাল ফোর্স কন্সাইমেন্টকে ডাকতে যাচ্ছি না।'

'আলমোতে একশজনের মতো লোক ছিল।'

'আমেরিকান ইতিহাস আমি ভালো করেই জানি। সেখানে সে একশজন হয়েছিল কচুকাটা। কুলোডেনে স্কটদেরও একই পরিণতি হয়।'

হাসল পল। 'কঠিন পরিস্থিতিতে কঠিন পদক্ষেপ।'

'সেটা ঠিক, কিন্তু কি করতে চান আপনি?'

'আমি সাবমেরিনে চড়ে দেখব কোনো রেডিও পাওয়া যায় কিনা। না পাওয়া গেলে ভাবতে হবে অন্য কিছু।'

'আমার বিশ্বাস আপনি পারেন,' বলল ম্যাকলিন। 'ডিপ ওশেন জিওলজিস্ট হলেও আপনি জানেন অনেক কিছু।'

'চেষ্টা করি,' বলল পল। গাড়ি চালু করল সে। তারা সাবমেরিন পেনের দিকে এগুতে লাগল। পরিত্যক্ত গির্জা ও কবরস্থানের কাছে এসে থামল তারা।

গাড়িটা গির্জার আড়ালে লুকিয়ে সবাইকে গাড়ি থেকে নামতে বলল। নামার পর সবাইকে বসতে বলল আড়ালে। এবার গ্যামি পলের সাথে গেল। তারা একটা মেঠোপথ ধরে চলে গেল ইনলেটের কাছে।

ব্যারাকের পুরোটা ফ্লাডলাইটের আলোতে আলোকিত। ট্রাউট দম্পত্তি ব্যারাকে একশ ফুটের মধ্যে ঢুকে পড়ে লে-আউটটা বোঝার চেষ্টা করল। বিল্ডিংটা পাহাড়ের কিনারে অবস্থিত।

ইনলেটের ওপর একটা অজারভেশন প্লাটফর্ম স্থাপন করা হয়েছে। একটা সিঁড়ি প্লাটফর্ম থেকে নেমে গেছে নিচে।

'সিঁড়িটা দেখি,' বলল পল।

'মনে হয় না এটা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। শব্দ শুনে মনে হচ্ছে ভেতরে পার্টি চলছে,' বলল গ্যামি।

কম্পাউন্ডে থাকা গার্ডদের মতো এরাও গার্ড হাউসে পার্টিতে মেতে উঠেছে। সম্ভবত তারা জানে না তাদের সহযোদ্ধাদের পরিণতি সম্পর্কে। পল ও গ্যামি প্ল্যাটফর্মের তলায় গিয়ে পৌঁছল। তারা পাহাড় থেকে সরু সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল। সিঁড়িটা পানির কয়েক ফুট কাছে গিয়ে থেমেছে।

সেই বিশাল সাবমেরিন যা তাদের কিডন্যাপ করেছিল তাদের ঠিক সামনে রয়েছে। ডেকের ভেতরে তখনো লাইট জ্বলছিল বলে সহজে গ্যাংওয়েটা খুঁজে পায় তারা। চলে আসে সাবমেরিনের কাছে, পল ঢাকনা খুলে ভেতরে তাকাল। ভেতরে হালকা আলো জ্বলছে।

তারা মই বেয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। ঢুকে এদিক ওদিক তাকাল তারা, কেউ নেই। কন্ট্রোল রুমটা ঢাকা অন্ধকারে। গ্যামি থাকল পাহারায় আর পল টেলিক্লিনিকেশন কন্সোলের সামনে এসে তুলে নিল রেডিও ফোন, ডায়াল করল সে নুমায়, কি হতে যাচ্ছে বুঝতে পারছিল না।

'ন্যাশনাল.... এজেন্সি,' শোনা গেল একটা নারী কণ্ঠ।

ট্রান্সমিশন ভেঙ্গে যাচ্ছে, সম্ভবত সাবমেরিনার দেয়াল ও ছাদের জন্য।

'রুডি গান প্লিজ। বলুন পল ট্রাউট ফোন করেছে,'

'এক মিনিট,'

কিছুক্ষণ পর নুমার সহকারী ডিরেক্টরের কণ্ঠ শোনা গেল ফোনে।

'পল? তুমি? আমরা তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে....তুমি ঠিক আছ?'

'হ্যাঁ ঠিক আছি। গ্যামিও আমার সাথে। তাড়াতাড়ি কথা শেষ করতে হবে। আলভিনকে হাইজ্যাক করা হয়েছে। আমরা একটা দ্বীপে বন্দি, সম্ভবত স্কটিশ বা স্ক্যান্ডেনেভিয়ান উপকূলে। আমাদের সাথে আরো সাতজন বিজ্ঞানী আছেন, আমাদের দিয়ে একটা বিশ্রি গবেষণা করানো হচ্ছিল। আমরা কোনোভাবে পালিয়েছি কিন্তু মনে হয় না বেশিক্ষণ পালিয়ে থাকতে পারব।'

'শুনতে সমস্যা হচ্ছে...তুমি...হ্যাঁ বুঝতে পারছি। তুমি কি রেডিওতে থাকতে পারবে?'

'আমরা বাকিদের কাছে ফিরে যাব।'

'রেডিওফোনটা খুলে রেখে যাও। আমরা তোমদের সিগন্যালের সাহায্যে ট্রাক করব।'

পল জাবাব দেয়ার আগে গ্যামি পলকে ফিসফিস করে সাবধান হতে বলল। কেউ একজন শিস বাজাচ্ছিল। সে মাইকটা নামিয়ে রেডিওফোনটা বন্ধ করল।

তারপর সে ও গ্যামি হাঁটু গেড়ে কান্সোলের নিচে লুকিয়ে পড়ল। শিসটা কাছাকাছি চলে আসল। শিসটা কমে গেল এবং লোকট গ্লাস পেন দিয়ে উঁকি দিল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হল সে অস্বাভাবিক কিছু দেখেনি।

ট্রাউট দম্পতি বের হয়ে আসল। পল গানকে আবার ফোন করে জানাল তারা রেডিও অন করে রেখে যাচ্ছে। প্যাসেজওয়েটা চেক করল সে, পেল না কাউকে। ফিরতে শুরু করল তারা। আগের তুলনায় অনেক সাবধানে এগুতে লাগল তারা। ঢাকনা খুলে সিঁড়ি বেয়ে চলে গেল রাস্তায় আর সেখান থেকে পরিত্যক্ত গির্জার কাছে। কবরস্থানের কাছাকাছি আসার সাথে সাথে আশপাশে জ্বলে উঠল আলো। শক্ত হাত ধরে ফেলল তাদের। একজন শক্তসামর্থ্য লোক এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। পলের দিকে তাক করল মেশিন পিস্তল।

'হ্যালো মেট,' বলল লোকটা। তাকাল গ্যামির দিকে। 'তোমার ও তোমার বন্ধুদের পথ এখানেই শেষ।'

সমুদ্রের তীরে একটা গাছের ডালে বসে আছে পেঁচাটা। শুনছে ঘাসের ওপর ইদুরের চলাচলের আওয়াজ। পেঁচাটা যখন ইদুরের ওপর হামলা চালাতে যাবে ঠিক তখন সৈকতে নড়াচড়া দেখে সতর্ক হয়ে উঠল। সমুদ্রের পানি ভেদ করে উঠে আসছে একটা চকচকে বস্তু। আওয়াজ শুনে ইঁদুরটা ঢুকে গেল ঘাসের মধ্যে আর পেচাটা উড়ে গেল আকাশে।

সমুদ্র থেকে উঠে আসা বস্তুটা কালো চামড়ায় ঢাকা, দেখে মনে হচ্ছিল প্রাগৈতিহাসিক জন্তু। অস্টিন ও জাভালা তাদের ফেস মাস্ক খুলে ফেলল। তাদের ওয়াটার টাইট প্যাক থেকে বের করল সগ সয়ার মেশিন পিস্তল যা সিলস দলের সদস্যরা রিসার্চ ভেসেলে রেখে গিয়েছিল।

তারা এয়ার ট্যাংকটা খুলে ড্রাই স্যুট খুলে ফেলল।

স্পুলার থেকে তারা নেমে যায় প্রেট্রোল বোট আসতে দেখে, তারপর খুলে দেয় পেট কক ফলে ডুবে যায় বোটটা। প্রেট্রোল বোট ও এইউভি চলে যাবার পর সাঁতার কেটে তারা চলে আসে দ্বীপে। ঘড়িতে তাকিয়ে অস্টিন বলল

দিনের আলো ফুটতে ছয় ঘন্টা বাকি। সে জাভালাকে সিগনাল দিল। বালুর ওপর পাঁচ মিনিট হাঁটার পর তারা উঠে এল শক্ত রাস্তায়। অস্টিন তার প্যাক থেকে মিনি কম্পিউটার বের করে স্যাটেলাইট ইমেজটা পরীক্ষা করল। তারপর তারা এগুতে শুরু করল অন্ধকার রাস্তা ধরে।

পলের দিকে বন্দুক তাক করা লোকটার চেহারা একেবারে গিরগিটির মতো, শুধু দাঁত কোন ঠোঁট নেই।

'আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম,' বলল লোকটা অস্ট্রেলিয় টানে,

'তোমরা কি করে জানলে আমরা এখানে?' বলল পল। হাসল লোকটা। 'সম্ভবত তুমি জানো না পুরো দ্বীপে আমাদের সার্ভেলেন্স ক্যামেরা আছে যদি আমার লোকেরা মাতাল না হত তাহলে আরো আগে ধরা পড়ে যেতে।

'পার্টিতে বাগড়া দেবার জন্য দুঃখিত।'

'তোমার বন্ধুরা মুখ খুলছে না,' বলল সে। 'স্ট্রেজার·গাড়িটা কোত্থেকে পেলে?'

'কর্নেল ব্যবহার করছিলেন না বলে আমরা ড্রাইভের জন্যে বের হই।' লোকটা রাইফেলের বাট দিয়ে পেটের ওপর আঘাত করল পলের । বসে পড়ল তারা।

'আবোলতাবোল জবাব আমি পছন্দ করি না,' বলল সে। এবার গ্যামির দিকে বন্দুক তাক করল। 'গাড়িটা কোত্থেকে পেয়েছ?'

'স্ট্রেজা মারা গেছে,' বলল পল দম নিতে নিতে।

'মারা গেছে?' সরু হয়ে গেল তার চোখ। 'কিভাবে?' পল জানত তারা সত্য কথা বললে তারা বিশ্বাস করবে না।

'দেখাতে পারলে ভালো হয়,' ইতস্তত করল গার্ড।

'কি মতলব তোমার?' অস্ত্র তুলে বলে উঠল সে।

'কিছুই না, আমরা তোমাদের ক্ষতি করবার মতো অবস্থায় নেই।' কথাটা তার মনে ধরল, যেমনটা পল আশা করেছিল। 'ঠিক বলেছ মেইট,'

সে বাকি গার্ডরা পল ও গ্যামিকে মার্চ করিয়ে চার্চের পেছনে নিয়ে গেল যেখানে গাড়িটা পার্ক করা ছিল। স্যান্ডি, ম্যাকলিন ও বাকি বিজ্ঞানীদের দিকে দু'জন অস্ত্রধারী অস্ত্র তাক করে রেখেছে। গাড়ির কাছে একটা পিকাপ ট্রাক পার্ক করা। গ্যামি ও বাকি বন্দিদের ট্রাকে বসার নির্দেশ দেয়া হল। কিছু গার্ড ট্রাকে চেপে বসল আর বাকিরা মার্সিটিজে। অস্ট্রেলিয়টা পলকে ড্রাইভ করার নির্দেশ দিল। তাকে সে কম্পাউণ্ডে ফিরে যেতে বলল।

'তুমি আমাদের ছেড়ে দিচ্ছ না কেন?' বলল পল। 'গবেষণা তো শেষ।'

'তোমাদের ছেড়ে দেই আর তোমরা আমাদের কাহিনী সবাইকে বলে বেড়াও। চুপচাপ গাড়ি চালাও।'

পল নির্দেশমত কাজ করল। তারা কম্পাউণ্ডে পৌঁছলে অস্ট্রেলিয় পলকে থামতে বলল। সে চাবি বের করে গাড়ি থেকে নামল। বাকি গার্ডরা নামল ট্রাক থেকে, সবাই প্রস্তুত অস্ত্র হাতে।

অস্ট্রেলিয় গেটের ভাংগাচোরা অবস্থা দেখল। জায়গাটা অস্বাভাবিক রকমের নিরব। নেই পাখির ডাক, পোকার আওয়াজ। পলের দেখা ধ্বংসযজ্ঞের কোনো চিহ্ন নেই, তার মনে পড়ল সেই ইঁদুর ভক্ষণের কথা। সে বুঝতে পারল লাশগুলোর কি হয়েছে। অস্ট্রেলিয় ফিরে এল মার্সিটিজে। 'কি হচ্ছে এখানে?' বলল সে।

'তুমি জানো না ল্যাবে কি নিয়ে কাজ হচ্ছে?'

'জানি। জার্ম ওয়ারফেয়ার। ওরা আমাদের কম্পাউণ্ডে আসতে বারণ করেছে। বলেছে আমরা এতে আক্রান্ত হতে পারি।' হাসল পল।

'হাসির কি হল?'

'ওরা মিথ্যা বলেছে,' বলল পল। 'আমরা এনজাইম নিয়ে গবেষণা করছি।'

'মানে?'

'ফিলোসফার'স স্টোনের নাম শুনেছ?'

সে পলের পাঁজরে বন্দুকটা ঠেকাল। 'এটাই আমার ফিলোসফি।'

কুকড়ে গেল পল কিন্তু শান্ত থাকল। 'এটা দিয়ে ধাতুকে সোনা বানানো যায়।'

'অসম্ভব',

'তোমার কি মনে হয় কোনোকিছু না থাকলে তোমাকে ভাড়া করেছে কেন?'

'ঠিক আছে মেট, সোনা কোথায়?'

'স্টোর হাউসে আছে, চল দেখাচ্ছি। হয়ত তুমি আমাদের ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাবটা পুনঃবিবেচনা করবে।'

হাসল অস্ট্রেলিয়ান। 'করব,'

সে ড্রাইভ করে গাড়িটা খোলা ফ্রন্ট ডোরের সামনে দাঁড় করাল। তারা মার্সিটিজ থেকে নামল আর অস্ট্রেলিয়ান খুলে নিল গাড়ির চাবি। সে তাদের লোকদের ট্রাক থেকে নামতে বলল। থেকে যেতে বলল একজনকে, নির্দেশ দিল কেউ কিছু করলে তার ওপর গুলি চালিয়ে দিতে। তারপর পলকে বলল এগিয়ে যেতে।

'উফফ, গন্ধটা কিসের?' বলল গার্ড।

পল স্বাভাবিক ভংগিতে ভেতরে ঢুকল। সে জানত ঝুঁকি নিচ্ছে। তার বিশ্বাস ছিল জন্তুগুলো শিকার শেষে জন্তুগুলো ঠিকই নিজেদের ঘরে ফিরে আসবে। ভেতরে ঢোকার পর সে বুঝতে পারল তার ধারণা ঠিক। হাড় ভাঙ্গার

আওয়াজ শুনতে পেল সে, দেখতে পেল লাল চোখ জ্বলতে। সে বাতি জ্বালাল। দেখতে পেল জন্তুগুলো খাঁচাতে ফিরে এসেছে আর দরজা খোলা। তারা কর্নেল স্ট্রেজা ও তার অনুসারিদের দেহাবশেষ নিয়ে ব্যস্ত।

অস্টেলিয়ান পলকে দেয়ালের সাথে চেপে ধরল। 'এজন্য তোমাদের মরতে হবে।'

পল অস্ট্রেলিয়ানের বন্দুকটা চেপে ধরে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। লোকটা ট্রিগার চাপ দিলেও চলল না গুলি। তারা যখন বন্দুক নিয়ে হাতহাতিতে ব্যস্ত ঠিক তখন জন্তুগুলো খাঁচা থেকে বের হতে শুরু করেছে। ইউনিফর্মধারী গার্ডদের দেখে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জবাবে গার্ডরা গুলি চালাতে শুরু করলেও টিকতে পারল না তাদের সাথে। অস্ট্রেলিয়ানের ওপর চড়াও হল দু'টো জন্তু। আরেকটা জন্তু এসে দাঁড়াল পলের সামনে, থেমে গেল, তাকিয়ে থাকল তার দিকে। পলের কিছু সময়ের জন্য মনে হল জন্তুটার মধ্যে কিছুটা হলেও মনুষ্যত্বের ছাপ দেখতে পেয়েছে সে। জন্তুটা যখন দেখল পলের পরনে ইউনিফর্ম নেই তখন সে চড়াও হল অস্ট্রেলিয়ানটার ওপর।

পল দরজা দিয়ে দৌড় দিলে তার পেছন পেছন চলে আসে এক জন্তু, বিজ্ঞানীদের প্রহরায় থাকা সেই গার্ডের ওপর চড়াও হয় সেটা।'

পল গ্যামিকে ট্রাক চালাতে বলল। পল মার্সিটিজে গিয়ে দেখে যে চাবিটা নেই। ওদিকে চাবি নেই ট্রাকেও। পল গাড়ি থেমে নেকে সবাইকে দৌড়াতে বলে।

অস্টিন ও জাভালা কম্পাউণ্ড থেকে এক মাইল দূরে আসায় অন্ধকারে কারো ছুটে আসার আওয়াজ শোনার সাথে সাথে তারা শুয়ে পড়ল মাটিতে।

পায়ের আওয়াজ কাছাকাছি চলে আসায় তারা লোকগুলোর কণ্ঠ শুনে বুঝল এদের শারিরীক অবস্থা খুব একটা ভালো না।

'এগুতে থাকো বন্ধুরা। বিশ্রাম করার বহু সময় পাবে।'

পল অন্ধকারে দু'টো ছায়ামূর্তি দেখে থমকে দাঁড়াল। 'লস্ট সিটি থেকে তোমরা অনেক দূরে' বলল অস্টিন। 'কাট? জো?' বলে উঠল পল। 'উফ বাঁচা গেল।'

গ্যামি তার নুমার কলিগদের জড়িয়ে ধরল।

'এরা আমাদের বন্ধু ম্যাক ও স্যান্ডি,; বলল পল। 'বাকিদের পরিচয় পরে দেব। তোমাদের সাথে নৌকা আছে?'

'আমরা পালাবার সব পথ বন্ধ করে রেখে এসেছি। এখানে আসার সময় পানিতে প্রেট্রোল বোট দেখলাম। তোমরা কি জানো সেটা কোথায় বাঁধা আছে?'

'মনে হয় জানি,; বলল পল। 'আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে।'

অস্টিন আওয়াজটা শুনতে পেল যেন দূরে বাতাসে ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছে। 'কি ওটা?' সে আবার শুনল। 'মনে হচ্ছে একদল নেকড়ে হরিণ তাড়া করছে।'

সেটা হলে তো ভালোই হত,; বলল পল।'তোমাদের সাথে কি অস্ত্র আছে?'

'হ্যান্ডগান আছে।'

আওয়াজটা আরো কাছে থেকে শোনা গেল। পেছনে তাকাল পল।

'কোনকিছু নড়াচড়া করতে দেখলে গুলি চালাবে বিশেষ করে যদি সেটা লাল চোখের হয়।' বলে উঠল সে। অস্টিন ও জাভালার সেই ভিডিওর কথা মনে পড়ে গেল। পুরো ব্যাপারটা আর তাদের বুঝতে বাকি থাকল না।

পল গ্যামির হাত ধরে বাকিদের এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিল। অস্টিন ও জাভালা তাদের পেছন পেছন আসতে লাগল।

তারা নিঃশব্দে মিনিট পনের হাঁটার পৌঁছে যায় প্রেট্রোল বোটের ব্যারাকে, জানালা দিয়ে বের হচ্ছিল আলো।

ভেতর থেকে দু'জন গার্ড বের হয়ে আসে। তাদেরকে দেখতে পেয়ে নির্দেশ দেয় থামার। একজন গার্ড বিল্ডিংয়ের ভেতরে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলে বের হয়ে আসে আরো দু'জন। এদের একজনের পরনে অর্ধেক পোশাক আর অপরজনের পরনে অন্তর্বাস, মুখে দাড়ি। সে হেসে বলল, 'মনে হয় স্ট্রেজা আমাদের জন্য বোনাস পাঠিয়েছে।'

তার সাথে হেসে ওঠে বাকিরা কিন্তু কিছুক্ষণ পর এ হাসি বদলে যায় আতংকে সেই ভয়ংকর আওয়াজ শুনতে পেয়ে। আওয়াজটা আসছিল চারদিক থেকে। তারা একত্রিত হয়ে বন্দুক তাক করল।

দাড়িওয়ালা অন্ধকারে গুলি চালালো। শোনা গেল একটা আর্তনাদ। গুলির আওয়াজে যেন ক্ষেপে উঠল তারা। গুলির আওয়াজে যেন ক্ষেপে উঠল জন্তুগুলো। হামলা চালাল চারিদিক থেকে। এ সুযোগে বিজ্ঞানী ও নুমার সদস্যরা পালিয়ে গেল। পলের পেছন পেছন তারা ডকে চলে গেল যেখানে বাঁধা ছিল পেট্রোল বোট।'

অস্টিন বোটে চড়ে ইঞ্জিন চালু করে ম্যাকলিন ও বাকি বিজ্ঞানীদের বোটে উঠতে সাহায্য করতে লাগল। সবাই ওঠার পর সে যখন উঠতে যাবে তখন শোনা গেল একটা গুলির আওয়াজ আর ম্যাকলিন লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

গুলিটা চালিয়েছিল সেই দাড়িওয়ালা গার্ড, এগিয়ে আসছিল সে বোটের দিকে।

পরনে ইউনিফর্ম না থাকায় জন্তুরা তার ওপর হামলা চালায়নি। জবাবে অস্টিন গুলি চালায়। গার্ড আশা করেনি কেউ গুলি চালাতে পারে। তবে সে খুব দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে আবার গুলি চালায়।

একটা গুলি চলে যায় অস্টিনের কানের পাশ দিয়ে। গ্যামি অস্টিনের কাঁধের পাশ থেকে গুলি চালায়। বন্দুকবাজিতে সে দক্ষ হলেও গুলিটা লাগল না ঠিকমত, আঘাত হানে তার বাম কাঁধে। যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে ওঠে সে কিন্তু তুলে নেয় অস্ত্র। অস্টিন তার বন্ধুদের বাঁচাবার জন্য পিস্তল হাতে এগিয়ে আসে। ওদিকে দাড়িওয়ালা গার্ডের ওপর জন্তুগুলো হামলা করল, ভবলীলা সাঙ্গ হল তার।

অস্টিন তার পিস্তল ঢুকিয়ে জাভালার সাহায্যে ম্যাকলিনকে বোটে তুলে নিল। ঠিক তখন একটা জন্তু ছুটে এল তাদের দিকে। গ্যামি পিস্তল তুলে গুলি চালাল। পল ডক লাইন থেকে নেমে হাত চেয়ে ধরল গ্যামির।

জন্তুটার বুক রক্তে রঞ্জিত, পলের দিকে তাকাল সে। হাত-পা ছুঁড়ে মারা গেল। অস্টিন পলের দিকে চেঁচিয়ে বলল হুইলে যাওয়ার জন্য। পল চালু করল ট্রটল।

বোটটা ছুটে চলল অভিশপ্ত দ্বীপ ছেড়ে। পল গ্যামিকে হুইলের দায়িত্বে দিয়ে এগিয়ে গেল ম্যাকলিনের কাছে। অস্টিন ম্যাকলিনের মাথার তলে বালিশ হিসেবে একটা লাইফ জ্যাকেট রেখেছে। সে ম্যাকলিনের মুখের কাছে কান নিয়ে আসল। অস্টিন পলকে বলল, 'সে তোমার সাথে কথা বলতে চায়,'

পল হাঁটু গেড়ে বসল ম্যাকলিনের কাছে, 'আমরা পালাতে পেরেছি ম্যাক,' বলল সে। 'তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

জবাবে হাসল ম্যাকলিন, মুখের কোণা থেকে রক্ত পড়ল, 'এ বুড়ো স্কটকে বোকা বানাতে যেও না বন্ধু।'

পল জবাবে কিছু একটা বলতে গেলে হাত তুলল ম্যাকলিন। 'না আমাকে বলতে দাও,' তার চোখ ঘোলাটে হতে শুরু করেছে।

'ফর্মুলাটা,' বলল সে।

'কি?'

ম্যাকলিন তাকাল অস্টিনের দিকে। তারপর ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে।

এইউভিটা এল তাদের বিদায় জানাতে। জিনিসটা পেট্রোল বোটটাকে দ্বীপের এক মাইল দূর থেকে ইন্টারসেপ্ট করে। জাভালা প্রথমে যানটাকে দেখতে পায়। প্রথমে এর পাখনা দেখে মনে করেছিল এটা কিলার হোয়েল। আরেকটু কাছে আসলে সে এর ধাতব পাখনা দেখে বুঝতে পারে জিনিসটা আসলে কি।

যানটা তাদের কয়েক ফুট কাছাকাছি ঘেঁষে চলে যায় তার রুটিন পেট্রোল। বোটে থাকা লোকেরা জানত না তারা কত বড় বিপদের হাত থেকে বেঁচে গেছে। ম্যাক্স এইউভিটাকে পাঠিয়েছিল হামলা চালাবার জন্য কিন্তু যখন সে টর্পেডো ছুড়তে যাবে ঠিক তখন এক লাল চোখের দানব তার টুটি চেপে ধরে ছিঁড়ে ফেলে।

পেট্রোল বোটটা আরো আধঘণ্টা চলার পর অস্টিন সিদ্ধান্ত নিল কোস্ট গার্ডের সাহায্য নেওয়ার। কয়েক মিনিট পর ১১০ ফুট লম্বা ব্রিটিশ কোস্ট গার্ড স্কাপা মে- ডে সিগন্যাল পেয়ে তিরিশ নট গতিতে এগিয়ে আসলো। পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে বোটের ক্যাপ্টেন ভেবেছিল যে কলটা কোনো মাছ ধরার নৌকা থেকে এসেছে, সে ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্পটলাইটের আলোতে যা দেখল তা তার বিশ বছরের ওর্কনি আইল্যান্ডের আসেপাশের প্যাট্রলের সময়ে কখনও দেখেনি। বোটটা কমপক্ষে ত্রিশ ফুট হবে। আরোহীদের পরনে লেবু রঙয়ের ওভারঅল। ক্যাপ্টেনের জানামতে আশপাশে কোনো কারাগার নেই তবুও তার মনে সন্দেহ ঠিকই হল। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ক্যাপ্টেন ক্রুসকে সাবধান হতে বলল। তিনি তার ক্রুদের অস্ত্র হাতে প্রস্তুত থাকতে বললেন। ক্যাপ্টেন মেগাফোন তুলে বললেন, আপনাদের পরিচয় দিন।'

'কার্ট অস্টিন, ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার এন্ড মেরিন এজেন্সি,' বলল সে। 'আমার সাথের লোকজন ক্লান্ত এবং সম্ভবত তরা হাইপার নিউমোনিয়ায় ভুগছে। আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন।'

ক্যাপ্টেন সাবধানে পদক্ষেপ নিল যদিও তিনি নুমার ব্যাপারে জানেন এবং অস্টিনের কথাও তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছিল। নুমার জলযান মাঝেমাঝে তার এলাকায় আসে তবে সেগুলো চকচকে রিসার্চ শিপ, এমন ছোট বোট না। তিনি বোটটার ওপর নজর বোলালেন। তারপর নির্দেশ দিলেন যাত্রীদের বোটে তুলে নিতে। তিনি ডেকের ক্রুদের যাত্রীদের ওপর কড়া নজর রাখতে বললেন,

যাত্রীদের বোট থেকে নিয়ে আসতে কয়েকবার আসা-যাওয়া করতে হল। তারা নিশ্চিত হল সে যাত্রীদের কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নেই। জাহাজে ওঠার সাথে সাথে তাদের চেকাপ করা হল। চেকাপ শেষে গা গরমের জন্য কম্বল, গরম স্যুপ আর কফির জন্য তাদের মেসহলে যেতে বলা হল। অস্টিন ক্যাপ্টেনের সাথে করমর্দন করে বাকিদের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিল। সে জানাল তারা সবাই নুমায় কাজ করে।

'আমি জানতাম না ওর্কনিতে নুমার কোনো অপারেশন চলছে,' বললেন ক্যাপ্টেন, বাকিদের সাথে তিনি হাত মেলালেন।

'সত্যি কথা বলতে সে রকম কিছু হচ্ছে না,' অস্টিন বাকিদের বলল এ মেস হতে পরে আসছে। 'যাত্রীরা অত্যন্ত ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে গেছে, তার ওপর আমরা কুয়াশায় হারিয়ে গিয়েছিলাম। সে জন্যই আপনাদের কাছে সাহায্যের আবেদন করি। আপনাদের এভাবে কষ্ট দেবার জন্য দুঃখিত।'

'সমস্যা নেই ছোকরা। এটা আমাদের কাজ।'

'আরেকটা সাহায্য চাইব। আপনি কি ওয়াশিংটনে নুমার হেডকোয়ার্টারে রুডি গানকে এ মর্মে একটা ম্যাসেজ পাঠাবেন যে আমরা ভালো আছি।'

'আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি,'

'তাহলে গরম স্যুপের স্বাদ নেয়া যেতে পেরে,' বলল অস্টিন হাসিমুখে। তারপর সে তার দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিকভাবে বলল, ' ও হ্যাঁ আমাদের বোটে দু'টো মৃতদেহ আছে।'

'মৃতদেহ?'

'হ্যাঁ। যদি মৃতদেহগুলো নিয়ে আসতেন তাহলে ভালো হয়।'

'হ্যাঁ অবশ্যই, বললেন ক্যাপ্টেন ব্রুস।

'থ্যাকস,'

ক্যাপ্টেন তার লোকদের মৃতদেহগুলো ডিসপেন্সারিতে নিয়ে যেতে বললেন। তিনি ব্রিজে পৌঁছে অস্টিনের ম্যাসেজটা পাঠালেন নুমায়। এরপর তিনি মন দিলেন কোস্টগার্ড কমাণ্ডের জন্য রিপোর্ট তৈরিতে। এমন সময় তিনি ইন্টারকমে তার মেডিকের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে আসলে মেডিক তার নাকের কাছে পেট্রোলিয়াম জেলি লাগিয়ে দেয়,

'ব্রুস দেখ,' মেডিক একটা বডিব্যাগ খুলে দিল।

ক্যাপ্টেন তার জীবনে বহু ভয়াবহ মৃতদেহ দেখেছে কিন্তু এমনকিছু তার চোখে পড়েনি।

'এটা কি?' বললেন তিনি ফিসফিস করে।

'দুঃস্বপ্নে দেখা জিনিস,' বলল মেডিক। 'এমন কিছু যা আমি জীবনে দেখিনি।'

'কিভাবে মারা গেছে?'

'গুলিতে।'

ক্যাপ্টেন তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মেস হলের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে অস্টিন ও বাকি বিজ্ঞানীরা গল্প করছিল। অস্টিন হাসিমুখে বলল, 'হ্যালো ক্যাপ্টেন। আপনার আতিথিয়তার প্রশংসা না করে পারছি না।'

'শুনে খুশি হলাম,' বলল ক্যাপ্টেন। 'যদি কিছু মনে না করেন আমি আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই মি. অস্টিন।'

অস্টিন বুঝে ফেলল ক্যাপ্টেন তার সাথে কি নিয়ে কথা বলতে চান। 'অবশ্যই',

ক্যাপ্টেন তাকে মেস হলের কাছে একটা রুমে নিয়ে গিয়ে বসতে দিল।

'আমার কিছু প্রশ্ন আছে।'

'করুন,'

'প্রশ্নটা লাশগুলো নিয়ে, ওটা কি বা কে?'

'এদের একজন এক স্কটিশ কেমিস্ট, নাম আঙ্গাস ম্যাকলিন। আরেকজন যে কি তা আমি ঠিক বলতে পারব না। যদ্দুর জানি সে একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিকৃত ফসল।'

'কি রকম পরীক্ষা?'

'আমি ঠিক জানি না।'

মাথা নাড়ল ক্যাপ্টেন। 'তাদেরকে গুলি করেছে কে?'

'একজন একটা দ্বীপ থেকে পালাতে গিয়ে গুলির আঘাতে মারা যায়। তাদের এখানে বন্দি করে রাখা হয়েছিল' সে দ্বীপটার অবস্থান দেখাল।।

'নিষিদ্ধ দ্বীপ। আমি গত দুই দশক ধরে এ দ্বীপের আশপাশে টহল দিচ্ছি কিন্তু কখনও পা দেইনি। কি হচ্ছে ওখানে?'

'আমার কলিগদের ওখানে আটকে রাখা হয়েছিল। আমরা তাদের বাঁচাতে গিয়ে সামান্য ঝামেলায় পড়ি।'

'তাদের কে আটকে রেখেছিল?'

'জানি না। তবে তীরে পৌঁছলে আশা করি সব জবাব পাওয়া যাবে।'

এক তরুণ ক্রুম্যান তাদের রুমে এসে ক্যাপ্টেন ক্রসকে একটা কাগজ দিল। ক্যাপ্টেন কাগজটা পড়ে অস্টিনকে দিল। রুডি গানের কাছ থেকে ম্যাসেজ এসেছে।

'সবাই ভালো আছে শুনে খুশি হলাম, রুডি।'

আরেকটা কাগজ পড়ে ক্যাপ্টেনের ভ্রু কুচকে গেল। 'মি, অস্টিন, কোস্টগার্ড কমাণ্ড আমাকে নির্দেশ দিয়েছে আপনাদের সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করতে এবং যা প্রয়োজন তা সরবরাহ করার জন্য,'

'ব্রিটিশ জাহাজগুলো কি এখনো গ্রগ স্টকে রাখে?' বলল অস্টিন।

'গ্রগ নেই তবে আমার ক্লেবিনে এক বোতল ভালো স্কচ হুইস্কি আছে।'

'চলবে,' বলল অস্টিন।

ছাব্বিশ

ওর্কনির রাজধানী কার্কোয়েলে তাদের স্বাগত জানানো হল একটু অন্যরকমভাবে। তীরে একটা বাস, একটা শব বহনকারী গাড়ি ও সাদা রঙ কণ্টামেনেশন স্যুট পরা দুই ডজন লোক তাদের জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

অস্টিন ক্যাপ্টেন ক্রসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটা কি ব্রিটেনের লেটেস্ট ফ্যাশন?'

'দেখে মনে হচ্ছে আমি ও আমার ক্রুরা অতি শীঘ্রি তীরে পা ফেলতে পারছি না,' বললেন ক্যাপ্টেন ক্রস। 'আমাদের সবাইকে কোরেন্টিন করা হবে।'

'সমস্যায় ফেলার জন্য দুঃখিত ক্যাপ্টেন ক্রস।'

'ফালতু কথা,' বললেন ক্যাপ্টেন ক্রস। 'আপনার সাথে আসতে পেরে পুরো ব্যাপারটা অত্যন্ত উত্তেজনাময় হয়েও উঠেছে।'

অস্টিন ক্যাপ্টেন ক্রসের সাথে হাত মিলিয়ে গ্যাংওয়ে দিয়ে হেঁটে গেল।

যাত্রীরা মাটিতে পা দেবার সাথে সাথে তাদের প্লাসটিক স্যুট, ক্যাপ আর সার্জিক্যাল মাস্ক পরতে বলা হল। তারপর তাদের সেই বাসে নিয়ে যাওয়া হল আর লাশ দু' টো তোলা হল শব বহনকারী গাড়িতে। পাঁচ মিনিট চলার পর তারা একটা বিল্ডিংয়ের সামনে এসে দাঁড়াল যা সম্ভবত ওয়্যারহাউস হিসেবে ব্যবহৃত হত। বিল্ডিংয়ের মধ্যে একটা বিশাল বাবল টেন্ট করা আছে যা ডিকন্টামিনেশন ল্যাব হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দ্বীপে অবস্থানকারী প্রত্যেককে শাওয়ার নিতে বলা হল এবং তাদের পোশাক প্লাস্টিক ব্যাগে ভরে গবেষণার জন্য নিয়ে যায় তারা। শাওয়ার শেষ হলে তাদের সুতির হাসপাতালের পোশাক পরতে দেয়া হয়, ডাক্তারেরা তাদের চেকাপ করে ঘোষণা দিল যে তারা মানবজাতির সাথে বসবাসযোগ্য।

পরীক্ষার পর তাদের নতুন পরিষ্কার পোশাক দেয়া হল। তারপর তাদের নিয়ে যাওয়া হয় একটা ছোট কামরায়। কামরায় কয়েকটা চেয়ার ও একটা টেবিল। টেবিলের পেছনে বসে থাকা এক লোক দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দিল আন্টোনি মেহাও বলে। সে জানালা সে এমআই-৫ এর হয়ে কাজ করে। তার কেতাদুরস্ত পোশাক আর শুদ্ধ উচ্চারণ শুনে অস্টিন বলল, 'অক্সফোর্ড?'

'কেম্ব্রিজ,' বলল সে হাসিমুখে। মেহাও কথা বলল খুব মেপে মেপে।

'প্রথমে আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ল্যাবের ব্যাপারে। আশা করি আপনাদের কোনো সমস্যা হয়নি?'

'না না। আমাদের শাওয়ার নেয়ার প্রয়োজন ছিল, 'বলল অস্টিন।

'যে লন্ড্রির কাজ করছে তাকে দয়া করে বলবেন যেন আমাদের কলারে স্টার্চ কম দেয়,' বলল জাভালা।

'বলব,' হাসল মেহাও। 'এমআই-৫ নুমার কাজের ব্যাপারে অবগত আছে। তবে ক্যাপ্টেনের কাছে মৃতদেহ, গোপন মৃতদেহ আর মিউট্যান্টের কথা শুনে সবাই ভয় পেয়ে যায়। তারা চায় না বৃটেনের মাটিতে কোনো রকমের সংক্রমণ হোক।'

হাসল অস্টিন। 'আমরা জানতাম না আমাদের গায়ের গন্ধ এত বাজে।'

মেহাও অস্টিনের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'মার্কিন রসিকতা। আমেরিকায় কয়েক বছর কাটিয়েছি। আমার উর্ধ্বতনরা এ ভাইরাস নিয়ে খুব চিন্তিত।'

'আমরা আমাদের ব্রিটিশ ভাইদের ক্ষতির কারণ হবার কথা চিন্তাও করতে পারি না, 'বলল অস্টিন। 'আপনি আপনার উর্ধ্বতনদের আশ্বস্ত করতে পারেন যে এর সাথে জীবাণু যুদ্ধের কোনো যোগাযোগ নেই।'

'বলব,; বলল মেহাও।' এবার দয়া করে বলবেন ওখানে আসলে কি হচ্ছিল?'

অস্টিন পলের দিকে তাকাল। 'পল এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো বলতে পারবে।'

পল তাকে পুরো কাহিনী বলল, লস্ট সিটি থেকে শুরু করে তাদের উদ্ধার পাওয়া পর্যন্ত।

অস্টিন ভেবেছিল মেহাও পলের কথা বিশ্বাস করবে না কিন্তু দেখা গেল সে প্রতিটা কথায় মাথা ঝাঁকিয়ে যাচ্ছে।

'সবকিছু মিলে যাচ্ছে। আমি জানতাম বিজ্ঞানীদের মৃত্যুর পেছনে কোন রহস্য আছে।'

'বুঝলাম না,' বলল অস্টিন।

'দুঃখিত। কয়েকমাস আগে আমার ডিপার্টমেন্টকে কয়েকজন বিজ্ঞানীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্ত করতে বলা হয়।

প্রথম ব্যক্তি ছিলেন পঞ্চান্ন বছরের একজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ। বাগানের ছাউনিতে পাওয়া যায় তাকে, সারা বুকে পেঁচানো ইলেট্রিক তার, মুখে গোঁজা রুমাল। তারের মাথা আউটলেটে ঢুকানো। আত্মহত্যার কোনো মেটিভ নেই।'

হাসল অস্টিন। 'বেশ ক্রিয়োটিভ,'

'এটা স্রেফ শুরু। তারপর আরেক বিজ্ঞানী লন্ডনে একটা পার্টি থেকে ব্রিজ থেকে গাড়িশুদ্ধ পড়ে যান। পুলিশ জানায়, তার রক্তে মদের মাত্রা অস্বাভাবিক রকমের বেশি ছিল। কিন্তু পার্টিতে থাকা প্রত্যক্ষদর্শী'দের ভাষ্যানুযায়ী তিনি তেমন মদ্যপান করেননি। তাছাড়া তার গাড়িতে কেউ একজন পুরাতন টায়ার লাগিয়ে দেয়।'

'ব্যাপারটা ইন্টরেস্টিং,' বলল অস্টিন।

'আরো আছে। পঁয়ত্রিশ বছরের বিজ্ঞানী গাড়ি নিয়ে ইটের দেয়ালের ওপর আছড়ে পড়ে। আরেকজনকে একটা ব্রিজের নিচে পাওয়া যায়। আবারো আত্মহত্যা। তার পরিবার জানায়, ধর্মী কারণে সে কখনো মদ খেত না।'

'এমন কয়টা মৃত্যু নিয়ে অনুসন্ধান করেছেন?'

'প্রায় দু'জন। সবাই বিজ্ঞানী।'

শিস বাজাল অস্টিন। 'নিষিদ্ধ দ্বীপের সাথে কোনো সম্পর্ক?'

'আমাদের জানা ছিল না। এদের মধ্যে দু'জন আমেরিকান তাই সেখানকার দূতাবাস আমাদের ব্যাপারটা তদন্ত করার জন্য অনুরোধ জানায়। কয়েকজন এমপিও ব্যাপারটার ওপর জোর দেয়। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ব্যাপারটা গোপনে তদন্ত করে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর অফিসে রিপোর্ট জমা দিতে।'

'শুনে তো মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা নিয়ে তেমন আলোচনা হয়েছে।' বলল অস্টিন।

'আমারও তাই মনে হয়,' বলল মেহাও। আমি তাদের পরিবারের সাথে কথা বলে জানতে পারি তারা সবাই একই রিসার্চ ল্যাবে কাজ করেছে।'

'যেখানে ম্যাকলিন আগে কাজ করত? বলল পল।

'হ্যাঁ। যখন আমরা ম্যাকলিনকে খুঁজে পেলাম না তখন আমাদের ধারণা হয় যে, হয় সে মারা গেছে না হয় সেও হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত। এখন যখন তার খোঁজ পাওয়া গেল তাহলে নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া যায় এ হত্যাকাণ্ডগুলোর সাথে ল্যাবের ব্যাপারগুলো জড়িত।'

পল সামনে ঝুঁকল। 'কি নিয়ে গবেষণা হচ্ছিল?'

'তারা ফ্রান্সের এক ফ্যামিলিতে মানুষের রোগ প্রতিরোধ নিয়ে গবেষণা করছিল। তারা একটা বড় কোম্পানির সাবসিডিয়ারি তবে ডার্মি কর্পোরেশন ও ওভারসিজ ব্যাংক একাউন্টের মাধমে তারা নিজেদের আড়াল করে রেখেছে। আমরা তাদের খোঁজ নিয়ে যাচ্ছি।'

'এটা তো সামান্য,' বলল মেহাও। 'ড . ট্রাউটের কথা অনুযায়ী তারা এ মিউট্যান্টগুলো সৃষ্টি করে তাদের জীবন-মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ করে ফেলেছে।'

'আসুন তথ্যগুলো গুছাবার চেষ্টা করি,' বলল অস্টিন। 'এ বিজ্ঞানীরা ল্যাবে একটা প্রজেক্টে কাজ করছিল। প্রজেক্টটা ছিল ফিলোসফার'স স্টোন বা অমরত্বের আবিষ্কারের জন্য। এ প্রজেক্টটার জন্য লস্ট সিটি থেকে পাওয়া এনজাইম ব্যবহার হয়। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করে ফেলে অমরত্বের ফর্মুলা এবং তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়। ম্যাকলিন পালিয়ে যায় কিন্তু তাকে ধরে আনা হয় ফর্মুলার ত্রুটি শুধরানোর জন্য। পল তাদের মাইনিং অপারেশন দেখে ফেলে বলে তাদের ধরে এনে ল্যাবে কাজ করানো হয়।'

'সবকিছু গুছিয়ে ফেলেছেন,' বলল মেহাও। 'একটা ব্যাপার জিজ্ঞাসা করি মি. অস্টিন তথ্য পাওয়ার পরও আপনি বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেননি কেন?'

'জবাবে আমি একটা প্রশ্ন করি। আপনি কি লাল চোখের দানবের কাহিনী বিশ্বাস করতেন?'

'অবশ্যই না,' বলল মেহাও।

'সত্য কথা বলার জন্য ধন্যবাদ। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কি জন্য করিনি। আমার মনে হয়েছিল এতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

'বুঝতে পারছি,'

'গ্যামি বলল আপনাদের সরকারের পক্ষ থেকে সেখানে তদন্ত হবে।'

'একটা নেভাল শীপ ইতিমধ্যে রওনা দিয়েছে,' বলল মেহাও। 'রয়াল মেরিনের একটা দল সেখানে পৌঁছবে। তারা সে সাবমেরিনটা উদ্ধার করবে, ল্যাবগুলোকে সীল করবে এবং গার্ড ও মিউট্যান্টদের গ্রেপ্তার করবে।'

'যদ্দুর মনে হয় কোনো গার্ডই আর বেঁচে নেই,' বলল পল

'যাই হোক আপনাদের সাথে আমার কাজ শেষ, তবে যদি কিছু সময় দিতেন তাহলে আপনাদের একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাতাম।'

মেহাও তাদেরকে একটা ল্যাবের ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে নিয়ে আসল। কক্ষটা মেডিক্যাল এক্সমিনারদের ল্যাব হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। একটা প্লাস্টিক সীট দিয়ে লোহার টেবিল ঢাকা যা স্পটলাইটের আলোতে জ্বলছে। মধ্যবয়সী একজন লোক সাদা কোট পরে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

মেহাও ইশারা করতে সীটটা সরিয়ে ফেলল সে। বের হয়েও আসলো সেই জন্তুর লাশ। চোখ বন্ধ থাকায় তাকে তেমন ভয়াবহ লাগছে না।

'কোনার কাছ থেকে কিছুটা রুক্ষ,' বলল মেহাও। 'তবে একজন ফ্রেঞ্চ হিসেবে দেখতে মন্দ না।'

'আপনি বৃটিশ বলে কি ধরে নিচ্ছেন এ লোক ফ্রেঞ্চ?' বলল অস্টিন।

হাসল মেহাও। পকেট থেকে একটা ধাতব বস্তু বের করল যার সাথে চেন লাগানো। জিনিসটা সে অস্টিনকে দিল।

'জিনিসটা লোকটার গলায় ছিল। পুরাতন হয়ে গেছে লেখাটা পড়া যায়।'

পড়ে দেখল অস্টিন,

পিয়েরে লেভান্ত
ক্যাপ্তেইন, ল আরমে দ্য লা
রিপাবলিক দ্য ফ্রান্ড, ব. ১৮৮৫

'মনে হয় আমাদের এ বন্ধু কারো ডগট্যাগ চুরি করেছে।'

'আমারো তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু জিনিসটা তারই।' অস্টিন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

'তার মানে এর বয়স একশ'র বেশি?' বলল অস্টিন।

'সঠিকভাবে বলতে গেলে একশ বিশ।'

'নিশ্চয়ই কোনো ভুল হচ্ছে। আপনারা কি করে নিশ্চিত হলেন এটা তারই ডগট্যাগ? প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কোটিকোটি মানুষ মারা গেছে।'

'তা ঠিক, কিন্তু সেনাবাহিনীগুলো ঝামেলা সত্ত্বেও রেকর্ড রাখতে সক্ষম হয়েছে, সব তথ্য কম্পিউটারে রাখা হয়। আমরা জানতে পেরেছি পিয়েরে লেভান্ত নামে আসলেই একজন অফিসার ছিলেন এবং যুদ্ধের সময় তিনি নিখোঁজ হন।'

'বহু লোকই তো যুদ্ধের সময় নিখোঁজ হয়।'

'আপনারা আমেরিকানরা বড় সন্দেহপ্রবণ,' বলল মেহাও। স্যুট থেকে একটা পকেট ওয়াচ বের করল সে। তুলে দিল অস্টিনের হাতে।

'জিনিসটা আমরা তার পকেটে খুঁজে পাই। লোকটা এককালে সুদর্শন ছিল সন্দেহ নেই।'

ঘড়িটা পরীক্ষা করে দেখল অস্টিন, ঘড়ির পেছনে খোদাই করা 'এ পিয়েরে ডি ক্লদেতে, আভাকামোর।' ঘড়িটা খুলল সে। ভেতরে এক তরুণ ও তরুণীর ছবি।

সে ছবিটা নুমার বাকি সদস্যদের দেখাল। 'কি মনে হয়?' গ্যামি ডগট্যাগ ও ঘড়িটা পরীক্ষা করে দেখল। 'মেরিন আর্কিওলজিতে একটা জিনিস শিখেছি তা হল পারিপার্শিক প্রমাণের গুরুত্ব যেমন কানোটিকেটের ভুট্টাক্ষেতে যদি কোনো রোমান মুদ্রা পাওয়া যায় তার মানে এই না যে তা রোমানরা ফেলে গেছে।'

জোরে নিশ্বাস নিল মেহাও।' 'আশা করি ড ব্লেয়ার আপনাদের সন্তুষ্ট করতে পারবেন।'

আমি নিজেও প্রথমে বিশ্বাস করিনি,' বলল সাদা পোশাকধারী প্যাথোলজিস্ট। 'আমরা তার অটোপ্সি করি, তার দেহকোষগুলো বিশেষ কোঠায় থাক মানুষের মতো সতেজ হলেও তার মগজ ও খুলির গঠন বলছে তার বয়স,' গলা খাকারি দিল সে। 'একশ বছরেরও বেশি।'

'তার মানে অমরত্বের ফর্মুলা নিয়ে অনেক আগে থেকে কাজ হচ্ছিল?' বলল অস্টিন।

'ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও তাইতো মনে হচ্ছে।' বলল মেহাও। সে জন্তুর মুখ থেকে কাপড়টা টেনে নিল।

'বেচারা,' বলল জাভালা লোকটার ছবির দিকে তাকিয়ে। 'একশ বছরের কি অপচয়।'

'আমরা হয়ত এ রহস্যের কেবল শুরুটা দেখতে পাচ্ছি,' বলল মেহাও। 'কে জানে এ রহস্য গোপন করতে গিয়ে আরো কত লোক প্রাণ হারিয়েছে।'

'আমি তাদের দোষ দেব না। এমন ব্যর্থতার সংবাদ সবাই গোপন করতে চাইবে।' বলল গ্যামি।

'আমি ভাবছি অন্য কথা,' বলল মেহাও। 'মনে করুন এ অমরত্বের ওষুধ সফল হল। তাহলে পৃথিবীর কি অবস্থা হবে?'

'ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে,' বলল গ্যামি।

'আমারো তাই মনে হয়। তবে ব্যাপারটা নীতিনির্ধারকদের কাছে ছেড়ে দেই। ব্রিটেনে আপনারা কতদিন থাকবেন? জিজ্ঞাসা করল সে অস্টিনকে।

'বেশিদিন না,' বলল অস্টিন, 'আমরা পরে এ ব্যাপারে জানাব।'

'ঠিক আছে,' মেহাও তার হাতে একটা বিজনেস কার্ড তুলে দিল। 'যেকোনো সময়ে ফোন করিস। আমি আশা করব ব্যাপারগুলো যেন আপনাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।'

'আমার রিপোর্ট শুধু রুডি গান ও ডার্ক পিটের কাছে যাবে। আমি নিশ্চিত তারা তাদের সাবমারসিবলের ব্যাপারে জানতে উৎগ্রীব হয়ে আছেন।'

'আচ্ছা। মেরিনরা দ্বীপে নামলে আপনাদের জানাব। তবে এটাও ঠিক অমরত্ব এক অসাধারণ জিনিস। আমি নিশ্চিত এ ঘরে বসে থাকা অনেকেই এর জন্য তাদের নিজ সন্তানকে বিক্রি করতে পিছপা হবে না।'

'সবাই না,' বলল অস্টিন।

'মানে? সুযোগ পেলে কে অমর হতে চাইবে না?'

'টেবিলের ওপর পড়ে থাকা এ বুড়ো সৈন্যকে জিজ্ঞাসা করুন।'

সাতাশ

তোমাদের এ মধুর মিলনে বাগড়া দেবার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি,' বলল গ্যামি। 'কিন্তু এ লাল চোখের শয়তান আর ফিলোস্ফার'স স্টোনের চক্করে আমরা আমাদের কিছু কাজ ভুলে যাচ্ছি।'

মেহাওয়ের সাথে মিটিংয়ের পর তারা হোটেল লাউঞ্জে বসে পরবর্তী পদক্ষেপগুলো নিয়ে আলোচনা করছিল। আলভিনের পাইলট বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়ে গেলে মেহাও তাকে লন্ডনের এক ফ্লাইটে উঠিয়ে দেয় যেখান থেকে সে বাড়ি ফেরার টিকেট পাবে।

'ঠিক বলেছ,' বলল জাভালা। 'সারা বিশ্বের টাকিলা খাবার লক্ষ্যটা পূরণ করা হয়নি।'

'সেটা পরে দেখা যাবে জো কিন্তু আমি পৃথিবীর অস্তিত্ব নিয়ে বেশি শংকিত,' বলল গ্যামি। 'আমরা কি গর্গন উইড নিয়ে আলোচনা করতে পারি?'

'ভুলি নি,' বলল অস্টিন। 'আসলে তোমার সাথে পলের মধুর মিলনে বাগড়া দিতে চাচ্ছিলাম না। তো যখন প্রসঙ্গটা তুললে তো বল কি অবস্থা?'

'ভালো না,' বলল গ্যামি। 'ড. অসবোর্নের সাথে কথা বলেছি। যেমনটা ভাবা হয়েছিল জিনিসটা তার চেয়েও দ্রুতগতিতে ছড়াচ্ছে।'

'মাইনিংতো বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলে তো গর্গনউইড ছড়ানো বন্ধ হয়ে যাবার কথা।' প্রশ্ন অস্টিনের। গ্যামি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'আশা করি। তবে গর্গনউইড এখন নিজেই বংশবিস্তার করছে, প্রথমে আমেরিকার পূর্ব উপকূলের পোতাশ্রয়গুলো বন্ধ হয়ে যায়। তারপর বন্ধ হয়ে যায় ইউরোপ ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল। এ গর্গন উইড অন্যান্য মহাসাগরেও ছড়াবে।'

'আমাদের হাতে কত সময় আছে?'

'জানি না,' বলল গ্যামি। 'সমুদ্রের ঢেউয়ের সাথে এটা সারা আটলান্টিক ছড়িয়ে পড়েছে।'

অস্টিন তার চোখের সামনে তার প্রিয় সমুদ্রগুলোকে মজা জলাশয়ে পরিণত হতে দেখল।

'ভয়াবহ, তাই না?' বলল অস্টিন, 'ফচার্ডরা তাদের জীবনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করতে গিয়ে এমন এক পৃথিবী সৃষ্টি করছে যা বাসের অযোগ্য।' সে সবার দিকে তাকাল। 'কিভাবে এটা থামানো যায়?'

'লস্ট সিটির এনজাইমে এমন উপাদান আছে যা গর্গনউইড প্রতিরোধ করতে পারে,' বলল গ্যামি। 'যদি আমরা এর মলিকিউলার মেকআপটা বুঝতে পারি তাহলে হয়ত এটাকে থামাবার পথ বের করতে পারব। সেজন্য আমি ও গ্যামি ওয়াশিংটনে ফিরে নুমায় ড.অসবোর্নের সাথে একটা কনফারেন্স করব।' বলল পল। 'আমরা কাল সকালের ফ্লাইটে ওয়াশিংটনে যেতে পারি।'

'ঠিক আছে, অস্টিন চিন্তিত মুখে চারদিকে তাকাল। 'কিন্তু তার আগে আমাদের ভালোভাবে ঘুমানো উচিত।'

বন্ধুদের বিদায় দিয়ে অস্টিন হোটেল লবিতে থাকা কম্পিউটার থেকে রুডি গানকে একটা ই-মেল করল। মেইল করে রুমে এসে মোবাইলে একটা মিসকল দেখতে পেল সে। কলব্যাক করায় জানতে পারল ফোনটা ডার্নি করেছে। সে নুমার অফিস থেকে অস্টিনের নম্বর যোগাড় করে।

'অবশেষে আপনাকে খুঁজে পেলাম মসিয়ো অস্টিন,' বলল সে। 'স্কাইয়ের সাথে কি আপনার যোগাযোগ হয়েছে?'

'না,' বলল অস্টিন। 'আমি সমুদ্রে একটা কাজে গিয়েছিলাম। আমি যদ্দুর জানি সে আপনার সাথেই আছে।'

'যেদিন এখানে এসেছিল সেদিনই সে চলে যায়। আমরা সেই হেলমেটের ওপর একটা রাসায়নিক সমীকরণ খোদাই করা দেখতে পাই। সে জিনিসটা সরবোনে কোনো বিশেষজ্ঞকে দেখাতে চাচ্ছিল। তারপর থেকে তার সাথে আমার আর কোনো যোগাযোগ হয়নি। আমি পরদিন তার ভার্সিটিতে ফোন করি। তারা আমাকে জানায় সে এখানে আসেনি।'

'হয়ত সে অসুস্থ,'

'আশা করি যেন সেটাই হয়। আমি তার এপার্টমেন্টে ফোন করি। কেউ ফোন ধরছে না। তার বাড়িওয়ালীর সাথে কথা বলে জানতে পারি সে বাসায় ফেরেনি।'

'আমার মনে হয় ব্যাপারটা পুলিশের কাছে জানানো উচিত,' বলল অস্টিন।

'পুলিশ?'

"আপনার সমস্যাটা বুঝতে পারছি,' বলল অস্টিন। 'কিন্তু কাজটা আপনার স্কাইয়ের জন্য করতে হবে। আপনার যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে পে ফোন থেকে পরিচয় না জানিয়ে ফোন করুণ। কিন্তু তার হারাবার রিপোর্ট করতেই হবে। হয়ত এর সাথে তার জীবন-মরণ জড়িত।'

'আমি অবশ্যই করব। সে আমার মেয়ের মতো। আমি তাকে সাবধানে থাকতে বলেছিলাম কিন্তু আপনিতো জানেনেই এ বয়সে মানুষ কেমন হয়।'

'আমি এখন স্কটল্যান্ডে আছি, কাল ফ্রান্সে ফিরব। প্যারিসে পৌঁছে আপনাকে ফোন করছি।' ফোনটা রেখে দিল সে। স্কাইয়ের এভাবে হারিয়ে যাওয়া নিয়ে ভাবতে লাগল সে। এমন সময় ফোন আসল সেই গ্লেসিয়ার পাওয়ার প্লান্টের ম্যানেজারের।

'লেসার্দ? আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম।' বলল সে। 'গ্লেসিয়ারের কি খবর?'

'যেমনটা ছিল,' বলল সে। 'কিন্তু এখানে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে।'

'কি রকম?'

'কয়েকদিন আগে লেকে কয়েকজন ডাইভার নিয়ে একটা বোট আসে। আমি ভেবেছিলাম এটা নুমার বোট কিন্তু রঙ আলাদা।'

'আমাদের সার্ভে শেষ হয়ে গেছে,' বলল অস্টিন। 'আমার জানামতে নুমার কোনো কাজ হচ্ছে না। কি হচ্ছে ওখানে?"

'এ অদ্ভুত ঘটনা। গ্লেসিয়ারের নিচের টানেলটা থেকে পানি টেনে বের করা হচ্ছে।'

'আমি তো জানতাম এটা অসম্ভব।'

'আপনি ভুল বুঝছেন। কাজটা করতে কয়েকদিন সময় লাগে অর্থাৎ যখন তারা নিচে আটকা পড়ে ছিল তখন সেটুকু সময়ের মধ্যে করা সম্ভব ছিল না।'

'এটা কি পাওয়ার কোম্পানির সিদ্ধান্ত?'

'আমার ওপরের লোকদের সাথে কথা বলে যা বুঝলাম তাতে মনে হল সিদ্ধান্তটা ওপরে মহল থেকে এসেছে। এ কাজের জন্য একটা বেসরকারি সংগঠন টাকা দিচ্ছে।'

'ড. লে ব্লু কি এর সাথে জড়িত?'

'আমারও তাই মনে হয়েছিল। তার সেই গাড়ি ফিফি এখনও এখানে আছে বলে ভেবেছিলাম তিনি ফিরে আসবেন লেকে ডাইভারদের একজন প্ল্যান্টে এসে আমাকে অনুমতিপত্র দেখিয়ে কন্ট্রোল রুমের দখল নেয়। ওরা আমার ওপর নজর রাখছে। আমি নিজের জীবন নিয়ে শংকিত। অনেক ঝুঁকি নিয়ে আপনার সাথে কথা বলছি।'

'তুমি তোমার বসকে ব্যাপারটা জানিয়েছ?'

'হ্যাঁ। সে বলেছে তাদের সাথে সহযোগিতা করতে। তার নিয়ন্ত্রণে নেই কিছুই। আর কোনো উপায় না দেখে আপনাকে ফোন করেছি।'

'তুমি কি ওখান থেকে পালাতে পারবে?'

'সেটা মনে হয় কঠিন হবে, তারা আমাদের ক্রুদের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে, আমি এখন একা। আমি টার্বাইন বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করব। হয়ত পাওয়ার বন্ধ হয়ে গেলে হেডকোয়ার্টার ব্যাপারটা গুরুত্বের সাথে নেবে।'

'যেটা ভালো মনে হয় কর। কোনো ঝুঁকি নিও না।'

'আমি সাবধানে থাকব।'

'তোমার কাছে যে লোকটা এসেছিল তার নাম কি?'

'ফচার্ড। এমিল ফচার্ড। সাপের মতো দেখতে।'

'এমন আচরণ কর যেন সবকিছু ঠিক আছে,' বলল অস্টিন। 'আমি কার ল ডরমেয়ারে যাচ্ছি।'

'মার্সি বিয়োকপ মি. অস্টিন। তবে আপনার জন্য সামনের দরজা দিয়ে আসাটা নিরাপদ হবেন, আমি কি করে বুঝব আপনি এসেছেন?'

'সেটা তোমাকে জানাব।'

'অস্টিন ফোন রেখে পুরো ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল। সে হোটেলে ফোন তুলে জো ও ট্রাউট দম্পত্তিকে তার রুমে আসতে বলে। রুমে আসলে তাদের ফোনকলগুলোর ব্যাপারে জানায়।

'তোমার কি মনে হয় ফচার্ডরা স্কাইকে কিডন্যাপ করেছে?' প্রশ্ন জাভালার।

'আপাতদৃষ্টি তাই মনে হচ্ছে, বিশেষ করে হেলমেটটা নিয়ে তাদের এমন উৎসাহের পর।'

'যদি তারা হেলমেটটা পেয়ে যায় তাহলেতো তাদের স্কাইয়ের প্রয়োজন হবে না.' বলল গ্যামি।

'একটাই কারণ হতে পারে,' উজ্জ্বল হয়ে উঠল গ্যামির মুখ। 'তারা তোমাকে ফাদে ফেলার জন্য ওকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করছে।'

মাথা ঝাঁকাল অস্টিন। 'আমার মাথায় প্রথমে যা আসছে তা হল শ্যাতো ফচার্ডে যেতে হবে,' বলল সে। 'তারপর আমার মনে হল ওরাও ঠিক সেটাই চায়। আমরা এমিলকে ধরার চেষ্টা করব। সে আমাদের এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে। আমি লেসার্দকে নিয়েও চিন্তিত। আমার মনে হয় সে বিপদে পড়েছে। তারা ততক্ষণ স্কাইকে কিছু করবে না যতক্ষণ না আমি তাদের ফাঁদে পা দেই।'

'তো আমরা কি করব?' প্রশ্ন পলের।

'শ্যাতোর আশপাশে ঘুরে দেখ কোনো ফাঁকফোকর পাওয়া যায় কিনা। তবে সাবধান, মাদাম ফচার্ড তার পুত্রের চেয়ে বেশি বিপজ্জনক।'

'চমৎকার,' বলল গ্যামি। 'ওনার সাথে দেখা করার জন্য আমি মুখিয়ে আছি।'

তারা একে অপরকে গুডনাইট জানিয়ে তাদের রুমে ফিরে গেল। অস্টিন মেহাওকে ফোন করে জানাল তাকে যত দ্রুত সম্ভব স্কটল্যান্ড ছাড়তে হবে এবং এ ব্যাপারে সে তার সাহায্য চায়। মেহাও অস্টিনকে জানাল সে তার পরদিন লন্ডনের উদ্দেশে রওয়ানা দিচ্ছে তো নুমার সদস্যরা ইচ্ছা করলে তার সাথে যেতে পারে।

অস্টিন তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন রেখে ঘুমাতে চলে যায়।

এক্সক্লুসিভ জেজটা পরদিন সকালে রওনা দিল। তারা লন্ডনের বদলে সরাসরি যায় প্যারিসে। প্লেন ওড়ার আগেই অস্টিন মেহাওয়ের সাথে ফ্লাইটপ্ল্যান বদলাবার কথা বলে। সে তাকে জানায়, ব্যাপারটার সাথে কারও জীবন-মরণ জড়িত।

মেহাও তাকে শুধু প্রশ্ন করল, 'এর সাথে আজ রাতের ঘটনার কোনো যোগাযোগ আছে?'

'আজ রাতের সবকিছুর সাথে যোগাযোগ থাকতে পারে।'

'তাহলে আমি আশা করব আপনি আপনাদের তদন্তের ব্যাপারে আমাদের নিয়মিত জানাবেন।'

'নুমাকে যে রিপোর্ট পাঠাব সে রিপোর্ট আপনাকেও পাঠাব।' মেহাও হেসে তার সাথে হাত মেলাল। তারা দুরুপ নাগাদ চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টে এসে পৌছল। ট্রাউট দম্পতি সেখান থেকে শ্যাতো এবং অস্টিন ও জাভালা একটা চার্টার ফ্লাইটে করে গ্লেসিয়ারের কাছাকাছি একটা গ্রামে রওনা দিল।

জাভালা তার বান্ধবী ডেনিস যে ফ্রেঞ্চ সদস্যকে ফোন করল। জাভালার অনুরোধে সে তাদের জন্য একটা আঠার ফুট দ্রুতগামী বোট জোগাড় করে দিল। সেখান থেকে তারা লক ডরমেয়ারে সন্ধ্যা নাগাদ পৌছে গেল। চার স্ট্রোকের আউটবোর্ড মোটরটা ধীরে ধীরে লেকের পানিতে প্রবেশ করল।

অস্টিন বোটটাকে একটা সিঙ্গেল ফ্লোট প্লেনের কাছে নিয়ে গেল যা পাড় থেকে কয়েক ফুট দূরে অবস্থান করছিল। সে বোটটাকে প্লেনের কাছে থামিয়ে উঠে পড়ল তার ককপিটে প্লেনটা ডি হ্যাভিল্যান্ড ওটার, ধারণক্ষমতা নয়জনের। এর মধ্যে তিনটা সিটে স্কুবা গিয়ার রাখা। অস্টিন বুঝতে পারল প্লেনটাকে ডাইভিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সে বোটে ফিরে লেকের পাড়টা পর্যবেক্ষণ করল। দেখতে পেল না কিছুই। তারা তীরে পৌছে বোটটাকে একটা পাথরের আড়ালে রেখে পাওয়ার প্লান্টের উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করল।

তাদের সাথে জিনিসপত্র ছিল কম, পানি পাওয়ার বার, হ্যান্ড গান ও গুলি। প্ল্যান্টে তারা যখন পৌছাল আশপাশে তখন অন্ধকার। পোর্টাল বিল্ডিংটার দরজায় কোনো তালা ছিল না। বিল্ডিংয়ের ভেতর থেকে শুধু টার্বাইনের আওয়াজ আসছিল। অস্টিন আস্তে আস্তে পাওয়ার প্লান্টের লবিতে গিয়ে পৌছাল। পৌছে সরু হয়ে আসলো তার নীল চোখ। 'কিছু একটা সমস্যা হয়েছে,' বলে উঠল সে জাভালাকে। 'টার্বাইন কাজ করছে।'

'এটা পাওয়ার প্লান্ট,' বলল জাভালা। 'জানারেটর তো চলার কথা।'

'হ্যাঁ তবে সেটা স্বাভাবিক অবস্থায়। লেসার্দ আমাকে জানিয়েছিল সে টার্বাইন বন্ধ করার চেষ্টা করবে। সেটা হলে পাওয়ার লসের জন্য বেল বেজে উঠবে এবং তারা কাউকে না কাউকে দেখার জন্য এখানে পাঠাবে।'

'হয়ত লেসার্দ হত পরিবর্তন করেছে,' বলল জাভালা।

মাথা ঝাঁকাল অস্টিন। 'আশা করি তার কোনো পরিবর্তন হয়নি।'

অফিস ও লিভিং কোয়ার্টার দেখার পর অস্টিন ও জাভালা কন্ট্রোল রুমের দিকে এগিয়ে গেল। দরজার সামনে আসার পর অস্টিনের মনে হল ভেতরে কেউ আছে। সে পিস্তল বের করে রুমে প্রবেশ করল। রুমে সে দেখতে পেল লেসার্দকে, প্লান্ট ম্যানেজারকে দেখে মনে হচ্ছিল সে ঘুমিয়ে আছে কিন্তু পিঠে রক্ত দেখে বুঝে ফেলল কি ঘটেছে।

অস্টিনের চোখেমুখে ক্রোধের ছায়া। সে লেসার্দের গলায় হাত রাখল। লাশটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সম্ভবত অস্টিনকে ফোন করার কিছু পরই সে মারা যায়।

লোকটাকে না বাঁচাতে পেরে আফসোস হচ্ছিল অস্টিনের। সে কম্পিউটার মনিটরের দিকে তাকাল যেখানে যেখানে টানেল সিস্টেমের ডায়াগ্রাম করা আছে। সে স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে পানির গতিবেগ পর্যবেক্ষণ করল। লেসার্দ হিমবাহের স্রোতকে অবজারভেটরি টানেলে ঘুরিয়ে এনে এক অসাধারণ কাজ করেছে।

'টানেলগুলো রঙ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে,' বলল সে জাভালাকে। 'জ্বলজ্বল করা নীল লাইনগুলো দিয়ে বোঝানো হচ্ছে এদিকে পানি আছে আর লাল দাগগুলো দিয়ে যে, পানি নেই।' সে লাল দাগের ওপর হাত দিল। 'ওদের উদ্ধারের সময়ে এ টানেলগুলো আমরা ব্যবহার করেছিলাম।'

জাভালা সামনে ঝুঁকে আঙ্গুল দিয়ে ধরে ধরে টানেলটার গতিপথ দেখল। 'রীতিমত গোলকধাঁধা। আমাদের পৌঁছতে খবর হয়ে যাবে।'

'ব্যাপারটাকে একটা ফান হাউস আর ওয়াটার পার্কের সংমিশ্রণ মনে কর,' বলল অস্টিন। 'আমরা ঠিক সেখানে বের হব যেখানে আমাদের বন্ধু সেবাস্তিয়া স্লুইস গেট উড়িয়ে দিয়েছিল। সেখান থেকে অল্প কিছুক্ষণ হাঁটলে আমরা অবজারভেটরিতে পৌঁছে যাব। সমস্যা হল আমাদের পনের মাইল টানেল অতিক্রম করতে হবে।'

'অনেক সময় লাগবে আর পথ হারালে তো কথাই নেই।'

'মনে হয় না, বলল অস্টিন, ড. লে ব্লয়ের ব্যাপার লেসার্দের বলা একটা কথা মনে পড়ে গেল।

সে কম্পিউটার থেকে একটা প্রিন্ট আউট বের করে তাকাল লেসার্দের মৃতদেহের দিকে। তারপর তারা কন্ট্রোল রুম থেকে বের হল। কিছুক্ষণ পর তারা অবজারভেশন প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে গেল। এখানেই লেসার্দ অস্টিনকে হিমবাহের গলিত পানির স্রোতের ক্ষমতা দেখাতে নিয়ে এসেছিল। পানির স্রোতটা দেখে অস্টিনের কলোরাডো নদীর কথা মনে পড়ে গেল।

টানেলটা ভরে যাওয়ার পর অস্টিন ও জাভালা লবিতে ফিরে আসে ও সেখান থেকে সামনের দরজা দিয়ে বের হয়। তারা কয়েকশ গজ হেঁটে একটা সীট মেটালের গ্যারেজের সামনে এসে থামে। গ্যারেজে দু'টো গাড়ি ছিল। এদের একটা পিকাপ ট্রাক যেটাতে চড়ে অস্টিন পাওয়ার প্ল্যান্টে এসেছিল আর অপরটা ড. লে ব্লয়ের প্রিয় সিয়েত্রো 2 c।

'এ হল ফিফি,' বলল অস্টিন।

'ফিফি?'

'গ্লেসিয়ারে কর্মরত এক বিজ্ঞানীর গাড়ি। সে একে খুব পছন্দ করে।'

গাড়ির ভেতরেই চাবিটা ছিল। তারা গাড়িতে চেপে বসে স্টার্ট দিলে কোনো রকম সমস্যা ছাড়াই গাড়ি স্টার্ট দিল। তারপর তারা রাস্তা ধরে এগিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে একজোড়া উঁচু দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। অস্টিন ম্যাপের দিকে তাকিয়ে দেখল জায়গাটা পোর্টে ডি সিলোন নামে চিহ্নিত। দরজাগুলো ভারি স্টিলের তৈরি হলেও ঠিকমত ব্যালেন্স থাকায় তা সহজে খোলা গেল। অস্টিন ফিফিকে দরজার মধ্যে দিয়ে ড্রাইভ করে নইয়ে গেল। টানেলটা পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে ঢুকে টার্বাইন রুম হয়ে মেইন সিস্টেমে প্রবেশ করে। সাথে ম্যাপ না থাকলে তারা এ টানেলের গোলকধাঁধায় হারিয়ে যেত। জাভালা পথ প্রদর্শকের কাজ করছিল আর অস্টিন করছিল ড্রাইভ। পনের মিনিট চলার পর জাভালা অস্টিনকে বামে ঘুরতে বলে,

'আমরা অবজারভেশন টানেলে প্রায় পৌঁছে গেছি,' বলল সে।

'কত কাছে?'

'আধ মাইলের মতো।'

'তাহলে ফিফিকে এখানে রেখে হাঁটতে শুরু করি।'

সিস্টেমের অন্যান্য অংশের মত টানেলের ছাদে লাইট লাগানো। বেশ কিছু বাল্ব ফিউজ হয়ে গেলেও নতুন করে লাগানো হয়নি। দু'জন গেটে যেতে যেতে এক পর্যায়ে তারা প্রবল ঠাণ্ডা অনুভব করল। ক্রু কোয়ার্টারে পাওয়া জ্যাকেটের কলার উঠাল। 'আমি যখন নুমায় জয়েন করলাম তখন শুনেছিলাম বহু জায়গায় যেতে পারব,' বলল জাভালা। 'কিন্তু ভাবিনি এভাবে হাঁটতে হবে।'

'মনে কর এটা ট্রেনিংয়ের অংশ,' বলল অস্টিন হাসিমুখে।

'ট্রেনিং' এর আরো কয়েক মিনিট অতিক্রম হবার পর তারা একটা মইয়ের কাছে গিয়ে পৌঁছল যা মূলত একটা ক্যাটওয়াকে যাবার রাস্তা। ওয়াকওয়েটা প্লাস্টিক আর গ্লাস দিয়ে ঘেরা। তারা হাঁটতে হাঁটতে একটা নতুন টানেলে পৌঁছাল। এমন সময় অস্টিনের কানে একটা আওয়াজ আসলো।

'ওটা কি?' বলল হাতে কান চেপে।

জাভালা কিছুক্ষণ শুনল। 'শুনে মনে হচ্ছে লোকোমটিভ।'

অস্টিন মাথাঝাঁকাল। 'দৌড়াও!'

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল জাভালা। সে দাঁড়িয়ে পড়ল এক জায়গায়। অস্টিনের কণ্ঠস্বরে সম্বিৎ ফিরে পেল সে। অস্টিনের পেছন পেছন ছোটা শুরু করল। পানি এ স্রোতে ভিজে যায় তার পোশাক কিন্তু তাতে কোনো ভ্রুক্ষেপ

হয় না তার, পানির স্রোতের আওয়াজ রূপান্তত হয় গর্জনে., অস্টিন দ্রুত ডানদিকে ঘুরে আরেকটা টানেলে প্রবেশ করল।

অস্টিন লক্ষ্য করল একটা লোহার মই দেয়াল থেকে শুরু হয়ে চলেও গেছে ক্যাটওয়াক পর্যন্ত। সে মইটা বেয়ে ওপরে উঠে গেল। জাভালার উঠতে সমস্যা হচ্ছিল। অস্টিন নিচে নেমে তার বন্ধুকে উঠতে সাহায্য করল। ওঠার সাথে সাথে তারা লাফ দিয়ে ঢুকে গেল কন্ট্রোল রুমে।

একেবারে ঠিক সময়ে।

ঢোকার প্রায় সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল ওয়াটার টাইট দরজাটা। একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল টানেলের ওপর। ক্যাটওয়াকটা তলিয়ে গেল পানির তলে। কিছু সময়ের জন্য অস্টিনের আশংকা হচ্ছিল পানির স্রোতে পুরো স্ট্রাকচারটা না ভেঙ্গে পড়ে। প্রথম স্রোতের ধাক্কার পরে পরের স্রোতটা মাঝারি হয়ে আসে, ক্যাটওয়াকটা তখনও পানির তলে। অস্টিন কন্ট্রোল প্যানেলের কাছে গিয়ে ডায়াগ্রামগুলো দেখতে থাকে। সে ভেবেছিল কোনো একটা স্লুইসগেট খুলে ফেলার কারণে হিমবাহের গলিত পানি ছিটকে টানেলের মধ্যে। যদি সেটা হয়ে থাকে তাহলে তাদের এ কন্ট্রোল রুমে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না হিমবাহ গলা শেষ হয় অথবা তাদের মৃত্যু ঘটে।

টানেলের লাইনটা তখনও লাল ছিল, অর্থ্যাৎ সেখানে তখনও পানি আসেনি। আশার আলো খুঁজে পেল সে কেননা তার মানে দাঁড়ায় পানির স্রোত একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আসছে এবং তা শেষ হবার পথে।

বোঝা গেল পানি যেখান থেকে আসছে সেখানে আগে থেকে প্রচুর পানি জমা ছিল। পাঁচ মিনিট একটানা পানি আসার পর স্রোতের গতি কমতে শুরু করে। পানির স্তর যখন একবার কমতে শুরু করল তখন তা নামতে লাগল দ্রুতগতিতে। ক্যাটওয়াকটা মুক্ত হল পানি থেকে।

জাভালা পানির উঁচু স্রোত দেখতে পেয়ে উঁচু গলায় বলল, 'তুমিতো বলেছিলে ব্যাপারটা ফান হাউসের মতো হবে। কি হল এটা?'

'আমি কিন্তু ওয়াটার পার্কের কথাও বলেছিলাম।'

দশ মিনিটের মধ্যে পানি একেবারে সরে গেল। অস্টিন ধীরে ধীরে আবারো চলতে লাগল। ম্যাক ধরে ধরে তারা গ্লেসিয়ার অবজারভেটরির একেবারে কাছাকাছি চলে আসলো। অবশেষে তারা একটা বিশাল স্টিলের দরজার সামনে এসে পৌঁছল যা অন্যান্য টানেলে থাকা স্লুইস গেটের মতো দেখতে। পার্থক্য হল পুরু স্টিল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

জাভালা এগিয়ে গিয়ে ছিন্নভিন্ন স্টিলের ওপর হাত বোলাল। 'তাহলে এই দরজাটই ফচার্ডের গুন্ডারা উড়িয়ে দিয়েছে।'

অস্টিন ম্যাপ চেয়ে নিয়ে একটা টানেল লাইনের দিকে ইঙ্গিত করল। 'আমরা এখানে,' বলল সে। 'আমরা এ দরজা দিয়ে গিয়ে ডান দিকে ঘুরলে আড়াই মাইল দূরে একটা অবজারভেটরি। আমাদের এখন সাবধানে এগুতে হবে যেন কোনো আওয়াজ না হয়।'

তারা উভয়ই জানত সামনের রাস্তা বিপদশংকুল। মূল টানেলে প্রবেশ করার পর অস্টিন জাভালাকে ফিসফিস করে ল্যাবের সেটআপের ব্যাপারে বর্ণনা দিল। সে তাকে ল্যাব বিল্ডিং, অবজারভেটরির দিকে যাওয়ার সিঁড়িপথ ও আইসচেম্বারে যাওয়ার কথা বলল যেখানে জুলস ফচার্ডের লাশ পাওয়া যায়।

ওদিকে জাভালা অস্টিনকে সামনে এগুতে বলে জিরোতে থাকে। অস্টিন ট্রেইলারগুলো চেক করার জন্য গিয়ে দেখে ভেতরে জানালাগুলো অন্ধকার। সে আন্দাজ করে এমিল ও তার লোকেরা অবজারভেটরিতে রয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সে উপলব্ধি করল তার ধারণা ভুল যখন ফ্রেঞ্চ ভাষায় কেউ একজন তাদের হাত তুলতে বলল। আবছা আলোয় চিনতে পারল সে লোকটাকে।

'হ্যালো,' বলল সেবাস্তিয়ান মধুর কণ্ঠে। 'মাস্টার এলিন আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

আটাশ

রাস্তার পাশে অবস্থিত খাবারের দোকানটা রীতিমত মরুভূমিতে মরুদ্যানের মতো। তারা সেখানে পেটপূজার জন্য নামলেও তাদের অন্য কাজও হয়ে যায়। খাবারের দোকানটার সুদর্শন মালিক তাদের অনেক তথ্য দিয়ে সাহায্য করে। লোকটা পল ও গ্যামিকে ইংরেজিতে কথা বলতে শুনে তাদের টেবিলের কাছে এসে নিজের পরিচয় দেয়। তার নাম বাট্রান্ড সংক্ষেপে বার্ট। সে নিউইয়র্ক সেলস হিসেবে কয়েক বছর কাজ করেছে। সেখান থেকে দেশে ফিরে খুলেছে নিজের রেস্তোরাঁ।

'আপনারা কি কোনো কাজে এসেছেন নাকি ঘুরতে?'

'আসলে দু'টেই,' জবাব গ্যামির। 'আমরা ওয়াশিংটনে কয়েকটা ওয়াইন শপের মালিক,' বলল পল। শুরু হল তাদের বানোয়াট কাহিনী যা তারা আগে থেকে তৈরি করে এনেছিল। সে বার্টকে একটা বিজনেস কার্ড দিল যা তারা এয়ারপোর্টের একটা কফিশপ থেকে প্রিন্ট করেছিল। 'আমরা বেড়াবার সময় চোখকান খোলা রাখছিলাম যদি কোনো ভালো আঙ্গুরের বাগান পাওয়া যায়।'

বার্ট রীতিমত হাততালি দিয়ে বসল। 'আপনারা একেবারে ঠিক জায়গায় এসেছেন মসিয়ো ট্রাউট। যে ওয়াইনটা এখন পান করছেন তা কাছেরই এস্টেটে তৈরি। আপনি ইচ্ছা করলে মালিকের সাথে দেখা করতে পারেন।'

গ্যামি চুমুক দিল। 'রোবস্ট রেড। প্রাণবন্ত ও দামি। রাসবেরির হাই নোট।'

'গোল মরিচের লো নোট ব্যবহার করা হয়েছে,' বলল পল।

ট্রাউট দম্পত্তির মদ সম্পর্কে ধারণা মূলত বোতলের গায়ে লেপে থাকা লেবেল থেকে। তবে বার্ট মাথা ঝাঁকাল। 'আপনারা আসলেই মদের সমঝদার।'

'ধন্যবাদ,' বলল গ্যামি। 'আপনি কি কোনো আঙ্গুরের বাগানের নাম জানেন?'

'অবশ্যই মাদাম ট্রাউট। অনেক।' বার্ট একটা ন্যাপকিনের ওপর কয়েকটা নাম লিখে পলকে দিল।

'কোথাও যেন আরেকটা আঙ্গুরের বাগানের নাম শুনলাম,' বলল গ্যামি।

'কি যেন নাম?'

'ফচার্ড?' বলল পল।

'হ্যাঁ,' সে বার্ট্রান্ডের দিকে তাকাল। 'আপনি কি ফচার্ড লেবেল রাখেন?'

'মন দিয়াও। রাখতে পারলে ভালো হত। অসাধারণ মদ। তারা খুব কম মদ বানায় ও সেটা অল্প কিছু ধনী পরিবার কিনে থাকে। একটা বোতলই পড়ে হাজার ডলার।'

'তাই নাকি?' বলল গ্যামি। 'আমরা ফচার্ড এস্টেটে যেতে চাই, দেখতে চাই তারা কি আঙ্গুর ব্যবহার করে।'

তার সুন্দর চেহারাটা কালো হয়ে গেল। 'এখান থেকে বেশ দূরে। তাছাড়া ফচার্ডরা...কি করে বলি, একটু আলাদা।'

'কি রকম?'

'তেমন মিশুক নয়। কারো সাথে কথা বলে না। তারা অনেক পুরাতন পরিবার আর তাদেরকে নিওয়ে বহু কাহিনী আছে।'

'কি রকম কাহিনী?'

'এই আজগুবি গল্প আর কি। কৃষকরা বলে তারা নাকি রক্তচোষা।'

'মানে ভ্যাম্পায়ার?' বলল গ্যামি হাসিমুখে।

'হ্যাঁ,' হাসল বার্ট। 'আমার মনে হয় তাদের প্রচুর টাকা হবার কারণে তারা টাকা চুরির ভয়ে থাকে। তারা এখনকার বাকি অধিবাসীদের মতো না।'

বার্ট আরেকটা ন্যাপকিনে ফচার্ড এস্টেটে যাবার রাস্তা এঁকে দিল। সে তাদের জানাল যে তারা আঙ্গুরের বাগান শুধু বাইরের থেকে দেখতে পারবে। ভেতরে কিংবা কাছে গেলেই অনুপ্রবেশকারী নিষিদ্ধের সাইনবোর্ড দেখতে পাবে তারা। তারা তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে চেপে বসল।

'বার্টের কথা শুনে মনে হচ্ছে এটা ক্যাসেল ড্রাকুলা,' বলল পল। 'কার্টের কাছে যা শুনেছিলাম তাতে তো মনে হয় কাউন্ট ড্রাকুলা মাদাম ফচার্ডের সামনে রীতিমত মাদার তেরেসা।'

বিশ মিনিট পরে তারা একটা কাঁচা রাস্তায় নামল তার যা পাহাড়ের মাঝ দিয়ে আঙ্গুর ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। অন্যান্য আঙ্গুর ক্ষেতের মতো এখানে মালিকের নাম লেখা নেই। তারা ক্ষেত পার হয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করলে ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি ও স্প্যানিশে সতর্কবাণী লেখা সে তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে প্রবেশ করছে। রাস্তাটা শেষ হয়েছে একটা উঁচু গেটে যা কাঁটাতারের বেড়া আর চেন লিংক ইলেক্ট্রিফাইড। এখানেও সতর্কবাণী তিন ভাষায়। অনুপ্রবেশকারী ঢোকার চেষ্টা করলে তাকে সশস্ত্র প্রহরী ও কুকুরের মুখোমুখি হতে হবে। সোজা ভাষায় বলতে গেলে অনুপ্রবেশকারীকে শারীরিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

'তাহলে পল ফচার্ডদের ব্যাপারে ঠিকই বলেছিল। তারা মোটেই অতিথি পরায়ণ নয়।'

ঠিক তখন তাদের পেছনে একটা কালো মার্সিটিজ এসইউভি এসে থামল। গাড়ি থেকে নামল দুইজন। এদের একজন খাটো ও অপরজনের মাথা কামানো। দু'জনের পরনে সামরিক ধাঁচের পোশাক।

টেকো লোকটা পলের কাছে এসে ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলে উঠল। যদিও পল ফ্রেঞ্চ বোঝে না তবুও এ কথা বুঝতে বাকি থাকল না যে, সে তাকে গাড়ি থেকে বের হতে বলছে।

গ্যামি ফ্রেঞ্চ বোঝে তাই কথাবার্তা সেই বলল। যখন টেকো তাকে জিজ্ঞাসা করল তারা এখানে কি করছে তখন সে তাদের সেই ভুয়া বিজনেস কার্জ আর বার্টের দেয়া সেই ল্যাপকিন তুলে দিল।

লোকটা নামগুলো দেখল। 'এটা ফচার্ড এস্টেট। আপনারা যেখানে যাচ্ছেন সেটা ঐ পথে' বলল সে, দেখাল পথটা। গ্যামি ভাব দেখাল যেন সে খুবই রেগে গেছে। সে ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনবরত পলকে গালমন্দ করতে লাগল। গার্ডরা এ স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া দেখে হেসে ফেলল। টেকো গ্যামিকে রীতিমত চোখ দিয়ে গিলছিল। জবাবে গ্যামিও তার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর তারা তাদের এসইউভিতে ফিরে তা রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলল যেন পল গাড়ি পেছাতে পারে। গাড়িটা চলে যাবার সময় গ্যামি তাদের উদ্দেশে হাত নাড়ল।

'মনে হচ্ছে এই অস্টিনের সেই বন্ধু মার্সেল,' বলল পল।

'দেখোতো সে রকমই ভয়ংকর মনে হল,' বলল গ্যামি।

'তবে যেমনটা মনে করেছিলাম তার চেয়ে বেশি ভদ্র মনে হল তাকে।' বলল পল। 'এমনকি তারা হাসছিল। তুমি কি বলেছিলে?'

'আমি বলেছিলাম তুমি একটা বেকুব। তোমার জন্য আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি।'

'ওহ,' বলল পল। 'আর টাকলু কি বলল?'

'বলল সে আনন্দের সাথেই আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দেবে। মনে হল আমকে তার পছন্দ হয়েছে।'

পল তার দিকে তাকিয়ে থাকল। 'আবারো তুমি তোমার রূপের ব্যবহার করলে। প্রথমে ঐ বার্টের সাথে আর তারপর এ টেকোটার।'

'ভালোবাসা ও যুদ্ধে সব জায়েজ।'

'যুদ্ধ নিয়ে আমি চিন্তিত নই। এ ফ্রেঞ্চগুলো আসলেই নারীলোভী।'

'আহ। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম আমরা কি আশপাশ দিয়ে ড্রাইভ করতে পারি নাকি। সে অনুমতি দিয়েছে তবে ফেন্স থেকে দূরে থাকতে বলল।'

পল কাঁচা রাস্তা থেকে বের হয়ে যেতে লাগল আঙ্গুরের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে। কয়েক মিনিট পর তারা এক জায়গায় কিছু শ্রমিককে আঙ্গুর তুলতে দেখে গাড়ি থামাল সে। ডজনখানেক কালো চামড়ার শ্রমিক এক লোকের সাথে কথা বলছে যে সম্ভবত তাদের দায়িত্বে আছে। গ্যামি তার কাছে নিজের পরিচয় দিল যে তারা আমেরিকান মদ ব্যবসায়ী। লোকটা ভ্রু কোচকালে সে বলল যে, মার্সেল তাদেরকে এখানে আসার অনুমতি প্রদান করেছে।

'ওহ,' বলল লোকটা ভ্রু কুচকে। সে জানাল তার নাম গাই মার্চান্দ ও সে এখানে শ্রমিকদের ফোরম্যান হিসেবে কাজ করে।

'এরা সেনেগাল থেকে এসেছে,' বলল সে। 'এরা খুব পরিশ্রমী তো এদের সাথে কাজ করতে সুবিধা।'

'এখানে একটা রেস্তোরায় খেতে গিয়ে আমাদের বাট্রান্ডের সাথে কথা হয়,' বলল গ্যামি। 'সে বলল আপনাদের ওয়াইন বলে অসাধারণ।'

'ওই। সি' এস্ত ভ্রি। আসুন আপনাকে বাগানটা দেখাচ্ছি।'

সে ট্রাউট শ্রমিকদের কাজে ফিরে যেতে ইশারা করে ট্রাউট দম্পত্তির বাগানের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেল। লোকটা মৃদুভাষী এবং কাজের ব্যাপারে অত্যন্ত অনুগত ফলে ট্রাউট দম্পত্তির আর মদ বিষয়ক মিথ্যা কাহিনী বলতে হল না। তারা মাথা নিচু করে হেঁটে গেল আর লোকটা মাটি, আবহাওয়া আর আঙ্গুর নিয়ে কথা বলে গেল। সে কয়েকটা আঙ্গুর তুলে পল ও গ্যামির হাতে তুলে দিল। আঙ্গুর পেয়ে প্রসংসা করল তারা। তারা রাস্তায় ফিরে দেখতে পেল একটা ট্রাকে আঙ্গুর তোলা হচ্ছে।

'ওয়াইন বোতলজাত করা হয় কোথায়?' বলল পল।

'এস্টেটে,' বলল গাই। 'মসিয়ো এমিল প্রতিটা বোতলের হিসাব রাখেন।'

'মসিয়ো এমিল?' বলল গ্যামি।

'মসিয়ো এমিল ফচার্ড এস্টেটের মালিক।'

'ওনার সাথে কি দেখা করা যাবে?'

'না, উনি কারো সাথে দেখা করেন না।'

'আপনার সাথেও দেখা হয় না?'

'করেন তো,' বলল মারচান্দ, তাকালো আকাশের দিকে।

ট্রাউট দম্পত্তি ওপরে তাকাল। 'বুঝলাম না,' বলল গ্যামি।

'তিনি আর ছোট্ট লাল প্লেনে উড়ে নজর রাখেন।'

গাই তাদের জানালো যে এমিল নিজে ক্ষেতের ওপর ওষুধ ছিটান। সে আরো জানায়, একবার এমিল শ্রমিকদের ওপর কিটনাশক ছিটিয়ে দেয়। কয়েকজন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তাদের হাসপাতালে পাঠাতে হয়। তারা অবৈধ অভিবাসী হওয়ায় কেউ কোনো অভিযোগ করেনি। মারচান্দ তাদের জানায়, যে ব্যাপারটা একটা দুর্ঘটনা ছিল কিন্তু তার কণ্ঠ শুনে বোঝা যাচ্ছিল এমিল কাজটা ইচ্ছা করেই করেছে, তবে ফচার্ড পরিবার তাদের প্রচুর টাকা দিয়ে দেয়ায় তারা কোনো কথা বলেনি।

ওদিকে শ্রমিকেরা ট্রাকে আঙ্গুর তোলা শেষ হয়েছে। পল ট্রাকটাকে কাঁচা রাস্তা ধরে যেতে দেখল। সিকি মাইল অতিক্রম করার পর বাম দিকে ঘুরে সেটা একটা গেট দিয়ে ঢুকে গেল যা বিদ্যুতায়িত তার দ্বারা ঘেরা। পল দেখতে পেল ট্রাকটা গতি কমাল তারপর ট্রাকের ভেতর থেকে একজন হাত নাড়লে গেটটা বন্ধ হয়ে গেল।

পল গ্যামির কাঁধে হাত রাখল। 'এবার যাওয়া যাক।'

তারা মার্চান্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে চেপে বসে রওনা দিল আঙ্গুরের ক্ষেত থেকে।

'চমৎকার,' বলল গ্যামি। 'কার্টের কাছে যেমন শুনেছিলাম এমিলকে তেমনই মনে হচ্ছে।' জবাবে পল মাথা ঝাঁকাল। গ্যামি তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোনো সমস্যা?'

'না, আসলে কিটনাশক ছিটাবার কথাটা ভাবছিলাম। ভাবছিলাম এমিল ও তার পরিবার কি পরিমাণ অত্যাচার করে যাচ্ছে। তারা ড. ম্যাকলিন ও তার বিজ্ঞানী কলিগদের, সেই ইংরেজ ক্যাভেন্ডিস আর না জানি কত মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী।' মাথা ঝাঁকাল গ্যামি। 'সেই হতভাগা মিউট্যান্টগুলোর কথা ভুলতে পারছি না আমি। তারাতো জীবিত থেকেও মৃত ছিল।'

পল মুষ্ঠিবদ্ধ করে ফেলল। 'ইচ্ছা করছে তাদের মুখে ঘুষি বসিয়ে দেই।'

গ্যামি পলের এমন আচরণে বেশ অবাক হল। 'ঘুষি মারার আগে এ ফেন্স টপকাবার প্ল্যান তৈরি করতে হবে।'

'আশা করি সেটা অতি শীঘ্রই করা হয়ে যাবে।' বলল পল হাসিমুখে, গ্যামিকে বোঝাতে লাগল তার প্ল্যান।

উনত্রিশ

সেবাস্তিয়ান অস্টিনের তল্লাশি নিল। তার কাছে থেকে তার পিস্তলটা নিয়ে তাকে সিঁড়ির দিকে এগুবার নির্দেশ দিল। তারা সিঁড়ি বেয়ে উঠে একটা আকৃতির প্যা সেজওয়ে পার করে একটা কাঠের মই বেয়ে গিয়ে পৌঁছাল এক বরফের গুহায়। গুহার ভেতর থেকে একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ আসছিল। অস্টিন তার চোখের সামনে এক ঘন কুয়াশা দেখতে পেল।

সেবাস্তিয়ান ডেকে উঠল একজনকে। কুয়াশার মাঝ থেকে আচমকা প্রকট হল এমিল ফচার্ড ঠিক যেভাবে জাদুকরেরা মঞ্চে নাটকীয়ভাবে প্রবেশ করে। অস্টিনকে দেখার সাথে সাথে তার ঠোঁট কাঁপতে থাকে ক্রোধে আর ফ্যাকাশে মুখ পরিণত হয় গ্রিক মুখোশে। মনে হচ্ছিল রাগে যেন সে ফেটে পড়ছে। তারপর ধীরে ধীরে তার মুখ নরম হয়ে আসে, মুখে ফুটে ওঠে হাসি যা তার চেহারাকে করে তোলে আরো ভয়াবহ। সে একটা নাজেল ভালভকে বন্ধ করে দিলে পানির স্রোত থেকে যায়। 'হ্যালো অস্টিন,' বলল সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে। 'আমি আর সেবাস্তিয়ান অবশ্য ঠিকই জানতাম কস্টিউম পার্টি থেকে ওভাবে চলে যাবার পর আমাদের ঠিকই দেখা হবে। কিন্তু আমি আশা করেছিলাম তুমি তোমার বান্ধবীকে বাঁচাতে শ্যাতোতে যাবে।'

'আসলে তোমার সাপের মতো শীতল ব্যক্তিত্বে আমি মুগ্ধ,' বলল অস্টিন ঠাণ্ডা গলায়। 'আর প্লেনটা ধার দেয়ার জন্য তো তোমাকে ধন্যবাদও দেয়া হয়নি। তুমি লের্সাদকে হত্যা করলে কেন?'

'কাকে?'

'প্ল্যান্ট ম্যানেজার।'

'টানেলটা পানিশূন্য করে দেয়ার পর তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে ইচ্ছা করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। সে ভেবেছিল টার্বাইনটা বন্ধ করে সে বাইরে থেকে সাহায্য আনতে পারবে।' হেসে উঠল ফচার্ড।

হেসে উঠল অস্টিনও যেন সে ফচার্ডের এ নির্মম রসিকতায় মজা পেয়েছে। নিজেকে সে সংবরণ করছিল। সে জানত এখন সে এমন পরিস্থিতিতে নেই যে প্রতিশোধ নিতে পারে।

'লেকে তোমার প্লেনটা দেখলাম,' বলল অস্টিন। 'স্কুবা ডাইভিংয়ের জন্য পরিবেশটা কি একটু বেশি ঠাণ্ডা না।'

'তোমার চিন্তার জন্য ধন্যবাদ। মোরেন সলোনের ঠিক সেখানে আছে যেখানে তুমি বলেছিলে।'

অস্টিন গুহার চারপাশ দেখল। 'তোমরা এ টানেলটা পানিতে ভাসিয়ে দেবার জন্য অনেক কাণ্ড করেছিলে,' বলল অস্টিন।

'আবার এখন পানি বের করছ কেন?'

মুখ থেকে হাসি সরে গেল তার। কুচকে গেল ভ্রু। 'সে সময়ে আমরা জুলসকে পৃথিবীর দৃষ্টি থেকে দূরে রাখতে চাচ্ছিলাম।'

তাহলে মত বদলালো কেন?'

'আমার মা জুলসের মৃতদেহ ফেরত চান।'

'আমি জানতাম না ফচার্ড পরিবার তাদের সদস্যদের ব্যাপারে এতটা সেন্টিমেন্টাল।'

আমাদের সম্পর্কে তুমি অনেক কিছুই জানো না।'

'এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে উপস্থিত থাকতে পেরে গর্বিত বোধ করছি আমি। তো কেমন আছে বুড়ো?'

'নিজের চোখেই দেখো।' বলল এমিল। সরে গেল সে।

দেয়ালের একটা অংশ গলে গেছে আর তার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে ছিদ্রের। জুলস ফচার্ড শুয়ে আছে একটা প্লাটফর্মে, যেন হিমবাহ দেবতার প্রতি হিমবাহ দেবতার উৎসর্গ। দেহটা দুমড়ে গেছে, পরনে ভারি লেদার ফ্লাইং কোট ও গ্লভস। তার কালো বুটগুলো চকচক করছে যেন এইমাত্র পালিশ করা হয়ে গেছে। তার পরনে একটা প্যারাসুট হার্নেস কিন্তু প্যারাসুটটা ছিঁড়ে আলাদা হয়ে গেছে। যদিও লাশটা একশ বছরের পুরানো, বরফে থাকার কারণে তেমন বিকৃত হয়নি। গায়ের চামড়া তামাটে বর্ণ ধারণ করেছে আর মোচটা গিয়েছে জমে। অস্টিনের নজর পড়ল চামড়ার এভিয়েশন ক্যাপের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া ছিদ্রে।

'বিদায় জানাবার জন্য উপহারটা ভালোই,' বলল অস্টিন।

'মানে?'

অস্টিন ছিদ্রটার দিকে ইঙ্গিত করল। 'তার মাথার মধ্যে বুলেটটা।'

এমিল হাসল। 'জুলস্ পোপের প্রতিনিধির সাথে দেখা করতে যাচ্ছিল তখন তার ওপর বিমান হামলা চালানো হয়,' বলল এমিল।

'তার সাথে কিছু ডকুমেন্ট ছিল যাতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু করবার জন্য আমাদের যে হাত আছে তা প্রমাণিত হয়। সে পৃথিবীর সামনে একটা

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রকাশ করতে চাচ্ছিল যার মাধ্যমে মানবজাতির ব্যাপক উন্নতি সাধিত হবে। সে যুদ্ধ থামাতে চাচ্ছিল।'

'ফচার্ড পরিবারের সদস্যদের এমন চিন্তাধারা? একটু অস্বাভাবিক।'

'সে একটা বেকুব ছিল। সেজন্যই অকালে প্রাণ হারাতে হয় তাকে।'

'আর সেই ডকুমেন্টগুলো?'

'পানিতে নষ্ট হয়ে গেছে।'

'সময়ের কি অপচয়।'

'মোটেও না। দেখ। আজ তুমি এখানে। তুমি নিশ্চয়ই ভেবেছিলে তুমি শ্যাতোর নিচে আটকে থাকবে।' এমিল সুচালো বরফের একটা প্রবেশপথের দিকে ইঙ্গিত করল। 'দেখেছ? বরফ আবার জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এ সমাধি আবারো বদ্ধ হয়ে পড়বে। এবার তুমি আটকা পড়বে এতে, সাথে থাকবে জুলস।'

অস্টিন ভেবে যাচ্ছিল।

জাভালা গেল কই।

'আমি ভেবেছিলাম তোমার মা মৃতদেহটা চান।'

'মৃতদেহ দিয়ে কি হবে? আমার মা নিশ্চয়ই অনন্তকাল ক্ষমতায় থাকবে না। আমি ফচার্ড পরিবারকে নেতৃত্ব দিতে চাই। বহু হয়েছে, আমি চাই না তুমি আর আমার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াও। তুমি আমার প্লেন চুরি করেছ, করেছ আমাকে অপদস্ত। বহু ঝামেলাতে ফেলেছ আমাকে। যাও জুলসের সাথে থাকো।'

অস্টিন তার জায়গাতে অনড় হয়ে থাকল। 'তোমার পরিবার যুদ্ধের দায় নিয়ে মোটেও চিন্তিত নয়। ব্যাপারটা একেবারে ওপেন সিক্রেট। জুলসের কাছে ছিল অমরত্বের ফর্মুলাটা।'

চমকে উঠল এমিল। 'তুমি এ ব্যাপারে কি জানো?'

'আমি জানি ফচার্ডরা তাদের অমরত্ব অর্জনের পথে যে আসবে তাকে ধ্বংস করে ফেলবে।' সে জুলসের জমাট মৃতদেহের দিকে তাকাল। 'এমনকি সে ব্যক্তি পরিবারের সদস্য হলেও।'

এমিল অস্টিনের চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল। 'তুমি একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, অস্টিন।

তুমি কি মনে কর না অনন্ত জীবনের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করা যায়?'

'হ্যাঁ," অস্টিন নেকড়েসুলভ হাসিমুখে বলল, 'যদি নিহতদের একজন হন আপনি।'

'তোমার সভ্য আবরণ পাতলা হয়ে যাচ্ছে, এমিল হেসে বলে উঠল। 'ভেবে দেখ এক অসীম সম্ভবনার " মনে কর একদল অমর অভিজাত গোষ্ঠী বিচক্ষণতার সঙ্গে বিশ্ব শাসন করতে যাচ্ছে। আমরা পরিণত হব ইশ্বরের মতো।'

অস্টিন এমিলের গুণ্ডার দিকে তাকাল। 'সেবাস্তিয়ান সম্পর্কে তোমার মতামত কি?

সে কি তোমার এলিট দলের সঙ্গে মানানসই? নাকি সেও 'জীবন বঞ্চিত' দের সাথে যোগদান করবে?'

প্রশ্নটা শুনে অবাক হল এমিল 'অবশ্যই,' সে কয়েক মুহূর্ত পরে বলে। 'সেবাস্তিয়ানর আনুগত্য আমার এলিট সমাজে একটি স্থান অর্জন করে ফেলেছে। যোগদান করবে পুরোনো বন্ধু আমার?'

প্রকাণ্ড মানুষটা উত্তর দিতে তার মুখ খুললেও কিছুই বলল না। এমিলের কণ্ঠের মধ্যে দ্বিধা সে ধরতে পেরেছে এবং তার চোখের মধ্যে বিহ্বলতার ছাপ স্পষ্ট।

অস্টিন চালিয়ে গেল তার খেলা। 'এর কথা বিশ্বাস কোরো না সেবাস্তিয়ান। ওর মা তোমাকে সরিয়ে দিতে চায়,'

"সে মিথ্যা বলছে," এমিল বলেন.

' কেন আমি মিথ্যা বলব? তোমার মনিব এখানে আমাকে হত্যা করতে এসেছে। আমি কি বলি এতে তার কিছু যায় আসে না।

মাদাম ফচার্ড পার্টিতে আমাকে বলেছিল সে এমিলকে বলেছে, তোমাকে সরিয়ে ফেলতে। আমরা উভয়ই জানি এমিল সবসময় মায়ের কথা শোনে।'

একটি সন্দিহান অভিব্যক্তি দেখা যাচ্ছিল তার মুখ থেকে। এমিল বুঝতে পারল সে পরিস্থিতির নিযন্ত্রণ হারাচ্ছে। 'ওর হাতে আর পায়ে গুলি কর,' গর্জে উঠল সে। 'দেখ যেন সে মারা না যায়। আমি তাকে মৃত্যুর জন্য ভিক্ষা করতে দেখতে চাই।'

সেবাস্তিয়ান সেখানে দাঁড়িয়ে, অবিচল। 'এখনই না, "আমি আরও শুনতে চাই।' এমিল একটি গালি দিয়ে সেবাস্তিয়ানের হাত থেকে বন্দুক নিয়ে তা অস্টিনের হাঁটুর দিকে তাক করল। 'শীঘ্রই তুমি জেনে যাবে যে তোমার জীবন একটু বেশিই দীর্ঘ।'

এমিলের বিরুদ্ধে সেবাস্তিয়ানকে লাগাবার অস্টিনের এ পরিকল্পনা তাকে কিছুটা সময় দিল কিন্তু, সে জানত এতে খুব বেশি কাজ হবে না। ঐ দুই পুরুষের মধ্যে প্রভু ও চাকর সম্পর্ক খুবই শক্তিশালী এবং সামান্য সন্দেহের জন্য তা নষ্ট হবার নয় সে নিজেকে প্রচণ্ড ব্যথার জন্য প্রস্তুত করল।

কিন্তু গুলির আওয়াজের পরিবর্তে সে বরফের গুহার বাইরের প্যাসেজওয়ে থেকে তীক্ষ্ণ শব্দ শুনতে পেল। তারপর চেম্বারের মধ্যে উষ্ণ বাষ্পীয় মেঘ তরঙ্গায়িত হল।

এমিল আওয়াজের উৎস খুঁজতে গিয়ে তার মাথা ঘোরালো। অস্টিন সামনে এগিয়ে ফচার্ডের পেটের ওপর ঘুসি বসিয়ে দিল।

ফচার্ড যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল আর তার পা গেল নড়ে। পিস্তলটা তাঁর আঙ্গুল থেকে উড়ে গেল।

সেবাস্তিয়ান তার মালিককে আক্রান্ত হতে দেখে অস্টিনের ঘাড় ধরার চেষ্টা করে। অস্টিন পালাবার পরিবর্তে সেবাস্তিয়নের চিবুকের নিচে তার থাবা দিয়ে আঘাত করে। সেবাস্তিয়ান এ আক্রমণে আহত হলে অস্টিন তাকে এক পাশে সরিয়ে বাষ্পের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে যায়।

সে জাভালার ডাক শুনল। "কার্ট,' এখানে আসো!"

জাভালা প্যাসেজওয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটি কাটা হোস ধরেছিল যা বরফ গুহার দেয়াল গলাবার কাজে ব্যবহার হয়। জাভালা হোসটা ফেলে অস্টিনকে ধরে বাষ্পীয় মেঘের মধ্যে দিয়ে চলে যায়। তারা এমিলের

উন্মাদের মতো অসংলগ্ন চিৎকার শুনতে পায়।

গুলির আওয়াজে ভরে গেল প্যাসেজওয়ে। অস্টিন ও জাভালা। ধাবমান সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল বুলেটের মধ্যে দিয়ে। গুলির আওয়াজ পেয়ে ফচার্ডের বাকি লোকেরা বের হয়ে আসলো। তারা অস্টিন ও জাভালাকে ধাওয়া করতে লাগল। তারা টানেল থেকে বের হবার সময় জাভালা দু'বার ফায়ার করল। তারা সেই স্লুইস গেটে পৌছাল যা সেবাস্তিয়ান উড়িয়ে দিয়েছে। তারা শত শত বুলেটকে ফাঁকি দিয়ে সেখানে প্রবেশ করল।

অস্টিন তার পকেটে টানেলের ম্যাপটা খুঁজে দেখল কিন্তু পেল না। তার মনে পড়ল ম্যাপটা। সে গাড়িতে রেখে এসেছে। তাকে ফিফির কাছে ফিরে যেতেই হবে। সে মনে মনে পুরো জায়গাটার রাস্তা মনে করার চেষ্টা করল।

তারা গাড়ির দিকে ফিরতে শুরু করল। অস্টিন আরেকটা টানেল ধরে এগুতে লাগল ও কিছু সময়ের মধ্যে তারা সঠিক পথের সন্ধান পেল। এ সময়ে ফচার্ডরা নিজেদের সামলে ধাওয়া করতে শুরু করে এবং অস্টিন কিছুক্ষণ পর এমিলের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়।

অস্টিন ও জাভালা এতক্ষণে সাবধানে এগুলেও এখন ছুটছে দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে, এগুচ্ছে আন্দাজের ওপর। অস্টিনের সুদক্ষ নির্দেশনার সত্ত্বেও সে সময়টুকু নষ্ট হবার ক্ষতিটা পূরণ হল না। সে হারিয়ে ফেলল পথ। এমিলের কণ্ঠ শোনা যেতে লাগল অনেক কাছে থেকে। অস্টিন কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না।

'এটা চেনা চেনা লাগছে,' বলল জাভালা।

'আমরা মিড সেকশনের কন্ট্রোল বুথের কাছে রয়েছি,' বলল অস্টিন।

তারা ডানপাশের একটা টানেল ধরে এগুতে লাগল তারা ফিফির কাছে, কিন্তু কয়েক ধাপ এগুবার পরই গেল থেমে। তাদের দিক থেকে পুরুষ মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল। তারা সোজা এগুবার চেষ্টা করল কিন্তু স্লাইস গেটটা হয়ে পড়ে বাধা। তারা আগের জায়গায় ফিরে আসলো। বামপাশের প্যাসেজওয়ে থেকে বুটের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

'আমরা ঘেরাও হয়ে গেছি,' বলল জাভালা।

অস্টিনের মাথায় একটা ঝুঁকিপূর্ণ প্ল্যান আসলো। সে বামদিকের টানেলে ঘুরল।

জাভালা পেছনে সরে আসলো। 'কার্ট, ফচার্ডের গুন্ডারা ঐদিক দিয়ে আসছে।'

'আমার ওপর বিশ্বাস রাখো,' বলল অস্টিন। 'তবে কাজটা দ্রুত করতে হবে। এক সেকেন্ডও নষ্ট করা যাবে না।' জাভালা হালকা আলোকিত প্যাসেজওয়ে ধরে অস্টিনের পেছন পেছন যেতে লাগল। সে স্প্যানিশ ভাষায় বিড়বিড় করতে থাকে। নুমার স্পেশাল আসাইনমেন্ট টিমে থাকাকালীন অস্টিনের প্রতি তার একটা নির্ভরশীলতা চলে এসেছে। এর আগেও আপাতদৃষ্টিতে অযৌক্তিক মনে হলেও অস্টিনের সিদ্ধান্ত সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। তারা কোনো ধরনের ঝামেলা ছাড়া পৌঁছে গেল কন্ট্রোল বুথে ও সেখান থেকে মই বেয়ে উঠল ক্যাটওয়াকে। ফচার্ডের লোকেরা টের পেয়ে এগিয়ে গেল সেদিকে। হামলা চালাল বুথের ওপর।

বুলেট ছিন্নভিন্ন করে ফেলল লোহার ক্যাটওয়াককে, টানেলের দেয়ালে হতে লাগল প্রতিধ্বনি। অস্টিন কন্ট্রোল বুথের মধ্যে ঢুকে জাভালাকে টেনে ঢুকালো। তারপর বন্ধ করে দিল দরজা। ফচার্ডের বাকি লোকেরা গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়ে তাদের কাছে এসে তারাও শুরু করল গুলি ছুড়তে। তারা বুথটাকে শত শত বুলেটে ঝাঝরা করে ফেলল। জানালাগুলো গেল ভেঙ্গে আর স্টিলের দেয়াল গেল দুমড়ে। সে ফচার্ডের কণ্ঠ শুনে সে অনুযায়ী গুলিটা ছুঁড়েছিল, কিন্তু ভ্রষ্ট হয় তার লক্ষ্য। গুলি আসায় ফচার্ড ও তার লোকেরা লুকাবার জন্য এদিক-ওদিক সরে যায়। যখন তারা দেখল আর আক্রমণ হচ্ছে না তখন তারা আবারো চালাতে লাগল গুলি।

'তুমি এবার একটা কাজের কাজ করেছ,' বলল জাভালা।

'এমিলের কথা শুনতে ভালো লাগছিল না।'

'মারতে পেরেছ?'

'এমিল? দুর্ভাগ্যবশত না। সেবাস্তিয়ানকেও পারিনি। তবে ওর পাশের জনকে মারতে পেরেছি।'

'এটা দুর্ভাগ্যজনক,' বলল জাভালা আস্তে আস্তে। 'চমৎকার স্ট্রাটেজি। এভাবে গুলি চালাতে চালাতে হয়ত ওদের গুলি শেষ হয়ে যাবে।'

বুলেট বুথের মেঝেতে ছিদ্র করা শুরু করে। অস্টিন উপলব্ধি করে তাদের গুলি চালানো বন্ধ করতে হবে। 'তোমার কাছে সাদা রুমাল আছে?' জাভালাকে জিজ্ঞাসা করে সে।

'নাক ঝাড়ার জন্য এটা খুব একটা ভালো সময় না,' বলল জাভালা। অস্টিনের চেহারা দেখে যখন বুঝল সে রসিকতা করছে না তখন সে বলল, 'আমার কাছে একটা মেক্সিকান ডু-রেগ আছে,' জাভালা তার লাল ব্যান্ডানাটা ব্যাক পকেট থেকে বের করল।

'চলবে,' বলল অস্টিন, ব্যান্ডানাটা পিস্তলের ব্যারেলের সাথে বেঁধে ফেলল। সে দরজার বাইরে ব্যান্ডানাটা পতাকার মতো ওড়াতে লাগল।

আবারো বন্ধ হল গুলি। এমিলের তীক্ষ্ণ হাসি প্রতিধ্বনিত হল সারা টানেলে।

'এ ন্যাকড়াটা কি অস্টিন?' বলল সে। 'আমি কোন ষাঁড় নই যে এটা দেখে ক্ষেপে উঠব।'

'আমার কাছে সাদা কাপড় ছিল না।' জবাব অস্টিনের।

'সাদা কাপড়? এটা বল না যে তুমি বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছ।'

অস্টিন কান পেতে শুনল। তার মনে হল আওয়াজটা অনেক দূর থেকে আসছে।

'তুমি ভুল বুঝেছ, ফচার্ড। আমি আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছি না।'

'তাহলে তুমি ন্যাকড়াটা নাড়ছ কেন?'

'তোমাকে বিদায় জানাবার জন্য।'

'তোমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে, অস্টিন?'

তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল। এমিল আবারো গুলি চালাবার নির্দেশ দিল।

অস্টিন মাথা নিচু করে হামাগুড়ি দিয়ে কন্ট্রোল প্যানেলের কিবোর্ডের ওপর আঙ্গুল চালালো। টানেল সিস্টেমের ডায়াগ্রামটা ফুটে উঠল স্ক্রীনে। বুলেটের আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে গেলেও অস্টিন মনোযোগ দিয়ে কাজ করে গেল। সে কয়েকটা কমান্ড টাইপ করে দেখতে পেল ডায়াগ্রামের রঙ বদলাতে শুরু করেছে। জাভালা ওঠার চেষ্টা করলে তাকে টেনে নামিয়ে দেয় সে।

'গুলি খাবে তো,' বলল সে।

'এখানে থাকলেও খাবো,' জবাব জাভালার।

'অপেক্ষা? কিসের?'

'মহাকর্ষের।'

জাভালা জবাব দেবার আগে হঠাৎ থেমে গেল গুলি। শোনা গেল এমিলের কণ্ঠ।

'অস্টিন! তুমি আর তোমার বন্ধু কেমন উপভোগ করছ?'

অস্টিন ঠোঁটের ওপর আঙ্গুল রাখল।

জবাব না পেয়ে আবারো মুখ খুলল। 'এখন এটা বল না যে তুমি লজ্জা পাচ্ছ। আমি তোমাকে জানাতে চাই আমার মা তোমার বান্ধবীর ব্যাপারে কি চিন্তা করেছে। সে তাকে একটা ফেস লিফট দেবে। দেয়ার পর নিজেকে সে আর চিনতেই পারবে না।'

ফচার্ডের কথা আর শুনতে ইচ্ছা করছিল না অস্টিনের। সে জাভালাকে তার পিস্তলটা দিতে বলে কন্ট্রোল বুথের দেয়ালের কাছে গেল। সে আস্তে করে ট্রিগারে চাপ দিল, চলল গুলি। গুলি চালিয়েই সে নিচু হয়ে গেল। সে ফচার্ডের কণ্ঠ শুনে সে অনুযায়ী গুলিটা ছুঁড়েছিল, কিন্তু ভ্রষ্ট হয় তার লক্ষ্য।

বুলেটের আঘাতে দেয়াল গেল দুমড়েমুচড়ে। যেভাবে গুলি চলছিল তাতে কয়েক মিনিটের মধ্যে পুরো বুথটা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বে।

হঠাৎ থেমে গেল গোলাগুলি।

বন্দুকধারীরা অনুভব করল কম্পন। গুলি চলা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অস্টিন এবং জাভালাও শুনতে পেল গর্জনটা।

অস্টিন বের হয়ে ক্যাটওয়াকের ওপর পা রাখল। এমিল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে ওপরে তাকাল। দেখতে পেল অস্টিনকে, তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। সে বুঝতে পারল তার সময় শেষ।

'এবারের মতো তুমি জিতে গেলে অস্টিন,' বলে উঠল সে চিৎকার করে। 'তবে ফচার্ডদের চেনা তোমার বাকি আছে।' হাসল অস্টিন ফিরে গেল বুথে। কন্সোল টেবিলের একটা লোহার পায়া ধরল, জাভালাকেও তাই করতে বলল। এমিল তার শেষ শপথ নিয়ে নিল। তারপর সেও তার গুন্ডারা গ্রাণ বাঁচাবার জন্য দিল দৌড়।

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফচার্ড ও তার লোকেরা পানির স্রোতে ভেসে গেল। সেবাস্তিয়ানের ফ্যাকাশে মুখ দেখা গেল কিছু সময়ের মধ্যে সেও হারিয়ে গেল পানির স্রোতে।

আগেরবারের মতো অস্টিন ও জাভালা এবার আর ওয়াটার টাইট বুথে নিরাপদ থাকতে পারল না। ভাঙ্গা জানালার মধ্যে দিয়ে ঢুকতে শুরু করল পানি। পানির স্রোতে ভেসে গেল কন্ট্রোল রুম। তারা দু'জন প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকল পায়াগুলো।

ধীরে ধীরে পানির স্রোত কমতে লাগল, নেমে গেল পানির স্তর। তারা কোনরকমে উঠে দাঁড়াল। জাভালা অবাক বিস্ময়ে নিচে সৃষ্টি হওয়া নদীর দিকে তাকিয়ে থাকল। 'তুমি কি করে জানলে যে এখন জোয়ার আসবে?'

'আমি কয়েকটা স্লুইস গেট খুলি ও বন্ধ করে দিয়ে পানির স্রোত এদিকে ঘুরিয়ে দেই।'

হাসল জাভালা। 'আশা করি ফচার্ড ও তার বন্ধুরা ধুয়ে মুছে সাফ-সুতররো হয়ে গেছে।'

'আমার মনে হয় তারা নিজেদের এখন পরিষ্কার বোধ করছে,' বলল অস্টিন। অবিশ্বাস্যভাবে কন্ট্রোল মরিটরটা নষ্ট হয়নি সিকিউর হাউজিংয়ে থাকার কারণে। অস্টিন কিবোর্ডে কিছু কমান্ড পাঞ্চ করল। পানির স্তর নামতে নামতে স্রোতস্বী নদী পরিণত হল সরু খালে। তারা দুজনই ভেজা কাপড়ের জন্য ঠাণ্ডায় কাঁপছিল। তাদের যতদ্রুত সম্ভব টানেল থেকে বের হয়ে আসতে হবে না হলে তারা আক্রান্ত হবে হাইপারনিউমোনিয়াতে। তারা মই বেয়ে নামতে লাগল। অবশ্য এবার আর তাদের কেউ বাধা দিল না। তারা টানেলের মধ্যে দিয়ে এগুতে লাগল। তারা বুঝতে পারছিল না কোনদিকে এগুচ্ছে। ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁতে বাড়ি লাগছিল তাদের। ফ্যাশলাইটের ব্যাটারি শেষের দিকে কিন্তু তারা জ্বালিয়ে রেখেছিল কারণ এছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ঠিক যখন তারা সব আশা ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল তখন তাদের সামনে চোখে পড়ল একটা জিনিস।

আনন্দে চেচিয়ে উঠল জাভালা। 'ফিফি!'

স্রোতের তোড়ে সিটেরনটা টানেলের পাশে ছিটকে পড়েছে। গাড়িটার সারা গা ভর্তি কাদা আর বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন। বোঝা যাচ্ছে দেয়ালের সাথে আঘাত লেগেছে। অস্টিন দরজা খুলল। ম্যাপটা ভেতরে পানিতে ভাসছে। চাবিটা এখনও ভেতরে আছে। সে গাড়িটা স্টার্ট করার চেষ্টা করল কিন্তু তা চালু হল না।

জাভালা হুড তুলে কিছুসময় কাজ করার পর অস্টিনকে আবার চেষ্টা করতে বলল।

এবার মোটর স্টার্ট হল।

'জাভালা গাড়িতে চড়ে বলল, 'ব্যাটারির কেবলটা লুজ হয়ে গিয়েছিল।'

তাদের আধঘন্টা লাগল পরিচিত রাস্তায় আসতে আর আরো আধঘণ্টা গুহা থেকে বের হতে।

'এবার কি?' প্রশ্ন জাভালার।

'শ্যাতো ফচার্ড।' বলল অস্টিন কোনো রকম চিন্তা না করে।

ত্রিশ

যখন স্কাই ছোট ছিল তখন তার বাবা তাকে ক্যাথিড্রাল ডি নটরদেমে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে সে জীবনের প্রথম গার্গল দেখে, গার্গলের পৈশাচিক চেহারা দেখে তার মনে হয়েছিল দুঃস্বপ্ন থেকে আসা এক রাক্ষস। তার বাবা তাকে বোঝায় যে এ গার্গল বৃষ্টির পানি পড়ে যাবার জন্য ব্যবহার হয়। স্কাই সব সময় মনে করেছে কেন এত প্রতিভাবান ভাস্কর সুন্দর জিনিস না বানিয়ে এমন কুৎসিত জিনিস বানায়, তবে সে তার ভয়কে জয় করতে সক্ষম হয়েছে।

আজ বহুদিন পর ছোটবেলার সেই ভয় আবারো ফিরে এল। চোখ খোলার পর সে দেখতে পেল গার্গলকে। তারচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার এ গার্গল তার সাথে কথা বলছে।

'ওয়েলকাম ব্যাক মাদমোয়াজেল,' বলে উঠল রুক্ষ চেহারাটা মুখের একেবারে কাছ থেকে। 'আমরা আপনাকে মিস করেছি।'

চেহরাটা মার্সেলের। শ্যাতো ফচার্ডের প্রাইভেট আর্মির প্রধান। আবারো বলে উঠল সে।'

'পনের মিনিট পরে আসছি,' বলল সে। 'আমাকে যেন অপেক্ষা করতে না হয়।'

সে চোখ বন্ধ করে ফেলল। সারা শরীরে যেন খেলে গেল বিদ্যুৎ। যখন সে চোখ খুলল তখন লোকটা আর ছিল না।

স্কাই চারপাশে তাকিয়ে দেখল এটাই সেই ঘর যেখানে সে মাস্কুরেড বলে যাওয়ার আগে পোশাক পরেছিল। তার মনে পড়ল সে তার এপার্টমেন্ট থেকে বের হবার পর একজোড়া আমেরিকান দম্পত্তি তার কাছে পথ জানতে আসে। তারপর তার ঘাড়ে একটা কিছু খোঁচা লাগে।

ওহ ইশ্বর, তাকে অপহরণ করা হয়েছে।

সে বিছানার ওপর বসে পড়ল। মুখে টক টক স্বাদ অনুভব করল সে, সম্ভবত তার শরীরে যে কেমিক্যাল প্রয়োগ করা হয়েছিল তারই অবশিষ্টাংশ। সে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে উঠে দাঁড়াল। মাথা ঘুরছিল তার। বাথরুমে গিয়ে বেসিনে বমি করল।

সে মেঝেতে নিজের চেহারা দেখে নিজেকেই চিনতে পারছিল না। চেহারা মৃত মানুষের মতো ফ্যাকাশে, চুল আলুথালু। সে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে মুখ ধরল। তারপর চিরুনি দিয়ে চুল আচড়িয়ে নিজেকে ধাতস্ত করল।

কয়েক মিনিট পর মার্সেল দরজা খুলে তাকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিল। তারা লম্বা কার্পেটে মোড়া করিডোর ধরে এগুতে লাগল। স্কাই জুলস ফচার্ডের প্রোট্রেটটা খুঁজছিল কিন্তু পেল না। তা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তারা মাদাম ফচার্ডের অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল।

মার্সেল স্কাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাসল তারপর দরজায় নক করে ভেতরে প্রবেশ করল। স্কাইকে ভেতরে ঠেলে দিল সে। ভেতরে ঢুকে সে মাদাম ফচার্ডের চেয়ারে একজন স্বর্ণকেশি রমণীকে দেখতে পেল। সে রমণী তার চেয়ার থেকে উঠে দরজাটা বন্ধ করে তাকাল স্কাইয়ের দিকে।

মহিলার বয়স চিল্লশের কোঠায় মসৃণ চামড়া, ধুসর চোখজোড়া। সে তার লাল টসটসে ঠোঁটজাড়া আলাদা করল। 'গুড আফটানুন, মাদমোয়াজেল। আমরা আপনার ফেরার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আপনি অদ্ভুতভাবে শেষবার এখান থেকে চলে গেলেন।'

স্কাইয়ের মাথা ঘুরে গেল। তার মনে হল যে মাদকটা তাকে দেয়া হয়েছিল তার প্রভাব এখনো আছে।

'বসুন,' বলল মহিলা, চেয়ারের দিকে ইশারা করল।

নির্দেশ পালন করল স্কাই, এগুচ্ছিল জোম্বির মতো।

মহিলা স্কাইয়ের আচরণ দেখে মজা পেল।

'কি হয়েছে? আপনাকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে।'

স্কাই যতখানি না বিধ্বস্ত তার চেয়ে বেশি দ্বিধান্বিত। মহিলার কণ্ঠ অবিকল মাদাম ফচার্ডের কিন্তু এ মহিলার চেহারায় নেই বয়সের কোনো ছাপ। কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না স্কাই। রেসিনের কি কোনো মেয়ে আছে? নাকি ভেন্ট্রিকুলিজম চলছে।

অবশেষে সে তার মুখ খুলল।

'এটা কি কোনো ট্রিক?'

'কোনো ট্রিক না। আপনি যা দেখছেন তা সত্য।'

'মাদাম ফচার্ড?' কণ্ঠে স্পষ্ট বিস্ময়।'

'এক ও অদ্বিতীয়, মাই ডিয়ার,' বলে উঠল সে। মুখে তার শয়তানি হাসি। 'শুধু আগের থেকে একটু বয়স কমে গেছে।'

স্কাইয়ের সন্দেহ তখনও যায়নি। 'আপনি কিন্তু আপনার প্লাস্টিক সার্জেনের নামটা জানাবেন।'

মহিলার চোখ ভরে গেল ক্রোধে, তবে তা কিছু সময়ের জন্য। সে চেয়ার থেকে উঠে ডেস্কের অপর পাশে এসে তার সামনেও দাঁড়াল। স্কাইয়ের হাত নিয়ে তার গালের ওপর রাখল।

'বলুন এটা কোনো সার্জেনের কাজ হতে পারে কিনা?'

নরম ও উষ্ণ মাংসপিণ্ড। মসৃণ চামড়া, কোনো দাগ নেই।

'অসম্ভব' বলে উঠল স্কাই।

মাদাম ফচার্ড ফিরে গেল তার চেয়ারে।

সে তার লম্বা, সরু আঙ্গুলগুলো মেলে ধরল সে যেন স্কাই তা দেখতে পায়।

'চিন্তা করবেন না,' বলল সে। 'আপনার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে না। আমি সে একই ব্যক্তি যে মি. অস্টিন ও আপনাকে কস্টিউম পার্টিতে আমন্ত্রণ করেছিল। আশা করি তিনি ভালো আছেন।'

'নাই না,' বলল স্কাই, সাবধানে। 'তার সাথে আমার অনেকদিন কথা হয়নি। কিভাবে...'

'কিভাবে এক লালচর্ম বুড়ি উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণীতে পরিণত হল?' বলল সে, তার চোখে এক অদ্ভুত নেশা। 'অনেক লম্বা কাহিনী। ব্যাপারটা আরো আগে হয়ে যেত যদি জুলস হেলমেটটা নিয়ে না যেত।' বলল সে। নামটা উচ্চারণের সময়ে মুখটা যেন তেতো হয়ে গেল তার। 'আমাদের এতদিন গবেষণায় নষ্ট হত না।

'বুঝলাম না।'

'আপনিতো একজন অস্ত্র বিশেষজ্ঞ,' বললেন মাদাম ফচার্ড। 'বলুন ও হেলমেটটা সম্পর্কে কি জানেন।'

'এটা অনেক পুরাতন। সম্ভবত পাঁচশ বছর বা তারচেয়ে পুরাতন। স্টিলটা অত্যন্ত উন্নতমানের। লোহাটা সম্ভবত উল্কাপিণ্ড থেকে নেয়া হয়েছে।'

ভ্রু কোচকালো মাদাম ফচার্ড।

'ভালো, হেলমেটটা উল্কাপিণ্ড থেকে পাওয়া ধাতু থেকে তৈরি এবং এটা ফচার্ড পরিবারের অনেক সদস্যের জীবন বাঁচিয়েছে। যুগে যুগে এটা গলিয়ে পরিবারের কর্তার মুখের আদলে গড়া হয়েছে। এটার ওপর শুধু আমার অধিকার রয়েছে, আমার ভাই জুলসের নয়।'

কথাটা শুনে চমকে উঠল স্কাই। 'আপনার ভাই?'

'ঠিক শুনেছেন। জুলস আমার চেয়ে বয়সে এক বছরের ছোট।'

স্কাই হিসাব করবার চেষ্টা করল, মাথায় আসতে লাগল নানা চিন্তা। 'তারমানে আপনার বয়স....'

'কোনো মহিলাকে তার বয়স জিজ্ঞাসা করতে হয় না,' বললেন মাদাম ফচার্চ হাসিমুখে। 'যাইহোক আপনাকে ঝামেলা থেকে মুক্তি দিচ্ছি। আমি শতক পার করেছি।'

স্কাই অবিশ্বাসের সাথে মাথা ঝাঁকালো। 'আমি বিশ্বাস করি না।'

'আপনার সন্দেহে আমি দুঃখ পেলাম,' মাদাম ফচার্ড বললেন, কিন্তু তার মুখের ভঙ্গি বলছিল অন্য কথা।

বাস্তব ও পরাবাস্তবের জালে আটকা পড়ে গেল স্কাই।

'আপনাদের ব্যবসা সম্পর্কে একটু বেশিই জানার ফলে লর্ড ক্যাভেন্ডিসের কি পরিণতি হয়েছিল তাতো দেখেছি।'

'লর্ড ক্যাভেন্ডিস একজন বিরক্তিকর লোক ছিলেন, বাঁচালও বটে। তবে আপনি চিন্তা করবেন না। যখন আপনি আমার বয়সে উপনীত হবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন এসব আমি কেন করছি। আপনাকে হত্যা করে আমার কোনো লাভ নেই। জীবন্ত টোপ সবসময়ই কার্যকর।'

'টোপ? কিসের?'

'কিসের নয় কার। অবশ্যই কার্ট অস্টিন।'

ত্রিশ

বিকাল পাঁচটার কিছু পরেই ফচার্ডের আঙ্গুরের ক্ষেতে কাজ শেষ হয় আর শুরু হয় সূর্য ওঠার সাথে সাথে। শ্রমিকেরা যখন কাজ শেষ করে তাদের ঘরে ফিরতে শুরু করে তখন ডাম্প ট্রাকে করে সারাদিনে তোলা আঙ্গুরগুলো কাঁচা রাস্তা দিয়ে বিদ্যুতায়িত খাঁচার ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। একজন গার্ড চেক করে ভেতরে যেতে দেয় ট্রাকগুলোকে। ভেতরে তারা আঙ্গুরগুলোকে একটা শেডের ভেতর নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে সুলো প্রক্রিয়া ও বোতলজাত করা হয়।

শেষ ট্রাকটা শেডের নিচে থামার পরে ট্রাক থেকে দু'জন লোক নেমে ছুটে গেলো জংগলের ভেতরে। অস্টিন ও জাভালা তাদের গা থেকে ধুলাবালু ঝেড়ে ফেলল। তারা গা থেকে আঙ্গুরের রস মোছার চেষ্টা করলে বরং দাগটা আরা ভালোভাবে বসে যায়। জাভালা থু করে একদলা মাটি ফেলল। 'এই শেষবারের মতো আমি ট্রাউটদের বুদ্ধিতে কাজ করতে যাচ্ছি। আমাদের ব্রুম্যান গ্রুপের বেগুনি সদস্য মনে হচ্ছে!'

অস্টিন চুল থেকে ময়লা ঝাড়তে লাগল। 'তবে একটা বিষয় স্বীকার করতে হবে আইডিয়াটা ছিল অসাধারণ। কেইবা ভাবতে পারে কেউ আঙ্গুরের মধ্যে লুকিয়ে আসতে পারে?'

ট্রাউট দম্পতির প্ল্যান ছিল সোজাসাপটা। সে ও গ্যামি আঙ্গুরের ক্ষেতে আরেকবার ঘুরতে এসেছিল। এবার গাড়ির পেছনের সিটে বসেছিল অস্টিন ও জাভালা। ট্রাউট দম্পতিরা গাড়ি থামিয়ে বাগানের ফোরম্যান মারচান্দের সাথে কথা বলতে থাকে যার সাথে এর আগে তাদের দেখা হয়েছিল। তারা যখন কথা বলছিল তখন একটা ডাম্প ট্রাক গাড়ির সামনে এসে থামে। তারা অপেক্ষা করল কখন ট্রাকটা ভর্তি হয়। ভর্তি হবার পর গাড়ি থেমে নেমে ট্রাকের ওপর চড়ে এসে পড়ে এখানে।

বনটাকে দেখে মনে হল টনিকেনের উপন্যাস থেকে উঠে এসেছে। অস্টিনের সাথে আছে একটা ছোট আকৃতির গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম যার সাহায্যে তারা শ্যাতোর একেবারে কাছাকাছি এলাকার ছবি দেখতে পেল।

জঙ্গলটা অত্যন্ত পুরু, ঝোপঝাড়ে ভর্তি। মনে হচ্ছে ফচার্ডরা তাদের পারিবারিক বাড়ির আশপাশে কোনোভাবে ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সূর্য ডোবার পর জঙ্গলটা আরো অন্ধকার মনে হতে লাগল। তারা অস্ত যাওয়া সূর্যের আবছা আলোতে এগুতে লাগল। তাদের জামার সাথে সূচের মতো খোঁচা খোঁচা কাঁটা বিঁধল।

অবশেষে তারা জঙ্গল থেকে বের হয়ে একটা কাঁচা রাস্তার ওপর আসলো। সে রাস্তা ধরে এগিয়ে তারা পৌঁছে গেল বেশ কয়েকটা মেঠো পথের এক নেটওয়ার্কের মাঝে। অস্টিন বার বার জিপিএসের দিকে তাকাচ্ছিল। এমন সময় সে জিপিএসে শ্যাতো ফচার্ডের টারেটে একটা জ্বলজ্বলে জিনিস দেখতে পেল।

তারা সামনে এগিয়ে দেখতে পেল একজন গার্ড একা পরিখার কোণায় দাঁড়িয়ে আছে।

'কি কপাল আমাদের,' বলল জাভালা। 'মাত্র একজন সেন্ট্রি।'

'ব্যাপারটা মোটেও সুবিধার না,' বলল অস্টিন। 'ফচার্ড পরিবারের সম্পর্কে যেটুকু জানতে পেরেছি তাতে তো মনে হয় না তারা নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে এতটা উদাসীন ।'

সন্দেহটা আরো ঘনীভূত হল ড্রব্রিজটা নামানো দেখে। শ্যাতোর সদর দরজার গ্রিলও নামানো। মাঝখানে স্থাপিত ভাস্কর্যটা থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে। সোজা কথায় যেন তাদের আহবান জানানো হচ্ছে।

'তোমার কি মনে হয় এটা ফাঁদ?' বলল জাভালা।

'শুধু পনিরের টুকরাটাই বসানো হয়নি।'

'তো কি করব?'

'তেমন কিছু করার নেই। হয় আমাদের এখান থেকে পিছু হটতে হবে না হয় এগুতে হবে সামনে।'

'আমি আর আঙ্গুরে গা মাখাতে চাই না,' বলল জাভালা। 'বের হওয়া নিয়ে তো কিছু বললে না।'

অস্টিন জাভালার কাঁধে হাত রাখল। 'ঢুকলামই না তার আগেই বের হবার চিন্তা।'

'না আসলে আমি রোলস নিয়ে পালাবার চেয়ে একটু সম্মানজনক বিদায় চাচ্ছিলাম।'

অস্টিন ভাবল কিছুক্ষণ। 'আচ্ছা। প্ল্যান হল আমরা এমিলের বদলে স্কাইকে চাইব।'

'খারাপ না,' বলল হাভালা। 'সমস্যা হল আমরা তাকে পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছি।

'মাদাম ফচার্ড সেটা জানেন না। যতক্ষণে তিনি জানতে পারবেন ততক্ষণে আমরা অনেক দূরে চলে যাব।'

একজন বয়স্ক মহিলাকে এভাবে ধোঁকা দেয়া ঠিক না। বলল জাভালা। 'আইডিয়াটা মন্দ না কিন্তু যদি সে কোনো বাধা না দেয়? তাহলে কি আমরা পুলিশ ডাকব?'

'ব্যাপারটা অত সোজা নয় বন্ধু। একটু ভেবে দেখ। পুলিশ আসলো আর ফচার্ড পরিবার তাদের সার্চ করতে দিল। আমি তাদের ভূগর্ভস্থ কক্ষে গিয়েছি। সেখানে লুকাবার প্রচুর জায়গা আছে। স্কাইকে খুঁজতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে।'

'আর আমাদের হাতে এত সময় নেই।'

অস্টিন কিছু সময় চিন্তা করল। 'এক ঘন্টার মূল্য একশত বছর।'

বিড়বিড় করে বলল সে, তাকাল ঘড়ির দিকে।

'ডায়লগটা কী কোনো ফিলোসফির বই থেকে নেয়া।' বলল জাভালা। অস্টিন ফিলোসফির ভক্ত 'না,' বলল সে। 'কথাটা ড. ম্যাকলিন আমাকে বলেছিলেন।'

গার্ড শ্যাতোর অপর অংশ থেকে বের হল। অস্টিন তাকাল তার ঘড়ির দিকে। সেন্ট্রির পুরো শ্যাতো ঘুরে আসতে ষোল মিনিট লাগে।

গার্ড যখন আরেক রাউন্ড ঘোরার জন্য শুরু করতে যাচ্ছিল অস্টিন জাভালাকে সিগনাল দিল।

তারা দৌড়ে ফাঁকা জায়গাটা অতিক্রম করে পৌঁছে গেল পাথরের ব্রিজের কাছে। সেখান থেকে ড্র-ব্রিজ পার হয়ে পৌঁছে গেল তারা কোর্টইয়ার্ডে। কালো

পোশাক পরার কারণে তাদের অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না। শ্যাতোর দোতলায় আলো জ্বলছে কিন্তু কোর্টইয়ার্ডে কোনো গার্ড নেই। অস্টিনের সন্দেহ আরো গাঢ় হল।

ব্যাপারটা যে একটা ফাঁদ তাতে সে আরো নিশ্চিত হল যখন তারা সিঁড়ির কাছে পৌঁছাল। যখন সে ও স্কাই সেখানে এসেছিল তখন গেটটা বন্ধ ছিল। কিন্তু আজ এটা একেবারে খোলা, যেন আহবান করা হচ্ছে। কিন্তু অস্টিনের ছিল আরেক পরিকল্পনা। সে শ্যাতোর পেছনে একটা ছোট পাথরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। সামনে পড়ল একটা কাঠের দরজা। অস্টিন হ্যান্ডেল ধরে টানল। দরজাটা লক করা। সে তার প্যাক থেকে একটা পোর্টাবল ড্রিল ও হ্যান্ডহেল্ডস বের করে দরজায় ছিদ্র করে। সে ছিদ্র দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ছিটকানি খুলে দরজাটা খুলে ফেলল। দরজা খোলার সাথে সাথে বের হল এক বিশ্রি গন্ধ যেন মৃতদেহ কবর থেকে বের করা হয়েছে।

তারা টর্চ জ্বালিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

তারা কিছুদূর সিঁড়ি বেয়ে এগুলো। অস্টিন কিছু সময়ের জন্য সেই ভূগর্ভস্থ কক্ষের সামনে থামল যেখানে এমিল এডগার এলান পোর প্রতি ভয়াবহ উপায়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিল। পেন্ডুলামটা এখনও কাঠের টেবিলের ওপর ঝুলছে কিন্তু সেখানে সেই অভাগা ইংরেজ লর্ড ক্যাভেন্ডিসের কোনো অস্তিত্ব নেই।

অস্টিন কানাগলির মধ্যে দিয়ে এগুতে লাগল। কিছুদূর এগুবার পর তারা আর্মারীর রাস্তা ধরে চলতে লাগল। আবারো তাদের সামনে পড়ল একটা বন্ধ দরজা। অস্টিন দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকল, পেছনে জাভালা। আর্মারি অন্ধকারাচ্ছন্ন শুধু দূরে সামান্য একটু ভালো জ্বলছে। জ্বলন্ত আলোতে আর্মারির অস্ত্র ও বর্মগুলো চকচক করছে।

তারা প্রাচীন অস্ত্রসস্ত্রের মধ্যে দিয়ে এগুতে লাগল যা গড়ে তুলেছে ফচার্ড সাম্রাজ্য। আলোটা ধীরেধীরে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সামনে এগুতে এগুতে তারা দেখতে পেল স্কাইকে।

স্কাই বসে আছে একটা কাঠের চেয়ারে। দড়ি দিয়ে তার হাত-পা বাঁধা। মুখে আটা ডার্ট টেপ। তার দু'পাশে দুটো বর্ম রাখা যেন স্কাইয়ের পাহারার কাজে নিয়োজিত।

চোখ বড়বড় করে রেখেছে স্কাই। সে মাথা ঝাঁকাচ্ছে। অস্টিন কাছে আসাতে সে ঝাঁকুনি আরো বেড়ে গেল। সে স্কাইয়ের বাঁধন খোলার জন্য ছোরা খুঁজছিল ঠিক তখন সে কিছু একটা নড়তে দেখল।

'ওহ না,' বলে উঠল সে।

একটা বর্ম তলোয়ার উঁচিয়ে অস্টিনের দিকে এগিয়ে আসছে। ঠিক যেন প্রাচীন রোবট। সে পিছিয়ে আসলো।

'কোনো সাজেশন?' বলল জাভালা। সেও পেছাচ্ছে।

'ক্যান ওপেনার থাকলে কাজ হত।'

'আমাদের বন্দুকগুলো?'

'আওয়াজ হবে।'

অপর বর্মটাও এগুতে শুরু করল। বর্মগুলো খুব দ্রুত তাদের কাছে চলে আসলো।

অস্টিন উপলব্ধি করল তার হাতের ছুরি ও বর্মের ওপর টুথপিকের মতো কাজ দেবে। স্কাই চেয়ারের মধ্যে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে।

অস্টিন কোনোভাবে বিনা যুদ্ধে পরাজয় মানতে রাজি ছিল না। সে মাথা নিচু করে ষাঁড়ের মতো সামনে থাকা বর্মধারীকে ঢিল দিল। বর্মধারীর হাত থেকে পড়ে গেল তলোয়ারটা। ছিটকে পড়ল সে পাথুরে মেঝের ওপরে। বর্মধারী পাটা ঝাঁকিয়ে পড়ে থাকে নিথর হয়ে।

অপর বর্মধারী হয়ে পড়ে দ্বিধান্বিত। জাভালাও অস্টিনের মতো ঢিল দিল তারও একই পরিণতি হয়। অস্টিন স্কাইকে চেয়ার থেকে ছাড়িয়ে নিতে শুরু করে।

'আচ্ছা এরা পড়ে যাওয়ায় আওয়াজতো অনেক হল।' বলল জাভালা।

অস্টিন স্কাইয়ের মুখ থেকে সাবধানে ডাটটেপ খুলে ফেলল। স্কাই কাঁপা পায়ে উঠে দাঁড়াল, এলিয়ে দিল তার হাত অস্টিনের গায়ে আর খেল এক আগ্রাসঈ চুমু। 'আমি ভেবেছিলাম তোমাকে আর দেখতে পাব না।' বলল সে। এমন সময় পেছন থেকে শোনা গেল একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠের হাসি। তারপর একটি লম্বা একহারা গড়নের রমণীর আগমন ঘটে। তার মুখ ঢাকা কাপড়ে। স্বচ্ছ পোশাকে ঢাকা তার দেহ। পোশাকের ফাঁক দিয়ে তার দেহের খাজভাঁজগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

'চমৎকার' বলে উঠল সে। 'কি চমৎকার দৃশ্য। মসিয়ো অস্টিন আপনি নাটকীয়তা ছাড়া কি কখনও কিছু করতে পারেন না?' মার্সেল মহিলার পেছন থেকে বের হয়ে আসলো, তার হাতে একটা মেশিন পিস্তল। আরো ছয়জন অস্ত্রধারী প্রবেশ করল ঘরে। মার্সেল অস্টিন ও জাভালার কাছ থেকে তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিল।

অস্টিন বর্মগুলোর দিক তাকিয়ে বলল, 'এ টিনের টুকরোগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে আমি একাই নাটকীয়তা পছন্দ করি না।'

'আমি থিয়েটার পছন্দ করি, আপনি তো আমায় ম্যাস্কুরেড বলেছিলেন।'

মহিলা আস্তেআস্তে তার মুখের কাপড় সরাল। তার ঝলমলে সোনালি চুল কাঁধের ওপর এসে পড়ল। ধীরেধীরে, উত্তেজক ভঙ্গিতে সে তার বাকি এমনভাবে কাপড়টুকু খুলে ফেলল যেন কোনো দামি উপহার থেকে সরানো হচ্ছে পর্দা। কাপড়ের নিচে সে পরে আছে একটা লম্বা সাদা রঙের লো-কাট গাউন। কোমরে একটা একটা সোনার বেল্ট যার ওপর তিন ইগলের মাথা ডিজাইন করা। অস্টিন তার শীতল চোখের দিকে তাকাল। তার মনে হচ্ছিল মাথার ওপর যেন বাজ পড়েছে।

যদিও আস্টিন লস্ট সিটির এনজাইমগুলোর কার্যকারিতার ব্যাপারে আগে শুনেছিল সে বিষয়টা বিশ্বাস করতে পারেনি। সে ভাবতে পারেনি যে এ ফর্মুলা যেমন ভুলভাবে ব্যবহার করলে মানুষ পরিণত হয় হিংস্র জানোয়ারে তেমনি সঠিকভাবে ব্যবহারে দিতে পারে এমন অপার সৌন্দর্য। সে ভাবছিল এ ফর্মুলা হয়ত জীবন দীর্ঘায়িত করতে পারে, ভাবেনি এভাবে কমিয়ে ফেলতে পারে বয়স।

অবশেষে অস্টিন মুখ খুলল। 'তো ড. ম্যাকলিন তাহলে এমন সফলতা অর্জন করেছিলেন যা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি মাদাম ফচার্ড।'

'ড. ম্যাকলিনকে তেমন কৃতিত্ব দেবার দরকার নেই। তিনি ফর্মুলার ওপর ভিত্তি করে কাজ করেছেন মাত্র। এ ফর্মুলাতো আবিষ্কার হয়েছে তার জন্মেরো আগে।'

'আপনার সাথে কয়েকদিন আগেই দেখা হল। তো এটুকু সময়ের মধ্যে এমন পরিবর্তন কি করে হল?'

'এই জীবনবৃদ্ধির ফর্মুলা একবারে নেয়া যায় না,' বলল সে। 'এটা নিতে হয় তিনটা পর্যায়ে। প্রথম দুই ডোজ নেয়া হয়ে গেছে আর তার প্রতিক্রিয়া আপনি দেখতে পাচ্ছেন নিজ চোখে। তৃতীয় ডোজটা আমি কিছুক্ষণের মধ্যে নেব।'

'আপনিতো এমনই সুন্দর, আর নতুন করে কিছু করার দরকার কি?'

রেসিন তার এ মন্তব্যের কোনো জবাব দিলেন না। 'তৃতীয় ডোজের মাধ্যমে প্রথম দি ডোজের প্রভাব চিরস্থায়ী হয়ে উঠবে। এ ট্রিটমেন্টের একঘণ্টা পরে আমি হয়ে উঠব অমর। কেমিস্টি নিয়ে বহু আলোচনা হল। আপনার এ সুদর্শন বন্ধুর সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিন না। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেছেন।'

জাভালা মাদাম ফচার্ডকে তার আগের রূপে দেখেনি। সে শুধু জানে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার জীবনে দেখা সবচেয়ে সুন্দরী রমণী। সে স্প্যানিশে

কিছু একটা বিড়বিড় করে বলে। তার মুখে হঠাৎ ফুটল হাসি। তাদের দিকে বন্দুক তাক করে রাখা সত্ত্বেও সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হচ্ছে না এ রমণীকে দেখার কারণে।

'এ আমার কলিগ জো জাভালা,' বলল অস্টিন। 'জো ইনি হলেন রেসিন ফচার্ড, এ বিশাল পাথরের স্তূপের মালিক।'

'মাদাম ফচার্ড? হা হয়ে গেল জাভালা।

'হ্যাঁ, কোনো সমস্যা?' বললেন তিনি।

'না। আমি আসলে অন্য কাউকে আশা করছিলাম।'

'নিশ্চয়ই মসিয়ো অস্টিন একজন হাড়মাংসের বয়োবৃদ্ধ মানুষের বর্ণনা দিয়েছিলেন,' বললেন তিনি, তার চোখ চকচক করছিল।

'মোটেও না,' বলল জাভালা, মাদাম ফচার্ড এর রূপ-যৌবন তরিয়ে তরিয়ে উপভোগ করছিল সে। 'সে আমাকে জানায় আপনি আকর্ষণীয়া ও বুদ্ধিমতি।'

জবাব শুনে তিনি সন্তুষ্ট হলেন বলে মনে হল। 'নুমা সবসময় সাহসী ও সুদক্ষ লোকেদের নিয়োগ প্রদান করে। এ গুণাবলি আমি আপনার মধ্যে দেখলাম মসিয়ো অস্টিন। তাই আমি জানতাম আপনি ওকে বাঁচাতে আসবেন।' সে তার গায়ে লেগে থাকা আঙ্গুরের দাগের দিকে ইঙ্গিত করল। 'যদি আপনি আমাদের আঙ্গুর চেখে দেখতেই চাচ্ছিলেন তাহলে আপনি আমাদের একটা বোতল কিনলেই পারতেন।'

'আপনার মদ আমার ক্রয় ক্ষমতার বাইরে,' বলল অস্টিন।

'আপনি কি আসলেই মনে করেন আপনি এ শ্যতোতে সবার চোখে ধুলো দিয়ে ঢুকতে পারবেন? আমাদের সার্ভেলেন্স ক্যামেরায় আপনি সেই ড্রব্রিজ অতিক্রম করার পরই ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। মার্সেল ভেবেছিল আপনি বাইরের দেয়াল বেয়ে এদিকে ঢুকবেন।'

'সিঁড়ির গেটটা খোলা রাখার জন্য ধন্যবাদ।'

'আপনি এ ফাঁদে পা দেবার মতো বোকা নন, তবে আমি কখনো ভাবিনি আপনি এ ভূগর্ভস্থ কক্ষের সন্ধান পেয়ে যাবেন। আপনি খুব ভালো করেই জানেন শ্যাতোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি রকম। তাহলে এভাবে এখানে আসার মানে কি?'

'আমি মাদমোয়াজেলকে সাথে নিয়ে যেতে এসেছিলাম।'

'তো আপনার রোমান্টিক মিশনে তো আপনি ব্যর্থ হলেন।'

'তাইতো মনে হচ্ছে। তবে সান্ত্বনামূলক পুরস্কারতো পেতে পারি। আপনার সাথে যখন প্রথমবার দেখা হয়েছিল তখন আপনি বলেছিলেন আপনি

আপনার পরিবারের ব্যাপারে কোনো একদিন জানাবেন। তো আমি শুনতে চাচ্ছি। বিনিময়ে আমি যা জানি তা সব জানাব।'

'আপনার সাহসের প্রশংসা করতেই হয়।' তিনি থামলেন কিছুক্ষণের জন্য। হাত মুড়িয়ে রেখে ভাবলেন কিছুক্ষণ।

মার্সেলের দিকে ঘুরে তিনি বললেন 'বাকিদের নিয়ে যাও।'

'তোমার জায়গায় থাকলে আমি এ কাজটা করতাম না,' অস্টিন বলল মার্সেলকে।

সে স্কাইয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ল। মার্সেল ও বাকি গার্ডেরা এগিয়ে আসলেও মাদাম ফচার্ডের ইশারায় গেল পিছিয়ে।

'আপনার সাহসিকতার আসলেই কোনো সীমা নেই মসিয়ো অস্টিন, ভয় পাবেন না, আপনার বন্ধুদের কিছু সময়ের জন্য দূরে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি আপনার সাথে একা কথা বলতে চাই।'

মাদাম ফচার্ড তাকে স্কাই যে চেয়ারে বসেছিল সে চেয়ারে বসতে বলল। তুড়ি ফোটালেন তিনি আর দু'জন লোক মধ্যযুগীয় সিংহাসন ধাঁচের একটা চেয়ার নিয়ে আসলো। মাদাম ফচার্ড বসেন সেটার ওপর। সে মার্সেলকে ফ্রেঞ্চ ভাষায় কিছু একটা বললেন এবং সে তার লোকেরা বন্দিদের সামান্য দূরে নিয়ে গেল।

'এবার এখানে আমরা কেবল দুইজন,' বলল সে। 'যদি কিছু করার চেষ্টাও করেন তাহলে আমার লোকেরা আপনার বন্ধুদের মেরে ফেলবে।'

'আমার কিছুই করার ইচ্ছা নেই। আমি চাই না এ মোহনীয় মুহূর্ত খুব তাড়াতাড়ি শেষ হোক। তো আপনার এ সন্ন্যাসীর সাজের কারণ কি?'

'আপনিতো জানেন আমি ভিন্নভিন্ন সাজ নিতে পছন্দ করি। আপনার পছন্দ হয়েছে?' অস্টিন মাদাম ফচার্ডের ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছিল না। দেহের প্রতিটা অঙ্গ একবারে অসাধারণ শুধু চোখ দু'টো বাদে। একেবারে শীতল, প্রাণহীন। 'আমি পুরো ব্যাপারটা উপভোগ করছি কিন্তু...'

'কিন্তু একজন শত বছর বয়স্ক রমণীর পাশে বসতে অস্বস্তিবোধ করছেন।'

'মোটেও না। এক্ষেত্রে বয়স কোনো ব্যাপার না। আসলে একজন ঠাণ্ডা মাথার খুনির সাথে বসতে আমি অস্বস্তিবোধ করছি।'

তিনি তার সুন্দর করে ছাটা ভ্রু উঁচু করলেন। 'মসিয়ো অস্টিন এটা কি আমার সাথে ফ্লার্ট করার এক অদ্ভুত পন্থা।'

'মোটে না।'

'খুব খারাপ, গত একশ বছরে আমার জীবনে এসেছে বহু পুরুষ, আর আপনি একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তি বটে।' তিনি থেমে পর্যবেক্ষণ করলেন তার

চেহারা। 'বিপজ্জনকও বটে যা আপনাকে করে তোলে আরো আকর্ষণীয়। আগে আপনি আপনার বক্তব্য পেশ করুণ। বলুন আপনি কি জানেন।'

'আমি জানি আপনি ও আপনার পরিবার ড. ম্যাকলিনকে অমরত্বের ওষুধ আবিষ্কারের জন্য কিডন্যাপ করেছিলেন। এ ওষুধ আবিষ্কারের পথে যে আপনার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাকে আপনি দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেন এবং সৃষ্টি করেন কিছু উগ্র মিউট্যান্টকে।'

'মোটামুটি সংক্ষিপ্ত কাহিনী তবে এটা স্রেফ শুরু মাত্র।'

'তাহলে শেষ করুণ।'

থামলেন তিনি কিছুক্ষণের জন্য ফিরে গেলেন ইতিহাসের পাতায়।

'আমার পরিবারের ইতিহাস প্রাচীন মিনোয়ান সভ্যতা পর্যন্ত বিস্তৃত। স্যান্টোরিনি দ্বীপের সেই অগ্নিউৎপাতের আগ পর্যন্ত তারা সে দ্বীপে বসবাস করতেন। আমার পূর্বপুরুষেরা মিনোয়ান সর্পদেবীর পুরোহিত ছিলেন। তাদের ক্ষমতাশালী প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাদের ষড়যন্ত্র করে সেখান থেকে বের করে দেয়। কয়েক সপ্তাহ পর সেখানে ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত ঘটে ও ধ্বংস হয় পুরো দ্বীপ। তারপর আমরা সাইপ্রাসে বসতি স্থাপন করি আর সেখান থেকে জড়িয়ে পড়ি অস্ত্র ব্যবসায়ে।'

'সেখান থেকে মিউট্যান্টের কাছে পৌঁছলেন কিভাবে?'

'ব্যবসার বিস্তার বলতে পারেন এটাকে। গত শতকের শুরুতে স্পেয়ার ইন্ডস্ট্রিজ সুপার সোলজার বানাবার জন্য ল্যাবরেটরি স্থাপন করে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ দেখে আমরা বুঝতে পারি পরিখা যুদ্ধ ভবিষ্যতের যুদ্ধগুলোকে স্থির অবস্থায় নিয়ে আসবে। একপক্ষ হামলা চালায়, তারপর আরেক পক্ষ এতে খুব কম এলাকাই দখল করা যায়। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র আবিষ্কারের পরে তো সবাই পিছু হটা শুরু করে। আমাদের এমন সৈন্যের প্রয়োজন ছিল যারা পরিখাগুলোর ওপর কোনো রকমের ভয়ভীতি ছাড়া হামলা চালাতে পারবে ঠিক ভাইকিং বেরসেরকারদের মতো। তাছাড়া এ সৈন্যদের থাকবে ক্ষিপ্রতা ও দ্রুত সেরে ওঠার ক্ষমতা। আমরা কয়েকজন ভলান্টিয়ারের ওপর ফর্মুলাটা প্রয়োগ করি।'

'পিয়েরে লেভান্তের মতো?'

'মনে পড়ছে না,' বলল সে ভ্রূ কুচকে।

'ক্যাপ্টেন লেভান্ত ছিলেন একজন ফ্রেঞ্চ অফিসার। তিনি ছিলেন আপনাদের তৈরি করা প্রথম মিউট্যান্টদের একজন।'

'হ্যাঁ হালকা হালকা মনে পড়ছে। একজন সুদর্শন তরুণ, যদি ঠিকমত মনে করতে পারি।'

'এখন অবশ্য চিনতে পারবেন না।'

'আমাকে দোষারোপ করার আগে এটা জেনে নিন যে তারা ছিল ভলান্টিয়ার, সৈন্য যারা সুপারম্যান হতে চেয়েছিল।'

'তারা কি জানত সুপারম্যান হবার সাথে সাথে তাদের চেহারায় আসবে ভয়াবহ পরিবর্তন?'

'আমরাও জানতাম না। তখন বিজ্ঞান এত উন্নত ছিল না। অবশ্য ফর্মূলাটা কিছুটা হলেও কাজে দেয়। এতে তারা অতমানবীয় শক্তি ও ক্ষিপ্রতা অর্জন করে কিন্তু পরিণত হয় হিংস্র জানোয়ারে।'

'যে জানোয়ার অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকে।'

'জীবনবৃদ্ধির ব্যাপারটা আসলে অপ্রত্যাশিত ছিল। তারচেয়েও উত্তেজনাকর বিষয় ছিল এ ফর্মুলার সাহায্যে বয়স কমানো সম্ভব হয়ে ওঠে। আমরা ফর্মুলাটা আরো আগে ঠিক করে ফেলতে পারতাম যদি না জুলস আমাদের কাজে বাগড়া দিত।'

'মনে হয় তিনি বিবেকবান ছিলেন।'

'সে ছিল একটা বেকুব,' বললেন তিনি কোনো ধরনের রাখঢাক না রেখে। 'জুলস আমাদের এ আবিষ্কার মানবজাতির কল্যাণে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। সে আমাকে ও আমাদের পরিবারের সদস্যদের বোঝাবার চেষ্টা করে আমরা যেন যুদ্ধ থেকে দূরে থাকি আর এ ফর্মুলাটা প্রকাশ করে দেই। আমি তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই। সে তার প্লেনে চেপে পালায় দেশ থেকে। সে সাথে করে এমন কিছু কাগজপত্র নিয়ে যায় যাতে করে প্রমাণ হয় আমাদের পরিবার যুদ্ধ বাঁধাবার সাথে জড়িত, সম্ভবত সে এটা দিয়ে আমাদের ব্ল্যাকমেইল করতে চাচ্ছিল। তবে আমরা তার প্লেন ধ্বংস করে দেই।'

'সে হেলমেটটা সাথে নিয়ে গেল কেন?'

'হেলমেটটা আমাদের বংশের ক্ষমতার নিদর্শন। এ হেলমেটের মালিকানা সব সময় পরিবারের প্রধানের কাছে থাকে। তার কার্যকলাপের কারণে সে এ হেলমেট রাখার যোগ্যতা হারায় এবং সেটা তার কাছ থেকে আমার কাছে আসা উচিত?'

অস্টিন চেয়ারে হেলান দিয়ে হাতগুলো মাথার পেছনে রাখল। 'তো জুলসের মৃত্যুর সাথে সাথে আপনাদের যুদ্ধ বাঁধাবার ষড়যন্ত্র ফাঁস হবার ঝুঁকিও শেষ হয়। তার পক্ষে আপনাদের রিসার্চ বন্ধ করার কোনো পথ থাকে না।'

'যাওয়ার আগেই সে তা বন্ধ করে যায়। সে ফর্মুলাটা নষ্ট করে তা তার হেলমেটটার ওপর লিখে নিয়ে যায়। চালাক। মহা চালাক। আমাদের আবারো নতুন করে শুরু করতে হয়। অনেক ঝামেলা ছিল। আমরা মিউট্যান্টগুলোকে বাঁচিয়ে রাখি এ আশায় যে ভবিষ্যতে তাদের সাহায্যে এ ফর্মুলা উদ্ঘাটন করা

যাবে। আমাদের কাজ ক্ষতিগস্ত হয় যুদ্ধ, অর্থনৈতিক মন্দার কারণে। আমরা একবার খুব কাছে চলে যাই কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন মিত্র বাহিনী আমাদের ল্যাবের ওপর বোমাবর্ষণ করে। ফলে আমরা পিছিয়ে পড়ি কয়েক দশক।'

অস্টিন হাসল। 'তো আপনি বলছেন যে যুদ্ধ আপনাদের সৃষ্টি সে যুদ্ধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আপনাদের গবেষণা।'

'হ্যাঁ অনেকটা সেরকমই।'

'ওদিকে আপনার বয়স বাড়তে লাগল।'

'হ্যাঁ আমি বুড়ি হতে লাগলাম,' বলল সে দুঃখভরা কণ্ঠে। 'হারালাম আমি সৌন্দর্য, পরিণত হলাম থুরথুরে বুড়িতে। তবুও চালিয়ে গেলাম চেষ্টা। আমরা বয়স বাড়ার গতি কমাবার ব্যাপারে কিছুটা সফলতা পাই। সেটার সাহায্যে আমি ও এমিল বয়স কমাতে সক্ষম হই। কিন্তু সময় ফুরিয়ে আসছিল। আমরা সঠিক এনজাইম তৈরির চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম কিন্তু তাতে তেমন সফল হচ্ছিলাম না। এ সময়ে আমাদের একজন বিজ্ঞানী লস্ট সিটির এনজাইমের ব্যাপারে খবর পায়। মনে হচ্ছিল সেটাই মিসিং লিংক। আমি কোম্পানিটা কিনে ফেলি যারা এনজাইম নিয়ে কাজ করছিল ও ড. ম্যাকলিনও তার কলিগদেরকে এ রিসার্চের কাজে লাগিয়ে দেই। আমরা একটা সাবমেরিন বানাই যার মাধ্যমে এনজাইমগুলো নিয়ে আসতে পারি।

'ম্যাকলিনের কলিগদের কেন মারলেন?'

'আমরাই প্রথম নেই যারা প্রজেক্টের গোপনীয়তা রক্ষার্থে বিজ্ঞানীদের হত্যা করেছে। ব্রিটিশ সরকার এখনো স্টার ওয়ার মিসাইল ডিফেন্স প্রজেক্টে কাজ করা বিজ্ঞানীদের রহস্যময় মৃত্যু নিয়ে তদন্ত করছে। আমরা নতুন করে কিছু মিউট্যান্ট বানিয়ে ফেলি আর সে বিজ্ঞানীরা হুমকি দিচ্ছিল যে তারা এ ঘটনা প্রকাশ করে দেবে। সেজন্য তাদের মেরে ফেলা হয়।'

'কিন্তু সমস্যা হল সে বিজ্ঞানীরা তাদের কাজ শেষ করতে পারেনি,' বলল অস্টিন। 'কিছু মনে করবেন না কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনাদের এ অপারেশনটা স্রেফ ছাগলামি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।'

'একেবারে ভুল বলেননি। আসলে এমিলকে কাজটা দিয়েই আমি ভুল করেছি। আমি দায়িত্ব নিয়ে ড. ম্যাকলিনকে নিয়ে আসি এবং পুনরায় গড়ে তুলি রিসার্চ টিমটা। তারা পুনরায় কাজ শুরু করে ফেলে।'

'এমিলই কি সেই টানেলে বন্যা সৃষ্টি করার জন্য দায়ী?'

'আবারো আমার ভুল। আমিই তাকে হেলমেটটার ব্যাপারে জানাইনি তো স্বাভাবিকভাবে সে টানেলে বন্যা সৃষ্টি করার আগে হেলমেটটা খোঁজার কোনো চেষ্টাই করেনি।'

'আবারো ভুল?'

'সৌভাগ্যবশত মাদাম লেবেল হেলমেটটা নিয়ে আসেন এবং এখন তা আমার কাছে। যে ব্যাপারগুলো খুঁজে পাচ্ছিলাম না সেখানে লেখা ফর্মুলার সাহায্যে সেগুলো জানতে পারি আমরা। আর সেই সাথে ল্যাবগুলোও বন্ধ করে দেয়া হয়। তো আপনি বুঝতেই পারছেন যে আমরা ভুল করি কিন্তু সে ভুল থেকে শিক্ষা নিতে জানি। আপনি এখান থেকে একবার পালাতে পেরেছিলেন কিন্তু আবারো ফিরে এসেছেন নিশ্চিত সর্বনাশের মুখে।'

'এ ব্যাপারে অবশ্য আমি নিশ্চিত নই।'

'কি বলতে চান আপনি?'

'এমিলের সাথে আপনার কিছুক্ষণ আগে কথা হয়েছে?'

'না।' এ প্রথম তার চেহারায় ফুটে উঠল আশংকা। 'সে কোথায়?'

'আমাদের যেতে দিন তাহলে বলব।'

'কি বলতে চান আপনি?'

'এখানে আসার আগে আমি গ্লেসিয়ারে গিয়েছিলাম। এমিল এখন আমার জিম্মায়।'

বড়ই দুঃখের কথা,' বলল সে তুড়ি বাজিয়ে। 'শুনে খারাপ লাগল যে আপনি তাকে মেরে ফেলেননি।'

'আপনি মিথ্যা বলছেন। আমি আপনার সন্তানের কথা বলছি।'

'আমাকে পারিবারিক বন্ধনের ব্যাপারে জ্ঞান দেবেন না,' বললেন তিনি শীতল কণ্ঠে। 'এমিল বা তার সেই মাথামোটা বন্ধু সেবাস্তিয়ানের কি হল এটা দিয়ে আমার কিছু যায় আসে না। এমিল আমাকে সরাবার ধান্দায় ছিল। তাকে আমিই মেরে ফেলতাম। যদি আপনি তাকে মেরে ফেলতেন তাহলে আমার উপকার হত।'

রীতিমত বজ্রহত হল অস্টিন। বুঝে উঠতে পারছিল না কি বলবে।

'আমার জানা উচিত ছিল মা সাপ কখনো কখনো নিজের পাড়া ডিম খেয়ে ফেলে।'

'এসব ফালতু কথা বলে আপনি আমাকে অপমান করতে পারবেন না। ভেতরে দ্বন্দ্ব থাকলেও আমাদের পরিবার শতশত বছর ধরে টিকে আছে, গড়ে তুলেছে এক বিশাল সাম্রাজ্য আর–তা গড়তে বইয়ে দিয়েছে রক্তগঙ্গা।'

'রক্ত নিয়ে কি আমরা খুব বেশি বিচলিত? পৃথিবীর সবচেয়ে সস্তা বস্তু।'

'হয়ত এ নিয়ে অনেকের দ্বিমত থাকতে পারে।'

'আপনার কোনো ধারণাই নেই আপনি কিসে জড়িয়ে পড়েছেন,' বললেন মাদাম ফচার্ড কর্কশ কণ্ঠে। 'আপনি কি মনে করেন আমাদের চিনতে পেরেছেন? আমরা ঢাকা আছি স্তরের পর স্তরে। আমাদের পরিবারের ইতিহাস ঢেকে আছে রহস্যের চাদরে। যখন আপনার পূর্বপুরুষেরা জঙ্গলে ঘোরাফেরা করত তখন আমরা অস্ত্র ব্যবসায় পেয়েছি উৎকর্ষ। আমরা কোনো নির্দিষ্ট জাতির নই আবার সব জাতির। আমরা পার্সিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গ্রিকদের কাছে হাতিয়ার বিক্রি করেছি আর পার্সিয়ানদের গ্রিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। রোমান লিজিয়ন আমাদেরই ডিজাইন করা তলোয়ার হাতে ইউরোপের বুকে মার্চ করে। এবার আমরা ছিনিয়ে নেব সময়কে যেমনটা আমরা ছিনিয়ে নিয়েছিলাম স্টিলের ফর্মুলা।'

'আর যদি আপনি আরো একশ বছর কিংবা হাজার বছর বেঁচেও থাকেন তাতে লাভ কি?'

'আসলে কথা এটা নয় যে আপনি কত বছর বাঁচলেন। কথা এটা যে ঐ সময়টুকুতে আপনি কি করলেন। আপনি আমার সাথে যোগ দিন না মসিয়ো? আপনার জ্ঞানবুদ্ধি ও সাহসের আমি প্রশংসা করি। হয়ত আপনার বন্ধুদের জন্যও আমি কিছু করতে পারি। ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখুন। অমরত্ব! মনের কোণায় এটাই কি আপনার সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত বিষয় নয়?'

'আপনার পুত্রও আমাকে একই প্রশ্ন করে।'

'এবং?'

একটা শীতল হাসি ফুটে উঠল অস্টিনের ঠোঁটে। 'আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হল আপনি ও আপনার চেলাচামুন্ডাদের নরকে তাদের কাছে পাঠাতে।'

'তো আপনি তাকে হত্যা করেছেন!' মাদাম ফচার্ড হাততালি দিয়ে উঠলেন। 'সাবাশ মসিয়ো অস্টিন, আমি এটাই আশা করেছিলাম। আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন আমি আমার সে প্রস্তাবের ব্যাপারে মোটেও সিরিয়াস ছিলাম না। আমার এ শত বছরের জীবনে আমি একটা জিনিস শিখেছি তা হল পুরুষ মানুষের বিবেকবোধ সবসময় বিপদের কারণ হয়ে ওঠে। যাই হোক আপনি ও আপনার বন্ধুরা আমার অনুষ্ঠানে অংশ নিতে চাচ্ছেন, নেবেন। যেহেতু আপনি আমার সন্তানকে হত্যা করেছেন যেহেতু আমি আপনাকে এখন আপাতত হত্যা করব না। আমি আপনাকে সুযোগ দেব এ পৃথিবীর বুকে এক নতুন দিনের সূচনা দেখবার।'

তিনি তার পোশাকের ভেতর থেকে হলেদেটে রঙের একটা ছোট কৌটা বের করলেন, তুললেন নিজ মাথার ওপরে। 'জয়তু অমরত্ব।'

অস্টিন তখন ভাবছিল অন্য কথা মৃত্যুর আগে শেষ কথাটা বলার সময় ম্যাকলিনের চোখ অদ্ভুতভাবে জ্বলজ্বল করছিল।

'আপনার এ উন্মাদীয় পরিকল্পনা কাজ করবে না কখনও,' বলে উঠল অস্টিন শান্তকণ্ঠে। রেসিন ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন অস্টিনের দিকে। 'কে থামাবে আমাকে? আপনি কি একুশ বছরের অভিজ্ঞ একজন মানুষকে জ্ঞান দেবার চেষ্টা করছেন?'

তিনি কৌটাটা থেকে কর্ক সরালেন, ঠোঁট রাখলেন তার ওপর আর পান করলেন ভেতরে থাকা তরলটুকু। তার চেহারা থেকে যেন বেরুতে লাগল আলো। অবাক বিস্ময়ে কিছু সময়ের জন্য তাকিয়ে থাকল অস্টিন। সে উপলব্ধি করে তার চোখের সামনে ঘটছে এক বিস্ময়কর ঘটনা, কিন্তু কিছু সময় পর সে ফিরে আসে বাস্তবে। রেসিন খেয়াল করল অস্টিন তার ঘড়িতে টাইমিং বাটনে চাপ দিচ্ছে।

'আপনি ইচ্ছা করলে ঘড়িটা ছুঁড়ে ফেলতে পারেন। আমার জগতে সময়ের কোনো মূল্য নেই।'

'আপনার অনুরোধ না মানার জন্য দুঃখিত। আমার জগতে সময় এখনো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

তিনি অস্টিনের দিকে তাকালেন ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে, তারপর মার্সেলকে আসার জন্য ইশারা করলেন। বাকি বন্দিদের সাথে তারা এগুল একটা দরজার দিকে যা তাদের নিয়ে গেল ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে।

ভারী দরজাটা খুলে গেলে অস্টিন ও বাকিরা বন্দুকের নলের মুখে প্রবেশ করে ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে। সেই ফ্রেঞ্চ পাইলটের কথা মনে পড়ে গেল অস্টিনের। ফচার্ডদের অতীত রহস্যময়।

সে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করল ইশ্বরের কাছে। ইশ্বর যদি সহায় হন তাহলে এই বর্বর পরিবারের থাকবে না কোনো ভবিষ্যত।

একত্রিশ

রেসিন দেয়াল থেকে একটা মশাল খুলে নিয়ে প্রবেশ করলেন দরজা দিয়ে। নবযৌবন পেয়ে তিনি ছুটে চলেছেন সিঁড়ি বেয়ে যা চলে গেছে ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে। রেসিনের পেছন পেছন আসলো স্কাই

তারপর অস্টিন ও জাভালা এবং তাদের পেছনে গার্ডরা যারা তাদের ওপর কড়া নজর রেখেছে ঠিক যেভাবে রাখাল বালক চরতে যাওয়া পশুদের ওপর নজর রাখে। ভেতরের বাতাস ধীরে ধীরে ভারি হয়ে আসতে থাকে।

একটা সরু প্যাসেজওয়ে ধরে এগুতে লাগল তারা। প্যাসেজওয়েটা শেষ হয়েছে একটা পাথুরে দরজার সামনে। দু'জন গার্ড খুলে ফেলল দরজাটা। খোলার সময় কোনো আওয়াজ হল না বোঝা যাচ্ছে নিয়মিত তেল দেয়া হয়। বন্দিরা যখন আরেকটা করিডোর ধরে যাচ্ছিল তখন অস্টিন পুরো পরিস্থিতি বিবেচনা করে উপলব্ধি করল সে ঠিক পথেই এগুচ্ছে। ট্রাউট দম্পতিকে নির্দেশ দেয়া আছে স্ট্যান্ডবাই থাকতে যতক্ষণ না সে তাদের ডাকে।

সে নিজের কিছু ভুল সিদ্ধান্তের জন্য আফসোস করছিল। সে হিসাবে ভুল করে ফেলেছে। রেসিন একজন নিষ্ঠুর মহিলা নিজের ভাইকে সে হত্যা করেছে বিনা দ্বিধায়। তাই বলে সে নিজের সন্তানের মৃত্যুকামনা করবে তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। সে স্কাইয়ের দিকে তাকাল। স্কাই ভালোই আছে মাথার সাথে লেগে থাকা ঝুল ঝাড়ায় ব্যস্ত সে। সে শুধু আশা করছিল তার ভুলের মাশুল যেন স্কাইকে দিতে না হয়।

প্যাসেজওয়েটা শেষ হল আরেকটা পাথুরে দরজার সামনে। এ দরজাও খোলা হল। রেসিন ভেতরে প্রবেশ করে মশালটা ঘোরালো জোরে জোরে। মশালের নৃত্যরত আলো আলোকিত করল পাথরের চাইগুলোকে।

'আমি এর নাম দিয়েছি দীর্ঘশ্বাসের সেতু,' বলে উঠলেন রেসিন, তার কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হল দেয়ালে। 'এটা ভেনিসের চেয়েও প্রাচীন। শুনুন।' বাতাসে তার লম্বা চুল উড়ছে। 'এখানে চুপ করে না থাকাই উত্তম।'

সে এক লাফে চলে গেল পাথরের ওপর দিয়ে, স্কাই দিধান্বিত হল। অস্টিন তার হাত ধরে সরু ব্রিজটা অতিক্রম করে রেসিনের জ্বলন্ত মশালের পেছন পেছন এগুল। দূরত্ব তিরিশ ফুটের হলেও মনে হচ্ছিল যেন তিরিশ মাইল। জাভালা জন্মগতভাবে চৌকিস, কলেজে বক্সিং করেছে। সে খুব সহজেই অতিক্রম করে। গার্ড ও মার্সেলোর অতিক্রম করতে সময় লাগল। বলা বাহুল্য ডিউটির এ অংশটা তাদের পছন্দ হল না।

গার্ডরা একটা পুরু দরজা খুলে ভূ-গর্ভস্থ কক্ষ থেকে বের হয় এক খোলা জায়গায়। বাতাস বেশ শুকনো এবং তাতে বোটকা গন্ধ। তারা একটা ডজন ফুট চওড়া প্যাসেজওয়ে ধরে এগুতে লাগল।

রেসিন হাঁটতে হাঁটতে একটা নিচু দেয়ালের কাছে পৌঁছে গেল দু'পাশ দু'টি বিশাল চতুষ্কোণ থাম। তিনি বাকিদের আসবার আহবান জানালেন।

সে জায়গাটা আসলে একটা আম্ফিথিয়েটারের ওপরের অংশ পুরো আম্ফিথিয়েটারে শতশত দর্শকের নীরব উপস্থিতি। অস্টিন অবাক বিস্ময়ে ফাঁকা জায়গাটা দেখতে লাগল। 'চমকে দিতে আপনি কখনও ক্লান্তবোধ করেন না।'

'খুব কম লোকই ফচার্ড পরিবারের এ স্যাঙ্কট্রাম স্যাঙ্কটোরাম দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।'

স্কাইয়ের ভয় চলে গেছে একেবারে। সে ব্যস্ত বিচার বিশ্লেষণে। 'এটা একবারে কলোসিয়ামের মত, বলল সে বিশ্লেষকের চোখে। 'কলাম, আর্কেড সবই একই ধরনের, শুধু স্কেলটা বাদে।'

'এতে আসলে তেমন অবাক হবার কিছু নেই, 'বললেন, রেসিন। 'এটা আসলে কলোসিয়ামের ক্ষুদে সংস্করণ। এটা তৈরি করেছিল রোমনরা যারা নিজের দেশকে খুব মিস করছিল। আমার পূর্বপুরুষেরা যখন শ্যাতো বানাবার জন্য জায়গা খুঁজছিলেন তখন এ জায়গাটা দেখে তাদের মনে হয়েছিল বাড়িটা এমন একটা জায়গাতে করলে যেখানে একসময়ে গ্ল্যাডিয়েটররা একে অপরের রক্ত ঝরিয়েছিল তাদের ব্যবসার জন্য শুভ হবে।'

'এরা কারা?' প্রশ্ন করল সে রেসিনকে।

'আসুন পরিচয় করিয়ে দেই,' জবাব দিল সে।

তারা কয়েকধাপ সিঁড়ি অতিক্রম করল। নিচে আসার পর একজন গার্ড একটা লোহার গেট খুলে দিল। তারা একটা ছোট টানেল ধরে যেতে লাগল। রেসিন তাদের জানালেন যে এ পথে গ্ল্যাডিয়েটররা আসতেন। টানেলটা অতিক্রম করে তারা গিয়ে পৌঁছে একটা বৃত্তাকার স্থানে যার মেঝে ভর্তি সাদা বালিতে।

তার ঠিক মাঝখানে একটা ডায়াস রাখা যা প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা। সিঁড়িগুলো কাটা হয়েছে বর্গাকৃতিতে। অস্টিন উপস্থিত গার্ডদের দিকে একবার তাকালো ঠিক তখন স্কাইকে হাই তুলতে শুনল সে।

সে নিচের সারির সিটগুলোর দিকে তাকালো। হলুদ আলোতে সে দেখতে পেল একটা হলদেটে রঙের কংকাল। সে উপলব্ধি করল এ দর্শকেরা আসলে মমি ছাড়া আর কিছুই নয়।

'ভয় পেও না,' বলল সে স্বাভাবিক কণ্ঠে। 'এরা তোমার কোনো ক্ষতি করবে না।'

জাভালা রীতিমত হতবাক। 'এটা তো গণসমাধিকেন্দ্র,' বলল সে।

অস্টিন মাদাম ফচার্ডের দিকে তাকিয়ে বলল। 'জো ঠিকই বলেছে। আপনার এ স্যাঙ্কট্রাম স্যাঙ্কটোরাম একটা সমাধিকেন্দ্র।'

'ভুল করলেন আপনি,' বললেন রেসিন। 'আপনি এখন আমাদের পরিবারের সবচেয়ে পবিত্র স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। এ জায়গাতে দাঁড়িয়ে আমি ১৯১৪ সালে জুলসকে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম। এখানে দাঁড়িয়েই সে ঘোষণা দেয় সে পরিবারের বিরুদ্ধে যাবে।'

অস্টিন কল্পনা করল রেসিনের ভাইয়ের মানবজাতিকে রক্ষার জন্য একদল হৃদয়হীন মানুষের সামনে আকুতি।

'এমন রক্তপিপাসুর পরিবারের বিরুদ্ধে আসলেই যাওয়াটা সাহসের ব্যাপার।' বলল অস্টিন।

রেসিন তার মন্তব্যকে অগ্রাহ্য করলেন। তিনি পায়ের আঙ্গুলের ওপর উঠে দাঁড়ালেন ব্যালেরিনার মতো। 'কেন জানি মনে হচ্ছে,' বলল অস্টিন। 'তারা আপনার ভাইয়ের এমন বিরুদ্ধচরণের ব্যাপারটা এখনও ভুলতে পারেনি।'

'তার এ বিরুদ্ধচরণ শুধু আমাদের বিরুদ্ধে নয় এ বিরোধিতা আমাদের পরিবারের পাঁচ হাজার বছর পুরাতন ইতিহাসের বিরুদ্ধেও। যখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা ক্রুসেডারদের সাথে ফ্রান্সে আসেন তখন তারা তাদের আত্মীয়দের মৃতদেহও বহন করে নিয়ে আসেন। বলাবাহুল্য এতে সময় লেগেছে বহু বছর।'

'তো এ হাড়গোড়ের জন্য এত ঝামেলা করার কি দরকার ছিল?'

'আমাদের পরিবার সবসময় চিরন্তন জীবনের স্বপ্ন দেখে এসেছে। মিশরীয়দের মতো তারাও বিশ্বাস করত যে দেহ যদি সংরক্ষণ করে রাখা যায় তাহলে মৃত্যুর পরও পাওয়া যাবে জীবন।' তিনি অস্টিনের পাশ দিয়ে চলে গেলেন। 'আমাদের অতিথিরা আসতে শুরু করেছেন। আমরা অনুষ্ঠান শুরু করতে পারি।'

ভৌতিক চেহারার কিছু মানুষ সাদা আলখাল্লা পরে উপস্থিত হতে শুরু করল। তারা নারী ও পুরুষ সমানভাবে বিভক্ত ছিল। তারা সংখ্যায় দু'ডজনের মতো, সাদা চুল আর চেহারার কুচকানো অবস্থা দেখে মমিগুলোর কথা মনে পড়ে যায় অস্টিনের। তারা এগিয়ে গিয়ে মাদাম ফচার্ডের হস্ত চুম্বন করে ডায়াসের চারপাশে চক্রাকারে গিয়ে দাঁড়ায়।

'আপনার এদের সাথে আগে দেখা হয়েছে,' বললেন রেসিন অস্টিনকে। 'আমার সেই পার্টিতে। এরা সবাই পুরাতন অস্ত্র ব্যবসায়ী পরিবারের সদস্য।'

'কস্টিউমেই তাদের ভালো লাগছিল,' বলল অস্টিন।

'সময়ের নিষ্ঠুর কষাঘাত কারো প্রতিই হয় না সদয়, কিন্তু তারা হবে কিছু সৌভাগ্যবান লোকদের মধ্যে অন্যতম যারা আমার সাথে সারা পৃথিবী শাসন করবে। মার্সেল থাকবে আমাদের প্রাইভেট আর্মির নেতৃত্বে।'

জোরে হেসে উঠল অস্টিন। সবাই তাকালো তার দিকে।

'তো এতসব পাগলামি এর জন্য? বিশ্ব শাসন?'

রেসিন অস্টিনের দিকে হিংস্রচোখে তাকালেন। 'আপনার কাছে এটা হাস্যকর লাগছে?'

'অবশ্য আপনিই প্রথম নন যারা এ স্বপ্ন দেখেছিল,' বলল অস্টিন। 'হিটলার ও চেঙ্গিস খানতো আপনার চেয়ে আরো অনেক সফল হয়েছিলেন। কিন্তু রক্তপাত ছাড়া আর কিছুই অর্জন করতে পারেননি তারা।'

রেসিন স্বাভাবিক হয়ে আসলেন। 'কিন্তু তারা যদি অমর হতেন তাহলে পৃথিবীর কি অবস্থা হত ভেবে দেখুন একবার।'

'মনে হয় না সে পৃথিবীতে খুব বেশি মানুষ থাকতে চাইত।'

'ভুল বললেন আপনি। দস্তয়ভস্কি সঠিকই বলেছেন যে মানবজাতি সবসময় একজন নতুন মানুষকে খোঁজে উপাসনার জন্য। আমাদের সবাই মুক্তিদাতা হিসেবে স্বাগত জানাবে যখন সারা বিশ্বের সমুদ্রগুলো পরিণত হবে মজা পুকুরে। নিশ্চয়ই নুমার লোকেরা ব্যাপারটা জেনে গেছে।'

'গ্রিনউইড?'

'ও তাহলে এ নাম দিয়েছেন? চমৎকার নাম।'

'এ ব্যাপারে আপনি জানলেন কি করে?'

'বেকুব কোথাকার! এটাতো আমিই সৃষ্টি করেছি। শুধু দীর্ঘ জীবন আমাকে সে ক্ষমতা দেবে না যার স্বপ্ন আমি দেখছি। আমার বিজ্ঞানীরা এটা গবেষণা করতে গিয়ে কাকতালীয়ভাবে আবিষ্কার করে ফেলে। যখন তারা ব্যাপারটা আমাকে জানায় যখন আমি উপলব্ধি করি আমার পরিকল্পনায় এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি লস্ট সিটিকে এ বীজের জন্মভূমি বানিয়ে ফেলি।'

অস্টিন তার ভয়াবহ ক্ষুরধার মস্তিষ্কের প্রশংসা না করে পারল না। সে সবার চেয়ে একধাপ এগিয়ে।

'সেজন্যই আপনি উডস হোল এক্সপিডিশন বানচাল করার চেষ্টা করেছিলেন।'

'অবশ্যই। আমি কোনোভাবেই ওই বেকুবগুলোকে আমার পরিকল্পনা নষ্ট করতে নিতে পারতাম না।'

'তাহলে আপনি এক সংকটাপন্ন বিশ্বের সম্রাজ্ঞী হতে চান?'

'সেটাই আমার লক্ষ্য। যখন বিভিন্ন দেশ দেউলিয়ায় পরিণত হবে, দুর্ভিক্ষে পর্যদুস্ত হয়ে যাবে, সৃষ্টি হবে বিশৃংখলার, তাদের শাসকরা হারাবে ক্ষমতা তখন আমি এগিয়ে আসব তাদের বাঁচাতে।'

'তার মানে আপনি এ বীজগুলো মারতে পারবেন?'

'যত সহজে আমি আপনাকে ও আপনার বন্ধুদের মারতে পারব। সারা পৃথিবী আমাকে উপাসনা করবে। জ্ঞানে গরিমায় আমরাই হব শ্রেষ্ঠ। সবাই আসবে আমাদের সাহায্য নিতে। আমরাই পরিণত হব ইশ্বরে।'

'ঈশ্বর যে বেঁচে থাকবে চিরকাল? না তেমন আকর্ষণীয় প্রস্তাব না।'

'আপনার কিংবা আপনার বন্ধদের জন্য নয়। তবে চিন্তা করবেন না। হয়ত আমি আপনাকে বেঁচে থাকতে দিতে পারি। হয়ত পোষা প্রাণী হিসেবে। একজন মানুষকে স্রেফ একটা জানোয়ার বানাতে আমার কয়েকদিন সময় লাগবে। এক অসাধারণ প্রক্রিয়া।

ব্যাপারটা আমার জন্য খুবই উপভোগ্য হবে যখন আমি আপনার বান্ধবীর মধ্যে এমন পরিবর্তন হতে দেখব।'

'বলা যায় না,' বলল অস্টিন। 'আপনার অমরত্বের ওষুধ সরবরাহ হয়ত কম।'

'অসম্বব। আমার ল্যাবরেটরিতে যতটুকু দরকার ততটুকু সরবরাহ রয়েছে।'

'আপনি কি আপনার দ্বীপের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন?'

'যোগাযোগ রাখার দরকার হয় না। আমার লোকেরা সেখানে আছে।'

'আর নেই। আপনার ল্যাবরেটরি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আমি তা নিজ চোখে দেখেছি।'

'আমি আপনাকে বিশ্বাস করি না।'

হাসল অস্টিন কিন্তু তার নীল চোখে স্পষ্ট কাঠিন্যের ছাপ। 'মিউট্যান্টগুলো তাদের ডেরা থেকে পালিয়ে কর্নেল স্ট্রেজা ও তার বাহিনীকে যমালোকে পাঠয়েছে। ধ্বংস করেছে আপনার ল্যাব। অবশ্য সেটা আর আপনার কোনো কাজে লাগবে না কারণ পুরো দ্বীপ ও আপনার সাবমেরিন এখন ব্রিটিশ মেরিনদের দখলে। আপনার প্রিয় বিজ্ঞানী মৃত, তাও আবার আপনারই এক গার্ডের গুলিতে।

রেসিন এ খবর শুনে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। 'সমস্যা নেই। আমার হাতে যে পরিমাণ সম্পদ আছে তা দিয়ে আমি অন্যকোনো দ্বীপে ল্যাব তৈরি করতে পারি। ম্যাকলিনকে এমনিতেও মারা হত। আমার হাতে ফর্মুলাটা আছে তাই এটাকে সহজেই পুনরায় উৎপাদন করে যাবে। আমি জিতেছি এবং আপনি ও আপনার বন্ধুরা হয়েছেন পরাজিত।'

অস্টিন তার ঘড়ির দিকে তাকাল। 'বড়ই দুঃখের বিষয় আপনি আপনার স্বপ্ন পূরণ করতে পারবেন না,' বলল সে আত্মবিশ্বাসের সাথে।

অস্টিন তাকাল রেসিনের চোখের দিকে, জ্বলজ্বল করছে রুবি পাথরের মতো।

'আপনিই তাড়ায় আছেন,' রেসিন অস্টিনের জবাবে দ্বিধান্বিত হল।

'কি জন্য?'

'কারো সাথে মিলিত হবার জন্য। যাকে আপনি সবচেয়ে ভয় পান।'

রেসিনের মুখ শক্ত হয়ে গেল। 'আমি কাউকে ভয় পাই না।'

তিনি ঘুরে প্ল্যাটফর্মের ওপর গিয়ে দাঁড়ালেন।

এক সাদা চুলের দম্পতি সামনে এগিয়ে আসলো হাতে ট্রে নিয়ে। ট্রেটার ওপর সেই একই ধরনের হলুদ শিশি যা থেকে রেসিন পান করেছিলেন। লোকটার হাতে একটা কালো রঙের কাঠের বাক্স যার ওপর খোদাই করা তেমাথা ইগল।

স্কাই অস্টিনের হাত আরো জোরে চেপে ধরল। 'এরা আমাকে প্যারিসে কিডন্যাপ করে,' ফিসফিস করে বলে উঠল সে। 'এবার আমরা কি করব?'

'অপেক্ষা কর,' বলল সে। সে তার ঘড়ির দিকে তাকাল যদিও তার একটু আগেই সে তাকিয়েছে।

ঘটনাগুলো ঘটতে লাগল খুব দ্রুত। অস্টিন একটা বেপরোয়া পরিকল্পনা তৈরি করতে লাগল। সে জাভালার দিকে তাকিয়ে তাকে প্রস্তুত থাকতে বলল মাথা ঝাঁকাল জো। পরবর্তী কয়েক মিনিট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রেসিন বক্সটা থেকে হেলমেটটা বের করলেন। উপস্থিত সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। ধীরেধীরে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে উঠলেন তিনি হেলমেটটা উঁচু করলেন তিনি, বসালেন নিজের মাথায়, তার মুখে ফুটে উঠল বিজয়ীর হাসি।

'আপনারা সবাই অনেক লম্বা পথ অতিক্রম করে আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন,' উপস্থিত দর্শকের মধ্যে হাসির আওয়াজ শোনা গেল। 'যাই হোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পরিণত হব ইশ্বরে, আমাদের উপাসনা করা হবে যুগযুগ ধরে।'

রেসিনের অনুসারীরা তৃষ্ণার্ত চোখে পান করতে লাগল তার যৌবন সুধা।

'ফর্মুলার শেষ ডোজটা আমি মাত্র এক ঘন্টা আগে নিয়েছি। এবার বন্ধুরা, যারা এতদিন আমাকে সাহায্য করে গেছেন তাদের পালা। আপনারা পান করতে যাচ্ছেন জীবন সুধা, অমরত্বের ঔষধ যা যুগেযুগে ছিল মানুষের চরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু।'

মহিলাটা ট্রে হাতে নিয়ে ডায়াসের আশপাশে ঘুরতে লাগল। উৎসাহ হাত বাড়িয়ে দিল শিশির জন্য।

অস্টিন অপেক্ষায় ছিল কখন মার্সেল ও গার্ডেরা শিশির জন্য এগোয়। ঠিক তখন সৃষ্টি হবে একটা সুযোগের কেননা তাদের মনোযোগ নিবন্ধিত হবে অমৃতের ওপর। সে ধীরে ধীরে কারো মনোযোগ আকর্ষণ না করে পৌঁছে গেল সবচেয়ে কাছের গার্ডের কাছে। গার্ডটা তখন অমর হবার স্বপ্নে একেবারে মগ্ন।

শিশিগুলো মার্সেল ও তার সাথীদের উদ্দেশে প্রদান করা হল।

অস্টিনের পরিকল্পনা ছিল ঝাঁপ দিয়ে গার্ডের ওপর লাফিয়ে পড়ে তাকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা। জাভালা স্কাইকে নিয়ে টানেলের উদ্দেশে ছুটতে পারবে। অস্টিন জানত সে একটা বড় ধরনের ঝুঁকি নিচ্ছে কিন্তু নিজ বন্ধুদের জন্য এ ঝুঁকি নিতে ছিল না কোনো দ্বিধা। সে জাভালাকে চোখ দিয়ে আবারো ইশারা করল। ঝাঁপ দেবার আগে সে শেষবারের মতো আশপাশে তাকালো।

রেসিনের অনুসারীরা সবাই অমৃত সুধাপানে ব্যস্ত।

রেসিন তার গলার ওপর হাত রাখলেন, যেন তার গলায় কিছু আটকে গেছে। চেহারার মধ্যে অস্বস্তিভাব। তারপর তিনি গালের ওপর হাত রাখলেন। তার ফর্সা ত্বক কুচকাতে শুরু করেছে, পরিণত হয়েছে হলদে বর্ণে যেন মুখে কেউ এসিড ঢেলে দিয়েছে।

'কি হচ্ছে?' প্রশ্ন রেসিনর। তিনি হাত রাখলেন চুলে। তার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। উজ্জল সোনালি রঙে পরিণত হয়েছে ধবধবে সাদায়। হাতে উঠে আসলো একগোছা। তিনি আতংকিত চোখে তাকালেন। তার মুখের অবস্থা রোদে ফাটা মাটির মতো হয়ে গেল।

'বল কি হচ্ছে!' চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

'সে আবারো বুড়ো হয়ে যাচ্ছে,' বলে উঠল একজন ফিসফিস করে।

যে কথাটা বলে উঠল তার দিকে তাকালেন রেসিন। তার চোখের উজ্জলতা কমতে শুরু করেছে, চোখজোড়া ঢুকে যাচ্ছে কোটরের মধ্যে। তার হাত ধীরেধীরে সরু হয়ে আসতে শুরু আর হেলমেটটা খসে পড়ল তার মাথা থেকে, ধনুকের মতো কুকড়ে যেতে লাগল তার দেহ। তার সুন্দর চেহারা কুৎসিত হয়ে গেল, তার মসৃণ চামড়া ভরে গেল ছোপ ছোপ দাগ। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল বয়সের ভারে নুজ তিনি।

রেসিন উপলব্ধি করল তার কি হচ্ছে। 'না,' বলে উঠলেন তিনি, চিৎকার করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু গলা থেকে বের হল না আওয়াজ।

'নাআআ...'বলে উঠলেন তিনি।

রেসিনের দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা হারালেন, পড়ে গেলেন তিনি। হামাগুড়ি দিয়ে তিনি অস্টিনের হাত ধরার জন্য হাত বাড়ালেন। অস্টিনের খারাপ লাগল তার জন্য কিন্তু রেসিনের কুকীর্তির কথা ভেবে মনে মনে খুশি হল। রেসিনের দিকে তাকাল সে।

'আশা করি অনন্তকালের এ যাত্রা আপনার শুভ হবে,' বলল সে।

'তুমি কি করে থাকলে?' বলল সে ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে।

'ম্যাকলিন মৃত্যুর আগে আমাকে বলেছিল। সে ফর্মুলাটা এমনভাবে প্রোগ্রাম করে যেন তা বয়স কমাবে বদলে উল্টা বাড়িয়ে দেয়,' বলল অস্টিন। 'তৃতীয় ডোজটা নেবার এক ঘণ্টার মধ্যে আপনার বয়স বাড়িয়ে দিয়েছে।'

'ম্যাকলিন!' বলে উঠলেন তিনি হিসিহিস করে। তারপর কিছু সময় শরীর মুচড়ে স্থির হতে পড়লেন তিনি।

উপস্থিত সকলে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল, তারপর সবাই ফেলে দিল সেই 'অমৃত'-এর শিশি।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল এক মহিলা, ছুটে পালাতে গেল টানেলের দিকে। মার্সেল ও তার গার্ডরা পলায়নরত মানুষের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল।

অস্টিন ঝাঁপিয়ে পড়ল সবচেয়ে কাছের গার্ডের ওপর, পরাস্ত করে ফেলল তাকে।

মার্সেল দেখতে পেল বন্দিরা পালাতে শুরু করেছে। সে বন্দুক বের করে উন্মাদের মতো গুলি চালাতে লাগল পলায়নরত দর্শকদের ওপর। তার গুলির আঘাতে ইশ্বর হবার স্বপ্নে বিভোর মানুষগুলো পৌঁছে গেল সেই ইশ্বরেরই কাছে। অস্টিন ও বাকিরা টানেলের মধ্যে আশ্রয় নিল।

স্কাই ও জাভালা যখন সিঁড়িতে গিয়ে পৌঁছলো অস্টিন বোল্টের ওপর গুলি করে বন্ধ করে দিল গেট। শতশত বুলেট এসে আঘাত হানল লোহার বারের ওপর, ছিটে আসতে লাগল লোহার টুকরো।

অস্টিন প্রথম লেভেলে গিয়ে থেমে বাকিদের এগিয়ে যেতে বলল। সে একটা প্যাসেজওয়েতে ছুটে যেতে লাগল যা চলে গেছে বসার জায়গাগুলোতে। সে যা আশংকা করেছিল মার্সেল ও তার লোকেরা দরজাটা উড়িয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে। তারা একটা দেয়ালের পাশে যা প্রথম সারির সিটগুলোকে আলাদা করে সেখানে অবস্থান নিয়েছে।

অস্টিন পেছন ঘুরে চলে গেল পরবর্তী লেভেলে। জাভালা ও স্কাই তার জন্য অপেক্ষা করছিল। সে তাদের এগুতে থাকতে বলল। সে আরেকটা প্যাসেজওয়েতে চলে গেল যেখানে আরো সিট রয়েছে। মার্সেল ও তার লোকেরা প্রথম সারির অর্ধেকপথ পৌঁছে গেছে, দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। তাদের পায়ের আঘাতে ছিটকে পড়ছে মমিগুলো। মার্সেল অস্টিনকে দেখতে পেয়ে গুলি চালাবার নির্দেশ দিল।

মাথা নিচু করল অস্টিন। যে দেয়ালের আড়ালে সে লুকিয়ে ছিল তা বুলেটের আঘাতে ঝাঝরা হয়ে যাচ্ছে। মার্সেল তাকে ধরে ফেলবে। তাকে থামাতে হবে।

অস্টিন পেছনে ফিরল। মার্সেল ও তার লোকেরা অস্ত্র বের করবার আগেই সে একটা জ্বলন্ত মশাল খুলে নিয়ে ছুড়ে মারল যা গিয়ে পড়ল মমিদের ওপরে। দেহ সংরক্ষণে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করায় সাথে সাথে তা জ্বলে ওঠে। আগুন ছড়িয়ে পড়ে দ্রুতগতিতে মমিগুলো বিস্ফোরিত হতে থাকে একের পর এক। মার্সেলের লোকেরা দেখতে পেল পুরো আম্ফিথিয়েটার পরিণত হয়েছে অগ্নিকুণ্ডে। গুলি চালাতে লাগল তারা, অবশেষে তারাও হারিয়ে গেল আগুনের তেজে, বন্ধ হয়ে গেল তাদের অস্ত্রের ঝনঝনানি চিরতরে।

আগুনের লেলিহান শিখায় মূহূর্তের মধ্যে ছেয়ে গেল পুরো স্টেডিয়াম। বের হতে লাগল কালো ধোঁয়া। অস্টিন উপলব্ধি করল এ আগুন ছড়িয়ে পড়বে সব জায়গায়। সে ছুটতে ছুটতে পৌঁছে গেল আম্ফিথিয়েটারের ওপরের অংশে।

জাভালা ও স্কাই প্যাসেজওয়েতে অস্থির হয়ে অস্টিনের জন্য অপেক্ষা করছিল। প্যাসেজওয়েটা কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেয়ে গেল কালো ধোঁয়ায়।

জাভালা একটা মশাল নিয়ে এগুচ্ছিল কিন্তু কালো ধোঁয়ার প্রকোপে তা একেবারে অকার্যকর হয়ে পড়েছে। অস্টিন অন্ধকারের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগল। সে স্কাই ও জাভালাকে তার পেছন পেছন আসতে বলল। পাথরের টুকরোগুলোকে ধরে ধরে সে এগুতে থাকে সামনে।

উত্তপ্ত বাতাসে দম বন্ধ হয়ে আসতে থাকে তাদের। কাশতে কাশতে ধীরে ধীরে তারা এগিয়ে যেতে থাকে।

ভূ-গভস্থ কক্ষের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতাটা ছিল নিঃসন্দেহে দুঃস্বপ্নের। ধোঁয়ায় চারপাশ ছেয়ে যাওয়াতে তাদের আগাতে কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু যাওয়ার পথে তারা দু' টো টর্চ তুলে নেয়ায় তাদের এগুতে সুবিধা হল।

তারা পৌঁছে গেল আর্মারিতে। সে ভেবেছিল আর্মারির বাতাস ভূ-গর্ভস্থ কক্ষগুলোর চেয়ে টাটকা হবে কিন্তু সেখানেও চলে গেছে ধোঁয়া। অস্টিনের মনে পড়ল রেসিন তাকে ভূ-গর্ভস্থ স্টেডিয়ামের ভেন্টিলেশনের কথা বলছিল।

তুলনামূলকভাবে এখানে রাস্তা স্পষ্ট হওয়াতে তারা দৌড়ে আর্মারি থেকে বের হয়ে চলে আসে করিডোরে। সেখান থেকে ছুটতে ছুটতে তারা পৌঁছায় পোট্রেট গ্যালারিতে। আগুনের আঁচ সেখানেও অনুভূত হয়, গ্যালারির উত্তাপ পৌঁছায় অসহ্য পর্যায়ে। তারা সামনের দরজায় গিয়ে তা খোলা দেখে ছুটে বের হয়ে আসে কোর্টইয়ার্ডে। সেখানে পৌঁছে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে থাকে তারা। টাটকা বাতাস প্রবেশ করে শ্যাতোর মধ্যে খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে। অক্সিজেনের নতুন উৎসে আগুন হয়ে ওঠে আরো ধ্বংসাত্মক। আগুনের আঁচে পুড়ে যেতে থাকে ফচার্ড পরিবারের পেইন্টিংগুলো।

কোর্টইয়ার্ডে অনেককে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখা যায়। রেসিনের গার্ডেরা। তারা অস্টিন বা তার বন্ধুদের কিছু করার চেয়ে নিজেদের বাঁচাতেই বেশি ব্যস্ত ছিল।

আগুনের লেলিহান শিখা আরো ছড়াতে শুরু করলে তারা ড্রাইভওয়ে ধরে এগুতে থাকে। সেখান থেকে তারা জঙ্গলে পৌঁছলে শুনতে পায় এক বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজ।

তারা পেছনে ফিরে দেখতে পায় বিশাল শ্যাতোটা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছে। শুধু টিকে আছে টারেটগুলো। কিছুক্ষণ পরে টারেটগুলোও হারিয়ে গেল ধোঁয়ার আড়ালে।

আবারো বিস্ফোরণের আওয়াজ. আরো জোরে। আগুনের শিখা ছুঁয়ে ফেলল আকাশ। এক পর্যায়ে হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল পুরো শ্যাতোর কাঠামো।

'ওহ্ ইশ্বর!' বলল স্কাই 'কি হল?'

'দ্য হাউস অব আশার,' বলে উঠল অস্টিন।

স্কাই তার চোখ মুছলো। 'কি?'

'পো'র গল্প। আশার পরিবার ও তাদের বাড়ি ছিল অন্যায়-অবিচারে ভরা। ফচার্ডদের মতো তারাও তাদের কৃতকর্মের নিচে চাপা পড়ে।'

স্কাই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে শ্যাতোর ধ্বংসাবশেষের দিকে। 'আমার অবশ্য রোসেই বেশি পছন্দ।'

অস্টিন তার কাঁধের ওপর হাত রাখল। কয়েক মিনিট পর একটা হেলিকপ্টার তাদের দৃষ্টিগোচরে আসে। হেলিকপ্টারটা তাদের সামনে এসে থামে এবং পল ট্রাউট নামে তার ককপিট থেকে।

'নিউ এ রাইড?' প্রশ্ন করল সে।

মাথা ঝাঁকাল অস্টিন। 'শাওয়ার নিতে পারলেও মন্দ হত না।'

'আর এক ঢোক টাকিলা,' বলল জাভালা।

'আর লম্বা সময়ের জন্য গোছল,' বলে উঠল স্কাই।

'সবই হবে,' বলল ট্রাউট। তাদের নিয়ে গেল হেলিকপ্টারে যেখানে গ্যামি বসে আছে কন্ট্রোলে। তারা চেপে বসার পর চলতে শুরু করল হেলিকপ্টারটা গাছের মাঝখান থেকে মুক্তির পথে।

বত্রিশ

জাহাজগুলো সারিবদ্ধভাবে চেস্পেক বে থেকে শুরু করে গালফ অভ মেইন হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টিক উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কয়েক দিন আগেই নুমার ও নৌ যুদ্ধজাহাজের একটা ফ্লিট এখানে এসে জড়ো হয় সম্ভাব্য আক্রমণের আশংকায়। কিন্তু তা শেষমেষ আর হয়নি।

নুমার নলি হেলিকপ্টার জাহাজগুলোর ওপর দিয়ে উড়ে গেল। হেলিকপ্টারটা কেপ হ্যাটারাসে ছিল যখন চ কন্ট্রোলে জাভালা ছিল। জানালা থেকে বাইরে তাকিয়ে বলে ওঠে 'মনে হচ্ছে সারগাসো সাগর হরমোনের ওপর ভাসছে।'

অস্টিন তার দুরবীন নিচু করে বলে উঠল,'সারগোসা সাগরতো এর তুলনায় রীতিমত ফুলের বাগান।'

যেখানে যদ্দুর চোখ যায় গর্গন উইড ছড়িয়ে রেখেছে তার জাল।

অস্টিন ও জাভালা হেলিকপ্টার থেকে দেখতে পেল জাহাজগুলো নানা উপায়ে উইডগুলোর চলাচল বন্ধ করে যাচ্ছে। যুদ্ধজাহাজগুলো তাদের বড় আর্টিরারি দিয়ে ব্রডসাইড শলভো ফায়ার করে চেষ্টা করে যাচ্ছে। গোলার আঘাতে উইডের কার্পেটে ছিদ্র সৃষ্টি হলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই তা পূরণ হয়ে যাচ্ছে। এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার থেকে ওড়া প্লেনগুলো উইডের ওপর বোমা ও রকেট হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। তাতেও কাজ হচ্ছে না। মনে হচ্ছে মশার দল কোনো হাতিকে কামড়াচ্ছে। প্লেন থেকে স্প্রে করা ফাঙ্গাসাইড পানিতে পড়ার পরপরই ধুয়ে মুছে যাচ্ছে।

অস্টিন জো কে দু' টো সীপ কভার করতে বলল। সীপ দুটো তাদের মাধখানে বাধা পাইপ বুম দিয়ে উইডগুলোর চলাচল থামাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। পদ্ধতিটা মোটামুটি কাজে দিচ্ছে। উইডগুলো বুমের সামনে জড়ো হচ্ছে এবং পাইপের মাধ্যমে তা টেনে নেয়া হচ্ছে।

'বহু দেখেছি,' বিরক্তির সাথে বলে উঠল অস্টিন ,'চল শিপে ফিরে যাই।'

রেসিন ফচার্ড মারা গেছে, তার লাশ তারই প্রিয় শ্যাতোর ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছে কিন্তু তার প্ল্যানের প্রথমাংশ পেয়েছে আশাতীত সাফল্য। আটলান্টিক পরিণত হচ্ছে থকথকে পাদার্থে ভরা জলাশয়ে যার কথা সে দিয়েছিল।

অস্টিন এ ভেবে সান্ত্বনা খুঁজছিল যে রেসিন ও তার খুনি পুত্র ও ভয়াবহ বিপর্যয়ের সুযোগ নেবার জন্য আর বেঁচে নেই। তবে তাদের ঘটানো এ বিপর্যয়ের এখন পর্যন্ত কোনো সমাধান করা যাচ্ছে না। অস্টিন ফচার্ডদের মতো সাক্ষাত শয়তানদের মোকাবেলা করে শেষ করতে সক্ষম হলেও ভয়াবহ বিপর্যয় আর সামাল দিতে পারছে না।

তারা আরো আধা ঘণ্টা ঘোরাঘুরি করল। অস্টিন লক্ষ্য করল জাহাজগুলো অগ্রসরমান উইডগুলো এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

'ল্যান্ডিংয়ের জন্য স্ট্যান্ডবাই কার্ট,' বলল জাভালা।

হেলিকপ্টারটা একটা ইউএস নেভি ক্রুজারের দিকে এগুল এবং কয়েক মুহূর্ত পর তা ডেকের হেলিপ্যাডে ল্যান্ড করল। পিট মুলার যার সাথে দেখা হয়েছিল লস্ট সিটিতে তাদের স্বাগত জানাবার জন্য অপেক্ষা করছিল।

'দেখে কি মনে হয়?' বলে উঠল মুলার রোটরের আওয়াজ ছাপিয়ে।

হাসল অস্টিন। 'এর চেয়ে খারাপ হতে পারে না।'

সে ও জাভালা মুলারের পেছন পেছন ডেকের নিচে ব্রিফিং রুমে গেল। প্রায় ত্রিশজন নারী ও পুরুষ একটা বিশাল ওয়াল স্ক্রিনের সামনে ফোল্ডিং চেয়ারের বসে আছেন। অস্টিন ও জাভালা আস্তে করে পেছনের সারিতে দু'টো সীটে বসে পড়ল।

অস্টিন নুমার বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানীকে চিনতে পারলেও সশস্ত্র বাহিনীর ইউনিফর্মধারী এবং স্যুট পরিহিত সরকারি সংস্থার অল্প কয়েকজনকে চিনতে পারল।

স্ক্রিনের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন উডসহোলের সাইকোলজিস্ট ড. অসবোন যিনি ট্রাউট দম্পতিকে গর্গন উইড সম্পর্কে প্রথমে অবগত করেন। তার একহাতে একটা রিমোর্ট কন্ট্রোল ও অপর হাতে একটা লেজার পয়েন্টার। স্ক্রিনে আটলান্টিক মহাসাগরের পানির স্রোতের একটা চার্ট রয়েছে।

'এখান থেকে প্রাদুর্ভাব শুরু হয়েছে, লস্ট সিটি থেকে,' বললেন তিনি। 'সমুদ্রের স্রোত এ উইডকে আজারোস থেকে আটলান্টিকের পশ্চিমাংশ হয়ে গালফ স্ট্রিম পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছে। পরবর্তীতে এটা উত্তর আটলান্টিকের স্রোতের সাথে যোগ দিবে যা এগুলোকে নিয়ে যাবে ইউরোপে। সে একটা লেজার ডট দিয়ে জায়গাটা দেখাল। 'কোনো প্রশ্ন?'

'এ গালফ স্ট্রিম কি রকম গতিতে যায়?' প্রশ্ন করল কেউ একজন। 'সর্বোচ্চ পাঁচ মিনিট। দিনের একশ মাইলেরও বেশি।''বর্তমান অবস্থা কি?' প্রশ্ন মুলারের।

অসবোর্ন রিমোর্টে চাপ দেয়ায় সার্কুলেশন চার্টটা সরে গেল। তার জায়গায় উত্তর আটলান্টিকের একটা স্যাটেলাইট ফটো চলে আসলো। মহাদেশগুলোর উপকূলীয় এলাকাগুলোর সমুদ্রের ওপর একটা হলদে রঙয়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। 'এ রিয়েল টাইম কম্পোজিট স্যাটেলাইট ফটোতে আপনারা গর্গনউইড আক্রান্ত এলাকাগুলো দেখতে পাচ্ছেন,' বলল অসবোর্ন। 'এবার আমি এর ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ছড়াবার এলাকাগুলো দেখাচ্ছি।' বদলে গেল ছবিটা। নতুন ছবিটাতে দেখা যাচ্ছে প্রায় পুরো সমুদ্র ছেয়ে গেছে হলুদে, শুধু মধ্য আটলান্টিকের কিছু এলাকায় নীল দাগ।

সারা ঘরে শুরু হয়ে গেল ফিসফিসানি।

'এ পর্যায়ে যেতে কত সময় লাগবে?' প্রশ্ন মুলারের।

অসবোর্ন গলা খাকারি দিল যেন কণ্ঠ থেকে আওয়াজ বের হতে সমস্যা হচ্ছে। 'কয়েক দিনের মধ্যে।'

জবাব শুনে সবাই হয়ে পড়ল আতংকিত।

সে রিমোর্টে ক্লিক করল। উত্তর আমেরিকার ইস্টার্ন সিবোর্ডে ছবিটা জুম হল। 'এ এলাকাটা সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে আছে। এ উইড যদি অপেক্ষাকৃত অগভীর জলাশয়ের কাছে চলে আসে তাহলে আমরা বিরাট ঝামেলায় পড়ে যাব। প্রথম ধাক্কায় এটা আমেরিকা ও কানাডার পূর্ব উপকূল আর উত্তরপূর্ব ইউরোপের পুরো মৎসশিল্প ধ্বংস করে ফেলবে। আমরা এ ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছি। মি. অস্টিনকে কয়েক মিনিট আগে আমি রুমে ঢুকতে দেখি। কার্ট এ ব্যাপারে কতদুর এগিয়েছ?'

কিছুই হয়নি, ভাবল অস্টিন। গেল সামনে। সে তার সামনে বসে থাকা লোকগুলোর ফ্যাকাশে চেহারা পর্যবেক্ষণ করল। 'আমি ও আমার বন্ধু জো জাভালা পিকেট লাইটটার এরিয়াল সার্ভে করেছি যা কন্টিনেন্টাল শেলফের কিনার ঘেঁষে সৃষ্টি হয়েছে।' সে যা দেখে এসেছে তার বর্ণনা দিল। 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে', কথা শেষ করল সে, 'কোনোভাবেই ছিদ্র করা যাচ্ছে না।'

'কেমিক্যাল?' প্রশ্ন এক সরকারি আমলার।

'কেমিক্যাল খুব তাড়াতাড়ি পানি ও বাতাসে মিশে যাচ্ছে,' বলল অস্টিন, 'ওপরের দিকে অল্প কিছু উইডকে মারতে পারলেও গর্গনউইড অনেক পুরু হবার কারণে সেটাকে ভেদ করতে পারছে না। আর এলাকাটা সুবিশাল। আমরা যদি পুরো এলাকা কভার করতে সক্ষমও হই তাতে সমুদ্র বিষাক্ত হয়ে পড়বে।' আর কিছু কি আছে যা এ সুবিশাল এলাকা ধ্বংস করতে পারে।?' প্রশ্ন মুলারের।

'অবশ্যই। পারমাণবিক বোমা,' বলল অস্টিন মনি হাসি হেসে। 'তবে সেটাও হাজার হাজার বর্গ মাইল এলাকার জন্য যথেষ্ট নয়। আমি পরামর্শ দেব বিস্ফোরণটা প্রধান প্রধান পোতাশ্রয়ের করতে। আপাতত প্রধান পোতাশ্রয়গুলোকে ক্লিয়ার রাখতে চাচ্ছি যেন আমরা আরো সময় পাই।'

ফ্রাঙ্ক কাইল নামক এক নাদুসনুদুস ফোর স্টার জেনারেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সময় কিসের জন্য? আপনিই না বললেন এটা কোনোভাবেই ঠেকানো যাচ্ছে না।'

'এর জেনেটিক সমাধানের জন্য কাজ চলছে।'

জেনারেলের মুখের ভাব দেখে মনে হল অস্টিন যেন তার সৈন্যদের রাইফেলের বদলে ফুল বহন করার পরামর্শ দিচ্ছে। 'জেনেটিক্স? ডিএনএ? সেটা কতখানি কাজে দেবে? এতে তো মাসের পর মাস লেগে যাবে।'

'পরামর্শ শোনার জন্য আমি প্রস্তুত,' বলল অস্টিন।

'হাসল জেনারেল। 'শুনে ভালো লাগল। আমি আপনার পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের প্রস্তাবটা প্রেসিডেন্টকে জানাব।'

অস্টিন সিআইএতে থাকাকালীন সামরিক বাহিনীর লোকেদের সংস্পর্শে এসেছে। তার অভিজ্ঞতা বলে এরা যেকোনো শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের ব্যাপারে খুব সাবধানি হয়। তবে এ জেনারেল কাইলের কার্টিস লেমের মতোই পারমাণবিক বোমা প্রীতি আছে বলে মনে হচ্ছে। তবে এমন নাজুক পরিস্থিতিতে তার পরামর্শ গ্রাহ্য করার সম্ভাবনাই বেশি। 'আমি কিন্তু সে পরামর্শ দিচ্ছি না,' বলল অস্টিন ধৈর্যের সাথে। যেমনটা আমি বলেছিলাম পারমাণবিক বোমা এ উইডের চাদরের মধ্যে সামান্য ছিদ্রই করতে পারবে।'

'আমি একটা বোমার কথা বলছি না। রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমরা হাজার হাজার বোমা তৈরি করি। আমরা সমুদ্রের ওপর পারমাণবিক বোমার কার্পেট বোম্বিং করব আর যদি বোমা শেষ হয়ে যায় তাহলে প্রয়োজনে রুশদের কাছ থেকে ধার নিতে পারি।'

'সেরকম হলে সারা সমুদ্র পরিণত হবে পারমাণবিক বর্জ্যের ডিপোতে,' বলল অস্টিন। 'এমন একটা বোম্বিং ক্যাম্পেইন সমুদ্রের সব প্রাণী ও উদ্ভিদকে ধ্বংস করে ফেলবে।'

'এ উইডতো এমনিতে আমাদের জলজ সম্পদকে ধ্বংস করে ফেলছে,' জবাব কাইলের। 'আপনিতো জানেনেই নৌ-বাণিজ্য ইতিমধ্যেই বাধাগ্রস্ত হয়েছে আর প্রতি ঘণ্টায় ক্ষতি হচ্ছে কোটি কোটি ডলার। এ জিনিস এখন আমাদের শহরগুলোর জন্যও হুমকি স্বরূপ। এটাকে যেকোনো মূল্যে থামাতে হবে। আমাদের কাছে 'শুদ্ধ' পারমাণবিক বোমা আছে যা আমরা ব্যবহার করতে পারি।'

উপস্থিত দর্শকেরা মাথা নাড়ল। অস্টিন বুঝতে পারল কোনো লাভ হচ্ছে না। সে জাভালাকে স্ট্রাটেজি সেশনের বাকি বাকি অংশে বসতে বলে রুম থেকে বের হয়ে ব্রিজে গেল। কয়েক মিনিট পর সে হুইলহাউস থেকে সিপের রেডিওফোনের মাধ্যমে ট্রাউট দম্পতিকে ফোন করল যারা এখন লস্ট সিটি ওপরে সী সার্চারো অবস্থান করছে।

'বুনো পৃথিবী থেকে অভিনন্দন গ্রহণ করুণ ড. স্ট্রেঞ্জলাভ,' বলল অস্টিন।

'হুম?' জবাব পলের।

'পরে বোঝাব। কাজ কেমন চলছে?'

'চলছে,' বলল পল। কণ্ঠে নেই কোনো উচ্ছ্বাস। 'আমরা একটা আরওভির সাহায্যে শৈবাল ও বীজের স্যাম্পল নিচ্ছি। গ্যামি ও তার দল ল্যাবে এগুলো নিয়ে গবেষণা করছে।'

'ওরা কি খুঁজছে?'

'ওরা এ উইডের মলিকুলার স্ট্রাকচারের মধ্যে কিছু একটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে যার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। আমরা নুমার বৈজ্ঞানিকদের কাছে এ তথ্যগুলো পাঠাচ্ছি। এছাড়া অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীদের সাথেও যোগাযোগ করছি। তোমার কি অবস্থা?'

তে দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করল অস্টিন। 'সম্ভাব্য সবকিছুই করেছি কিন্তু ফলাফল শূন্য। যে অবস্থা তাতে ইস্ট কোস্টের প্রতিটা পোতাশ্রয় বন্ধ হয়ে যাবে। ওদিকে প্রশান্ত মহাসাগরেও এটা ছাড়তে শুরু করেছে।'

'হাতে কত সময় আছে?'

অসবোর্ন যা বলেছিল সে কথাই কার্ট বলল। পলের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেল সে।

'নেভিগেশনে কি কোনো সমস্যা হচ্ছে?' প্রশ্ন অস্টিনের।

'লস্ট সিটি ও তার আশপাশের এলাকা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার, এখান থেকেই শুরু হয়েছিল প্রাদুর্ভাব। তারপর তা পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ে।'

'যা মনে হচ্ছে তাতে সমুদ্রে আর কোনো পরিষ্কার জায়গা থাকবে বলে মনে হয় না। তুমি বরং ওখান থেকে চলে আসার একটা ব্যবস্থা কর নয়ত পরে আর বেরুতে পারবে না।'

'আমি ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেনের সাথে কথা বলেছি, দক্ষিণ দিকে একটা চ্যানেল খোলা আছে, কিন্তু সেখান দিয়ে বের হতে হলে আমাদের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রওনা দিতে হবে। আচ্ছা ড. স্ট্রেঞ্জলাভ নিয়ে যেন কি বললে?'

'কাইল নামে একটা জেনারেল আছে। সে প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দেবে এখানে পারমাণবিক হামলা চালাবার।'

হতবাক হয়ে পড়ল পল। 'সে নিশ্চয়ই সিরিয়াস না?'

'হ্যাঁ, সে সিরিয়াস। সারা বিশ্বের রাজনৈতিক নেতাদের ওপর প্রচণ্ড চাপ আসছে কিছু একটা করার জন্য, যেকোন কিছু। ভাইস প্রেসিডেন্ট স্যান্ডেকার হয়ত তাকে সামলাতে পারবেন কিন্তু প্রেসিডেন্ট বাধ্য হবেন সিদ্ধান্ত নিতে আর তা যতই হাস্যকর হোক না কেন।'

'শুধু হাস্যকর না! এটা স্রেফ পাগলামি। আর এতে কোনো কাজও হবে না, তারা হয়ত উইডগুলো ধ্বংস করতে পারবে কিন্তু এর ডালপালা ঠিকই

বংশবিস্তার করতে পারবে আর সেটা আরো ভয়াবহ।' বলল সে।'তো আটলান্টিকের ওপর মাশরুম দেখতে পাচ্ছি কখন?'

'একটা মিটিং চলছে। কাল নাগাদ একটা সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। আর সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে কাজ শুরু হতে বেশি সময় লাগবে না।' সে থামল। 'আমি ম্যাকলিনের কথা ভাবছিলাম। আচ্ছা সে কি তোমাকে এ উইডের কোনো প্রতিশেধকের ব্যাপারে কিছু বলেছিল?'

'সে এটা বানাবার ব্যাপারে বেশ আত্মবিশ্বাসী ছিল। দুর্ভাগ্যবশত ম্যাকলিন আর বেঁচে নেই।'

অস্টিনের মনে পড়ে গেল সেই হেলমেটটার কথা যা ধ্বংসাবশেষের নিচে চাপা পড়ে আছে।

'এ রহস্য লুকিয়ে আছে লস্ট সিটিতে। যে কারণেই এ মিউটেশনটা ঘটুক না কেন তা শুরু কিন্তু হয়েছিল এখান থেকে। এখানে কিছু একটা আছে যার মাধ্যমে এর প্রতিষেধক প্রস্তুত করা সম্ভব।'

'আচ্ছা ব্যাপারটা ভেবে দেখি,' বলল পল। 'ম্যাকলিন জানত তার জীবন বর্ধক ফর্মুলায় কিছু সমস্যা আছে। আর সেটা রেসিন ফচার্ড হাড়েহাড়ে টের পায় তার বয়স হঠাৎ করে বেড়ে গিয়েছে। এতে একটা বিষয় পরিষ্কার যে এ ফর্মুলাটার কোনো ঠিক নেই।'

'আমিও সেটা ভাবছি। প্রকৃতি সব সময় ভারসাম্য রক্ষা করে চলে, বাড়াবাড়ি পছন্দ করে না।'

'হ্যাঁ। এটা আসলে রাবার ব্যান্ডের মতো। তুমি যদি বেশি টানতে থাকো তাহলে সেটা ফিরে আসবে।'

'জানি না রেসিন ফচার্ড নিজের সাথে রাবার ব্যান্ডের তুলনা করায় কি মনে করতেন। তবে এ কথা সত্য যে প্রকৃতি ভারসাম্য রক্ষা করে চলে। মিউটেশনতো প্রতিদিনই ঘটছে, এমনকি মানুষের মধ্যেও। বয়সবৃদ্ধির ক্ষেত্রে যদি বলতে হয় তাহলে বলা যায় প্রতিটা প্রাণীর মধ্যে ডেথ জিন থাকে যা তাকে মেরে ফেলে নতুনকে জায়গা করে দেবার জন্য। গর্গনউইড ঠিকই ছিল যতক্ষণ না ফচার্ডরা তার সাথে কিছু একটা করে ব্যাপারটাকে এ পর্যায়ে নিয়ে আসে।'

'আচ্ছা, মিউট্যান্ট সৈন্যগুলো এতদিন বাঁচল কি করে?'

'সেটা একটা কৃত্রিম পরিবেশ। তারা যদি তাদের নিজেদের মতো থাকতে পারত তাহলে বহু আগেই নিজেদের মেরে ফেলত।

আবারও ভারসাম্য।'

'দু' টো ক্ষেত্রেই মূল নিয়ামক এনজাইম,' বলল পল। 'এটাই সবকিছুর পেছনে। এটাই বয়স বাড়াতে পারে, এটাই বয়স কমায়।'

'গ্যামিকে আবার এনজাইম দেখতে বল।'

'দেখি সে কি বলে,' বলল পল।

'আমি মিটিংয়ে ফিরে দেখি জেনারেল কাইলকে বোঝাতে পারি কিনা পারমাণবিক হামলা চালানো থেকে তাকে নিবৃত্ত করা যায় কিনা, যদিও আমি তেমন আশাবাদী না।'

ট্রাউটের মাথা ঘুরতে লাগল। ফচার্ডরা মারা গেলেও কবর থেকেও তারা দুনিয়াকে যন্ত্রণা দিয়ে যাচ্ছে।

পল ব্রিজ থেকে নেমে ল্যাবে গেল যেখানে গ্যামি চারজন মেরিন বায়োলজিস্টের সাথে কাজ করছিল।

'কার্টের সাথে এইমাত্র কথা হল,' বলল পল। 'খবর ভালো না।' সে অস্টিনের সাথে হওয়া কথাগুলো তাকে শুনালো। 'নতুন কিছু পেলে?

'আমি এনজাইমের সাথে এ উদ্ভিদটার যোগাযোগ খোঁজার চেষ্টা করে দেখেছি কিন্তু কোনো লাভ হয়নি তো আমি এর ডিএনএ দেখতে শুরু করলাম।'

সে একটা টেবিলের কাছে গেল যেখানে বিশটার মতো স্টিলের কন্টেনার সাজানো রয়েছে।

'প্রত্যেকটা কন্টেইনারে গর্গনউইডের স্যাম্পল রয়েছে। আমি স্যাম্পলগুলোকে এনজাইমের কাছে উন্মুক্ত করে রেখেছি কি ঘটে তা দেখার জন্য। আমি দেখতে চাই যদি এনজাইমের বিভিন্ন ধরন দ্বারা উইডকে ওভারলোড করা যায় তাহলে কি প্রতিক্রিয়া ঘটবে।

আমি এতদিন অন্য বিষয় নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম বলে স্যাম্পল নিয়ে কিছু করা হয়নি।'

'দাঁড়াও আগে বুঝে নেই কি ঘটেছে,' বলল পল। 'ফচার্ডরা পরিশুদ্ধকালীন এনজাইমের মডিকিউলার মেকাপের বিকৃতিসাধন করে যখন তা মাইক্রো অর্গানিজম থেকে আলাদা করা হয়। এরফলে উইডের জেনেটিক মেকাপ বিনষ্ট হয় এবং সৃষ্টি হয় মিউটেশনের।'

'বেশ যৌক্তিক মনে হচ্ছে।'

'দাঁড়াও। সে সময় পর্যন্ত উইড এনজাইমের সাথে স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল।'

'তা ঠিক, বলল গ্যামি। 'যদি এনজাইম মডিফাইড হয়ে যেকোনো জীবিত উদ্ভিদের সাথে কোনো ধরনের সংযোগ ঘটে তাহলে তা পরিণত হয় দানবে। আশা করি ওভারডোজ প্রদানে এর বয়স দ্রুত বাড়বে, যেমনটা ঘটেছিল রেসিন ফচার্ডের ক্ষেত্রে।'

'শুনে তো যৌক্তিকই মনে হচ্ছে কিন্তু একটা জিনিস বুঝলাম না।'

সে কিছুক্ষণ ভাবল। 'এমনও তো হতে পারে যে পুরো ঘটনাটার পেছনে এনজাইম নয় বরং ব্যাকটেরিয়া দায়ী।'

'আমি কখনও ব্যাপারটা ভেবে দেখিনি। আমি কেমিক্যাল নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম অথচ আসল ব্যাপারটা লক্ষ্যই করিনি। পানি থেকে এনজাইম বের করতে গিয়ে ফচার্ডরা ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে আর সম্ভবত এই কারণেই এতসব ঘটনা ঘটছে।'

সে একটা রেফ্রিজারেটর থেকে একটা গ্লাস ফিয়াল বের করব। জিনিসটার ভেতরে থাকা তরল পদার্থ হালকা বাদামি রঙ ধারণ করেছে।

'লস্ট সিটি কলাম থেকে আমরা এ ব্যাকটেরিয়ার কালচারটা পেয়েছি।'

সে সেখান থেকে কিছু তরল নিয়ে গর্গনউইড কন্টেনারের মধ্যে ঢেলে একটা নোট নিল।

'এবার কি?'

'ব্যাকটেরিয়ার কার্যকর হবার জন্য আমাদের ওকে কিছু সময় দিতে হবে। বেশিক্ষণ লাগবে না। আমি খাইনি। কিছু খাবার নিয়ে আসবে?'

'চল মেস হলে গিয়ে খেয়ে আসি।'

গ্যামি কপাল থেকে চুল সরালো। 'সারা দিনে এ একটা কথা ভালো লাগল।'

খাওয়াদাওয়া করে তারা এক ঘণ্টা পর ল্যাবে ফিরল। পল ব্যাকটেরিয়া রাখা কন্টেনারটার দিকে তাকাল।

'এটাকে কি আরো কাছে থেকে দেখা যাবে? এ আলোতে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।' দেখল

গ্যামি একজোড়া লম্বা টংয়ের দিকে ইঙ্গিত করল। 'ওটা দিয়ে ওই সিংক বেসিনে স্পেসিমনটা পরীক্ষা কর।'

পল কন্টেনার থেকে একদলা উইড তুলে নিয়ে সিংকের কাছে নিয়ে একটা প্লাস্টিক টবের মধ্যে ফেলল। গর্গনউইডকে আপাতদৃষ্টিতে দেখতে খুবই নিরীহ মনে হয়। উদ্ভিদটা দেখতে তেমন সুন্দর না কিন্তু যেভাবে একে অপরের গুচ্ছ হয়ে আটকে আছে তাতে দেখতে একেবারে খারাপ লাগছে না। এ গুচ্ছগুলোই একত্রিত হয়ে সমুদ্র থেকে পুষ্টি শোষণ করে নিচ্ছে। পল টং দিয়ে জিনিসটাকে ধরে একটা গুচ্ছ খুলে নিল। গুচ্ছটা ভেঙ্গে গেল এবং উইডগুলো টাবে ছড়িয়ে পড়ল।

'স্যরি,' বলল সে। 'আমি তোমার স্যাম্পলটা ভেঙ্গে ফেললাম।'

গ্যামি তার দিকে বিরক্তিভরা নজরে তাকিয়ে টংটা নিজ হাতে তুলে নিল। সে আরেকটা ডাল তুলে নিলে সেটারও গুচ্ছটা ভেঙ্গে যায়। সে আরো

কয়েকটা ডাল তুলে নেয়। সেগুলোরও একই অবস্থা। সে ভেঙ্গে যাওয়া গুচ্ছগুলোর কিছু অংশ তুলে নিয়ে মাইক্রোস্কোপের নিচে রাখে।

কয়েক মুহূর্ত পর সে মাইক্রোস্কোপ থেকে চোখ সরায়। 'উইডগুলো মারা যাচ্ছে,' ঘোষণা দিল সে।

'কি?' পল সিঙ্কের মধ্যে তাকাল। 'দেখেতো ভালোই মনে হচ্ছে।'

সে হেসে আরো কিছু ডাল ভেঙ্গে নিল। 'দেখো। উইড যদি ভালো থাকত তাহলে এটা কখনও করা যেত না। ডালগুলো রাবারের মতো শক্ত কিন্তু এদের একেবারে সহজে ভেঙ্গে ফেলা যাচ্ছে।'

সে তার সহকারীদের ডেকে স্যাম্পলের বিভিন্ন থেকে মাইক্রোস্কোপ স্লাইড তৈরি করতে বলল। তারপর যখন সে আবারো মাইক্রোস্কোপের মধ্যে তাকাল তখন তার মুখ হয়ে উঠল উজ্জ্বল। মুখ ভরে গেল হাসিতে।

'স্যাম্পলের এ উইডগুলো নাক্রোসিসের প্রথম পর্যায়ে রয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে এরা মরার পথে। আমরা ব্যাপারটা নিশ্চিত হবার জন্য আরো কয়েকটা স্যাম্পলে ব্যাপারটা করে দেখি।'

সে আবারও উইডের সাথে ব্যাকটেরিয়া মিশিয়ে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করল সে। মাইক্রোস্কোপে তাকিয়ে দেখল তার ধারণা সত্যি। যেসব স্যাম্পলে ব্যাক্টেরিয়া মেশানো হয়েছে তা প্রত্যেকটাই মরে গেছে।

'ব্যাকটেরিয়া গর্গনউইডের কিছু একটা খেয়ে ফেলছে যা তার বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যক,' বলল সে। 'আমাদের আরো রিসার্চ করতে হবে।'

পল আগের ব্যাকটেরিয়া কালচারটা তুলে নিল। 'এগুলোকে কিভাবে ব্যবহার করা যাতে পারে?'

'এদেরকে ব্যাপক উৎপাদনের পর উইডের ওপর ছড়িয়ে দিতে হবে।'

হাসল পল। 'তোমার কি মনে হয় ব্রিটিশ সরকার এ ব্যাকটেরিয়া ছড়াবার জন্য ফচার্ডের সাবমারসিবলটা ব্যবহার করতে দেবে? আমাদের যেমন দরকার সেটা দিয়ে এ কাজ সারা সম্ভব।'

'আমার মনে হয় ব্রিটিশ দ্বীপগুলোকে বাঁচাবার জন্য তারা সে সাবমারসিবল আমাদের হাতে তুলে দেবে।'

'ম্যাকলিন আবারো আমাদের বাঁচালো,' বলল পল মাথা ঝাঁকিয়ে। 'সে আমাদের এ সমস্যা থেকে বাঁচার আশা যোগায়।'

'কার্টের কৃতিত্বও কম না।'

'সেই কিন্তু বলেছিল লস্ট সিটিতে ফিরে যেতে।'

'কার্টকে কি সুখবরটা শোনাব?'

মাথা ঝাঁকাল পল। 'আমি ওকে বলব আমাদের প্রিয় স্কটিশ বন্ধুর শেষকৃত্য যেন যথাযথ মর্যদার সাথে হয়।'

পল দরজার দিকে চলে গেল।

তেত্রিশ

লক কয়েক মাইল লম্বা ও চওড়ায় অর্ধেক চকচকে স্কটিশ আকাশ লকের ওপর প্রতিফলিত হচ্ছে।

একটা কাঠের নৌকা ও স্বচ্ছ হ্রদের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এগুতে এগুতে তা পৌঁছে গেল হ্রদের সবচেয়ে গভীর অংশে।

নৌকাতে মোট চারজন যাত্রী ছিল, পল গ্যামি, ডগলাস ম্যাকলিন এবং তার মৃত কাজিন আঙ্গাস যার ছাই একটা অস্টভুজাকৃতি বাইজেন্টাইন চেষ্টের মধ্যে বহল করা হচ্ছিল।

ডগলাসের তার কাজিনের সাথে মাত্র একবার দেখা হয়েছিল। সেবার তারা প্ল্যান করেছিল একসাথে অনেককিছু করার, কিন্তু আর দেখা হয়নি।

ডগলাস নৌকাটার কোণায় গিয়ে দাঁড়াল। গ্যামির কাছে থেকে সিগনাল পেয়ে সে ব্যাগপাইপ বাজাতে শুরু করল 'আমেজিং গ্রেস।' পল আঙ্গাসের ছাই ঢেলে দিল হ্রদের পানিতে। ধীরে ধীরে তা মিশে গেল ঘন নীল পানিতে।

'আভে তুক ভ্যাল,' বলল পল ফিসফিস করে। বিদায়।

ফচার্ড ভাইনইয়ার্ডের ওপরে একটা ছোট লাল বাইপ্লেন ক্ষুধার্ত বাজের মতো উড়ছিল। অস্টিন জুলস ফচার্ডের ছাই উড়িয়ে দিল আকাশে যার লাশ গ্লেসিয়ার থেকে তোলা হয়েছে।

জুলসের লাশ পোড়ানো হবে কিনা এ নিয়ে বেশ আলোচনা হয়েছিল। শেষকৃত্যের এ পদ্ধতি নিয়ে ক্যাথলিক চার্চের আপত্তি রয়েছে। যেহেতু তার কোনো আত্মীয় বেঁচে নেই। সেহেতু অস্টিন ও স্কাই এ দায়িত্বটা তুলে নেয় নিজের কাঁধে। তারা তার দেহাবশেষ ছড়িয়ে দেয় তার প্রিয় আঙ্গুরের ক্ষেতের ওপর।

পল ও জাভালার মত তারাও সেই লাতিন শব্দটা উচ্চারণ করল।

'যাক অবশেষে জলুস ফিরে এল তার বাড়িতে,' বলে উঠল অস্টিন।

'আচ্ছা সে যদি সুইজারল্যান্ডে পৌঁছাতে সক্ষম হত তাহলে কি হত?' প্রশ্ন স্কাইয়ের।

'সেটা আর জানা যাবে না। তবে ভেবে নেয়া যাক সে যুদ্ধটা থামাতে সক্ষম হত।'

'চমৎকার ভাবনা,' বলল স্কাই। কিছুক্ষণ পর সে বলে উঠল 'এ প্লেনে আমরা কতদূর যেতে পারি?'

'যতক্ষণ না তেল শেষ হয়ে না যায়।'

'আমরা কি আক্স-এন-প্রভেন্স পর্যন্ত যেতে পারব?'

'একটু দাঁড়াও,' বলল সে। সে জিপিএসের ওপর বোতাম চাপ দিয়ে একটা প্রোগ্রাম বের করল যা এয়ারপোর্ট ফুয়েলিং পয়েন্টগুলোকে চিহ্নিত করে। 'কয়েক ঘণ্টা লাগবে আর তেল নেবার জন্য একবার থামতেও হবে। কেন?'

'চার্লস তার ভিলাতে আমাদের থাকার প্রস্তাব দিয়েছে। সে বলেছে, আমরা তার নতুন বেন্টলিটাও ব্যবহার করতে পারি যদি না সেটা নিয়ে সুইমিংপুলে না ডুবে যাই।'

'কঠিন কিন্তু চেষ্টা করব।'

'ভিলাটা খুবই সুন্দর,' বলল স্কাই উত্তেজিত কণ্ঠে। 'শান্ত ও নিরিবিলি। একটা ভালো ওয়াইন সেলার আছে। সেখানে আমি আমার পেপার নিয়ে কাজ করতে পারব। ফচার্ডদের একটা ব্যাপারে ধন্যবাদ দিতে হয়। রেসিন তার পারিবারিক ইতিহাস সম্পর্কে যা বলেছে তার সাহায্যে মিনোয়ান ও প্রাচীন ইউরোপিয়ান ব্যবসায়ীদের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে যে আমার থিওরি রয়েছে তা প্রমাণ করতে পারব। কি মনে হয়?'

'আমি সাথে কোনো জামাকাপড় আনিনি।'

'জামাকাপড়ের কি দরকার?' বলল সে দুষ্টুমিভরা কণ্ঠে।

হাসল অস্টিন। 'আমরা ডিনার নাগাদ পৌঁছে যাব।'

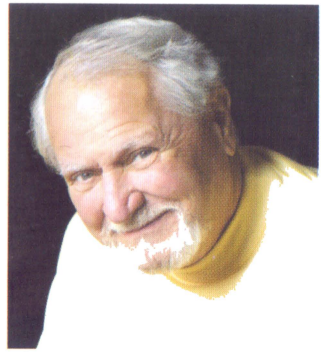

আমেরিকান রোমাঞ্চ উপন্যাসের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, ক্লাইভ কাসলারের জন্মও বেড়ে ওঠা ক্যালিফোর্নিয়ায়। প্যাসাডোনিয়া সিটি কলেজে দুই বছর পড়েছিলেন, পরে কোরিয়ার সাথে যুদ্ধের সময় বিমান বাহিনীতে নাম লেখান। বিমান বাহিনীতে তাঁর কাজ ছিল বিমান মেকানিক এবং মিলিটারি এয়ার ট্রান্সপোর্টের ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ারের। ওখানকার চাকরির মেয়াদ শেষ হতে আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞাপনী সংস্থায় পরিচালক হিসেবে কাজ করেন কাসলার। তার প্রযোজিত রেডিও এবং টিভি বিজ্ঞাপন কান্ চলচ্চিত্র উৎসব পুরস্কারসহ আরো বেশ কটি পুরস্কারে ভূষিত হন।

১৯৬৫ সাল থেকে লেখালেখি শুরু করেন। তিনি ১৯৭৩-এ আসে তার সবচেয়ে জনপ্রিয় চরিত্র ডার্ক পিট-কে নিয়ে রচিত প্রথম উপন্যাস। ১৯৯৭ সালের মে মাসে তিনি স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক থেকে পি.এইচ.ডি অর্জন করেন। ক্লাইভ কাসলার আমেরিকার জাতীয় সামুদ্রিক গবেষণা এবং মেরিন এজেন্সি (ন্যাশনাল আন্ডার ওয়ার্টার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সি, সংক্ষেপে; নুমা'র) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এবং তাঁর দুৎসাহসী সহযোগিরা পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় সমুদ্রের তলদেশ থেকে ৬০টির মতো দুর্লভ ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে, প্রথম ডুবে যাওয়া সাবমেরিন, ইউ এস এস হানলি, কনফেডারেট জাহাজ, নেভি বিমান এবং টাইটানিকের বেঁচে যাওয়া যাত্রীদের উদ্ধার করা জাহাজ, কার্পেথিয়ার ধ্বংসাবশেষ।

ধ্রুপদি গাড়ির বিখ্যাত একটা সংগ্রহশালা আছে কাসলারের। ১৪০টিরও বেশি অ্যান্টিক গাড়ির মালিক তিনি। ৪০টিও বেশি ভাষায় প্রকাশিত হয় তাঁর বই, ১২৫ মিলিয়ন পাঠক ছড়িয়ে রয়েছে পৃথিবী জুড়ে। তাঁর আন্তর্জাতিকভাবে সর্বাধিক বিক্রিত বইয়ের তালিকায় রয়েছে দ্য মেডিটারিনিয়ান কেইপার, আইসবার্গ, ভিক্সেন ০৩, ট্রেজার, ড্রাগন, সাহারা, ইনকা গোল্ড, ডিপ সিক্স প্রভৃতি।